মাসুদ রানা
[তিনখণ্ড একত্রে]
বিদায়, রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে রানা।
ছুটি দেয়ার ছলে কি আসলে
বরখাস্ত করা হচ্ছে ওকে?
কিংবদন্তীর নায়ক সেই মাসুদ রানার
এখানেই পরিসমাপ্তি?
বাজছে বিদায়ের ঘণ্টা।
চলে যাছে রানা বাংলাদেশ কাউন্টার
ইন্টেলিজেন্স ছেড়ে অনেক...অনেক দূরে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সন্ধী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেণনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মাসুদ রানা
বিদায় রানা
[তিনখুশ একত্রে]
কাজী আনোয়ার হোসেন

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS
<table>
<thead>
<tr>
<th>ISBN 984-16-7056-9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>প্রকাশক</td>
</tr>
<tr>
<td>কাজী আনোয়ার হোসেন</td>
</tr>
<tr>
<td>সেবা প্রকাশনী</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪/৪ সেহনবাগিচা, ঢাকা ১০০০</td>
</tr>
<tr>
<td>সর্বস্থতা: প্রকাশকের</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭</td>
</tr>
<tr>
<td>পঞ্চম মুদ্রণ: ১৯৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে আলীম আজিজ</td>
</tr>
<tr>
<td>মুদ্রকর</td>
</tr>
<tr>
<td>কাজী আনোয়ার হোসেন</td>
</tr>
<tr>
<td>সেহনবাগান প্রেস</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪/৪ সেহনবাগিচা, ঢাকা ১০০০</td>
</tr>
<tr>
<td>হেড অফিস</td>
</tr>
<tr>
<td>সেবা প্রকাশনী</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪/৪ সেহনবাগিচা, ঢাকা ১০০০</td>
</tr>
<tr>
<td>দূরালোচনা: ৮৩১ ৪১৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>মোবাইল: ০১১১৮৯৪০৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>জিপি ও বক্স: ৮৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>E-mail: <a href="mailto:sebaprok@citechco.net">sebaprok@citechco.net</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Web Site: <a href="http://www.ancbooks.com">www.ancbooks.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>একমাত্র পরিবেশক</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রজ্ঞাপতি প্রকাশন</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪/৪ সেহনবাগিচা, ঢাকা ১০০০</td>
</tr>
<tr>
<td>শো-রুম</td>
</tr>
<tr>
<td>সেবা প্রকাশনী</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রজ্ঞাপতি প্রকাশন</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Masud Rana

BIDAY, RANA
(Part I, II & III)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
মাসুদ রানার
ভিলিউম

1-2-3 ধার্ষ পারহাড়+ভারসাম্য+বর্ধন ৪১/-
4-5-6 দুর্নাসনিক+মূত্রর সাথে পাকা+পৃথন্দুর্ঘ দুচ ৪২/-
8-9 সাপর সময়-১,২ (একটি) ৫৬-৫৭-৫৮ বিদায়, রানা-১,২,৫ (একটি) ৫০/-
1০-১১ রানার সাহারা!!+বিষয় ৫১/-
1২-১৫ দুধী+কুকুর ৫৯-৬০ অভিনেতা-১,২ (একটি) ২৯/-
১৩-১৪ নীল আকর্ষণ-১,২ (একটি) ৬৩-৬২ স্বগৃহ রহস্য ৪১/-
১৫-১৬ কারো+মৃত্তিকা প্রহর ৬৩-৬৪ গ্রীষ্ম-১,২ (একটি) ৬৭/-
১৭-১৮ গুল্ম এবং মৃত্তিকা ৬৫-৬৬ জলীয়-১,২ (একটি) ৬৮/-
১৯-২০ পতি পার্দা+জাল ৬৭-৬৮ পিরিন-১,২ (একটি) ১০/-
২১-২২ পুলিং সিঁড়ি এলাকার ৬৮-৬৯ নীল আকর্ষণ-১,২ (একটি) ৬৭/-
২৩-২৪ ক্যাপ নার্ক+শরীফের দুটি ৫০-৬১ আশ্রয় রানা-১,২ (একটি) ৪০/-
২৫-২৬ একথানো ধুলো+এমান কাই ৩৪/-
২৭-২৮ প্রজাপতি-১,২ (একটি) ২৯/-
২৯-৩০ রংবর রং-১,২ (একটি) ৩১/-
৩১-৩২ অসংখ্য পাল্লা+পাল্লা টিটো (একটি) ৩৫/-
৩৩-৩৪ রেলী গুল্ম-১,২ (একটি) ৩২/-
৩৫-৩৬ জন্য পাইড়ার-১,২ (একটি) ৪৮/-
৩৭-৩৮ পুরুষ হেঁদু+বিশ্বকর ৬৫-৬৬ ধর্ম সংঘল-১,২ (একটি) ৬২/-
৩৯-৪০ বিভাগ সীমান-১,২ (একটি) ১১-১২ মুভি পাল্লাই-দিনে ৭৩/-
৪১-৪৪ সর্বময় যাত্রা+পাকা বিজয়ী ৪০/-
৪৫-৪৭ নীল হাঁচ-১,২ (একটি) ৭৫-৬৬ ধর্ম সংঘল-১,২ (একটি) ৬২/-
৪৮-৫১ প্রশ্ন নিবন্ধ-১,২ (একটি) ১৭-১০ সুর্য সৌরী+পাল্লা নাম ৩১/-
৫২-৫৮ একপল্লার-১,২ (একটি) ২৯/-
৫৯-৬০ লাল পার্দা+জুকম্বন ১০১-১০২ ধর্ম সংঘল-১,২ (একটি) ৬৮/-
৫১-৫২ অভিনেতা-১,২ (একটি) ১০৩-১০৪ ধর্ম সংঘল-১,২ (একটি) ৭৭/-
<table>
<thead>
<tr>
<th>নং.</th>
<th>বিতরক</th>
<th>প্রতিশত</th>
<th>কোটা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101-106</td>
<td>হামলা-১.২ (এককে)</td>
<td>৩১/-</td>
<td>৩১/-</td>
</tr>
<tr>
<td>107-108</td>
<td>প্রতিশত-১.২ (এককে)</td>
<td>৩০/-</td>
<td>৩০/-</td>
</tr>
<tr>
<td>109-110</td>
<td>মেকন বাজাত-১.২ (এককে)</td>
<td>৪০/-</td>
<td>৪০/-</td>
</tr>
<tr>
<td>111-112</td>
<td>মেকন বাজাত-২ (এককে)</td>
<td>৩০/-</td>
<td>৩০/-</td>
</tr>
<tr>
<td>113-114</td>
<td>আমর-১.২ (এককে)</td>
<td>৩২/-</td>
<td>৩২/-</td>
</tr>
<tr>
<td>115-116</td>
<td>আরাম বারুত-১.২ (এককে)</td>
<td>৩৭/-</td>
<td>৩৭/-</td>
</tr>
<tr>
<td>117-118</td>
<td>বিহুমুক্তি-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>119-120</td>
<td>মার্জিরন-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>121-122</td>
<td>বিনামুক্তি-১.২ (এককে)</td>
<td>৪৬/-</td>
<td>৪৬/-</td>
</tr>
<tr>
<td>123-124</td>
<td>মজবুতির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>125-126</td>
<td>মূর্তির-২ (এককে)</td>
<td>৪৬/-</td>
<td>৪৬/-</td>
</tr>
<tr>
<td>127-128</td>
<td>মাজিবাট-৬ (এককে)</td>
<td>৪৮/-</td>
<td>৪৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>129-130</td>
<td>সাদা-১.২ (এককে)</td>
<td>৮৮/-</td>
<td>৮৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>131-132</td>
<td>ভক্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৪৮/-</td>
<td>৪৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>133-134</td>
<td>প্রতিশত-২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>135-136</td>
<td>আমর-২ (এককে)</td>
<td>৪৮/-</td>
<td>৪৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>137-138</td>
<td>আমর চোরা-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>139-140</td>
<td>মজবুতির-২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>141-142</td>
<td>মজবুতির-২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>143-144</td>
<td>মজবুতির-২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>145-146</td>
<td>আরাম বারুত-১.২ থেকে দুগ্ধ পান-১.২ (এককে)</td>
<td>৩৩/-</td>
<td>৩৩/-</td>
</tr>
<tr>
<td>147-148</td>
<td>বিনামুক্তি-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>149-150</td>
<td>ভক্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৮৮/-</td>
<td>৮৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>151-152</td>
<td>মজবুতির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>153-154</td>
<td>বিনামুক্তি-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>155-156</td>
<td>আমর চোরা-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>157-158</td>
<td>মজবুতির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>159-160</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>161-162</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>163-164</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৮৮/-</td>
<td>৮৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>165-166</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৫৮/-</td>
<td>৫৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>167-168</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>169-170</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>171-172</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>173-174</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>175-176</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>177-178</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>179-180</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>181-182</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>183-184</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
<tr>
<td>185-186</td>
<td>মস্তির-১.২ (এককে)</td>
<td>৬৮/-</td>
<td>৬৮/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন প্রচলন বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া।
কোনওভাবে এর সিভিল, রেকর্ড বা প্রতিপিপ্ত তৈরি বা পাচার করা, এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজন প্রতিরক্ষার জন্য অনুমোদন বিদ্যমান। এর কোনও অংশ অন্য মূল্য বা বাণিজ্যিক করা আইনত বিধিত।
বিদায়, রানা-১

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৮

এক

ধর্মক থেকে পল্লবে গেলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

'দিস ইন্দ ক্রাইম! ফিন মার্টার!' কানা লোকের নক্ষতরাজ ফ্যাক্টরি হাটে হর্ভার রাযার টোয়ার সেলার থেকে। তাক করেন প্রাপ্ত তদন্তকর্তা রাহাত খানের কাছিয়া পূর্বর মাঝ বারাবর। 'তুমি! তুমিই খুন করে ছোট্টাকে! বহুবার বলেছি তোমাকে, সহোদর একটা সীমা আছে তোমার এই লিমিট! তোমার বিচার হওয়া উচিত, খান।'

কাচিয়ারা ক্ষুদ্রকাই দাড়ি। স্টীলের তৈরি চকচক মোটাগুলি জোয়ারের চশমা।

শালপ্রাঙ্ক দেহের নিষুধ দায় নিয়ে কাচা নীলচে ট্রিপাইল স্তু থেকে। ভাঙলাদেশ কাউন্টার ইন্টিপিজেন্সের চৌধুর রাহাত খানের মুখোমুখি। বেস্কের এখানে চোখচুম্বি গরম করে বসে আছেন ডাক্তার মাহফুজ রেজা।

মন ঘন টান মারলেন রাহাত খান চুক্তটি। ক্ষুদ্র বেরুক্ত না দেখে ডান হাত বাক্সে ডেকে লাইটার হাঁচলেন। পেলেন না। লাইটারটি বুকে রেখেছেন বা হাতের মুঠাট বিষ্ণুর, নিকেচের অক্ষজী ওজে দিচ্ছেন তিনি আশাতে চুক্তটি।

ধর্মক থেকে মৃত্যু। 'কিন্তু মাহফুজ, আমি আমি আমি।'

'ফর্ড করে' দাচ করে হৃদ্র ছাড়লেন ডাক্তার মাহফুজ। 'আমার চায় বেশি বেশি তুমি? কী মনে করেছ তুমি নিজেকে, আমি? দেড়শো রোগীকে বলিয়ে রেখে। মূল্যবান তিনটি মিনিট খুর করতে এসেছি আমি আমি আমি একটা মূর্তি রোগীর স্থানে...'

'ছায়ার ঝুঁকি করে উঠল রাহাত খানের বুক।' 'রানা মুম্বুরু!' ছাইয়ের মত হয়ে গেল মুখের চোখের, বা হাতের মুঠাট খুলে গেল আপনায় আপনি। গড়িয়ে পড়ে লাইটারটি।

রাযার মাহফুজ ওবু অস্বস্যা বিদেশী তীর্থদারী মেডিকেল প্রাকটিশার্ফরেই নন, সাইকিয়াট্রির একজন ডাক্তারে এমু, ডি এবং বনামধান স্ক্লার-জানা আছে তার। অনেক সাধা সাধনা করে তাকে এনেছেন তিনি বি.সি.আই-এর মেডিকেল অ্যাডভাইজর হিসেবে।

অক্ষেরে থেকে ওঠার মানুষ ইনি নন, জানেন বলেই এই হত্যা অক্ষরহিত হত হতে পারে ছেলে।

বিদায়, রানা-১
চেয়ে রইলেন কৈলেকে তাকর প্রশ্ন রোড় দিলেন তীক্ষ শরের মত, 'বলতে পারে কি তবার নবজ্ঞান নাব করেছে মাসুদ রানা?'

বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলেন রাহাত খান।

'প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টে যদি গড়পড়তা কুদ্দর করেও অবধারিত মূর্তুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটা,' বললেন আবার ডাক্তার মাহফুজ, 'মোট কমপক্ষে পাঁচশোবার দাঁড়াতে হয়েছে ওকে?' -সমাধিত জন্য অপেক্ষা করে রইলেন তিনি।

রাহাত খান মুদ্র মাখা ঝালাতেই আবার বললেন, 'পা-চ-শো বা-র! একটা মানুষ পাঁচশোবার ফিরে এসেছে নিচুত মূর্তুর মুখ থেকে! তুমি জানে প্রতিবার কি পরিমাণ মানসিক এবং স্বাধিক শক্তি ক্ষয় হয়েছে ওর মূর্তুর সাথে পাঞা লড়তে গিয়ে?'

'কিন্তু ও ছুটি পায় না এ কিন্তু, কিন্তু তোমার তুল ধরাণা...'

মুখের কাছে হাত তুলে বাতাসে বাড়ি মারলেন ডাক্তার মাহফুজ। খামটি তোমার দেয়া ছুটির মধ্যে জানে ছেলেটা। যেখানে ইচ্ছা যাবার সাধারণতা রয়েছে ওর? যা খুশি করার অধিকার কি আছে? ছুটির সময়টা আরও ক্ষয় করেছে ওকে টেনশনের সাথে বেঁধে যাওয়া।' পালে গিয়ে হুমকির মত শোনাল তাঁর গলার বন, 'কারও জীবন নিয়ে ছেলেখানে করার অধিকার...'

'কিন্তু আমি ওর মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখছি না যাতে...'

'ক্রান্তি, ক্রান্তি!' বললেন ডাক্তার। 'জমতে জমতে এমন এক পর্যায়ে গেছে, যে কোন মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্টা ঘটে যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত কি করে যে রাখে রয়েছে সেটাই আচর্য।' পাল্পে আজ্ঞা ধরলেন তিনি। 'তবে আমি শিও, হঠাৎ কোনো সময় ওর এসে গেছে। হতো ঠিক আগামী অ্যাসাইনমেন্টেই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যাবে ওর মেন্টাল, ফিজিকাল এবং নার্ভস সিস্টেম। কোন আগামী নেটিশ না দিয়েই যাতে লম্ব করে হাল ছড়ে দেবে ও আবার নাড়াবারও শক্তি পাবে না বিপদের মুখের। ফলত কি ঘটতে পারে বলে মনে হয় তোমার? খুন হয়ে যাবে না অসহায়তায়? এবং সেজন্য দায়ি করব আমি একমাত্র তোমাকে।'

'না আমি বলছিলাম...'

'লক্ষণের কথা বলছিলে তুমি,' উত্তরলিখে হয়ে ওঠেন আবার ডাক্তার মাহফুজ রেয়া। ডান হাতের বুদ্ধি আঙ্গুলের মাখা দিয়ে ফাড়ে আঙ্গুলের গিট স্পর্শ করেন।

'কাউন্ট করো। সর্বক্ষণ সজ্জন সতর্ক থাকতে হয় ওকে। আসলে যে সিটিয়ে থাকে ও সব সময় বিশেষ করে তোমার সামনে। ও নিজেও জানে না।' কিন্তু ওর অবচেতনে মনে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিরাগ, এমন কি হয়তো প্রচো একটা ঘৃণাও জমে উঠেছে।'

'আরি?' কল্পনে উঠে গেল রাহাত খানের চোখ।

'ছুটিতে দিলেও ও নিতে চায় না, কারণ আরে আসে অবলোকন করেছি। আর একটা লক্ষণ হলো ওয়ার্ল্ডমার্কেন্স,' বললেন বিষ্ণুকে গ্রহণ না করে বলে চললেন ডাক্তার।

'বিপদের মুখে কারণেই ডিসিশন নিতে বর্ষ হচ্ছে ও। তাছাড়া যেন যখন ওকে বলে, হাত বিকায় রাখে তো নিয়ে দ্বিতীয় পড়া, সামান্য কারণেই চমকে ও, সহজ সরল কথার উল্টো অর্থ করা—এইরকম ডজন ডজন

৬

বিদায়, রানা-১
লক্ষণ আছে, তা তুমি দেখেও দেখো না।'

'ইং,' ডান হাতের কনুই থেকে কোন পর্যন্ত ঢংক্রের উপর পুটে রয়েছে রাহাত খানার। আঁজুলালা ঠিক যেন ফাটা তেলা সাপের মধ্যে একটা। বা দিকে কাত হয়ে যাওয়া মাধ্যমটাকে অপর হাত দিয়ে ঠেঁক দিয়ে রাখলেন।

'ই নয়,' রিস্টওয়াচে ঠাকু রাখলেন ডাক্তার মাহফুজ। 'পরিপূর্ণ, সত্যিকার অর্থে পরিকল্পনা বলতে যা বোধ তাই দরকার এখন ওর। নাম সময়ের জন্য। কিংবা, সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওকে বিদায় করে দিতে পারো—হুমা, আমার অন্যতম হচ্ছে, বিদায় করে দাও, লিভ হিম আলান।'

'কি বলতে চাও?' গম্ভীর করে উঠল রাহেত খানের সেই পুরোনো জলদস্তীর গলা। 'চাকরি থেকে একেবারে বিদায় করে দিতে বলছ রানাকে?'

'হুমা,' বললেন বাড়কার। 'ওকে যদি সতিয়ে তালবাসো। কেননা, চাকরি করলেই ওকে তুমি টেনশনের মধ্যে রাখবে, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমাদের কাছের ধারাই এই রকম।'

হেসে কেলেন রাহেত খান। বললেন, 'কি জানো, রানা ছাড়া যে ভরসা পাই না কাউকে কোন কাজ দিয়ে। কিন্তু তুমি যে ভয় হয়কিয়ে দিলে মনে—আজ্জা, তোমার কথা শেষ করো।'

'আমার একটাই কথা, বোঝার লেইল দ্যান নেবার। ওকে যদি চিরকালের হারাতে না চাও।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ রানা একটা মেন্টাল কেস এখন?'

'কমপ্লিটলি!' ব্রীফকেস হাতে নিয়ে চেয়ারের ছাঁড়লেন ডাক্তার মাহফুজ রেখা। 'আমার বলছি, হয় বিদায় ফেরে দিয়ে ওকে জানে বাঁচতে দাও, তা না হলে আমার প্রস্তুতিপন্ন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ইমিদিওটেলি।'

বন্ধু মাহফুজ রেখা বিদায় নিয়ে চলে মেয়েটি দেখতে ঝুকতে ধরাতে গিয়ে মেজর জনারেল লড় করলেন, লাইটার ধরা হাতটা মুদু মুদু কাপছে তার। স্বত্ত্বক ক্যাচ ক্যাচ শুরু করে উঠল রিভলভার চেয়ারটা ভারমুহূর্ত হবার সময়। পাবারিডি করলেন খানিকক্ষণ। ক্যাবলের পাশের একটা রূপ ঠড়ক ঠড়ক করে লাফাছে। একসময় ধামলেন জানালার সামনে। পদ্ম সরিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। বিড় বিড় করে বললেন, 'লাড়ি ফল!' গালাগালটা কাকে দিলেন বোঝা গেল না।

এক হাতে স্টিওরিং, অপর হাতটা ঝকझকে টর্সটা করেরার কাঁচ নামানো জানালার উপর। পাশের সীটের পিঠ বুলছে কোটা। পরবর্তী সুটি রাশি, সাদা শার্ট, লাল টাই। চোখে পিপিচ মত বড় সাংগুনে। আঁজুলালা ঘাঁটি ফিলার টিপ্প বিদেশী সিগারেট। ঠোঁটে চিষ। উৎসাহুল চোখমুখ। নতুন ব্রোঞ্জের বাদ পাবার আশায় উখমুখ মন। বিপন্ন জীবিতে পাড়ার নেশাটা ধীরে ধীরে মধ্যে তুলছে সেই টেলিফোন পাবার পর থেকেই। আফিসে যাছে রানা। অনেকদিন পর। বুড়া থেকার ডাক এসছে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অফিসে আজকাল আর আসেই না রানা। চাফের নির্দেশ, ক্যামেক্সেক্সটা রাজ থাক তোমার। সেইজনেই গ্রাউন্ডেট

বিদায়, রানা-১
ডিটেকটিভ ফর্ম 'রানা এজেন্সিজ' টিকে গেছে। সবাই জানে রানা এখন বাক্সিতে গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তুলতে বাড়। কোনিডিকে নজর দেবার সময় নেই। কিন্তু গোপনে ঠিকই একের পর এক কাজ করে চলেছে সে বিসি, আই-এর হয়ে বুঝা।

সর্বশেষ আঞ্চলিকের পর দীর্ঘ একুশ দিন ছুটি ভোগ করেছে, ও ছুটির সময়টা ধাক্কাতেই ছিল সে বসের নির্দেশ। সনদেহ ছিল, ছুটিটা ক্যান্সেল করা হতে পারে। তাই সময় ইন্দ্রিয়কে মুহর্তের জন্যে অসতর্ক হতে দেয়নি ও। কিন্তু না, ডাক আসেনি। একে একে কেটে গেছে আরও চাব্বিশটি দিন। তারপর, পুরোটালিষ্ট দিনের মাঝায়, আজ।

আছে, গত কর্ডিনের খবরের কাগজে এমন কিছু ছিল নাকি যার সাথে ওকে অজ অফসে ডেকে পাঠাবার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? হাজার দশকের গুলোক হত্যা করা হয়েছে চাঙ্গড়া চুরির লোডে। সাধত গেছেন তেলআবিবে। টোকিওতে তিনি প্রেমিকরা বিশ্লেষণ প্রদর্শন করেছে, তিনি কনিষন প্রশান্ত মহাসাগরের ৭০০-র জায়গায় ১০০০ তিনি শিকারের অনুম্নি দেয়ায়। বারবাদার দুঃখনকে ফাঁসী দেবার পর কাফিফ্ট জারি করা হয়েছে। পর-১ বোমারু বিমান উৎপাদন বন্ধ করা যে সিডিও প্রেসিডেন্ট কর্মচারী মিলিয়েছিল কংগ্রেস তা নাকচ করে দিয়েছে। ভারত মহাসাগরে লৈনীর মাটিচোরের প্রেরণ দুই পরাশক্তি সুইজারল্যান্ডের রাজধানীতে তৈরী করা হয়েছে। আরেকটিনা একটা সাবমেরিন পরিদর্শন গেছে, পশ্চিম জার্মানির এই রহস্যময় বদানতায় কৃত্তিতৈতবন মহল বিশ্ব গ্রানাডা উড়ুয়ার সাথে সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবার জন্য কৃট ওয়াটেরহে currentPlayer কাছে একটা খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

একশো পঞ্চাশ সালের সম্পর্কে বাগানের অনুসন্ধান চালাবার জন্য কৃট ওয়াটেরহে currentPlayer কাছে একটা খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে। না! প্রকাশিত খবরের সাথে কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। হঠাৎ মজের পড়ল, গাড়ির পাশেই অফিস বিভিন্ন।

রাস্তার সাথে চার্কে বর্ষণের বিকট শেষে চমক উঠে একোঁখাঁ উড়তে পার্যায়া বাঁট করে দিক চলল সাততলা বিভিন্নটার আড়ালে চলে গেল। গাড়ির মুক্ত ধরে হাত বাড়ো কোটা নিয়ে দরজা খুলে নেন পড়ল রানা। ডান হাতের দুটো আঙুল শেষে চামাল ফেটে দিয়ে গেছে হাত থেকে নামাল সেটাকে। চার্দিক দেখে নির্দেশক ঈরানীর কাছে। সান্ত্রাঙ্গের ডাঁটি ধরে বন বন করে ঘোড়ার ঘোড়ার পায়ে বাড়াল রানা। কোটা থাকতে বুঝি হয়ে হাত। সিডিটি ধরার সামনে দাঁড়িল হটি। ঠোঁট থেকে সিডিটি নামের সেটাকে ফেলে একটা ধরার উপর। জুটো দিয়ে মাঝে সেটাকে চ্যাপ্টা করে উঠে গেল বাকি তিনটে ধাপ। দারোফানের লম্বা, সমস্ত সমালমের উদ্দেশ্যে মাথার একটা কাঁত করে সুইডেড ঠেলে ভিতরে ডুপে পড়ল ও। ডাকর সময়, কেন যেন সোহানার কথাটা মনে পড়ে গেল। কেমন যেন বললে গেছে এমেয়টা।

বড় হলকের একথায় সিডি, আরেকদিকে এলিভেটরটি। ফার্ট এলিভেটরের বাঁকটা দুইদিকেই। এরা সাবাই একতলা থেকে পাঁচতলার বিশ্ব রাঙা প্রতিচাহনের লোকজন। আডালার গাড়ি বগুড়া এবং ময় ও সাততলার দুটো ফ্লোর নিয়ে বাংলাদেশ কাউন্টিয়ার ইন্টেলিজেন্স কোন দিকে না তাকিয়ে যে গট করে একটা কোণার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিল রানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মাঝায় প্রাইভেট লেখা নিয়ে
একটা এলিফেটের এবং শব্দকেশ নিয়ে একটা মিলিটারি ম্যান হাসান।

dেওকে বুটের সাথে বুট ঘুঁটে খাটাও করে একটা ধরাল আওয়াজ করল হাসান। পুরো নয়, ব্রুট ভঙ্গিতে ফাঁসানুট করে শন্দা এবং সমান দেখিয়ে থাকে হাসান রানাকে, একটিটাদের মধ্যে একটায় ওঠেক। রানা জানে, এই বয়সে প্রচুর শক্তি রয়েছে ওর শরীরে। খালি হাত, কিন্তু পোশাকের ভিতর লুকানো আছে ফায়ার অর্মস। দিনখানা চকচকে পিঠের বোতল লাগানো কুড়া ভাজের আয়োজক ইউনিফর্ম। এই হাসান, এই হাসান! কিন্তু না! হাসছে না তো হাসান। ব্যাপার কি?

এমন হয়নি তো কখনও।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ইতস্তত করছে হাসান। সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াল রানা। হাত রাঙ্গা ওর কাছে। 'কিছু হয়েছে, হাসান?'

ঢাট্ট কামড়ে ধরে নিজেকে দমন করার চেষ্টা করল না, কিন্তু পারল না। টপটপ কয়েক কোটা পানি বেরিয়ে এল ওর চোখ থেকে। 'দেখ থেকে খারাপ খবর এসেছে।'

'খারাপ খবর?'

চোখ মুছে নিয়ে আড়চেচে দেখে নিল হাসান রানাকে, মিঠা ফ্রাগেলো গুছিয়ে নিল কুড়। 'ভাতি হাটার চিবি হয়েছে, বোধহয় বাচবে না।…'

'দুর বোকা! মুদু হেসে বলল রানা। চিবিকে আজকাল কেউ মরে নাকি?

ঠিকমত চিকিৎসা আর সেবা-যোগ পেলে তিন মাসেই সেরে যাবে পুরোপুরি। ছুটি নিয়ে চলে যাও, ছেলেটকে বেঁধাও ভয়ের কিছু নেই। ছুটি চেয়েছে।'

'না,' চোখ মুছল হাসান।

'বসকে বলে বাবস্থা করে দিছি আমি,' রানা জানে ভাইয়ের ছেলেকে অনেক যত্নে মানুষ করছে নিঃসন্তান হাসান। পকেট থেকে মানবিয়াগ বের করে খুলত সেটা। একশো টাকার তিনটি নেট বের করে হাসানের ব্যস্তপকেটে ঢুকিয়ে দিল।

'আমার চাঁদা। আরও লাগলে বলো। তোমার ঘাঁটের ঠিকানাটা রেখে যেয়ো, কেমন?'

বোকার মত চেয়ে রইল হাসান। প্যাটের পকেট থেকে ওর হাতটা বেরকল খানিক। কিন্তু ইতোমধ্যে রানা ঢুকে পড়েছে এলিফেটের ভিতর।

ছুততলায় নামল রানা এলিফেটের থেকে। সামনেই প্রশস্ত রিসেপশন হল। ঢুকতেই চোখচুম্বি হলো ইলেক্ট্রার ছোট বোন শ্রীমতী অজন্তার সাথে। লাল টিপ আর কপাল থেকে আঁখ হাত উচু ফুটানো চুল। কানে বললে বুঝেছেন। ঢোটে লিপিটিক-রঙে হাসি। 'কি সৌভাগ্য! আমিন পর…ডাডা ভাল টো?' পালা ছেড়ে ফিক্স করে হেসে উঠল অজন্তা। রানাকে দেখলে হয়, এই বারামটা আক্রমণ করে ওকে। 'মনে আছে টো, এসবু খোলানোর কথা?

'খুব ঠাণ্ডা!' কুন্টাটার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে বলল রানা। কাঠ ঝাকিয়ে চিত্রাটকে ঢোঁড়ে ফেলে দিল তখনি। 'ঠিক আছে, ঠাণ্ডা দিয়েই শুরু করা যাক বুধ শীতল কোন একদিন, তারপর দেয়া যাবে, কি বলে?'

'বরফের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সব সময় শীতল নয়,' বলল অজন্তা স্পষ্টভাবে।

'তাও জানো? হাসান রানা। 'এই বয়সে…আছা, ঘুরীকী…'

বিদায়, রানা-১
'কি! কফ্যানো না! কে বলন আমি...আমাকে খুনী বললে কিন্তু...'

'ভাল হবে নাও, তাই না? কিন্তু প্রমাণ আছে কোন? খুনী যে নও তার প্রমাণ কি? প্রেম বোঝা?

প্রশ্নটা শেষে একটু থমক খেয়ে গেল অজ্জ্বল। তিন সুযোগে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল রানা। দক্ষারকে পৌছে থামল, পিছন ফিরতেই দেখল চেয়ে আছে অজ্জ্বল, ওকে থামতে দেখে বলল, 'প্রজ্ঞাকা প্রাচীনীয়!'

হাসতে হাসতে করিডোর বেরিয়ে এল রানা। দুপাশে সারি সারি অফিসারম।
পদ্মার ফাক দিয়ে কর্মকর্তার টুকরা ছবি দেখতে দেখতে এগোল রানা। কাজে হেডফোন এটি বাস আছে দশ-বারোজন অপারেটর। টেবিলের উপর টেলিপ্রিং সেন্টার, উইলি কোনিন, ইন্টারকম, টেলিফোন, টাইপারাইটার,
মিনি কম্পিউটর ইত্যাদি। দেয়ালে নানান ধরনের চার্ট আর মাপ। শেষের ছুটা
রম হয়েভন এজেন্টের। এপাশে তিনটে। ওপাশে তিনটে। বা হাতের সর্বশেষ
রমটা রানার।

ডাঁপাশের প্রথমটাই সলিল সেনের। তিতরে দেখে পড়ল রানা পদ্মা সরিয়ে।
ফুকেই থমকে দাঁড়াল। সলিলের প্রাইভেট সেক্রেটারি পপিকে ঠোঁট দুটো টেবিলের
উপর পা ঝিলিয়ে বসে থাকা সলিলের মুখের দিকে এগোছিল বিষজনক ভঙ্গিতে—
চট করে সেরে গেল।

'তবে এর....'

ডাকাতের মত হঘার হাড়ল সলিল। এক ধাকায় পপিকে সরিয়ে দিয়ে
কাজগুলোর মত লাফিয়ে পড়ল সে রানার সামনে। ঐগীয়ে আসছিল রানা, কাঁধের
ধাকায় পিছিয়ে নিয়ে গেল ওকে সলিলের কাপড়, আসলে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে
দিল পপিকে। দমকা বাটাসের মত আঁচল উড়িয়ে বেরিয়ে গেল। পপি দরজা দিয়ে।

'শালা পিপিং টপ! খাছলত গেল না তেমার এখানে। বিয়সীনাই অফিসে
এসেছ শেখের গোয়েন্দাগিরি ফলাতে।' চেঁচিয়ে অফিস মাঝায় তুলল সলিল।
পিছিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রানার হাত দুটোর দিকে শোন দৃষ্টি রেখেছে ও। 'তুমি শালা
আসপদ, লন্ধ সময়ের জন্যে দূর হবে ওনে আনন্দে বগল বাজায়িলি আর ঠিক সেই
সময়।'

পিছু হটতে গিয়ে কিছু মেনে বেধে গেল পা পরমুহূর্তে আছাড় খেয়ে পড়ল
সলিল কার্পেটের উপর। রানাকে বাড়ানো পাটা টেনে নিয়ে দেখে রুঝল, লাঞ্জ
খেয়েছে আসলে রানার। ঐগীয়ে গেল রানা। সলিলকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বসল
রিভলভিং চেয়ারটায়। 'ওয়ান্ডারফুল কর্থট', বলে টোকা দিয়ে কলিংসেল
বাজাল। 'আজ তোদের বিয়ে। এমন জন্যে অসামাজিক কাজ দেখো তো আর চুপ
থাকা যায় না....'

কেমন ধরে চোখমুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়াল সলিল। 'তুই শালা রাস্তাগাতে
দুর্দশা প্রেম করে দেখাতে নেম্বরা বানিয়ে ফেলেছিল—ভেবেছিস খবর রাখি না?'
পপি দুইল রামে।

'দুইল চা,' বলল সলিল ক্ষুব্ধ। 'জলদি!'
পপি বেরিয়ে যেতেই দুইল জোড় করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে টেবিলের

১০

বিদায়, রানা-১
সামনে দাঁড়াল সলীল। 'দোস্তো, আর যাই করিস, তোর পায়ে পড়ি, পপির কানে বিয়ের কথাটা তুলিস না। যাদে চেপে কসে একেবারে। মাস কয়েক ধরে তাল তুলিছে বিয়ে করা, বিয়ে করা...'।

'খুবই স্বাভাবিক। গাজেন্ন হিসেবে পপির ভালটা তো আমাকে দেখতেই হবে,' মুকুন্দবিয়ানার চেলু ঘুঘুলি কলঙ্ক রানাঃ।

'দুই হাতে নিজের কান ধরে ওঠ-বস করতে আরম্ভ করল সলীত। 'এক, দুই, তিন...'

'কাজ হবে না,' গম্ভীর হয়ে কলঙ্ক রানাঃ। 'আজই বিয়ে।'

পরবৃত্তি সরিয়ে উঠি দিল একটা বিরক্তি মুখ। 'কিনে এই হৈ-চৈ? আরে বাপস! ক্ষয় বি. সি.আই।' লম্বা এক কুর্সিশ করে ভিতরে দুর্লভ জাহেদ। টেবিলের এক কোণায় বসল পা বুলিয়ে। ছো মেরে তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেটটা।

'অপরাধটা কি ওর?' বুড়ি আঙুল বাঁকা করে যাড়ের উপর দিয়ে পিছন দিকে দেখল সলীতে। 'কোনোদিনকে তৈরীই সময় নষ্ট করছে না সে। প্রথম ওঠ-বস করে চলছে। চোখ বুড়ি জানায় কোনো মহিলার সাথে অসামাজিক একটা কাজ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে,' কলঙ্ক রানাঃ। 'মৌলিক ডেকে বিয়েয়া একদিন পড়িয়ে দিতে চাই। তুই কি বলিস?'

'মৌলিক ডাকতে হবে না,' কলঙ্ক জাহেদ। 'আলিফবে তে সে জানা আছে আমার। কাছে তুমি নেই বেটে, কিন্তু রোমান দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব...পালাল! ধর, ধর...।' টেবিল থেকে নাফ দিয়ে ছুটল জাহেদ, কিন্তু তার আগেই ডাইভ দিয়ে সলীত বেরিরে গেছে কঠিনের।

'দুজনের পদশদ্ধ অস্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই গরাগর করে উঠল ইত্তফকর্মটা।

'রানা! টক-মিনিট-ঝাল, ইলোরার গলাটা—ভাবল রানা। 'আয় ইওর সার্ভিস, মাদামোয়াজেল।'

'স্লীরের রবে কি করহ তুমি?' চড়া গলা।

'সত্ত কথাটা বলব?'

'তার মানে? আমার সাথে ঠাট্টা করহ নাকি?' গলায় মিনিট বলতে কিছু নেই, শুধু তার আর ঝাল।

'হেঃ হেঃ, কি যে বলেন,' গলাটা বিয়ে বিকৃত করল রানা। 'আপনি হলেন গিয়ে স্পাইচ্যুডামির প্রাইভেট সেক্রেটারি, সে স্পর্ষা কোথায় যে ঠাট্টা করব?' গলাটা বদলে স্তরী করল রানা। 'ভাবেছিলাম, এবার কি রকম অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে কেনায় পাঠাবেন বস...।'

'ছুটিতে,' কলঙ্ক ইলোরা। 'চীফ অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য।' বোতাম টিপে নিজের সেটা অফ করে দিল ইলোরা।

ইথারকম্যাটর দিকে একটাকেরা চেয়ে পাঁচ সেকেন্ড নিউশেল বসে রইল রানা। 'ছুটি? কিন্তু তা কিভাবে সময়! প্যাটার্ন দিন পর ডাক পড়েছে। আবার ছুটি দেবে বলে? নাহ, ইলোরা ঠাট্টা করেছে।

বিদায়, রানা-১

১১
চেয়ার ছেড়ে উঠল ও। শিশ দিতে দিতে বেরুল করিডরে। দু’দিকই ফাকা। সলীল সম্ভবত পতিকে নিয়ে কাফেটেরিয়ায় দুকেছে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, মাটি ফুলে গজিয়ে ও সুযোগো নিয়ে বিএর জন্য চাপ দিলে ভিজিৎ সুখের হবে না...ইতাদি। সিড়ি বেয়ে সাতলায় উঠল রানা। কাচ দিয়ে ঘেরা ছোট একটা চারকোনা আয়গ। তিতের চুকল ও। মুখামুখি আরও একটা দরজা। দরজার ওপরেই করিডর। দরজাটিতে দু’পাশে গ্রীষ্ম বাষ্পের মত দুটো সৈনিক মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। কি এক দৃশ্য প্রতিঞ্জল ছাপ দু’জনের মুখের চেহারায়। চেহারের দৃষ্টিতে ইস্পাতের কাঠাম। মৃত্যু দুটোর মার্খানে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দু’জোড়া হাত রানার মাথা থেকে পায়ের জুটো পর্যন্ত সার্ক করল অত্যন্ত গ্রুং এবং নিপুণভাবে।

একমোগে আবার সিদ্ধে হয়ে দাঁড়াল দু’জন। 'ও-কে!'

একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাল রানা। শেষটা কার মুখ থেকে যে বেরোয়, নাকি দু’জন একই সাথে উঠাশারণ করে, এতদিন হয়ে গেল অতে আজও রহস্যটা পরিহার হলো না ওর কাছে।

দরজা তপকে করিডর ধরে এগোল রানা। দু’পাশের দরজাগুলোয় ভারী পাড় ঝুলছে। ডানদিকের মুর্বশেষের সামনে দুঢাল, পাড়া সরিয়ে চুকে পড়ল ভিতরে। চুকরের মত দৃষ্টি টেনে নিল বিপরীত দিকের মত সাউথ-প্রফ দরজাটা। বস্ত। চকচকে রূপেলী হাতল থেকে ঠিকের বেরুতে বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিক্ষা, মেজর জেনারেলের চেহারের দৃষ্টির মতই ধারাল। তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর সমবৎ ফিরল রানায়। ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। প্রকাও রাজ্য নিয়ে বসে আছে ইলেরাস একধারে। টকটকে লাল শিফন আর রাউজ, আরওর মত জড়িয়ে রেখেছে ও কে। বেশের উপর গোটা ছয়কে লাল সাদা এবং কালো রেডের টেলিফোন। মুখ কষ্টে কথা বলছে একটায়। কিন্তু ভুল কৌচকানো দৃষ্টি রানার দিকে। সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

শেষে নামিয়ে রাখল ইলেরা রিসিভার। ফর্ডা গোল হাতে ছোট কালো স্ট্রিপের সিস্টেমে হাতটা লম্বা করে দিল সে মেজর জেনারেলের চেহারের দিকে।

'ওদিকে।'

'ইলেরা,' মুখে হেসে বলল রানা। 'ফোনে তুমি বললে ছুটি...'

'বলেছিলাম নাকি?' একটা ফোনের রিসিভার তুলতে গিয়ে হাতটা শুনল রেখেই রানার দিকে তাকাল ইলেরা। 'কই, মনে পড়ছে না।'

'কিছুটা প্রস্তুত হয়ে যেতে চাই,' বলল রানা শান্ত ভাবে, কিন্তু কৌতূহলে ছুটক করছে বুকটা। 'গুধু যদি বললে অ্যাসাইনমেন্টটা কি ধরেন...'

গালে আচর্চা সুন্দর টেল ফোনে ইলেরা বলল, 'বিলিভ মি, আগে থেকে বলে তোমার আন্তর্জাতিক মাত্র করতে চাই না। তবে, বি শিও, এমন আরেমের অ্যাসাইনমেন্ট এর আগে তুমি পাওনি।'

'তোমার যেন জোড়া বাংলা হয়, আগামী বছর যেন তোমার সব চূল পাক ধরে, চাঁদিতে টাক পড়ে, শামের দুটো দাঁত যেন খেসে যায় ঘুমের মধ্যে খাট থেকে পড়ে গিয়ে...' অভিশাপ দিতে দিতে এগোল রানা রূপেলী হাতলওয়ালা দরজার

12

বিদায়, রানা-১
বিদায়, রানায়-১
রেকর্ড বুকটা খুললেন তিনি। ‘তোমার হবিওনার ওপর চোখ বুলাচ্ছিলাম,’
বললেন হালকা সূরে, গন্ন ওরু করার ভঙ্গিতে। ‘দেখলাম, দুটো শখ ছিল তোমার
ছোটবেলায়। একটা পাহাড়ে জঙলে ঘোরা, আরেকটাসমুদ্র ভয়ন।’ মুখ তুলে
তাকালেন বনার দিকে।
চোখে প্রশ্ন দেখে রানা ঢোক গিল। ‘সী, সার?’
‘এখনও কি তোমার কাছে আগের সেই আবেদন আছে হবি দুটোর?’
‘আছে, সার,’ নির্ভেজান সত্য প্রকাশ করল রানা।
‘কিন্তু দুটোর মধ্যে প্রিয় কেন্টোটা? দুটাই সমান প্রিয় হতে পারে না। দুটোর
মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে কেন্টোটকে বেছে নেবে তুমি?’
সমুদ্রের প্রতি চীরের দুর্বলতার কথা জানা আছে রানার। কিন্তু সে-কথা ভেবে
যে উত্তরটা দিল তা নয়, ‘সমুদ্র, সার। সমুদ্রকে বেছে নেবে আমি।’
‘ছোটবেলায় এই দুটো শখ আমারও ছিল, বললেন মেজর জেনারেল। ‘কিন্তু
দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হলে আমিও বেছে নিতা সমুদ্রকে। সমুদ্র-
রাসের তুলনা হয় না, কি বলা? সমুদ্র ভয়ে হঠাৎ করে অনেক কিছু আবিষ্কারের
সুবাসনা আছে, কখনও ভেবে দেখেছে?’
মাথা মুকাল রানা। ‘অনেক দীপ আছে, সার,’ বলল ও, ‘এখনও আবিষ্কার
হয়নি।’
‘সমুদ্র সংক্রান্ত বিষয়ে নেখাপড়া ছিল কিছু তোমার?’
‘সামান্য, সার,’ বলল রানা, ‘সামায় পেলে এখনও কিছু কিছু পড়ি।’
দুর্বল, প্রায় অবিশ্বাস লাগছে চীরের আচরণ। সমুদ্রের ব্যাপারে বুদ্ধকে
মানিয়াক বলা যায়, এমনই উৎসাহী তিনি—একথা ঠিক। তার ইম্পার কঠিন আর
যন্ত্র মেঝের মত পুরু ব্যক্তিত্বের আচার্যদ্বিতীয়া এর আগেও দু’একবার কিছুই ডিন্ডালা
হতে দেখেছে রানা, সে-ও এই সমুদ্র প্রসঙ্গ—কিন্তু তাই বলে চীরেই গন্ন করার
এই ভঙ্গিতে কখনও তো তিনি আলাপ করেননি। টপ সিকেট মীটিং নিচ্ছই বলে না
একে?
‘ওধু দীপ নয়,’ বললেন রাহাত খান রানার চোখে চোখ রেখে। ‘আবিষ্কার
করার মত আরও অনেক কিছু আছে সাগরে। চোখের কথাই ধরো না …’
‘ইয়েস, সার,’ প্রায় সব ভুলে উৎসাহিত হয়ে উঠছে ক্রমশ রানা। ‘যেমন,
আলবাট্রুস ফুট …’
‘তুমি জানো?’ উজ্জল হয়ে উঠল বুদ্ধ চোখের চোখমুখ। আরওলে আতিশয়ে আধ
ইঞ্জ বুকে এলেন তিনি রানার দিকে। ‘আলবাট্রুস ফুটের কথাও জানে তুমি? ’
সন্তানভাবে একটু হাসল রানা। ‘সাউথ আইস্টার্ন মহাসাগর সম্প্রে আমি
বিশেষভাবে উৎসাহী, সার। অনেকগুলো সী-সিম্বন্ধ বয়েছে ওদিকে। বেড়ে
আইল্যান্ড।’ থম্পসন আইল্যান্ড। আলবাট্রুস ফুট। সাউথ শেটলাইড দীপপুঞ্জ,
ড্রেক্স প্যাজেস, সাউথ জার্জারা, ট্রাস্টান ডা চান্নহারা …
মেজর জোনেরেল ডেন্সের সুইচবর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝাপটা মারলেন।
রানার বা দিকের গোটা দেয়ালটা আলাপিত হয়ে উঠল, ঘড় ফেরাতেই ক্ষিণ
আটলান্টিক মহাসাগরকে দেখতে পেল ও।

বিদায়, রানা-১
চেয়ারের পিছন থেকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আলুমিনিয়ামের একটা ভাজ করা চাষ্টা স্টিক তুলে নিনলেই বুঝত। বোঝাই টিপেইই সড়া করে পাচ হাত নম্বা হয়ে গেল সেটা। চুং মাথাটা দিয়ে মাথার নিদর্শ একটা জাগরা চিহ্নিত করলেন তিনি। ‘এই হলো সাউথ অফিসিয়াল,’ স্টিকটা সরালেন মাথার বিপরীত দিকে।
‘আর এই হলো সাউথ অ্যামেরিকাস। দুই মহাদেশের মাঝখানে এই হলো ট্রিস্টান ডা চানহা। আলবাট্রাস ফুটের একটা প্রথম এডিকেই।’ শেষের কথাটা এত জোর দিয়ে কেন বললেন চীফ বুঝল না রানা। আলবাট্রাস ফুট আজও কিংদৃষ্টী হয়েই আছে, কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি তোতোটা।
মাপের নিচের দিকে, অ্যাটাকারকে হানিক উপরে স্টিকটা নামিয়ে আনলেন রাহাত খান। ‘এই হলো বেডেট আইলাইভ। এর আশপাশেই কোথাও আছে থমসন আইলাইভ। দুঃখিতজন মাত্র চাষ্টা করেছে এই হিটাটাকে, কিন্তু আবার সেটা হারিয়ে গেছে। আলবাট্রাস ফুটের দ্বিতীয় ভেইন সম্ভব ওদিকেই। কি জানেন তুমি থমসন আইলাইভ সম্পর্কে?
‘জানি, মানেই...’ চোক ফিল রানা। ‘থমসনের পশিশন ইজ ওয়ান অত দি গেট মিস্টার্স অত দা সী, সায়ার।’
‘আক আলবাট্রাস ফুট?’
‘ওয়ান অত দি গেট মিস্টার্স অত দা সী।’
লেখা করে চায়ের ট্রে নিয়ে চোকের টুকরা ইন্দোরা গণনা করেন মত। যতক্ষণ রইল ইলোরা, সামনে ধোয়ার দেয়ালে তুলে দিয়ে তার অড়াল রহন্তা হয়ে রইলেন মজুর জেনারেল।

দরজা আবার বন্ধ হতেই রানার পিছে চোকে দিলেন তিনি। ‘তোমাকে আমি ইষ্টা করি,’ কথাটা বলে সংশোধন করলেন নিজেকে। ‘তোমার মত বয়স যাদের, মানে...ইষ্টা করি আমি তুরূপকে।’
চোক বুঝে বাঁচাও বাঁচাও, মেলে মেলে ইতোমধ বলে চিত্তার করতে করতে চুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে কিনা দৃষ্টি ভাবতে লাগল আবার রানা।
‘ইষ্টা হয়, আলবাট্রাস ফুট রিডিক্সকার করি,’ বললেন রাহাত খান। ‘রিডিক্সকার করি থমসন আইলাইভ। কিন্তু সে-বয়স আমার নেই। অর্থাৎ মেন্জার জোড়ালের হাতের চোক হলো বুঝতে না পেয়ে বোকার মত চোয়ে রইল রানা। চোকের দুটো মুড়ি মুড়ি কাপছে তীর। চোখের দৃষ্টি একটু যেন থালাটে হয়ে উঠেছে, পরিকার ধরতে পারে না রানা। কঠিনতাটা সামান্য কোপা কোপা, আবেগে ভারী। ‘অর্থাৎ গলাহাটিকে ভাল দিয়েছি আমি, আমি আবার যাব...আমি না পালাল পাঠাব আমার ছেলেকে...সানা।’ বৃদ্ধ সাথে যোগ পড়লেন ওর দিকে। ‘আমি পারিনি, আর যেতে পারব না—তুমি যাবে? রিডিক্সকার করবে আলবাট্রাস ফুটের দ্বিতীয় প্রথম আর ওই থমসন আইলাইভ!’

যেতে যদি পারিন, যাওয়া যদি সম্ভব হয়—সে তো আমার চোকে পুরুষের সৌভাগ্য, ভাবল রানা। কিন্তু এতই কি সহজ? শত শত অভিযান যেখানে বার্ষ হয়েছে, আমি সেখানে... খুব করে বিধান প্রফুট রিডিক্সকার বললেন কেন চীফ?
‘সায়,’ ঢোক গিলন রানা। ‘রি-ডিসকার্ট করার কথা বলছিলেন... কিন্তু আমি যতদূর জানি...'”

সেই পূর্বতন অর্থে বুঝিতে দারাকরে কলনেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের 
চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। কাহা পাকা তুলুর কুকুর, গন্ধীর ধর্মধে 
ভাইয়ারের মুখার্জী, সেই জলাশয়ের কঠিনতার - দেখে সেন বিচারে করা করিন এই ব্যক্তি 
খানিক আগে আরেকে কাপড়ছিল। “ট্রাস্টর ডা চারা কাছে আলব্যাট্রিস ফুটের 
একটা রঙ আবিষ্কার করেছিলাম আমি। অস্পষ্ট আইয়ার্ড যে দুইতলে মানুষ 
সচেতন দেখেছেন তাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু -সে অন্য গল্প।’ যেন এ 
প্রসঙ্গে আর কিছু বলার নেই। নিতে যাওয়া চুক্তিটা আপন ধরিয়ে দুরান্ত দিয়ে কামড়ে 
ধরলেন। আবার সেই খোঁদার দেয়াল তুলে দিলেন দুজনের মাঝখানে। কিন্তু যখন 
ভুরুল চোপের নিচে অফিসারকে ও পেটে বসে আছে বিকালদশী দুই মাস, 
রানা প্রতি পোর হ্রদ তুলে নিচে। সিগারিটা তাকে করলেন তিনি রানার কলাপ 
বোঝার। ‘যাবে তুমি?’

চীফ আলব্যাট্রিস ফুট আবিষ্কার করেছেন। অস্পষ্ট আইয়ার্ড দেখেছেন! হজম 
করতে পারেনি তখনও তথ্যগুলো। রানা। প্রথম করে সবটা যে জানার চেষ্টা করবে, 
অতটা সাহস হল না ও। প্রসঙ্গের ইতি ঘটিয়েছেন চেতন বুড়ো মহেদ্র এই 
আন্তর্জাতিক বাণী। আপাদনক অন্তর্গত একটা রহস্য এই বুঝো। ছিটেছিলো জানার 
একটা সূচনা কাছাকাছি এসেও হাতছাড়া হয়ে পেল বুড়ো পেরে নিরাশ হলো 
একটু। কিন্তু সেই মূর্তি, যার কথায় নেপে উঠল মনটা। চাঁড়লা চোদ চোদের 
মাথায় চড়ে অটলাইন্টেরের দুর প্রান্ত, যেখানে আকাশ বুন্দে পড়ছে সাগরের গল্পে, 
মোহাম্মদ চোখে দেখে নিল রানা তিন সেকেন্দ্র ধরে। 'কি এক অদৃশ্য উপজেনায় 
কাপতে থাকে বুঝতো। ওখানে আসলে কোনো কাজে পাঠাচ্ছে ওকে বুড়ো? 
উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল ও। ‘ইয়েস, সায়!' 

রীতি মোটামুটি এইবার বিদায় হতে বলবে, তাহলে রানা। আনুষ্ঠানিক 
বার্তাগুলো ওকে ছড়াতে জেনে নিতে হবে সেহেল বা উত্তরতন আর কোনো অফিসারের কাছ 
থেকে। আরও খানিক সময় বুড়োর সাথে কোনো বিচারে থাকে যায় 
ক্রম তাবতে শুরু করল ও। ‘সায়, আমি কি পারব আলব্যাট্রিস ফুট আর অস্পষ্ট 
আইয়ার্ড আবিষ্কার করতে? যতদূর জানি, অন্যান্য অভিযান একের শেষ 
এক্স হয়েছেই।' 

‘যাবে যেন বলেই তা সাফল্যের জন্য নতুন করে একজনের মাধ্যমে খরচুক, ’অস্পষ্ট বার্তার মত গুর করে উঠলেন মেজর জেনারেল। ‘এই অস্পষ্ট 
আত্রিয়ার পরিচয় সালের জর্জ নোরিশ আবিষ্কার করতে পেরেছিল, ওর আংশিক 
বছর পর ফুলার বীটারকে চাকুশ্চ করে, তার তিনামান বছর পর আমি বাইচারে দেখতে 
পাই-তুমিও কেন পাবেন না?’

‘পাবে সায়,’ বলে তাছে অর্থত্ব বুড়োর মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্যে নয়, নিজের 
প্রতি দৃষ্টি বিচারে উন্নৈতিক হয়ে উঠে বলল রানা। ‘মনে হচ্ছে পারব আমি।’

'পারতে হবে একা,' করলেন রানার বাকি শর্ট আরোপ করে। ‘অস্পষ্ট 
আইয়ার্ডে কুঠকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি।’

১৬

বিদায়, রানা।
'একা!' এ কেমন উল্টতো আবদার। ভাবছে রানা। থলপন্থন আইলাঙ্গ সেট মাটিত না আদামান যে সেখানে একা যেতে চেষ্টা করলে যাওয়া সম্ভব? 'কিন্তু কেন, স্যার?'

'কেন তা তুমি জানতে পারবে নিজেই,' বললেন মেজর জেনারেল আর্টেরিতে চুক্তি তুলে দিতে দিতে। 'যদি কখনও থলপন্থন আইলাঙ্গে গিয়ে পৌঁছেতে পারো।

'কিন্তু, স্যার...', প্রতিবাদ করে কিছু বলতে চাইছে রানা।

বাধা দিলেন মেজর জেনারেল। 'এক বছরের ছুটি দেয়া হচ্ছে তোমাকে, দরখাস্ত আছে সাইপ করে পাঠিয়ে দিয়া...', আর পাটিচ সাধারণ ক্ষার সুত্র ওর করলেন তিনি।

কোনরকম পূর্বাভাস না দিয়ে দ্বাষ করে উঠল বুক। 'এক বছরের ছুটি, স্যার?'

চোখ পা কালো উঠল রানার।

'ডাক্তার মাহফুজ তোমাকে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন,' মেজর জেনারেল তাঁর সত্বার্থপীক ভাবী পলায়ন গাঁওরের সাথে বলল চিকিৎসক রানার বিশ্বাস বোধ করে বিদ্যুৎজন তোমাকে না কর। 'নার্সেস ফ্যাক্টরিতে মূল্য তুমি,' তার বিপরীত বললেন, হাওয়া বলল দরকার। তাই এক বছরের ছুটি দেয়া হচ্ছে তোমাকে। তোমার পছন্দ মত বে-কোন একটি হিবারে বেছে নিয়ে যে কেনা আইনায় যেতে পারে তুমি।'

রানার মনে হলো, আসল কথাটা গোপন করার জন্য বীজ ওর দিকে কঠিন করে চেয়ে আছেন। 'আর কোন প্রশ্ন?'

'এক বছরের ছুটি...', চোখ ফিল রানা। দুঃখের কুলফি বেয়ে ঘামের ধারা নামতে ওর কাছে দিয়েছে। হয়ে ইচ্ছ হয়, রেজা ভাবতে চেষ্টা করছে ও।

ডাক্তার মাহফুজের সাথে দিন বাপী পরীক্ষা, রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন, অন্যতম বিষয় ছুটি-তবে কি মুহর্দরের জন্য ম্যাক্সাটা ঘুরে গেল রানার। তবে কি বের করে দেয়া হচ্ছে ওকে বিসি. আই থেকে? 'ডাক্তার কি আমাকে চাকরি করার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন, স্যার?'

চোখাতা বদলে গিয়ে উদ্দেশ্যের ছায়া পড়ল রাত্রি খানের মুখে। ডাক্তারের আর একটি কথা অবদানের অর্থাবল্লো ফলে যাখুঁস্টু, ভাবলেন তিনি। 'সরল কথার উল্টো অর্থ করা' নার্সেস ফ্যাক্টরিতে এটাই একটি লক্ষণ। উদ্দেশ্যের ছায়া মুখে ফেললেন তিনি মুখ থেকে। বিরুদ্ধের চেয়ে বেইলন কেসেক্ট রানার দিকে। 'তুমি বুঝছে তুমি,' বেইলন উঠতে চাইছেন বৃহৎ, কিন্তু রানার মানসিক অবস্থার কথা তেমন নিজেকে সামলে রাখছেন অতি কষ্ট। 'তুমি কৃত্তি। তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস দরকার। ডাক্তার মাহফুজের ধারার, ঘরের কোনে ভয়ে বলত থাকার চেয়ে পছন্দসই কোন হিবার নিয়ে দৌড়ে রিপোর্ট করলে মৃত সেরে উঠতে তুমি। বঁচে থাকানের মাধ্যমেই।'

'ফিস্তু স্যার, আমি নিজেকে অসুস্থ বা ক্লান্ত মনে করছি না! 'চেষ্টা সবের মূলের কম্পনটা রোধ করতে পারল না রানা। যামে যিঞ্জে ওঠা হাত দুটি দিয়ে বেঙ্গলের কুস্তি চেষ্টা ধর্ষে ও।

আঁখে উঠলেন বুক মনে মনে। সহজে ভাবলেন, রোটার সারে তো।

'ডাক্তার মাহফুজ ফিক্সিয়ালি তিন অসুস্থ বললেন তোমাকে...'

'নিজেকে আমি মেটান কেস বলেও মনে করি না, স্যার।'

২-বিদ্যায়, রানা-১
না, নত দ্যাট…

'তাহলে হাওয়া বুলেল, পুরো এক বছর ছুটি—এসব কি? কেন?'

'বেয়াড়ব হয়ে উঠেব রানার ধীরে ধীরে, তর্ক করার প্রবৃত্তি দেখা দেবে ওর মধ্যে—ভাবতের মাহফুজ বলেছিলেন ত্রিত্যবার ফোনে আলাপ করার সময়, মনে ল রাখাত খানের। থমকে চোখেতে তিনি রানার আচরণে। এত তাড়াতড়ি
এখন সাংঘিতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মেয়ের ভাবেনি। নিঃশব্দে চেয়ে
নতিনি রানার দিকে।

'ছুটি নিয়ে আটলাটিকে যাব—এটা কি একটা আয়াসাইনমেন্ট, স্যার?'

'না,' বললেন রাখাত খান অমৃদ্ধারিক শাস্ত অস্থ গলায়। 'ছুটি ছুটিই,
একে সাথে কাজের কেন সম্পর্ক নেই। তুমি এখানে যেতে পারো।'

নির্দেশটা অনন্ত করে সে-সাহস সম্বন্ধ খোদ আমলায়েরও নেই, কথাটা
ইপন্নকি করে আর বসে থাকতে পারল না রানার।

দুই

'হাঁ কী সুন্দর! বস প্রেজেক্টেশন দিলেন বুঝি?' রানার হাতের নীল গোলাপটার
দিকে চোখ রেখে বলল ইলোরা, তাকার তাকাল রানার মুখের দিকে। 'আমার
প্রেজেক্টেশন কিন্তু মোটেই দুর্দশ নয়। চাঁদার প্রথম একটি টেলিফোন শেখার
লেখের সাটা বড় একটা বাঁধ খড়গে দিল সে রানার দিকে।

ইলোরা বললে গোলাপটা সম্পর্কে সচেতন হলো রানা। আসলে কিভাবে
চেয়ার ত্যাগ করলে, ঘরে দাঁড়িয়ে, পা ফেলে ফেলে দরজা পর্যন্ত এসেছে, নর
ধরে কোন উমুক করেছে, তাকার বেরিয়ে এসেছে চেয়ার থেকে কিছুই এখন
আর মনে করতে পারছে না ও।

চেয়ারের বাইরে পা দিতেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে, ওকে একটা
হাহাকার ধরনি।

নিঃশব্দে 'না লাগে নিজেকে নারায়। বারবার প্রশ্ন করছে নিজেকে, এতটা নির্ভর
হতে পারল চাই। রাখাত খান? আবার কুড়ির মত লাভ মনে বের করে দিল
ওকে? বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টারন্যাশনালের সাথে এতদিনের পুরানো সম্পর্ক এক
মুহূর্তে ছিল হয়ে গেল ডাক্তারের এক কলের খোঁচায়? শেষবার ও, শারীরিক কোন
ক্ষুটি ধরা পড়লে ডেকে ওয়ার্ক দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয় একজনেরেরও—ওর জন্যে
সেরকম কোন বাবস্থাও করা পেল না? সরাসরি কিছু আউট করল? দু'চোখে জল
এসে গেল ওর, কিন্তু সামনে নিজেকে ভেঙে পড়া থেকে। রাখাত খান তালেব
ফুলটা অকারণ দেখানি। এটা তাঁর তরফ থেকে বিদায় উপলক্ষে উপহার। পাছার
উপর কেন একটা লাভ। তাঁর সাথে একটা নীল গোলাপ। ঠাটটি বাকা করে হাসতে
এলিয়ে পারল না রানার। কানার নামাতে হয়ে দাঁড়াল চেষ্টাটা।

'কি আছে এতে?' সুট আছে জেনেও প্রশ্ন করে হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিল।

১৮
বিদায়, রানার-১
রানাঃ

'খুলেই দেখতে পাবে' হাসন ইলেরাও। 'রড়টা পছন্দ হবে কিনা জানিয়ে কিন্তু।'

নিজেকে কেন্দ্রে আনার জন্য আপনার চেষ্টা করতে রানাঃ সেই সাথে তার মুখ। ছুটিতে আসলে প্রলেপ। কান্দ থেকে আপনি এরা না, তোমার চাকরি নেই।—কথাটা কবর্তক পারেননি লজ্জার মাথা খেয়ে। হাজার হোক, অতি প্রতিবাদ তুভায়।

ইলেরাও না, কাউকে জিজ্ঞেস করার কিছু মানে হয় না। পরিকার তারায় বুঝিরে দিয়েছেন রাহাত খান, তুমি এ চাকরি করার জন্যে আনিফত। এক বছরের ছুটি দিয়ে দেয়া হলো, ফিরে এলে আবার মেডিকেল এসে ইমিনেন্স না, তারকে হয় সায়েরা দেয়া হবে ওপর কোথায়, নয়নানুযায়ি দেবে, ইচ্ছা সাজিয়ে দেবে, আসলে সাজিয়ে না লাগার রিকোয়ার্ড। এ রকম হবে দেখেছেন রানা আগে। ওর ভাবে যে আকাশ ভেঙে নেমে আসবে এই সীমান্ত কোনোদিন করতে পারেননি সে। এভাবে বিদায়ের কথা সেখানেও থাবেননি কোনোদিন। নাহি ফিছু জিজ্ঞেস করে কাউকে অস্বীকারে কঁধার কোনা মানে হয় না। জিজ্ঞেস করলেও কর্মাবশত সবাই বোঝাতে চেষ্টা করবে, সাততারা দেবে। কান্দে, তুলু বুঝি তুমি, আসলেই এটা ছেড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সাহায্যের কাজ কেন ওবে ও। ছুটির ব্যাখ্যা চাইতে নয়, জানতে যাবে কেন সে আগে খবরো জানানো। এইখানে উপকার কি সে করতে পারত না? এরই নাম কি বস্তুত?

'বাছাঁ,' ঘুরে দাঁড়ান দরজার দিকে এগোতে দেখে রানাকে বলল ইলেরাও।

'উইস ইউ ওড লাক, রানাঃ। সৃষ্টি হয়ে ফিরে এসো আবার এই কামান করি।'

পিঠের উপর চাকুড়ের বাড়ির মত লাগল কথাটা। সব সদস্যদের নিরুদ্ধ হয়ে গেল। সবাই জানে, ও একটা অচল আঁধার। এলসিয়ানাজ়ের যার কোন স্থান নেই।

লাভ খাওয়া নেড়া কুকুরের মত করিডোরে বেরিয়ে এল রানাঃ। আশপাশেই ও পেতে ছিল পোসল সামাজিক, আন্তরিক হাসিতে উড়িষ্ট মুখ নিয়ে মেয়েভুল দেহাটা দেড়পাট দেলাটায় সানামসানায় এসে দাঁড়াল। 'কবে রবো হচ্ছেন? আমাদের কথা মনে ধরতে তো শেষ পর্যন্ত? তুলু ধরবেন, সেটি কিন্তু হবে দিনচি। না! সামান্য এই মুখী চিহ্ন থাকে আপনার কাঁধে, সাবার, যাবে নেকার সময় মনে পড়ে আমাদের কথা,' কবর্ত৷ কললে রানার শাদের পকেটে একটা পাকার-৬১ আটেটে দিল সে।

'না, তুলু কেন,' দাঁড়া বের করে হাসতে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু হাসি ফুটল না রানার মুখে। 'তোমাদের সবাইকে মনে রাখব আমি।' শুধু একজনকে ছাড়া, মনে মনে প্রতিকৃতির মত করে বলল রানাঃ, রাহাত খানের মত যার্থের লোককে যত তাড়াতাড়ি তুলে যাওয়া যায় ততই মনে। 'ধনবাদ,' পা রড়াল রানাঃ ক্রুত।

কাউকে অস্বীকারে কলেট চায় না ও।

ভারতীর পাত্তা সরিয়ে ভিতরে দুকল রানাঃ—ঝড় দুকল যেন। অত্যাব বাতল সোহেল। তিন চারটে খেলায় ফাইবার সামনে। অটলস ফোনের চারটেই কাজেল থেকে নামিয়ে রেখেছে, মাত্রাতিরিক্ত ডিস্টার্ব্যান্স থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। দুটো ফোনে কথা বিদায়, রানাঃ-১

১৯
বলছে সে একসাথে। রানাকে দেখে দুটোই নামিয়ে রাখল বিরক্তির সাথে। ‘হৃদয়ের
শো আইচো ঘটে তিনেক অয় গেল খবর লও না কেই?’ সহায়ে বলল সোহেল।
ফোন করে ডাকব বাবালিম্ব নেমনি। চীরফার কাছ থেকে হয়ে এসেছিল? কি দিন
রে তোকে? ওহ-হো! তুলেন গেই, ডেক্স থেকে একটা চকচকে কালো আশাপত্রি
কেস তুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘তুই তো জানিস, তোকে ছাড়া কেনকটা
করতে গিয়ে বলবার মত খালি হতে ফিরে আসি আমি, একা পছন্দ করে কিছুই
কিরে পারি না। কিন্তু এরাই তোকে নিয়ে যাই কিভাবে, জিনিসটা যখন তোকেই
প্রেজেন্টে করব? তুরা তোকে পাবই বা কোথায়? তাই একে ওকে দিয়ে ছটি
ছোট বয়েকটা জিসিস কিনেছি-খুলে দেখ।’
যজ্ঞানিতের মত আটাটি কেসটা খুলল রানা। সারি সারি সাজানো রয়েছে
অনেকসবুলো জিনিস। প্রত্যেকটি দামী এবং অত্যন্ত সৌধিন। ফিলিপস ইলেকট্রিক
রেজার, যেইস আইকন বিনিউলার, পোলারিয়েড সান্নাস থেকে গুরু করে
রবীন্দ্রনাথের সংক্ষেপ, ইলেকট্রিক্যাণ্ট গ্যাস লাইটার, এক জোড়া বাইলন টোকাকে
পাইপ, দু’ টিন টামাস্ক-আরও অনেক কিছু। চেখ বুলিয়ে দেখে বস্ত করল রানা
দালা। ‘সোহেল, তোকে একটা প্রক্ষ করতে চাই আমি।’
‘রানা!’ গলার বর্ব অগ্নি চমকে উঠছে সোহেল। ‘কি প্রশ্ন? তোর শরীর তাল
তা বে?’
প্রের উত্তর দিয়ে অ্যামাজন প্রয়োজন বোধ করল না রানা। ‘তুই তো অত্যন্ত খরবতা
দিতে পারতিস আমাকে আগে? হঠাৎ ডেকে পাঠিয়ে এইরকম কুকুরের মত
তাড়িয়ে দেবে জানলে...’
‘রানা!’ বিশ্বাসে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না সোহেলের গলা থেকে। ‘এসব
কি বলছিস তুই? কে তোকে তাড়িয়ে দিছে? শুধু মাই গডু! সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তুই
ভুল করছিস...’
’থাম, সোহেল!’ চাপা মরে গর্জে উঠল রানা। ‘আমাকে তুল বোঝার চেষ্টা
করিস না! ছুটিতা যে আসলে চার্কসি থেকে বহিকারের প্রাথমিক পদক্ষেপ, এ
আমদের বুড়ো দারোকান হাসানও বুঝেআলে, হঠাৎ হাসানের কথা মনে পড়ে মেরে
একটু ধমকাল রানা। ‘যাক, চাকরি না থাকায় আমার দূঃখ নেই। শুধু তুই যদি
দিনে প্রিন্ট করে বলে আমাকে পুনরায় দিয়ে বাক্সটিস, এটা
আত্ব বলকে বের করাতাম না। যাক, বাদ দে এ প্রস্তাব। শোন, হাসানের ভালভাবার চিত্র
হয়হে, ওর ছটি দরকার, কিছু করতে পারিস কিনা দেখিস।’
‘ছি হয়হে হাসানের ভাবীজার? ছি দরকার?’ আকাশ থেকে পড়ল
সোহেল। ‘বলছিস কি তুই? এই তো গতকাল এসেছিল চাকরির দর্পণে নিয়ে।
ভুল খরব তোলিস। এই দশ মিনিট আগে হাসান এসে আমাকে দিয়ে গেল এটা
তোকে দেবার জন্যো,’ দেক থেকে একটা ছোট বাজার তুলে বাড়িয়ে দিল সোহেল।
হত বাড়িয়ে নিল রানা বাস্ত্র। বুলতে হলো না, লেকেল পড়তেই জানা গেল
তিনের ক্রমমান্ত আছে অহতবন। তার মানে, বিদায় উপলক্ষে উপহার। কিন্তু তখন
মিশন কথা বলল কেল হাসান? একটু ভাবেরেই, জলের মত পরিবার হয়ে গেল
ব্যাপারটা। রানা মনে আছে নয় পাবো তেবে নিজের হাতে প্রেজেন্টেশনটা দিতে

২০
বিদায়, রানা-১
গিয়ে পারেনি হাসান। ওকে দেখেই দুঃখে রুক ফেটে যাচ্ছিল তার, তাই হাসতে পারেনি। পথ করতে মাধ্যম যা এসেছে তাই বলে উত্তর নিয়ে কারায় তেড়ে পড়া থেকে রক্ষা করেছে নিজেকে।

'কি ভাবছিস এতও?' বলল সোহেল। 'তোম তুমি বোঝার এমন সিকোর্ড আমাদের কারো হবে একথা তুই তামলি কিভাবে...'।

তোর কথা বিশাল্য করছ আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু তুই সবটা জানিস না। আমি জানি। রাহাত খান আমাকে চাকরি থেকে...'।

'সেকের্কের আমি রিজাইন করব,' বলল সোহেল। 'তুই আমি তামলি কেন আমি আমালে এই আসিন কামড়ে পড়ে আছি। তুমি তোর জন্য। তুই আছি, তুই আছি। তুই না থাকলে কানা হয়ে যাবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টারনেশনে। কে থাকবে বল? কে চাকরি করবে তুই না থাকলে? আমি তো অন্তত থাকব না। কী যদি আমাকে না জানিয়ে তেমন কোন কিছুত নিয়ে থাকতে তোর বাপায়ে—আজেই রিজাইন দেব আমি।'

'হানি,' দুঃখ গলায় বলল রানা। 'সেটা আমি সম্ভব করব না। তুলে দিয়ে কানা হয়ে। আমার সবই মিলে বহু কষ্ট তিলে তিলে গড়ে রুলে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টারনেশনে। একজনের জন্য সেটা প্রতিষ্ঠানের দ্বার করা অন্যায় হবে। সি.সি. আমি দিতে আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু এর পর আমার যে তালবাসা তা এদিনি পর প্রতাহার করব কিভাবে বলব।' মুখ ফিরিয়ে নিল রানা।

ঠিক এইসময় ইন্টারকম ঘড়িড় করে উঠল। সেটা অন করল সোহেল। মেজর জেনারেলের গল্পটা কর্কশ লাগল রানার কানে, 'আমার চেয়ে চলে এসো, সোহেল।'

'তুই বস শান্ত হয়ে,' সেটা অভিজ্ঞ করে দিয়ে চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বলল সোহেল। 'মুখ্য, রানা, আমি না কেন পর্যন্ত যাবি না কোথায় ভাবতে নি।'

দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। কয়েক সেকেন্ড ইন্টারকম করল রানা। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল। দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেল।

একজন ব্যারিস্টার দিয়েছে, বুঝতে পারল রানা একজনের কথা বলার সময় একজন আরেকজনকে ফেলে এরিয়ে গেল না বা পিছিয়ে পড়ল না লক্ষ করে।

'আমায় ভাবতে করিয়েছি যে তুমি সুখ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পরপরই আমাদের জন্য অস্বাভাবিক সম্পাত হইবে। আমাদের যথেষ্ট অবস্থা বরগুলো তোমাকে এই সামান্য উপহার দিতেছি, ইহাই ধরণ করিয়া আমাদেরকে ধন করো হে সর্বজনপ্রিয়, বিশ্বপ্রেমিক, ঘটকঘটি লীলামায়া মাসুদ রানারা...'।

ইচ্ছিতে সবগুলো প্রেক্ষাপটের উপর ওজনের প্যাকেটটা তুলে দিতে বলল রানা। পপি হাতের প্যাকেটটা রাখল রানার দুঃখের উপর চাপানো উপজেলাকেন্দ্রের উপর। 'নরবাদ,' মুখ কষ্ট বলল পা বাড়াল রানা। তেম্যেই কিছু বুঝতে বা ভাবতে না দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সোহেলের রোমে থেকে। ছোট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ বুঝতে। ছয়তালা নামতে করিয়ে দেখা হয়ে গেল জীবনের সাথে। তার

বিদায়, রানা-১

21
হাতের বাল্টিটার দিকে চোখ পড়তেই রানার রয়স ফেন বেড়ে গেল দশ বছর।

'সবাই দিয়ে ফেললেয়?' না বলতেই বাল্টিটার রাখল জাহেদ পাপির পাকেটের পাশে। তোর কামারয় যাচ্ছি বুঝি? যা, রাখলে সেরে আসছি এক্ষুনি আমি। প্রায় ছুটে চলে গেল জাহেদ। পালিয়ে গেল, ভাবল রানায়। এদের কারও উপর রাগ করার কোন মানে হয় না—নিজেকে বোয়াল ও। এদের প্রতি বং কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত ও। সবাই মিলে বিদায় সম্বন্ধে জাহেদর নামে একটা অনুষ্ঠান করে ওকে অপমান করার চেষ্টা করেনি, এই-ই তো যথেষ্ট ও।

নিজের কামারয় চুক্ত রানায়। সেই ছবিটি, সুইগেল চেয়ার, জানালার পুরু কার্টন। মেয়েতের বিচারে জুট কার্টন। কতদিনের চেয়ার। চারদিকে অপেক্ষা করছিল মেন বাকি সবাই, একে একে ভিতরে ঢুকে একটা করে উপহার দিয়ে দৃঢ় কেটে পড়তে লাগল। মিনিট বিশেষ পর শেষ হলো গ্রহণের পালা। গিফতওলা টেবিলের উপর সুন্দরভাবে সাজাল রানায়। তারপর একটা সিগারেট ধরে।

অস্থির ভাবে পায়চারির করতে করতে ভাবছে রানা। সত্যই কি আমি একটা মেন্টোল কেস? মনে, পাপল হয়ে গেছি? পাপলদের লক্ষণ...অংশকে উঠলেন। নিজেকে পাপল না মনে করাও পাপলদের একটা লক্ষণ। আর এক অশ্রুরতাটা... পায়চারির ধামিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে বসল ও সুইগেল চেয়ারে। মাথা নিচু করে ভাবতে শুরু করল ভিতরের কথা।

ক্লিক করে লড় হলো একটা। মেন মুখ তুলতেই সবুজ ফোটা ফুলের মত সামনে দেখতে পেল রানা সোহানাকে। চোখের কাছ থেকে ক্যামেরাটা নামিয়ে আনাতে আনাতে চঙ্গা পায়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল সে। তার পাশে একে দাঁড়াল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের নবনিয়ুক্ত প্রতিষ্ঠান একেটা রাশে। সবার ধারণা, মাসুদ রানাকে কেউ যদি কখনও রিপ্লোস করে তবে সে গোলাম পাশ নয়—এই রাশে।

'কিছু মনে কোরো না,' বড়দিন চুলে দৃঢ় বলল সোহানা। 'ভাল জিনিস বেছে কিনতে গিয়ে দেরি করে ফেললাম।' ক্যামেরাটা বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে।

হাত বাড়িয়ে নিল রানা ক্যামেরাটা। দামী জিনিস। লেটেক্স আশাহি পেন্টাইন। ওয়ান পয়েড টু, সিঞ্চল লেস রিকর্স ক্যামেরা।

'ধানবাদ।'

'আর এইটা ওর তরফ থেকে,' ওর শব্দটা অতুল সুরেলা ভগিনীতে উচ্চারণ করল সোহান। কেড়ে নিল তা মেরে রাশেদের হাত থেকে ছুটে একটা বাক্স। বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। নেবার সময় দেখল রানা, বিস্তারিত ভাবতে। ওমেগা।

রাশেদের দিকে তাকাল রানা। জোর করে হাসল। 'ধানবাদ,' মুদু কেটে বলল ও।

'কোথায় যাবে ঠিক করছে কিছু?' জানতে চাইল সোহানা। 'নাকি ঢাকাতেই আপাতত থাকবে?'

'ঠিক করিনি,' কড়া একটা উত্তর দিতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে সামলে নিতে পারল।

22

বিদায়, রানার-১
রানা নিজেকে, সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও নিজের প্রতি।

ঘরে, রাশিদ,' তামিদা দিল সোহানা রানার দিকে পিছন ফিরে। 'দেরি হয়ে যাবে আমার আমাদের... ।'

'না, দেরি হবে কেন,' বলল রাশিদ বিস্তারিতের দিকে তাকিয়ে। 'লাঙ্গা তো দুটোয়, এখন মাত্র সোহা একটা বাজে... ।'

'তোমার ঘড়ি কবে সেকেলে, ধীরেসুধু চলে-লেটস গো!' জেদ ধরল সোহানা। 'লাঙ্গের আগেই শেষ করতে হবে আমাদের কাজটা।'

'আরে, দাড়াও,' বলল রাশিদ। 'এত বাত হবার কিছু নেই। রানা তাইয়ের সাথে বর্তমান কিন্তু। ...'

খুল করে একটা হাত ধরে ফেলল সোহানা রাশিদের, তাপমুখ টানতে টানতে নিয়ে চলল তাকে দরজায় দিকে, 'ভালোই ভালোই যদি না যাও,' হাত ছেড়ে দিয়ে রাশিদের কোটের কাদার ধরল সোহানা, সমস্ত খিললি করে হাসতে শুরু করল সে। 'কলার ধরে টেনে নিয়ে যাব।'

দুঃখ হাসায়নি, ঝাপটাঝাপটি করতে করতে বেরিয়ে গেল রানার অফিসর থাকে। লম্বা একটা শিখালা ছাড়ল রানা ধীরে ধীরে, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। ভাবল, তুমি বুঝে নিজেকে নিজেই শান্তি দিচ্ছ সোহানা। নাকি সতিঃই মন উঠে গেছে ওরে? যাই হোক, এটা বললে তা কোন অপরিহার্য নিয়ে।

ধীরে ধীরে চেয়ারের ছাড়ল, পকেট থেকে গাড়ির চার্বি বের করল, অফিসের গাড়ি—চার্বির গোছাটা রাখল সাজানো পেছেনেন এবং পরের উপর। সবার উপর আলো করে চেয়ে দি নীল গোলাপটা। কান পেতে কিছু যেন শোনার চেষ্টা করল ও, কাপলা দীর্ঘশাস ছাড়ল, তাপমুখের এগিয়ে গিয়ে পাদি সরিয়ে সম্পর্কে উক্ত দিয়ে তাকাল বাইরে।

কেউ নেই করিডরে। থাকবে না, জানতে যেন ও, পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ যে সবই ওকে দেবে এতে আর সেদেহ কি। একদিন ধরে সকলের সাথে যে বন্ধু গড়ে উঠেছে তার কাছে এটুকু তো ও পেতেই পারে।

নিশ্চল্যে করিডরের বেরকাল রানা। এলিভেন্টের দিকে ইচ্ছা করেই এগাছ নাই। হাসানের ফেলেরে, হতে কোন সীন কোঁড়ে করবে—তা ও চায় না।

সিঁড়ি হয়ে নিচে নেমে এল রানা। পরিচিত কাউকে দেখল না কোথাও।

সুইন্ডের ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই চেয়ে পড়ল লাল গাড়িটা। পাশ থেকে যায়ের সময় একবার তাকাল রানা গাড়ির ভিতর। কেপে উঠল ঠেলটা দুটো। কিন্তু ভাবল করে তাও বন্ধ করল ও। চেয়ারের দুপ্তী ঝাপসা হয়ে আসছে। শাসান নিজেকে, খবরদার, খুল করে ফেলতে সেটুটেটুটে বলে।

অফিসের গাড়ি, অফিসের সামনেই থাক। নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও। কোন দাঁড়িত নেই, করোনা নেই, পিছু টান নেই... নেইকি কিছু নেই। চার্লিস খুঁঁ খাঁ করেছে যেন, এতুলকু বুকের ভিতর এমন বিশাল দিকচিহ্নহীন অসীম সূর্যোত্তরা কিভাবে আয়া করে নিয়েছে বুরুল না। নেই, নেই... দুই এই হালকারটা ছাড়া আর কিছু অনুভব করেছে না।

ইটঠিএর রানাই। একসময় পিছন ফিরল। কিন্তু তখন আর দৃঢ়কেন্দ্র মধ্যে নেই।

বিদায়, রানা-১
বাংলাদেশ কাউটার ইন্টেলিজেন্সের প্রাসাদের বিশাল অটালিকা।

‘এই রিকশা—যাবে?’
রিকশা নিল রানা।
বাড়িতে ফিরে ডুবিয়েছে একটি পাঁচ সেরে ওজনের গোটা সাতের হার্ড কাফায় বাঁধাই করা তট দেখতে ডুবে কুচকে উঠল ওর।

পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে তুলে যাবার চেষ্টা করল রানা ওহোলার কথা। কিছুই মনে রাখতে চায় না ও আজ।

কিন্তু দুপুরের পর অন্যরকম ঘটনা ঘটল। মনটা দূঃসুখে মুখায় আছে, কিছু একটা নিয়ে মন হতে পারলে উপকার পাওয়া যেতে পারে ভেবে লাঞ্চ সেরে বিহানায় গড়াগড়ি দেবার সময় বইওলা বেড়ার মাটিতে আনিয়ে পাঠা ওল্টাতে শুরু করল ও। বইওলা ওদেশোপাধ্যায় সম্পর্কে। বিশেষ করে আর্টলাইটিক মহাসাগর সম্পর্কে লেখা। দেখতে দেখতে সতিস্মৃতি মন হয়ে পড়ল ও। ডুবে গেল ওর সকল অকুতো সহ, পুরোপুরি। সময় জান আর রইল না ওর।

বিকেল হলো, সন্ধ্যা হলো, রাত হলো, তারপর রাত গভীর হলো। কিন্তু রানার ইংশ ফিরল না। বইওলার মধ্যে কি যে মজা পেয়েছে, একমাত্র ওই জানে।

তিন

‘ড্রকুস প্যাসেজের টানা বাতাস’ চিত্তিত ভঙ্গিতে কলন বৃদ্ধ পলিহার্ডি। আবহাওয়া অফিসারের মূখপাত্রের বিবর্তিত মত শোনান কথাগুলো। ‘রানা, একটু সাবধান থাকা উচিত আমাদের।’

ভুরু কুলকে তাকাল রানা। দুর, দূর! বুড়োর মাথা থারাপ। ভাবাখানা যেন, তিন সেই চিন হাজার মাইল দূরের ড্রকুস প্যাসেজের চোখ তুলেই দেখতে পাছে। টেলিউনের পিঠে খাজ ভাজ কিছুই নেই, একবারে সমাবল। ভুরুর ফলার মত ধারাল বাতাস লাগছে গায়ে। উপতন্ত করছে রানা বাতাসের তীক্ষ সম্পর্কে।

বাতাসের ধার দেখে বোঝা যায় একা বা অসহায় নয় সে, পিছনে বাঁকিং আছে।

কিন্তু এ বাতাস ইচ্ছা করলেই যে একা আধার নিয়মায় ভেকে আনেতে পারবে, অতটা বিশ্বাস করা কঠিন।

চিনেলালা করে বাধা মেন সেইলের দড়িড়া খুলে ফেলেছেই মাস্কলার মাথার কাছে পাল আটকে নড়াচড়া ক্ষেপণ খোটকোট আওয়াজ করতে শুরু করল। এক হাত কোমরে, আরেক হাত মাস্কলের গলে দেখে দুরে অকাল গবর্নার মত স্নেহের ছাতিওয়ালা আইলাহার। পাটের দড়ির মত পাকানো হাতের আঁধার। কঠিন শেষের বাহার দেখে আঁখ করা মুহুকিল বাস প্যাট্রিয়া না পরামর্শিত, যেটি উদ্দেশ্য মনে

অতাহ উপায় নিয়ে। আইলাহার গলাহারি।

সন্ধ্যায় ফুট বিশেষ বোটা, তিন কিন্তু নেমে গেছে প্রশংসা সিদ্ধির ধাপের মত। হাল ধরে বসার জায়গাটা মেগাল সময় শাহজাহানের সিদ্ধান্তের কথা মনে

बिद्याय, राना-१
করিয়ে দেয়। সামনের দিকটা পানি থেকে জেগে আছে মেটে হাতেখানে। বিশ সেকের পর পর একর পর এক চেঁদ এগিয়ে এসে মাথায় তুলে নিচে বোটাকে। দেখতে দেখতে রানার মনে হলো, বিশাল জলধির প্রতিনিধিত্ব করছে ঢেউগোলো; শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তারা আনুষ্ঠানিক বুদ্ধিকে।

'সাউথ শটল্যান্ড থেকে আসছে না বুঝলে কিভাবে?' হালকা সুরে বলল রানা।

স্টার বোড়ের সামনের বো-লকের উপর ঠাঁটি ভাজ করে একটা পা রাখল গলাহারি। চেয়ে আছে সেই দূরে, দিকে। কুমাশরির তিতর কি দেখতে চেষ্টা করছে সেই জানে। পশমের জ্যাকেটে মোড়া শরীরটা টান টান। শুভে পায়নি যেন রানার কথা।

খুশি খুশি মনটা হেসে উঠতে চাইছে রানার। লন্ধা বৈঠা আটকাবার লোহার বারের ক্ষেতের উপর বসে তৈরীগুলোর মাঝখান থেকে ওর স্পেশাল নাইলন নেটের জোনা আর একটা লিড সিকার তুলে নিল রানা। নেটটা বিস্ময় বোড়ে নিয়ে ভাবে শুনানো আছে। হানফ্রেড থ্যান লাইনে লিড সিকারটা বেধে গিয়ে নারাম দেখে সুচু। গলাহারির সবাদামের মাঝে নেই ভঙ্গিটাকে আমাল দেবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না ও।

আর যদি হত করে বিপদ এসেও পড়ে, গ্রাহ্য করবে না ও। কর্মজীবন থেকে আচরণ ধাক্কা মেরে বের করে দেয়া হয়েছে ওকে, ছুড়ে দেয়া হয়েছে শুনে—যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে ও ইত্যাদায়। কার্যনেতাকে চাইছে সাংঘাতিক, অক্ষমীয় কিছু একটা ঝুঁকিগুলো বরং।

রঘুচন্তোড়য়ের নিচে দাঁড়িয়ে কোথা রাখাল গলাহারি। দেখে মুক্তি হাসল রানা। যদি জেলে হয়ে সারাটা জীবন সমুদ্রে কাটিয়ে দিতে পারতাম—ভাবলেও।

মাছ পিছার করছে না রানা। তবে জেলেদের মাছ ধরার মতই জাল ফেলে প্লাঙ্কটন আবিষ্কারের সেলাটা পেলে বসেছে ওকে।

'হঁ,' গলাহারি বাতাসের সাথে, নাকি ড্রিক্স প্যাসেজের সাথে আলাপ করছে ঠিক বুঝতে পারল না রানা। সময়গুলো সর্বমাত্র বঁচে লোকটার মধ্যে। জাতশ্রেণী সাইরে বেঁচে থাকতে হলে এটাই দরকার। অস্ট্রাবাকার এই পানি পৃথিবীর অন্য যে কোন পানির চেয়ে অনেক বেশি হিসেবেও নির্মাণ।

'আমি জানি, রানা। ড্রিক্স প্যাসেজের সভায় চরিত্র আমার চেয়ে আর কে ভাল জানে?'

তারার লিড সিকারটা বোড়ের ঘরে পানিতে ফেলে দিল রানা। জানে ও, গলাহারির কথায় যোদ্ধিকতা আছে। সমস্ত ওর জীবন। হয়তো মরণো। বিতৰীত মহাযুদ্ধের সময় এই এমএস স্কুটের লিড সিকারে মানে ছিল লোকটা। ওদের বেস ছিল ডিসেপশন আইল্যান্ডের দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণের প্রান্ত থেকে পাঁচশো মাইল দক্ষিণে। হিস ম্যাজেন্ট় সাউথ শটল্যান্ড ন্যাভাল ফোর্সের ডেট্রোিট এই এমএস স্কুটের দারিত্র ছিল পাসিফিক ওশনে এবং আটলান্টিক ওশনের মধ্যবর্তী সী প্যাসেজ (ড্রিক্স প্যাসেজ) পালার দেয়া। জামান আর্মড মার্চেল্ট শিপ,
রেইডার, U-বোট এবং জাপানী সাবমেরিনগুলোর অত্যন্ত প্রিয় রূপ ছিল ড্রেকস প্যাসেজ। প্রিয় হবার কারণ, ড্রেকস প্যাসেজ কখনও শান্ত হয় না। সমস্ত রুটটাই বিপ্লবী কঠোর যোগাযোগে মোড়, মাত্র পাঁচ মাইল কাছের জাহাজের অন্তর্গত আবাসিক করাও অসম্ভব। ঠাট্টি করে গলাহরি বলেন, ড্রেকস প্যাসেজ থেকে পোয়ার্টেক পানি তুলে নিয়ে এলে দাও আমাকে, চিন্তা না পারলে ওই পানিতেই ডুবে মরব।

মুখ তুলে রানা দেখল কাঠের মৃত্তির মতই সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ফের মুখকি হাসল ও। ‘এমনভাবে তাকিয়ে আছ, মনে হচ্ছে সেই সাথে পোল পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করছ।’

‘দেখতে পেলে তো আর কথা ছিল না,’ বলল গলাহরি। ‘জানতে পারতাম কি ধরনের বাতাস আসছে হোবল মারাত।’

চারদিকের প্রায় শান্ত পরিস্থিতিটা দেখে নিয়ে যাড় ফেরাল রানা পিছন দিকে। ব্রোের পিছনে, কয়েক মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে বড় দীপটাকে। দেশ, বাড়ি, আবাসস্থল, যাই বলা হোক, গলাহরিটি ওইটাই সব।

‘কিছুই হোবল মারাত আসছে না,’ বলল রানা দূর্দৃষ্ট গলায়। ‘আমাকে ভয় পাচ্ছ তুমি।’

যাড় ফিরিয়ে তাকাল গলাহরি। রানার দিকে নয়, দীপাটার দিকে। বলল, ‘ট্রিস্টাইন ডা চানহার টাওয়ার থেকে ওয়াচমান নামে না কথো। সেজন্যেই আমরা আইনি ভাববে আজ বেঁচে আছি। রানা, সামানা এই বাতাসের পিছনেই রয়েছে প্রচুর একটা ঝোঁক।’

রানা তখন কোথায়। গলাহরির কথা কানে যায়নি ওর। তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীপাটার চোখ জুড়ানো সৌন্দর্যে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে ও।

আকাশ তুষী তুষী দীপাটার কানে গায়ে প্রকাও একটা সাদা ধরনের আলোর বৃষ্ট মে দেখাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক পায়রাগুলোকে। তার সাথে মিল রেখে সাত হাজার ফুট স্থান আপারগেজারির মাথায় মুকুটের মতো চারদিক জুড়ে বলে আছে তুষার। ট্রিস্টাইন ডা চানহার, আপারটিক আইস স্টান্টেনের কাছ থেকে প্রায় দুই হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরিরিনি বাসাপ্যাক্তী দীপপুঞ্জ। পৃথিবী এই কারণে যে দীপাটার ছেটু দুটো পড়ে আছে। ম্যাপে চোখ রেখে, মনে মনে দক্ষিণ অফ্রিকার কেপটাউন থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মস্টিভিডিও পর্যন্ত একটা রেখাটা টেনে দেখেছে রানা, রেখাটা তুষী যায় দীপাটাকে। এই দীপ থেকে কেপটাউনে ফিরতে চাইলে সতেরোশো ক্রিস মাইল পাড়ি দিতে হবে ওকে।

লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ট্রাডেন্স ৭২০ ডিগ্রিসিইপ ইন ওশোনোগাফী আড়ি লিমনোলজিতে প্যাটার্ন দিয়ে শেষ করার সময় ট্রিস্টাইন ডা চানহার নার্ডি নক্ষত্র সব জেনে নিয়েছে বাংলাদেশের ছাত্তট। নেপালিয়নের যুগ আরস্ত হবারও আগে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সিলিং শিপগুলোর ওপরে পূর্ণ ঘটাই ছিল দীপটা, ওখান থেকে অভিযান পরিচালনা করা হত জমাট দক্ষিণ সাগরে মাছ পিছার করার জন্য। সিলিং ওয়ারেজ পথ বছর আগে তিনজন আমেরিকান সিলিং এখানে স্যাঙ্গায়ে বসবাস করার জন্য আসে। নেপালিয়ন যখন সেট হেলেনলা

২৬

বিদায়, রানা-১
প্রবালী, বিশিষ্ট কর্পোরেট একটা গায়িরিসন বসায় এই ঘোষে। গায়িরিসনের লোকজন এবং ওই তিন ঘটনার হলো নির্মাণ করা স্টাইন ডা চান্দার পূর্বপুরুষ। একটানা দেড় দুশে বছর আইল্যান্ডারদের সাথে সভাপতি কেন সম্পর্ক নিয়ে গেলে ছিলই না। ভূমির কৃষির মত কিছু বা ভূলকে দু’একটা জাহাজ এসেছে কি না এসেছে তা ধর্ষীক মধ্যে পড়ে না।

ঘোষে পা দেবার সাথে সাথেই যে সব ঘটনা ঘটে দেবাশ হয়তো ভুলতে পারবে না রাখ। রাহাত খানের চিঠিতা সম্পর্ক তখনও বুঝি পড়া হয়নি গল্ফহার্ড, মকরন্তা দেখে চিনেতে পেরেই ধরন্ত করে করণতে করণতে দু'হাত বাড়িয়ে রাখাকে সেই যে বুকের মাথায় চেপে ধরল, তিনি মিনিটের আগে ছাড়ানোই গেল না তাকে। সে কি হাসপাতালই কাজা তার কাঠারদার্শন বিশাল হেল্টার ভিতে এট আবেগে আছে, তারা যায় না। প্রথম কথাটাই ছিল তার, 'মেজের জেনারেল কথা দিয়েছিলেন তিনি আসতে না পারলে তার ছেলেকে পাঠানেন।' রানাকে ছেড়ে দিয়ে দুতা পিছিয়ে গিয়েছিল গল্ফহার্ড, প্রখ্যাতার দুটি দিয়ে রানার আপাদমান দেখতে দেখতে বলছিল, 'কৃষি বছর আপে ঠিক এই চোখার ছিল সাড়ের। সেই চোখে, সেই চিঠানা বুকে, সেই ব্যাক্সার করা চূল-হব বাপের মত দেখতে হয়েছ তুমি।'

দুতা তখন তেঁতুলে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনে আত্মার পাবে না নিরাশ হবে তেবে ক্ষত ছিল রাখ।। পরে কাজটাই আরও বিষ মনে হয়ে হেঁটেই করেনি ও আর ভুল ভাঙ্গুতে। গল্ফহার্ড যা জানে তা জেনে যদি সুখী হয় হোক না, ক্ষতি-কি, এই তেবে মনে মিটিয়ে ফেলেছ সে সমস্তাত।

প্রথম রাটিত্তা ঘুমুতে পারেনি রাখা ঘটনাথের ক্ষেপি। গল্ফহার্ড মেজের জেনারেলের পল্ল খানিয়ে ওঝে রাত ভর জ্বিতে রেখে। কৌতুহল রানারও কম ছিল না। চীফের রহস্যময় অতীত সম্পর্কে জানার সুময়, ঘটাতে ওর কথাও। সুযোগোটাকে কর্ম বলেই মনে হয়েছিল।

গল্ফহার্ডের মুখ থেকে ঝরে তেঁতুলে বোঝা যে সব উচ্চতা বেস্বরে সাদা তা থেকে শুধু এইচক তখন উচ্চ একটি পালান রাখা : সত্ত্যির মহাযুদ্ধের সময় জন ওয়াল্ডারাইজের অধীনে রয়ল নেতি এবং সাইথ অফিসিয়ল এরাফর্সের সমিলিত একটা লস ট্রাস্টতানি ডা চান্দার আসে একটা রেন্ডার স্টেশন ফির করার জন্য। ঘোষে ওর ফান কাজ করছিল তখন রাহাত খান যুদ্ধ করছিলেন জামানীর বিক্রেত্তা অফিসিয়ল। রুদ্রের শোষ পালান তিনি বন্দি হন। প্রফতারের করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কোপ্টিকন।

তাকে পরাজিত এবং করে পাড়ে পেরে জামান সেনারা আনন্দে এমনই মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল যে তারা তাদের নিয়ম বিক্রেত্তা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। সিদ্ধান্তটা ছিল, অফিসারকে সেজা পাঠানো হবে হিটলারের কাছে। কিন্তু সমস্তা দেখা দিল পাঠার উপর নিয়ে।

অফিসার তা জামান সেনার সৈন্য সংখ্যা খুবই কম। যাতায়াত ব্যবস্থা তেঁতুলে পড়েছে। ব্যাখ্যাটা করে যে হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে মিউলারহীন ফিনিয়ে নিতে পাবে রাহাত খান। সেই সময় মিটির, জামান রেইনার, কেপস্টাউনে নেনজো ফেলে। ঠিক হলো, মিউলারহীন মদ্দীকে দুলে দেয়া।

বিদায়, রানা-১
হরে বেইডারের ক্যাপেটন কোহলারের হাতে। কোহলার সুযোগ মত জার্মানীগাম কোন জাহাজে স্থানান্তর করবে তাকে।

হারাত খানকে নিয়ে মিটিওর সমুদ্র যাত্রায় রওনা হয়। কিন্তু পাঁচদিনের দিন, হারাত খান রাতের অন্ততঃ একটা বোট চূরি করে পালিয়ে যান। একরুখ দিন দৃষ্টিতে অট্টালিক সাগরের সাথে লড়াই করেন তিনি এবং অবশেষে পৌছান ট্রিস্টান ডা চানহারে। ওখানে তার বুধো জন ওয়েলারাইক্স এবং ব্রিটিশ ডেক্স্ট্রয়ার এইচ.এম.এস. স্ট্র্যান্ড আগে থেকেই ছিল। হারাত খানের কাছ থেকে তখন পেয়ে এইচ.এম.এস. স্ট্র্যান্ড মিটিওরকে বুঝতে বেরোয়। জন ওয়েলারাইক্সের অনুরোধে ডেক্স্ট্রয়ারে তার স্থল হন হারাত খান। আর নব প্রশিক্ষণের টম্পেলোম্যান হিসেবে ডেক্স্ট্রয়ারে স্থান পায় গল্পার্ড।

মিটিওর ফলস বেডিও মেসেজ পাঠিয়ে মিটেরহীনীর জাহাজগুলোকে সমুদ্রের বিপজ্জনক এলাকায় যেতে বাধ্য করত এবং নিজের নিরাপদ পজিশন থেকে কামান খুড়ে ঝুঁপিয়ে দিত সবগুলো জাহাজকে। মিটিওরকে যাত্রা করাই ছিল জন ওয়েলারাইক্সের ট্রিস্টান ডা চানহারের অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বে।

তুয়েরের মুক্ত থেকে নেমে এল রানার দুঃখ। অস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া ও দীপটির পাশে নাইট্রিক্স এবং টুষারসিসিলের। শুধু একে ঘড়ি ফেরাতে দেখান, মাস্টার ফোরসেল ফরয়ার্ডের ব্রিজটার হাফ খুলে গল্পার্ড। এবার আর হাস্তক্ষেপ এর ব্লুনে শেষ হয় না রানার। লোকটা যে সত্যিই কিছু একটা আশ্চর্য করে সাধারণ হতে চাইতে তার কোন তুলনা নেই। দুর্দশা থেকে ওর টেনে তোলার জন্যে অপ্রাসাদিক একটা প্রেরণ করল ও, যাতে খেপে ওঠে লোকটা।

‘এর চেয়ে তাল একটা বোট যেগোড়া করা গেল না, গল্পার্ড?’

ঘড়ি ফিরিয়ে কর্মীদের চেয়ে তাকান আইল্যাঙ্গার রানার দিকে।

‘চ্যাপ্টের দুর্বলতার কারণ মেজাজ তৈরী করে আসেন আমাদের দীপে করোনা গল্পার্ড।’ কার্গোসিপ থেকে নেমে তিনি আমাদের প্রথম কি করার বলেছিলেন, জানো তুমি বলেছিলেন, গল্পার্ড, তোমার এই বোটটা আমাকে দিতে হবে, এটা ছুড়বে এন্টোনি স্ট্রিমেটের সাথে সমাধান করা অসম্ভব।’ মেইনসেল টুটিতে টুটিতে সরে যেতে দুঃখ দুঃখে গল্পার্ড তার হোয়েল বোটের গায়ে। ‘একজন আইল্যাঙ্গারের কাছে তার বোট চাওয়া মানে তার হাঁটাঁ চাওয়া। এই বোটটাই আমার ট্রিস্টান ডা চানহারের সবচেয়ে দুঃখ দুঃখ করে।’ এক কথা থেমে বলল আর সে। ‘তুমি তো জানো না, কাঠ আমাদের কাছে সোনার চোখে দামি।’ কাঠ নয়, লোরার হর্মের সাথে ছুঁড়ে লয়া বোঝা রয়েছে। ট্রিস্টানে কাঠ নেই বললেই চলে, তাই আইল্যাঙ্গারা বোট তৈরি করে ক্যানভাস দিয়ে। সাবর্ক্সিভ ঝাড় সরাতে হয় বলল আমার গাইদারা জানায় শেষ হয়, এই আমার গাইদার কাঠ দিয়ে তৈরি গল্পার্ডের হোয়েল বোটের পাঁজরগুলো। রানা আগেই লক্ষ করেছে, বোটের ফরয়ার্ড পোর্ট সাইডের আঁধার ভালিয়া তেন্দ্র এবং ডোবার এবং ডোবার বোটের চোখে বাঁচান। রানা আগেই লক্ষ করেছে, বোটের ফরয়ার্ড পোর্ট সাইডের আঁধার ভালিয়া তেন্দ্র এবং ডোবার এবং ডোবার বোটের চোখে বাঁচান।

২৮
বিদায়, রানা-১
দালা হয়েছে। রঙের এই ব্যবহার আইলাইনারের কাঠ বিকৃতির চিহ্ন নয়, কানাভাগে ওয়ার্ল্ডক্রফ করার জন্য রঙের উপর রঙ চড়ানো হয়েছে, যখন যে রঙ পাওয়া হেয়ে চর্বিকার না করেই।

রানা জানে, সমুদ্রপথ জলাশয় হিসেবে এই বোটের জুড়ি নেই। দশজন ট্রিস্টান বোটাম্যান আর একটা ট্রিস্টান বোট নিয়ে মহাসমুদ্রের যে কোন এলাকায় যেতে শিখে করবে না কোন নাবিক।

তিনিই তফাতে চোখ পড়েছে পানির ঠিক নিচেই নয় একটা মানুষের লাশ দেখে নাফিয়ে উঠিয়েছিল রানা, পরশুরত্ন তুলতা রোনতে পারে সামলে দিল নিজেকে।

কেন্দ্র-এর জমাট একটা স্থল তেম য়াছে। যেহেতু ফরিয়ে আবার পিছন দিকে তাকান রানা। পাঁচ মাইল এলে এসেছে ওরা পিপলট থেকে। নিচু প্রাচীরের মত ঘেরাও দিয়ে রেখেছে ধীরটিকে কেন্দ্র-এর একটা বিশাল ব্যারিয়ার। ব্যারিয়ারের ভিতর সাগরের পানির রূপই আলাদা, প্রায় গভীরের টাইটুর।

'এনি লাক?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সী-মিঠুটি! ভাবেছে ও। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আলবার্টস ফুটের কথা জানা ছিল না পথিবীর কাছে। বেশ কয়েক বছর থেকে কানামুখী চলছে বলে কিন্তু আলবার্টস ফুটের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ ট্রিস্টান ডা. চান্হার অধিবাসীদের কাছে আলবার্টস ফুট জনমাত্র পড়া। হুই করে কখন যে আসে তা অবশ হলো করার যে মনেই, কিন্তু আসে। রাহাত খানের বিভিন্ন স্মৃতি করল রানা।

আলবার্টস ফুট একটা উঁচু আঁক গাঢ়কি ব্যাট। আফ্রিকা এবং সাউথ আমেরিকার মাঝখানে, সাউথ আটলাস্টিক মহাসাগরে অন্যতম তাবে দেখা দেহ। বোতাম থেকে অনু আকৃতির অসংখ্য বিলিন সী-ক্রিয়েচার, প্ল্যাক্টন। দক্ষিণ সমুদ্রে কতরকম প্রাণী আছে তাদের সবার প্রথার খাদ্য এই প্ল্যাক্টন। বোতাম উত্তর বলে আমাদের আঁক গাঢ়কির অংশে পথিবীবৃদ্ধি দিতে বাধ্য করে। প্রধান পাথরের দিকে, আলবার্টস ফুটের পাথরে দুটো উঁচু শিরা থেকে। প্রধান বাসার সাবজেক্টের টেমপারেচারের একাধিক জীবন তাকার ওষুধ আছে এই ডাবল সাইন। শিরাদুটোর উপর তিন্দে রেখে বাণিজ্য ফোনার আলবার্টস। উঁচু বোতাম, আইলাইনারদের মতে একটা মায়া, দুটো। এবং সে-দুটো দেখতে নাকি আলবার্টস পাথরে ওই ডাবল সেইনের মত-তাই এই নাম, আলবার্টস ফুট। কিন্তু আলবার্টস ফুটের বিদ্যুৎশাখার কথা আজও কিংবদন্তি হয়েই আছে।

মেজের জনাকেলে অর্থ দেখছেন সেটাও, কিন্তু সে-দেখা নাকি বেষ্ট দেখা হয়নি। গলাতি গলা পুরো এক শও শোনানি রানাকে।

'পর ঠিকই বলে দিতে পারি কোথায় আসছে বাবাটা,' আচ্ছাদিত চেন খুব নিচু গলায় বলছে গলাতি। কিন্তু সম্পর্কে কথা বলার তার এই শান্ত ভলাটা ক্ষ্যালা। 'নাউখ স্টেটোয় থেকে আসছে না, হলো করে বললে পারি।'

'না হয় তোমার ধারণায় ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু এসে যাওয়া অনরক বা না আসক আমার দরকার অটিঠি মিলিয়ন প্ল্যাক্টন।'
নীল কাপড়া কপাল থেকে খানিকটা উপর দিকে তুলে বিস্মিতভাবে তাকাল গল্পহারি। 'এইটি এইটি মিলিয়ন?'

'আলবার্ট ফুটের অংশু প্রমাণ করতে হবে না?' বলল রানা। 'আমার এই আলবার্টস ফুটের অংশু প্রমাণ করতে হবে না। তাতে ধাককে হবে অট্টাশি মিলিয়ন স্পেশাল। তবেই প্রমাণিত হবে আলবার্টস ফুটের অংশু।'

'এটাই ছোট-তাহলে দেখতে না জানি কেমন!'

'মাইক্রোসফোর্সের নিচে অষ্টাদশনাল, আটকোনা। মধ্যখানাটা হলো, হয়তা নক্ষত্র বসানো। একটা ফাঁপা প্রাণী, গায়ে রূপালী দাঙ্গার তাকাল।'

এগোলে এসে সামনে দাঙ্গার গল্পহারি। 'নেটটা চেষ্টা করে তুলে ফেলো, বুঝলে?' হাত বাড়িয়ে রানার আকারের শক্তি কলার মুঠো করে চেপে ধরুন আইল্যাভার। রানার গলার সাথে কলারটা ঘটন জোরের সাথে। জুলার করে উঠল চামড়া। 'শেষে?' বলল গল্পহারি, 'কোথায় তো? কোন আওয়াজ হলো না। কাপড় পরেনা থাকলে ঝড় ঝড় করে আওয়াজ উঠত। তার মানে পেট্রোলোড থেকে আসছে না এ বাতাস। ড্রেস প্যাসেজের বাতাস, ভেজা তাই।'

আইল্যাভারের চেনে চেষ্টা রানা দেখতে পেল, কামনারকে একটা ঝড় চাইছে লোকটা। রানার চেহারা দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের ডান অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাকাল। পরমুর্তে ঝটকে ফিরল নিজের আবাসকৃতি দিকে। আগোন্দারির মাথাটা ঢাকা পড়ে গেছে হালকা মেঝে। 'মানুষের মাথা,' বিড়িড়িড়ি করে বলল গল্পহারি। 'আমাদের টুরিস্ট সবার পৃথিবীর মানুষের মাথা।'

'অত্যন্ত যাতে সব দেখে জানার ভালো হয়ে বসে আই বলোই তো তোমার কাছে পাঠিয়েছে রুদ্রা আমাকে,' বলল রানা।

তুষার ধরল দাত বেরিয়ে পড়ল গল্পহারির। 'মেজর জনার্লের কথা বলছি তুমি জানো, তিনি না জেল ধরলে ক্যাপ্টেন ওয়েস্টൺ প্রেসিডেন্ট আমাকে স্থান দিতেন না? কেন জানি না, মেজর জেনার্লে আমাকে বলতে ভালবাসতেন। তবে তাঁর মন্ত্রণী আমি রাখতে পেরেছিলাম, ইহুদি ধর্মে ধায়নাদার।' গল্পহারি ঝড়-ভুকনের কথা বেচেন তুলে ফেলে কোমনার সুযোগ পেয়ে। 'উদ্দেশন হারাবারে প্রথম দিকে তিনি রাখে পড়ল গল্পে আমারা। সুদিন বলিয়েই মেজর জনার্লেকে আমি আলবার্টস ফুটের কথা প্রথম বলি।'

একটু মন বেড়েছে বলে মনে হলো বাড়াসের ধার। ঘোড়া ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল রানা।

'এটা না,' গল্পহারি বুঝতে পেরে মনের করল। 'আমি যে বাতাস্টার আশকা করছি সেটা থেকে থেমে আসবে, দেখা।'

হেসে ফেলল রানা। লোকটা আকাশ দিয়ে ঘোরা না ও। কিন্তু আবার হাওয়াল চেনার বৈশাখের বুঝে বালির কৃতি দাবী করছে সে, মনে হলো ওর।

'এটার বাতাস্টার,' ওই আবার গল্প শুরু হলো, গল্পহারির দিকে তাকিয়ে তাকল রানা। 'নেপথ্যস বেলজিয়াম থেকে জানালে ছিল আমাদের। ফাইকট তিতর নিয়ে লক্ষকোটি হীরের ছুঁটে আসছিল...'।

'হীর?'

বিদায়, রানা-১
‘ওই হলো আর কি,’ বলল গলাহার্ডি। ‘বাতাসের সেই প্রচুর ধাক্কাচাপ্পে ওই অতড়লে তীরের সমষ্টি বললো মনে হয়েছিল। এইচএমএস ছাঁটের নাকটা ওই আকৃতিতের মুখে পড়ে যায়।’ চোখ বন্ধ করে শিউরের উঠল গলাহার্ডি। ‘পেছন দিকটা দেবে চিয়েছিল ডেস্ট্রুয়ারের, নাক উঁচু করে পাখরুলোর দিকে লাফ দিয়ে পড়তে চাইছিল প্রতি মুখোপদেশ।’

‘চারপাঁপ?’

‘সেই সকল ফালকের মধ্যে আগুনচুন করতে করতে এগোচ্ছিলাম আমরা,’ বলল গলাহার্ডি। ‘ধরনের কিনা ছুই ছুই করচ্ছিল আমাদের সকলের ভাগে। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সক্ষীর্ণ পথটা ডিপার আঞ্চলিকের দিকে, সেটা আবার একটী আমেরিকার ফালে। মেজর জেনারেল আমাকে নিচে থেকে ডেকে তোলেন মিজে। সেদিনই বিকেলে তাকে আমি প্রথম আলব্যাট্রাস ফুটের কথা বলি।

চুক্তের বাঁক খুলে দুটা চুক্তি বের করে একটা ছুঁড়ে দিল রানা, ছো মেজর মাঝের সেটা লুকে নিল গলাহার্ডি।

‘ডিসেম্বর হর্বার সেন্দ্র আইসবর্সের ভাঙাের ভর্তি ছিল। টুকরো টুকরো হয়ে নেচুন্স রেলোজ দিয়ে তিতেরা চুক্তি ছিল ওরা। কিন্তু ইনার আকৃতিকে দলে দলে একত্র হয়ে জমাট বাড়তে শুরু করে। ক্যাপ্টেন ওয়েলারও আতঙ্কে সংস্কার হয়ে গিয়েছিলেন। কারও মনে সন্তান ছিল না কি ঘটবে তাহে। আগামী ছয় মাস জমাট বরফের মাঝখানে আঁকে থাকতে হবে ডেস্ট্রুয়ারকে, যার অনিবার্ত পরিপ্রেক্ষিত সকলের মুখোপদেশ। খাঁজ, পানি ইত্যাদির অভাব না হয় বাড়ে দেয়া যায়, কিন্তু জমাট বরফের তেলা সামলানে কিভাবে জাহাজ? ডেস্ট্রুয়ার তো আর গোয়ার ছোট হয়ে এল ক্যাচার নয় যে সামান্য ফাকফাকে পেলেই পথ করে বেরিয়ে যাবার দিকে করবে! আর একবার যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ডেস্ট্রুয়ার, মেরামত করার কোন উপায়ই নেই, হাজার মাইলের মধ্যে।’

চুক্তি ধরিয়ে বোধিয়া ছাঁড়ল গলাহার্ডি, মাঝের গায়ে হেলান দিয়ে দাড়াল।

‘আমি ভয় নেই বলতে ক্যাপ্টেন মহারোহন হবে উঠলাম আমার ওপর।’ শুরু করল সে আবার। ‘মেজর জেনারেলকে ইতিহাস তেমন আসতে বলে আমি একটা বোট নামিয়ে যাতে চড়ে বলাবাম। খাঁজকে পরিষ্কার নেমে এলেন তিনি। প্রবেশ মুখের কাছ থেকে পাহাড়ের চুলাম তাকে নিয়ে। চুড়া থেকে কি দেখলাম, জানো না?’

চুক্তি টান দিয়ে না গলাহার্ডি, নিত্ত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে ধুল। কথা বলার সাথে সাথে ওঠানামা করছে সেটা। ‘জমাট বরফের বিশেষ বাহিনী হর্বারে এবং মেইনল্যান্ডের মাঝখানের হেতু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। হত্যার হয়ে সহৃদয় গিয়ে লাগলেন মেজর জেনারেল। বরফের ছোটখাট টিলা ধনীরূপে চুক্তি ছাঁড়ল হর্বারের। বললেন, হার্ডিয়া, ওই বরফের জাহাজে চড়ে যে কোন দিকে যাতে পারলেও কিন্তু মন্দ হত নায়। তিনি মুখোপদেশ দিয়ে ছাড়া কথা বললেন, বুড়িতে চেরেছিলাম। ইতিমধ্যেই চিনেছিলাম তাকে। বিপদের আডাল পেলেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন। তাকে নিরাশ করে বললাম, সায়ার, বিপদ কিন্তু সত্যি দেই। ডুব বুঁচকে জানতে চাইলেন, তার মানে। বললাম, সায়ার, আলব্যাট্রাস ফুট।’

বিদায়, রানা-১
গলহার্ডি মুচ্ছি মুচ্ছি হাসছে।

'গণ্তীর!' মুখ ফুলিয়ে গানীয়টা দেখাবার চেষ্টা করল গলহার্ডি। 'কথাই বললেন না। ভাবলাম, শোনাতে অর্থহই জানা নেই মেজর জেনারেলে। এরপর দিনাম বাখা, বললাম, যে উক্ত স্ট্রিটানে দেখে এসেছিন গত পশ্চাৎ সেটা একটি দু'-একদিনের মধ্যেই আসবে।' পরবর্তীতে ফল যেমন মাঝে কাটে তেমনি এই যোগ জমাটবরফ কাটবে।' গলহার্ডির দেখোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ঠিকই তাই! পরদিন বরফের আলো, পাহাড় সব গলে পানি হয়ে গেল। মেইলাইন্ডারের বরফ পর্যন্ত নদীর হয়ে নেমে গেল সাগরে। সে কে দেখার মত দুষ্কর বোঁট! ক্যাপেটন ওয়েলারবাই পারলে আমাকে বুকে চেপে ধরে পিছে মেরে ফেলেন। কিন্তু মেজর জেনারেলের তখন অন্য চেহারাও। আরে, আরে, তারা আমি, উনি কেন হাসেন না? মেজর জেনারেল এক অনন্য বিরসবধন ডেকে পালিয়ে যায়।

কিছু বলা আগেই বলতে হাঁটলেন, আলবার্টাস ফুটের দুইয়ন শাখাটা কোথায়? চমকে উঠলাম। কিংফিল্ডের গল ওটা, আলবার্টাস ফুটের দুইয়ন শাখা সত্যি আছে কিনা জানি কিভাবে? যুগ যুগ ধরে লেনকে বলে, তাই আমি। কিন্তু মেজর জেনারেলের যে অনন্য আমাকে ঠিকানা চেয়ে বসবে তা কে জানত! বললাম, নেই স্বার। তবে এই মারেন তে কেই মারেন। বললেন, আরবং আছে। এরপর শুরু হলো তাঁর বাখা। কিছুই বললাম না অপ্রাণী, পুথি মাঝে নেড়ে তাঁকে সায় দিয়ে গেলাম। পুথি ইএক বললাম নে তাঁর মাঝের ভিতর আলবার্টাস ফুটের দুইয়ন শাখা। সেখানে সেই হয়ে এবং তাঁর ধরনী সেটাকে তিনি অবিভাজ্য করতে পারবেন বইতে অসাধারণ কাছাকাছি। কি তাপ্রাণ পুরুষ, চিন্তা করা, রানা, তার মুখের কথাই বাতাস হয়ে উঠল। সতিগী তিনি অবিভাজ্য করলেন বইতের কাছে আলবার্টাস ফুটের দুইয়ন শাখা।

বইতে অসাধারণ। 'চিন্তা করা রানা,' গলহার্ডির এই কথাটাই যেন সমৃদ্ধিত করল রানাকে। নতুন গলে ও অভিদী মাঝ পিঁছনের অতীতে।

বি.সি.আই অফিস, মেজর জেনারেলের চেওর। নিজের জীবনের অতুজ্জ্বল কিন্তু রহস্যের মোড়কে মোড়া একটা অধ্যায় খুলছেন রাহাত খান। পিঁ দিয়ে চোখের পাতা অটিকে দিয়েছে কেউ যেন রানার, নিঃসন্দেহ চোখে আছে ও, ঘোড়ে কথাগুলো।

'...বইতে অসাধারণের কাছাকাছি, তর্পণভূমণ গলহার্ডি মিটিয়রকে ভুবিয়ে দেয়।'

সাউথ পোলের দিকে যেতে, কেপ্টাইনের তেরেশো বিশ মাইল দূরে, গ্রিনউইচে মেরিস্ট্রেসের সামনা একটু পূর্বে একটি রহস্যময়ী দীপ আছে--বইতে অসাধারণ। নাতীয় দূর নয়, টেলিফোনে মাইল পাঁচের বেশি হয় না। প্রথে চার মাইলের কিছু বেশি। কেপ্টাইন আর আইস কাস্টলেরের বিশাল জলাধার মধ্যকার বইতে একমাত্র লাভ। ট্রিস্টান ডা চান্নার সাথে বইতের পার্শ্বক হলো, বইতে লোকসমতি নেই। বর্তী গড়ে ওঠেনি, ভবিষ্যতে কোনদিন গড়ে উঠবে বলে যেন করাও কোন করার নেই। অসংখ্য বায়ুবিক অভিযান চালানো হয়েছে গত কয়েক সফটে ধরে বইতে পৌঁছার জন্য, কিন্তু অধিকাংশ অভিযান

৩২
বিদ্যাম, রানা-১
বার্ষ হয়েছে। বন্দোভের কাহাকাঁটি গিয়ে দুরে গেছে জাহাজ কিংবা দিগ্বিজয় হয়েছে কার্টেন অথবা তুরা তাদের প্রচু প্রকৌশল দেখে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধা হয়েছে। সত্যতা থেকে বহুদূরে উঠে বিশ্বে অটলান্টিকের দূর্ঘটন নিরিষিকি এলাকায় জেগে আছে বেলেটে, একা। বন্দোভের অবস্থান দোরিং ফেনারিজের Roaring Forties: the stormy tract from 40. to 50. [obs. N] latitude—অধিকতর গর্জনশীল চলিত্রিত্র ঠিক মধ্যাভিন্ন সাইকেল জাহাজ জেগান যাবার কথা তাদের দ্বারা নেয় দু'পায়ের ফাকে। উদ্বেগীর দিনে পাল তোলা জাহাজের দু'সহস্তী নাবিকরু ওদিকে যাবার কথা তাদের পরাট না। নেপোলিয়ন সেন্ট জেলনায় মারা যাবার কিছু আগে একটা ওয়েলারাই জাহাজ বন্দোভের পৌঁছেছিল। এরপর আগ মাত্র দুইবিংশের পৌঁছলো সন্ধ্ব হয়েছে বন্দোভে।

মুঁতির মত বসে ছিল রানা। অবাক চোখে দেখেছিল অজুশু বুড়োকে। ঘীরে ঘীরে ঠাট্টে হালি ফুটে উঠল তার, চেয়ে মেলে তাকালেন তিনি। 'এইচ.এম.এস. স্কট দ্যুপনের জন্য তৈরি ছিল। অমি জনের সাথে ছিলাম ব্রিজে। মিটিওয় আমাদের রেডারের মধ্যে এরিয়া আসছিল--দু'বার। আর্থর বুড়োর পর্দা ছিল ওই জার্মান রেইডার মিটিওয়ের। কোহলার নিজে মেনান, তার গানীর অফিসারারও ছিল তোমরা একদিন, যার যায় কাজে পাকা ওয়াড়া। মিটিওয়ের পিছনেই ছিল বেলেটে। পরিস্থিতে দেখা যাচ্ছিল। রিজ থেকে দেখতে না পাওয়ার সময় কাজ তা না থাকলেও সবাই মিটিওর নিয়ে এত বাংলা ছিল যে, কারও চেয়েই ধরা পড়েছিল বেলেটে।

যায়ের ওপেন করার আগে মুঁতি পর্যন্ত আমি চারদিকে দেখে নিচিলাম। দক্ষিণ দিকের বুড়োর একটা অইকিয়েস্টের একাডেম গা ঢাকা দিয়ে ছিল আমাদের শেষরায়। আমারা সবাই বন্দোভে পাল মিটিওয়ের কামান গঠনে ওঠার শাদ। কিন্তু রানা, শেষলো আরও কামানের ছিল না।'

'তার মাঝে, সাবার?'

'শেষলো ছিল একসাথে কয়েকশো রক্ষাপাতের মত,' বললেন মেজর জেনারেল। 'ইট ওয়াজ দা থাকবার অফ আইস রেকিং আপ। বরফ ফটছিল, ভাঙছিল, তার শাদ-কামানের নয়। এইচ.এম.এস স্কটের প্রত্যেকটি প্রাণী রেইডারের প্রতি এত বেশি মনোযোগ রেখেছিল যে তাদের মধ্যে একজনও, ওই টাইম লাঙ্গ অব দি সাউন্ড লক করেন। ওই তাই নয়, দেখেছিলাম আমি।'

'কি দেখেছিলেন, সাবার?'

'বাপা,' বিশাল বোঝাবার জন্য দুঃখী শূন্যে মেলে নাড়তে লাগলেন মেজার জেনারেল। 'দু'দু'দু'দু' দু'দু' পর্যন্ত বরফের কণা নিয়ে কুয়াশার মত বাপা উঠছিল সমুদ্রের গা থেকে। এই একই দূর্দণ্য দেখেছিলাম অমি উদ্ভিদ সহস্তী আমাকে প্রথম বলে আলব্যাট্রোজ ফুটের কথা।

'আর অসম্ভব আইল্যাড?'

'দেখেছি বৈকি!' মুঁতি কড়ে বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসবি। তোমাকে আমি গল্পহার্ডির কথাটা বলে নিই আগে।...'

অভিজ থেকে উঠে এসে চলতে থেলে রানা, বল বল করছে গল্পহার্ডি।

'যুদ্ধের পর ফিরলেন মেজার জেনারেল,' গল্পহার্ডি বলে চলেছে। 'আমাকে
বললেন, আলবাট্রাস ফুট আর থ্রুম্পসন আইল্যান্ট রিডিকসক্যার করব। কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টা করার পরও সুযোগ ঘটল না ওদিকে থাকার। আলবাট্রাস ফুটের প্রথম শাখাটাও সেবার এল না। কিন্তু হার ছাড়াবার বান্দা তার জেনারেল, দেশে ফেরার সময় বলে গেলেন, আবার আমি আসব, গলাহাটি, আর যদি অবস্থা ফেরে নাস্তে না পারি, আমার ছেলেকে পাঠাব।’

চাকা থেকে কতন পা দেবার পর থেকে যা যা ঘটেছে, মনে পড়ে গেল রানার। রয়াল সোসাইটির শটকোর্সে ভুরি হবার পর মেজর জেনারেল রাহাত খানের বন্ধু জন ওয়েদারবাইয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ও। জাহাজ তৈরি, অভিযান পরিকালনা এবং নাবিকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা বছরের ঐতিহ্যের অধিকারী ওয়েদারবাই পরিবার। কিন্তু সে-এই ঘটনা ঘটে হয়... অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও বিক্রি হয়ে গেছে নিলামে। পরিবারের স্বর্ণের প্রতিনিধি জন ওয়েদারবাই, ৯৩, রোপে গোলক জলাশয়ে আসতে শহীদর ছোটে একাডামিয়ার হাটে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে প্রহর পুণের মুক্তির। মেজর জেনারেলের চিঠি পড়ে উঠে বলেছিলেন তিনি। ইহ-হেই-ই-সাড় এল নার্স। গত আট মাসে নার্স এই প্রথম উঠে বসলেন জন ওয়েদারবাই।

রাহাত তোমাকে বিশ্বাস কর্কে যখন, বুদ্ধি উত্তেজনায় কাপড় হিলেন, ‘আমার আর বলবে কিছু নেই।’ কিন্তু, রানা, আমার অবস্থা আজকাল যা হয়ে আছে, কখন যে নিয়ে যাবে প্রহর জানি না—তুমি আমাকে কথা দাও! কথা দাও, থ্রুম্পসন আইল্যান্ড কাউকে নিয়ে যাবে না।

রাহাত নানকে যে প্রশ্ন করেছিল রানা সেই একই প্রশ্ন করল বুদ্ধি জন ওয়েদারবাইকে। ‘কিন্তু কেন? কি আছে থ্রুম্পসন আইল্যান্ডে?’

সে তুমি নিজেই দেখতে পাবে,‘ রাহাত খানের মতই উত্তর দিয়েছেন জন ওয়েদারবাই। যদি কখনও পৌঁছতে পারো ওখানে। কথা দাও, রানা, কাউকে সাথে নিয়ে যাবে না, আর থ্রুম্পসন আইল্যান্ডে যে দেখেছে তার কথা সত্যি ফুলযাব নি। টাল কাউকে করবে না।’

রহস্য কি জানার কেন উপযোগ নেই। তবে করেও না নেই? কিছু রাহাত খানকে যেমন বোঝানো সুযোগ হয়নি তেমন জন ওয়েদারবাইকেও বোঝানো সুযোগ হলে না যে থ্রুম্পসন আইল্যান্ডে যাওয়াই প্রয় অস্থব, একা যাওয়ার চেষ্টা করা তো চূড়ান্ত প্রাণাতিম। অগত্যা, কথা দিয়ে হলো রানাকে। কথা দেবার আগে মনে থ্রুম্পসন আইল্যান্ড রিডিকসক্যার করার আশাটি তার কথা ঘটতে হলো ওকে। একা অস্থব। সুতরাং বাদ।

নানার প্রশ্নে আরও ঘটনাকে আলাপ করল ওর। জন ওয়েদারবাই তাঁর বালিকায় সংগঠন থেকে কিছু মূল্যবান জিনিস উপহার দিলেন রানাকে। কথাবার্তা মূলত রাহাত খানকে ফিরেই আবর্তিত হলো। বন্ধুর প্রশংসায় বুদ্ধি পঞ্চমুখ।

তিনিদিন পর আবার দেখা করতে গেল রানা। কিন্তু তার আগে দিনই শেষ নির্দেশ হবার করেছেন তিনি।

শটকোর্স শেষ করার পর রয়াল সোসাইটির কর্মকর্তাদের কিছুতেই বোঝতে  

বিদায়, রানা-১
পারেনি রানা যে আলব্যটাস ফুটের দ্বিতীয় শাখা থাকে যখন, খ্যাতনাম আইল্যান্ড আবিষ্কার করা সম্ভব। রয়াল লোসাহাইও বর্কা ছিল চাচাহোলা। কোন জাহাজ ওদিকে যায় না। রানাকে পাঠাতে হলে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিযান পরিকল্পনা করতে হবে। নানান কারণে তা সম্ভব নয়।

রানার যুক্তিটা ছিল সহজলন্ধন। দুটো উঁচু বোতল বেতের দিকে এগোয়। একটা আলব্যটিসের দিক থেকে, আরেকটা আফ্রিকার কাছে তাদের মহাসাগরের দিক থেকে। দুটো বোতলের সাথে মিলিত হয় বোতল আইল্যান্ডের কাছাকাছি। একটি উঁচু বোতল শীতকালে বেতে আইল্যান্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠান্ডা জলের পর ফেলে পর ফেলে বেরিয়ে যেতে শুরু করে।

খুব তাই নয়, সাড়া চাঁদের মাইল বরফকে গলিয়ে আইল্যান্ডের উপরেই সে এই যেত। এর সঙ্গে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন পড়েছে। আইল্যান্ডের জলে গঙ্গাম বিষ করায় পাত্রের উপরে ফেলে দেয়। ইউনাইটেড স্টেটস-এর জন্যে গল্ফ স্টিম যে কারণে কুড়তুল পূর্ণ সেই একটি কারণে আলব্যটাস ফুট সাউথ আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার জন্যে কুড়তুল বহন করতে।

নেটের লাইন ধরে টানতে শুরু করল রানা। রায়সার এই ছোট নেটটার ওপর নির্ভর করতে সব। প্লাডল্টন যদি না পাই, রাজার সমাধান হবে না।'

রাণী তুমুলো একটা প্রতিমূর্তির মত কি একটা প্রতিমূর্তির মত যে কিছু করা পারি। পানির তলায় ধরা পড়েছে, মাছ ছাড়া আর কী? আদুর চৰ্চা মধ্যে আসে হঁটু ঠোঁট একটি প্রাপ্তির। আলো আর বাতাসের মধ্যে লেজে বিবর্তন, যেখানে গরম করে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পেটের রক্ষণ সীমার মত, কিন্তু পিঠের কাঠটা জুলছে, চোখ আঁধান লালচ। চোখের দুটো...।

রানার বিশ্বাস যে চলে চলে এল গল্ফার্ড। পিছে যেতে উঠল রানার গা। দুপাতা তীক্ষতর। মাছটা চাপে আছে খুব উপর দিকে। চোখ দুটোর করণ মিন্টি ভাবে দুর্লভ। নেজ ঠোঁট নিয়ে আঁধানো ইঙ্গিত মত লয়। হাতের দুই মাঝান্তায় ধরে রেখেছে রানা ও হাত দিয়ে মুছে করে। প্রকৃতির কি অন্যতমো খোলায়, তাবে ছিল রানা। যাতে খুব উপর দিকে তাকাতে পারে সেইভাবে, তাই চোখ দুটোকে। সহ করতে পারল না রানা, ফেলে দেবার জন্যে হাত তুলল ও।

বাধা লিন গল্ফার্ডি, 'ফেলো না!' হাত বাড়িয়ে মাছটাকে নিজের হাতে নিয়ে আনতে চাই।

'ঘটনা ঘটছে, রানা,' শান্ত গলায় বলল গল্ফার্ডি কথাটা। 'একেবারে তালার দেশের মাছ এরা,' বলল গল্ফার্ডি। 'ওপর দিকে ছাড় অন্য দিকে তাকাবার দরকার নেই এদের, তাই চোখ দুটো এই রকম, ওপর দিকে তাকিয়ে কি দেখার আছে এদের? একটা হঠাৎ লাগছে, প্রাপ্তির। খুব প্লাডল্টন খেয়েই রেখে থাকে এরা।'

'কিন্তু প্লাডল্টন তুমি দেখছ কেবারো?'

চাঁদের মাথা ঘুরে বাঁড়িয়ে গল্ফার্ডি। পড়িমিরার করে কুড়া এগিয়ে গেল। পিঠ টাকা করে টুপিটার কেপ গ্রাহ্যের দিকে দেয়ে রইল সে। 'লক্ষিন! কি এক আনন্দে উঠিয়েছে দেখাও তাকে। 'লক্ষিন! আর বুফিন।'
আবছাঠালে ত্রিস্তানকে দেখা যাচ্ছে অধ্যান। আশেপাশের মাধাতাকে গান করে খেলেছে কুমাশ, ধীরে ধীরে নিচের দিকটি দিয়ে গিলে চলছে। কেন্দ্র প্রাচীরের কাছে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। কি ব্যাপার, গল্পহারি?

"টানি বিড়ি বিড়ি করে উড়ি দিল আইল্যান্ডার।
কেন্দ্র হীরের পা যেখে সাগরের পাঁচ হলকে উঠল, মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল রানা।

"দেখলে?" টেঁচিয়ে উঠল গল্পহারি। টানি মাছের তরমোজ ফিন ওটা। পিছনের পাখনটা অন্ধ থাকলেও সামনের দিকে স্বস্তি বললে যা বন্ধ করতে পারে ওরা। চট্টা করে বীর্য নেবার সময়ে ভাব খোলে, বুঝলে? এখন যা করছে ওখানে। কেন? তার মানে, গোপালে গিলে ওরা। তার মানে তা।

"আলবাট্রিস ফুটমান, বলল রানা। মাই গড়ি, গল্পহারি।"

"ওই দেখে তামাশা।" গল্পহারি লাফিয়ে যেতে হাত বাড়িল হীরের দিকে।
"দেখা, দেখা, সীলপোলর কাও দেখা। টানিদিকে নাকানিচোলানি খাওয়াচ্ছে কেমন। এই রাত হলো, চলবে এখন।"

হীরের দক্ষিণ ভাগটা টাঙ্গা করে ফুটতে শুরু করেছে। উড়ি মোহরের সপ্ত পাওয়া মাত্র নিজে থেকে উঠে এসেছে মোহরের দল প্ল্যাটফর্ম খাবে বলে।
সীলগুলো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই যেন ছিল। দুর্দান্ত মধ্যে লড়াই বেঁধে যাওয়ায় আলাদিত হচ্ছে সাগরের পানি। চকচকে একটা ভাব অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তোলপাড়ের মধ্যে। সীল মাঝের দিক ওঠলো।

সমোহনের মত চেয়ে আছে গল্পহারি। আঞ্জানী লঞ্চাইন থাকলে ওনেরকে সরর ফ্যাক্স দিচে থেকে তোলা যায়।"

চাটা করে বলল রানা, \"গল্পহারি, মনে আছে তো, আমার নেটে এইটে এইটি এইটি মিলিয়ন প্ল্যাটফর্ম চাই আমি?"

"বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে,\" উত্তরে বলল গল্পহারি।
"বড়জোর আর অধ্যায়। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বাহ। কেবল হস্ত এইরকম চলবে।"

"কেবল হস্ত?"

"আমার তখন বারো বছর বয়স, বলল গল্পহারি। \"ট্রিস্টানে আমরা সবাই সেবার খাবারের অভাবে মায়ে মেতে বসেছিলাম। বলেরেই তো, মাছ ছাড়া বেঁচে থাকার আমার কোনো উপায় নেই আমাদের। কেন্দ্রের কোনো রোগ ধরছিল আর কেন্দ্রে ফিল্সধলে সব একসাথে গাইয়ে হয়ে গিয়েছিল। না থেকে তবু একটাই বছর পার করে দিয়ে আমার। তারপর এল আলায়ট্রিস ফুট। এতেই দুর্লভ হয়ে পড়েছিলাম আমি যে বোঝাতেও পরিহার না ভাল করে। তবে বোঝাতে পুলিশ হয়ে সেবার, অহ বড় লুফিন আমার জীবনে আর দেখিনি। দু'শো পঞ্চাশ পাউড ওজন ছিল কোন কোন পোটার।"

পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গোয় এবং তার সাথে সাথে ওনের দিকে এগিয়ে আসা প্রদল্লতের দেখছে। গল্পহারির সতর্কতা এখন বিলুপ্ত।

সাউনার্ন ওঁখেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল যেন। পাল টেনে তোলার দাঁড়া।

১৬
বিদায়, রানা-১
গলাহার্ডি খুলে ফেলেছিল বোতারের পাঁজর থেকে আগেই, সেজনে ভাগাকে ধনাবাদ দিল রানা। বাতাস এবং সমুদ্র একত্রে লাফিয়ে ঝড়ল ওদের উপর, একপলকে কাত হয় শুনো ঝড়ের মুড়ি। সাধারণ করে দেবার জন্য মুখ খুলেছিল রানা, কিন্তু সময় পেল না। চোখানো ছুটে পেত না গলাহার্দি। ঘুরে ধাক্কাতার মুখোমুখি হলো রানা। লোনা পানি আর ফেনার দোকানে পড়ে গেল মাথা অবধি। দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো রানার। শুধু মত কি যেন একটা কথা দিয়ে আঁকড়ে ধরল ওর মাথা আর মুখ। পাতি বা মাছ হবে। বী হাত দিয়ে ঝাপ্পা দিয়ে সরিয়ে দিল স্টাইনকে ও। পানির তোঁটের প্রথম চোটাটি সরে যেতে কিছুই চোখে পড়ল না। ত্রিস্তান অদৃশ্য হয়েছে। গলাহার্ডি আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না। ওর উইন্ডোরের ভিতর বুলোটের বেগে বাতাস চুকছে। প্রাণপল্লী চেষ্টা করছে রানা নিজেকে উড়ে যাওয়া যেতে রক্ষা করতে। ইটুই ভাঙ্গ করে পড়তে চাইছে, কিন্তু বাতাস তা হতে দিচ্ছে না, খাড়া করে রেখেছে ওকে ঠেলে। শূন্যে দাড়িয়ে থাকার মত অবস্থা অনুভব করছে ও।

হাল ধরে বলে যেখানে পা রাখতে হয় সেই পাতাদের একটা খাজু পা দুখিয়ে দিল রানা। বেটা ওকে নিয়ে উঠে যাচ্ছে তবে মনে হলো ওর। প্রাণ বাতাস টেনে বিস্তর বোঝাকে যেতে পেতে কিছুই চোখে পড়ল না। গলান ফান্সের মত হয়ে রয়েছে মাথার উপর বো-লাইন আর লুপটী। তার ভিতর চুকছে গেল রানা। বুকরের সঙ্গে আঁকা একটা রানাকে তুলে বার বার আঁধাঁড় মারতে ওনা করল বাতাস ক্যানভাসের গায়ে।

গলাহার্ডি দেখতে না পেলেও রানা আনুমান করল বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে হামাওয়াঝ দিয়ে পাচানিে বুলোটের কোথাও সরে পেলে নে। খোলা করে কিনারা ধরে ফেলল ও। নিচে করে উঠে এর গলাহার্ডির একটা হত, শব্দ করে ধরে রাখল সেটা রানার। তীব্র একটু ঝাঁকিউনি, সাথে সাথে লোহার বেটার মত বুকরের সাথে কথা আঁককে গেল বো-লাইন। বিশ ছেদে পরে ধাটিটের উপর পড়ে হুমাকা লাগল রানা হারায়ে মত।

বেচে থাকার আকুতি দেখা দিয়েছে গলাহার্ডির মধ্যে। উভয় মেনসেইলটাকে বাণে আনার চেষ্টা করছে নে। কপলে ঘাঢ়ের ফোটা দেখে রানা তাকল, লোকার্টার কপল ফুটো হয়ে গেছে। ইটুই গেঁদঁ দুঃখ দিয়ে সামান্যার চেষ্টা করছে গলাহার্ডি, কিন্তু বাতাসের মত উড়ত কাটাটি তার হাতের বড়ুজন্ম বাধা ছিদ্র পেরোপূর্ণ মুক্ত হতে চাইছে। মুখে খুলে গলান করে লোনা পানি তুলল রানা পেট থেকে। মাথা তুলে আঁড়ন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে গলাহার্ডির সমস্তা দেখতে পেল ও। মেনসেইল নামাজার জন্যে দোকানের ফাসালো থেকে তার একটা লাফ দিয়ে উঠে গেছে উপরে, গলাহার্ডি আওতার বাইরে। মাত্রেলার গায়ে পাখা কোন পেরেলের সাথে আঁককে গেছে দড়িটা। থেকে ওটা পালের একটা অংশ ধরে রাখতে হচ্ছে গলাহার্ডি, হাত বাড়িয়ে লাফ দিয়ে পাচ্ছে না নে তাই।

হামাওয়াঝ দিয়ে এগেন রানা। আওতার হাতঘানকে উপরে উঠে যাওয়া দড়িটার উপর ঢুঁথে ওদের জীবন-মৃত্ত। ঠিক নিচে গিয়ে দাড়াল রানা। লাফ দিয়ে ধরল দড়িটাকে। মাত্রেলার পা থেকে ছুটে গেল আঁকে থাকা অংশটা। কিন্তু

বিদায়, রানা-১
ঝাপ্পটাকে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রাস্তাটা রানার মুঠো থেকে পরমুহূর্তে। রানার একটা পা বুকের সাথে চেপে দু’হাত দিয়ে ধরে আছে গলহাড়। দড়িটা বুলছে বুকের কাছে। ছো মেরে মুঠোর উড়িল মাণিক আটক করার তফসিল দেড়ির প্রাস্তাকে বদ্ধ করতে চাইছে রানা। বার বার ফাঁকি দিয়ে একবেলা ওদিন সবে যাচ্ছে সোটা। বাটাসের রসিকতায় নাকানিয়ে বনিয়ে রানা। প্রাস্তাটা নয়, দড়ির উপরের অংশ ধরার জন্যে একবার লাফ দিতেই চলে এল সোটা মুঠোর মধ্যে।

দৃশ্য বদ্ধ করে ফেলল গলহাড় পালের কাপড়টাকে। মানুষের গায়ের সাথে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখল। পটী সাইতে কাগু হয়ে আছে বেটাই। পালি উঠছে ছুড়ে করে।

ঠাঁচ ধরে কয়েকটা বাড়া করা বনমোরগ তুলে ধারান তেউয়ের মাথা সম্ভা করে ছুড়ে দিল রানা। টিনের পাটাটা শান্তি করে উদ্যানের মত পালি সেচতে ওর করল ও। এই সময় হঠাৎ করে যেন দম ফুরিয়ে গেছে, নিঃসারা হয়ে পড়ল বাটাস।

বোটের মুখে পড়ে কোনোদিন থেকে কোন দিকে ছুড়েছে বেটাই, কিছুই হদদিস পাচ্ছে না রানা। গলহাড়ি বলল, ‘ইন্যাকয়েসিয়ের পিছনে পড়েছি আমরা,’ এটিকু উদরজিত নয় সে। ‘প্রথম একটা স্প্রিট্সাইমি তৈরি করে দীপাদী। একটু পর আরো ধারকাটো আসবে। যতটা পারে পালি কমান্তো, তারপর যা আছে কপালে।’

বোটের কাছে এখনও আলা রয়েছে। কিন্তু হাল্কা মাইল দুরেই অন্ধকার। সোটা করে উঠল যাচ্ছে দেউয়ের মাথায় বোটাটা ওদেখছে, সবাদে নেমে আসছে পরমুহূর্তে সম্ভূর্তিতে নিচে। গলহাড়ি গুলিয়ে। ‘নাইটাইপেলের দিকে যাবার চেষ্টা করব আমরা। ইন্যাসিয়েবলকে নিয়ে টানাকেভড়া করতে ছাড়ুড়া। আর ত্রিফাইনকে আমরা ধরাহোয়র বাইরে পেলে এসেছি।’

সামনেই আছে, চোরাধি দূরে যি অন্ধকারে। দেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। সাদায় কানায় ডোরাকাটা মেরের মত দেখতে পাচ্ছে রানা সম্ভূর্তের পিঠেক।

‘আর নাইটাইপেলকে যি দিস করি?’

‘তেলো থাকলে বাটাস ভাঙ্গু মাইল দুরে নিয়ে চলে যাবে,’ গলহাড়ি বলল।

‘পাচ গালান পালি, ছোটা বনমোরগ আছে।’ কিছু ঝামাক অসমানসহ আইন্যেভার। ‘নাইটাইপেলে যি দিস ছুড়িতে না পারি, ডোবিয়ে দেব বেটাই। তার চেয়ে সহজভাবে মরার আর কোন উপায় নেই এদিকে।’

পালি সোটা বুলে দুইহাতের মাঝখান থেকে মুখ তুলল রানা। গলহাড়িকে গুলিয়ে দেখলে ও। ঠাট্টাকে করলেন সে কথাটা।

‘ওলো নামিয়ে আনা ফোরসেইটাকে, রানা,’ গলহাড়ি বলল। ‘আরও একটা ধাঁকা হয়তো সামলাতে পারব বলেছিল না, ড্রেকর পাইকেজ থেকে দফায় ফকং আসে দমকাঙ্গলা?’

দেউয়েলা বড়ো অর উঠু হচ্ছে ক্রমশ। বোট কানে হয়ে যাচ্ছে দেউয়ের মাথায় সবেগে উঠে যাবার সময়। পালের কাপড় নুয়ে পড়ছে পালির উপর। বাটাসে যেমন পরাপর করে ওঝে সেমনি দেউয়ের গায়ে আতােনের শিথার মত লকলক করছে কাপড়টায়। বাটাস আরাম আয়ত করল হঠাৎ করে। শক্তি আগেই কানে চুকিয়েছি ওদের। বোটাটাকে নিচে থেকে কেউ যেন ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে। পা, বুক

৩৮

বিদায়, রানা-১
এবং একটা হাত দিয়ে মাস্তাল্টেকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। আরেক
হাতে পালের ঢঁড় ধরে রেখেছে বজ্জুইলিতে। এই পালটাই এখন থাকিয়ে রেখেছে
বোটাটাটুকে। উজ্জ্বল লোহার রঙ মেন দাঁড়িটা, প্রত্যেক বেঁটে রেখে 
চাইছে মুছায়ে থেকে।

হাল ধরে বসে আছে গল্পাহিদ। প্রায় নির্বিকারই বলা যায়। ওড়ি ডোজুকার
দিকে শোন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নে। প্রথম ডোজুরের সাথে বৃংজেতে আচরণ
করতে হচ্ছে তাকে। দূর থেকে দেখে জেনে নিতে হচ্ছে ডোজুর বাকাচারা পরিক।
একের পর একে আসছে ওরা, প্রতিদিন সন্ধ্যা করে বিদায় করে দিছে
আইলাভার। ডোজুরের মধ্যে থেকে নামার সময় আবার অন্য কাজ। বোটাটা তখনগোয়ার্ত্তমি শুরু করে। বিদুষ্টবেঙ্গে হাল ঘরিয়ে থাকান সিদ্ধে রাখেছে গল্পাহিদ
তাকে, বোচাল চন্ত ঢিঙে না। ফুলে ওঠা বাহর পেশী, মুখে দৃঢ় প্রতায়ের ভাল
দেখে মুক্ত হলা রানা। টুশটাটের বেট আর বোটামান, দুইটিই তুলনাহীন।

মুরখের জন্য হাল চেয়ে একটা হাত লগ্ন করি দিল গল্পাহিদ। সেদিকে
তাকাতেই একটা প্রফুল্ল কালো পাল্লার মত কিছু দেখে শেল রানা। কালো পাল্লার
উপর সিড়ি দাড়াতে। স্বপ্ন পারে কোথা রাখলে যেমন মনে হয় করেছে, সেই রকম
করবে সাদা অংশটা। চিনতে পারল রানা খানিকক্ষ। আকাশের গেইয়ে কালো
পাঠাটা নাইটকেলের কালো গ্রামাঙ্গি পাথরের গা। ধীরে ধীরের মধ্যে বর্ফ নেমে
আসছে নিচের দিকে মহুন বেঙ্গে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরও কয়েকটা জিনিস
আবার চাহতে চোখে পড়ল ওর। কেন্দ্র প্রাচীরের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে বিশেষের মাঝ।
নুয়ে পড়ছে মাটির সাথে, স্পিন্ডের মত ঝুতি করে ঝাড়া হয়ে উঠেছে পরম্পরে।

গল্প থেকে হাত তুলে মুখের উপর থাকা মারান গল্পাহিদ। কালো কি মেন
একটা ধাকার মেরছে মুখে। কত্রীবান হারিয়ে গত্বরক হয়ে গেল বেট। ডোজুরের মাঝ
থেকে পাক থেতে থেতে নেমে যাছে সবেঙ্গে। আঠাকে উঠে ডাইভ দিয়ে পড়ল
রানা। হামাত্বুড়ি দিয়ে এগেতে এগেতে দেখল হাল ধরে ফেলেছে গল্পাহিদ। মাথায়
উঠু করে পাঠাটকে দেখতে পেয়ে খামার রানা। চকচক কোল রঙ পাঠাট।
চোখ দুটো দুটো শরীর জলে ফেলার ৫৩ লাল। বিস্মার ফুটে উঠল রানার চোখে।
্যত যেন কেন গোলাঙ্গাণ রয়েছে পাঠাটের মধ্যে। পরমরমুরে ধরা পড়ল সেটা ওর
চোখে। পাঠাটের ডানা নেই।

বাতাসের গর্জনকে হাড়িয়ে উঠল গল্পাহিদের চিতাকো অর হালী। ফাক হওয়া
ঠোঁটের চিতার একটা দাঁত নেই গল্পাহিদের, দেখতে পেল রানা।

'আইলাব করঃ' চেচাছে গল্পাহিদ। ডানা থাকে না এদের। ডোডোর মতই
প্রাচীন এই পাড়ি। ধীরে থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে বাতাস। ভাগীবান আমরা,
কোন সেন্দ্রে নেই, রানা। কিছু খাবার বেঙ্গে হলো ...' অকুতোভয় আইলাবার
হামলা গুলো ছেড়ে।

ভাগী। যেখানে যত সৌভাগ্য আছে সব এখন দরকার আমদের। গলার হয়ে
উঠল রানা। পাঠাটের অসাধারন বড়ু পা লোহার বারের চোখ আকুল ধরে
আছে। গল্পাহিদের চিতাকে তুলে হামাত্বুড়ি দিয়ে মাস্তুলের কাছে ফিরে হেসে পালের
দড়ি ধরল রানা। আবার চেনচিরে উঠল গল্পাহিদ। পালের দড়ি প্রাণপ্রকাশ করিয়ে টানা নির্দেশ করিয়ে তারা।

ফিলায়, রানা-১

৩৯
ছেড়া করে কাপড়টা ঘুরিয়ে ফেলল রানা। পোর্টসাইড উঠু হয়ে গেল বোটে।
গলহাঁটির হাতের মধ্যে হালটা জীবন হয়ে উঠছে, পানিতে মোচড় খাচ্ছে কূট
নিচের অংশটা। বাটাসের মুখোমুখি বোটাটাকে রাখার প্রাণকর প্রায়স চালিয়ে
যাচ্ছে সে। হুড় হুড় করে পানি উঠছে বোটে। সেচার কাজে হাত লাগাল রানা
আবার। ক’টার দূর থেকে রকচর্চু মেলে ওর দিকে চেয়ে আছে কালো পাখিটা।
পলক ফেনেতে তুলে পেল যেন।

নাইটিঙ্গেলের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে বোটে। ফিপ হাতে রানা পানি
সেচার তো সেচাচ্ছেই। গলহাঁটি চংচাল, কিন্তু বাটাস উড়িয়ে নিয়ে গেল তার
কথাগুলো। দড়ি খুলে পাল তুলে দিল রানা। বোট নাগিয়ে উঠল একবার, তারপর
চুটল মরিয়া হয়ে।

পরমুহূর্তে আবার স্বল্প হয়ে গেল বাটাস।

সমুদ্র ডাকছে অবিরাম। কুস্তছে। বাটাসের অনুপব্যাপ্তিতে আরও ভর্তি, আরও
উচ্চকিত শোনাচ্ছে তার একটা শ্বস টুনর শব্দ। বোটের লো পেলেল দেখে
সম্প্রেক দেখে থমেক গেল রানা। হয় ইপ্পি পুরা ফেনা আর বোঝ তীরবর্গে বোটের
নিচে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। নাইটিঙ্গেল ব্লিট ওঠানামা করেছে দূরে। ঠেওয়া আসেছে,
তুলে নিছে বোটাটাকে। দেখা যাচ্ছে নাইটিঙ্গেলের। পরমুহূর্তে ঠেওয়ায়র ভূঁড়লে
হারিয়ে যাচ্ছে সেটা। বায়ুছড়ি অবশ হয়ে এসেছে রানার হাত দুটো। মূর্তের জনে
থাকছে না তবু, সেচাচ্ছে পানি। চারদিকে বাটাসের কোন স্পন্দন নেই।

শায়তন... একবারে শায়তন।

ঠিক সেই সময় মাথার উপর হেলিকপ্টারের শক্ত শুনতে পেল রানা।

চার

অক্ষাস্তে হলেও পরিবার শুনতে পেল ওরা ইংরিজের শক্ত। ট্রিস্টানের আকাশে
এয়ারক্রাফ্টের আগমন একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। হাজার মাইলের মধ্যে কোন
এয়ারপোর্ট বা হেলিপোর্ট নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এইচ. এম. এস. স্কট থেকে
একটা হেলিকপ্টার নেমেছিল। সেই শেষ।

‘মানে, রানা?’ জানতে চাইল গলহাঁটি। ‘ও কিসের শক্ত?’

‘হেলিকপ্টার!’ বিস্ময় দমন করতে পারল না রানা। ‘কোথায় এল তা
জিন্নাস কোনো না। জানি না আমি।’

সামনের ঠেওয়ার দিকে চেখ রেখে হাল ঘোরাতে শুরু করল গলহাঁটি। বোট
উঠে পড়ল ঠেওয়ার মাথায়। নিচে নেমে আসতে শুরু করতে আবার তাকল
রানার দিকে। ‘আল্ডের মাঝখানটা এখনও এদিকে আমনি।’ বলল সে। ‘একবার
এলে হয়, বোপটে নিয়ে গিয়ে আছাড় মারবে হেলিকপ্টারটাকে।’

মাথার উপর চলে এসেছে। কালো গা, সমতল পেটটা লাল। রঙ দেখেই
অর্থাৎ পরিচয় আবির্ভাব করে ফেলল রানা। বরফের উপর লাল, কালো সাহসে।
চেনা যায়। বরেফের উপর ঘোরায়িত করার উদ্দেশ্য না থাকলে এমনে টেক করে না কেউ জল, শেল বা আকাশ যান।

‘হোয়েলেন-স্পার্টার,’ বলল রানা।

আই করে উপর দিকে মুখ তুলল গল্পহারি। ‘আত উচুতে বাতাসের ঝাপষ্টা এখনও পৌঁছানি বলে মনে হচ্ছে। তবে পৌঁছুল বলে।’

‘সাহান আছে পাইলটের,’ মাথা কাট করে শীঘ্রে করল রানা।

‘এই আবহাওয়ায় আমি রাজি হতাম না কোথাও করতে।’ বাক্য নিভে।

রোটাটাকে দেখতে পায়নি পাইলট। ‘কিছু খুঁজছে,’ বলল রানা। কিন্তু কি?

‘তিমি?’

‘এই আবহাওয়ায়? অসম্ভব।’ বলল রানা। ‘কোন ফ্যাক্টরিশেপের স্কিপার অনুমতি দেবে না পাইলটকে থাকে তাই।’

গল্পহারি হঠাৎ করে ফের সতর্ক হয়ে উঠল। ‘আবার এল বলে ঝড়ুটা।’

‘কষ্টীর বা বেট, কৌনিকরই রেহাই নেই এবার।’

তিয়েরভবে তানদিকে বাক্য নিয়ে দুই দিকে যেতে যেতে হঠাৎ সরল রেখা ধরে এগোল ধানিকটা। তারপর বাক্য দিকে নাক ঘুরিয়ে বাক্য নিয়ে সেজানি এগিয়ে আসতে শুরু করল ওয়েস্ট্যান্ড কষ্টীর। নাকটা নিচু হয়ে আছে। হয়েলনাটের দিকে রানা। নির্দিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানা। ‘পাইলট দেখতে পেয়েছে আমাদের।’

‘হঠাৎ! গল্পহারি বিড় বিড় করে উঠল। মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে।’

‘আমাদেরকে শুঙ্গতে এসেছে এমন মনে করার কোন কারণই নেই,’ বলল রানা।

আজ সকালে ট্রিস্টান থেকে রওনা হবার সময় আঞ্চল আমাদেরকে কোন জাহাজ দেখি নি।

হাত বাঁজিয়ে আন্তর্য পাখিটার মাথায় বুঝিটা ধরে নেঁজে দিল গল্পহারি। ‘যাই হোক, এই বোট আমাদের জন্যে সৌভাগ্য বয়ে যাচ্ছে।’

‘উদার পাওয়া এখনও,’ বলল রানা। ‘সম্মতের চেহারা কি রকম দেখছ? মাথায় ওপর কষ্টীর থাকলে বা কি? এই রকম চেহারা থেকে কাউকে ওপরে তুলে নেয়া অসম্ভব।’

তুরক বুঝি সম্মতের দিকে চেয়ে রইল গল্পহারি। তারপর রানাকে সমর্ন করে মাথা দোলান উপর-নিচে। ‘ঠিক। চলবো ফুট উঠছি, চলবো ফুট নামছি। সন্ধ্যা নয়।

ঠিক। কিন্তু উদার পেতে চাই না, রানা। বোট ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নই আমি।’

গোপা দিয়ে একেবারে মাথায় উপর চলে এল ‘কষ্টারটা। রোটারের শেষে চাপা পড়ে গেল কথাবার্তা।’

কষ্টারের পাশের একটা উঁচু থেকে একেবারে নেমে আসছে মোটামুটি একটো দড়ি। নিষ্ঠুর হিসাব পাইলটের। বোট থেকে তাঁর ফিট উপরে নেমে এল দড়িটা। একদিকের কিনারা থেকে সামন্তা দূরে।

হাত বাঁধিয়ে মুঠোর মধ্যে দড়িটা নিয়ে যাবে রানা, ফুটে করে নামতে শুরু করল বোট চেয়েরের মাথা থেকে। এক সেকেতে দড়ির প্রাতে আবার রানার হাতের ব্যবধান দুগ্ধন পৌঁছল।

কষ্টারটা অপেক্ষা করছে। পরবর্তী চেয়ে আসতেই উঠতে শুরু করল আবার।

বিদায়, রানা-১
বেট। তৈরি হয়ে অপেক্ষা করাচ্ছ রানাও। 'কষ্টারের লান পেটটা ফ্লাস চোখের পালকে মাথায় উপরে নেমে আসছে। হ্যা, করে উঠল বুকটা। বাঁধা করে সাইর দেবার জন্যে তৈরি হলে ও। সংখ্যা অনিয়মে বুকের পেটে করার শুরু করে দেখুন, 'কষ্টারের কর্ত্ত্বলেখে বিবেং বেগে কলকজা ঘোরাতে পাইলট। দুই তুই অবশ্যই পৌঁছে গেল বেটা, কিন্তু সুদূরে ফাঁকি দিয়ে ঠিক আগের মুখোর 'কষ্টারের ঘিয়ে উঠে গেল পাইলট। ডুই উঠল বেটাটেকে নিয়ে আরো খানিকট। এল সুরক্ষার অসাধ্যেই ছিল পাইলট। দরিদ্র নেমে এব আবার, সংখ্যা অসাধ্য খেলো সেটা বোপের পাঁচালন। ধরার জন্যে ছো মারল রানা। কোমর বাঁকা করে চিকে সরে গেল দরিদ্র ধরা না দিয়ে। রানার সামনে দিয়ে যে যেন উঠে গেল উপর দিকে। আনাগাড়া একটা শুধুই কানে থুকিম ওধু। হাও হাও হাসিতে ফেটে পড়েছে গলাহারি। লাইফফ লাইনের দিকে তাকাতে চোখ কপালে উঠল রানার। দরিদ্র পায়ের আঁধার পেচিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে যাচে ডানাহরে পাখিটা। 'কষ্টারের জানালার কাছে পৌঁছে নাফ দিয়ে দিতের আদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়েস্টপ্লাইড 'কষ্টারটি তীর বাতাস বেশ খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গেল ধরা দিয়ে। পরবর্তী ডাউনের মাথায় বেত উঠতে 'কষ্টারের সাথে দূরত্ব অনুমান করল রানা পঞ্চাশ গজের মত।

দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দিকে চোখ রেখে গোটাই হলো গলাহারি। মাথায় উপর আবার এগিয়ে আসছে 'কষ্টারটা। 'হোপলেন,' যাড় ফিরিয়ে পাইলটকে উদেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল নে। 'ইম্পর্সিভ।'

মেটাটা টিকল না। তীরের করল রানা, সত্যি, পাইলটের বোট একজন। একজন দরিদ্র পড়ল রানার ঠিক নাকের সামনে। অনায়ারে ধরল ও। কিন্তু ছো মেরে কেড়ে নিল সেটা গলাহারি, ছেড়ে দিল সাথে সাথে। বোট কাট হয়ে নামতে তুল করল ঠিক তখনই। টাল সমালোচনায় জন্যে মাত্র ঢেল ধরে চেঁচিয়ে জানতে চাইল রানা, 'গলাহারি?'

'বাতাস কমুক,' বলল গলাহারি। 'তা নইলে কমপক্ষে তিন টুকরো হয়ে যাবে তোমার ব্যক্তি।'

হাসতে পারল না রানা। বলল, 'কিন্তু গলাহারি, শেষ সুযোগ এটা। তীরে পৌঁছুতে পারছি না আমার।'

'প্রবর,' বলল গলাহারি। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। আর যদি সন্দেহ হয়, তুমি উঠে যাও। বোট ছেড়ে যাব না আমি।'

'কষ্টার নেমে এল আরও নিচে। দড়ি ছাড়ে এবার ওরা। জানালা দিয়ে মেগাফোনের চোঙ বেরিয়ে এল একটা। 'উদ্দার পেতে চাও না তোমরা।'

উত্তর দেবার দায়িত্ব গলাহারির উপর ছেড়ে দিল রানা। দু'হাত দিয়ে মুখের সামনে চোঙ রানিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নে। 'বোট হারাতে রাজি নইআ।

খুব মের রাগ হচ্ছে, খাড়াভাবে উঠে গেল 'কষ্টারটা। দেবীমায়ের নাগরদেলায় চড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমটা ফ্লাস দেখে নিল আর একবার গলাহারি। বোটের নাক নাইটিঙেলের দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। 'আসল বিপদ আসছে এতক্ষণে। পালটা তোলো—কুইক।'
পালে বাতাস পেয়ে তীরবর্গে চুটল বোট। ধাওয়া করতে করতে আবার মাঝার উপর পৌঁছে আরও নিচে নামল কন্টারটা। জোটালা খুলে মেটে বেরিয়ে এল আবার মেগাফোন। 'মাস্তলটা নামাও।' টেলিয়ে উঠল যাত্রিক কঠিন।
'কো-পারেনট। গোটা বুটিটাকে তুলে নেতে আমরা।'

মাস্তলকে আটকে রাখা কাঠের ঢেকে খুলে লোহার ফ্রেমটার নিচে চুকিয়ে রাখল রাণা। রানার দিকে চেয়ে কোথা বাকাল গলাহািজ। এবার কন্টারের পিছনের কেবিনের জোটালা নিয়ে নেমে এল আরও এক প্রস্তু ডড়ি। কিভাবে কি দুর্বল বুঝে নিল রাণা একটা মুর্মুরে। অন্তরাজ্য এবং জনারাজ্য নিকটতম দূরত্তে পৌঁছলেই, মাত্র দু'সেকেকের ভিতর দুটো মেদিটারের দু'দিকে দুর্লভ ফেলতে হবে। হেলিকপ্টারের পাইলট এবং বোটের বোটমানের বিন্দুবের পরিক্ষা এটা, তবে সমুদ্রের ভূমিকাও কম নয়।

হলে হয় খুঁজছে গলাহািজ অপেক্ষাকৃত সমতল পিঠওয়ালা একটা চেউ। হল ধরা হত দুটো সক্রিয় হয়ে উঠল পরমুর্তত। তুলনামূলকভাবে কম ভাঙা একটা দেউড়ের মাথা দেখতে পেয়েছে গলাহািজ।

ফুরন্দে ওরা সমুদ্রের গিট এগিয়ে আসছে আবার। দেউড়ের পাশে কুঁড়ে একটা সরলরাখায় ম্য লিউনলি উঠে যাচ্ছে বোট। তাই সাথে বোট টেলিয়ে নিয়ে চলছে তাকে। তত্ত্বকালে উড়ছে ফড়েটের মত সাথে সাথে এসেছে কন্টার। দেউড়ের একো মাথায় বোটের উঠল পড়তে গলাহািজের দুটো হাতটলার রোপ টেনে ধরল সর্বশেষ দিয়ে। মুর্মুরে বাকা হয়ে গেল বোট। দেউড়ের মাথায় আড়াড়ি অধিরাও অনিচ্ছিতভাবে খুলে রইল সে। লোলেই অবস্থায় ধাকলে যা ঘটত তা ঘটল না।

পত্রী কাঁটাটা দিল না বলে উদ্ভাবনী 'কন্টারটা তখনও রইল আওতার মধ্যে। পাইলটও স্বর্ণ কৃত্তার সাথে নামিয়ে আলন 'কন্টারটাকে বোটের পনেরো ফিরের মধ্যে। একটা ডিডি আছে ডিডি বোটের পিছনের অংশে, অর্কাটা মাস্তলের থানি সামনে। নিজেরা নয় ফ্রাঙ্কেলের মেটাল হিডের সাথে জড়িয়ে গিয়ে শব্দে ফেলল রাণা তিন সেকেকের মধ্যে। গলাহািজ কি করছে আনার সুযোগ পেল না ও। জানে, আইলাইডার বার্ষ হলে ওর বার্ধা ডডিটাকে বুলে বোট দেউড়ের মাথা থেকে নামার সময়, গুঁড়ি পড়তে হেরদুজনকেই সমুদ্রে।

ফুরন্দ ছুটে আসছে আবার কন্টারটা চেউ। সময়ের মত চেয়ে আছে আইলাইডার চেউড়ার দিকে। যে চেউড়ার গায়ে চয়ে চয়ে চুটল বোটের দিকে কোন খেয়ালই নেই গলাহািজ। মরিয়া হয়ে চিকার করে উঠল রাণা। চুড়ায় দুলে নিচে চুটল বোটের পিছনের অংশটাকে। রানাকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে বোটের সামনের অংশ।

এই সময় বিদ্যুৎ খেলে গেল গলাহািজের শরীরে। চেয়ের নিম্নের দডিটা তুলে নিয়ে চরকির মত হাত ঘুরিয়ে হালের সাথে অড়িয়ে ফেলল নেটাকে।

মাথা থেকে বোটের নামায় দিয়ে চলে যাচ্ছে চেউড়া। কিন্তু নেমে যাবার সময় প্রায় শীঘ্রই লক্ষিত করা হবে না রাণা। যেখানে ছিল ঠিক যেন সেখানেই বিশ্ব হয়ে আছে হোয়েল বোট। যাড় বাকা করে নিচে তাকাতে রাণা দেখল বিশ ফুট নিচে নেমে গেছে পানি। শুনো ভাসছে এখন ওরা।

ঔন্নাম, রাণা-১
ধীরে শুরু এটো যাচ্ছে 'কপ্তান। বুলতে হোয়েল বোটার ওজনের দরুন বাতাসের ধাক্কা থেকে বিশেষ দূঃখে না সেটা। দুটো দোভৃতির দৈহিক কমবেশি করা হচ্ছে কপ্তানের স্থল। ক্রমশ বোটারের পিছনটা সামনের অংশের সাথে সম্পর্ক হয়ে এল। দড়ি তেটে বোটাকে তোলা শুরু হলো এরপর। নাল আলুমিনিয়ামের স্টল দেখতে পাচ্ছে রানামাথান উপর। দুটো থাকতে দড়ি টানা বন্ধ হলো, খুব গেল একটা জানালা। জানালা গেল 'কপ্তানের উপর রানা।

চোকবার মুখে একটা সাহায্যের হাত এগিয়ে এসে ধরল ওকে। গাড়ী মেরেন রঙ কেন্দ্রটার। বাইরের গলীর আবহাওয়ার মতই থমথম করছে ভিতরের পরিবেশ। 
মেটা কাপড়ের পদ্ধার্থ দিয়ে খেবা, ওপারে কন্ট্রুল কেবিন।

'ওয়েলকম আ্যাবর্ড, হের আন্ডারকারার,' গাড়ির আলাদাভাবী। এড়িতে বলল লোকটা।
কল্প এবং জার্মান উচ্চতার ভঙ্গি তোর সাথে সাথে লোকটাকে পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত ছিল রানার। ওকে সামলাবার জন্যে এক হাত দিয়ে ধরার নিঃসৃত কায়াধারা লক্ষ করতে রাহাতে ঘামের একটা কথা মনে পড়ে যাওয়া উচিত ছিল ওর।
এই কায়া সহায় জানে না। এয়ারক্রোসে নয়, সমুদ্রগামী জাহাজে কাউকে ধরার জন্যে এই কায়াধারা লক্ষ করতে আহারের কর্মীরা।

'ধন্যবাদ,' মুগ্ধ রানা। 'নিঃসৃত হয়েছে উদ্দেশ্যের পর্যায়।'

লোকটা গলাহরিতকে ভিতরে উক্ত হয়ে সাহায্য করল। কাঁধ ঝিকিয়ে কন্ট্রুল কেবিনের দরজায় দিয়ে চিবুক তুলল নে। 'ভুল করছেন। যাবতীয় প্রশংসা ওর প্রস্তাব।'

নরজ্জা টাপকে ভিতরে দুকেরই পাইলটকে দেখতে পেল রানা। পিছন ফিরে বসে আছে সীতের উপর। পিছনে গিয়ে দংড়াল রানা। গলা পরিকার করল খুব থেকে।
পাইলট যাড় ফেরত না। কম্পাস মাউটিংকে দংড় মনে করে তার উপর বসে আছে আইল্যান্ড কেক্টার তার একটু উপরে রিয়ার ভিতে মিয়র, তাতে পাইলটের চোখ দুটো দেখতে পেল রানা।

এখনে মেয়ে? অস্বাভাবিক। মায়া ওয়ার্ডল্যান্ড, এডিভ রোনি ল্যাড, সাবরিনা প্ল্যাক—আস্ট্রোকার্স মেয়েদের নামে তুরস্কের নাম অন্ধুচ, কিন্তু এরা কেউ এদিকে আসেনি কখনও ঘর-সংসারের ফেলে। অথচ আঘাতের চোখ দুটো পুরুষের নয়।
দৃষ্টিক্রম? পাশে গিয়ে দংড়াল রানা। কানো লেনার চেলকে আর ইটারকে তারের জান মেরে রশ্মীষ মুখীকে। খুব চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে—অপরূপ। মনে মনে প্রশস্ব করল মুখুন্যে।
এমন সুন্দর চোখ এর আগে দেখতে বলে মনে পড়ল না।
সম্প্রদায়ের রঙ লেগে রয়েছে চোখের সাদা অন্ধায়। কানো মনি দুটো যেন দুর্নীতি করিয়ে। মেয়েটা সে দেখেছ তারই প্রতিপত্তি ফুটে উঠেছে তার চোখে: সমুদ্র এবং ঝড়।
জানালা উপর কন্ট্রুল কেবিনের নানা বরের আলো পড়ছে, সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ছে মেয়েটার চোখে, তাই চোখের পাতা দুটো কালচে সবজাত দেখাছে।

'কম্পাস থেকে পাইলটকে সরাও দিও করে,' বলল মেয়েটা। 'খানিকদিন থেকে খুব ইন্সট্রুমেন্টের উপর নির্ভর করে ফ্লোর করতে হবে আমাকে।' কঠিনতা অতুষ্ট মিঠো ঠেকত রানার কানে।
হাত বাড়িয়ে দিল রানা পাখিটা দিকে। ‘পাখিটা নাকি সুলক্ষণা,’ বিষয়টা পুরোপুরি তখনও হজম করতে পারেনি বলে মনে যা এক তাই বলে আলাপ ওর করার চেষ্টা করল ও।

‘সুলক্ষণা, ভাগ্যা,’ মিথ্যা কিন্তু দুর্গ গলায় বলল মেয়েটা, ‘এসব আমি মানি না। আসল কথা, জাজমেন্ট না।’

পাওনা পরিশোধের সুযোগটা নিল এবার রানা। ‘আমাদেরকে উদ্দার করার সময় জাজমেন্টের পরাকাষ্ঠা দেখেছে, বলেছে নেই। ধনাবাদ।’

রানার চাঁপে চোখ রাখল মেয়েটা। ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড চয়ে রইল পলক না ফেলে। দুটিটার অর্থ বোঝায় হলো না রানার। ফিরিয়ে নিল মুখটা আবার। সমুদ্রের দিকে চোখ দুটো ফিতে হয়ে রইল। সে দুটোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্র ফিরে তাকাল রানার দিকে। এতটুকু উঠল নেই সেখানে।

‘তেমার বোটম্যানও কৃতিরের দাবিদার।’

‘গলাফসি?’ বলল রানা। ‘সমুদ্র ওর ভাইপো। পঞ্চাশ পুরুষ ধরে পোষ মানিয়েছে। উঠেছে চাইছিল না কঠোর।’ আরও কিছু বলে মানছিল রানা, কিন্তু মেয়েটা অর্থ করিয়ে নিল, বেশি কথা বলেছ নে।

‘তার মুখ থেকে দুর।’

সাধারণ হয়ে গেল রানা। কণ্ঠ পাত্র, সীকার করল মেনে মনে। গলাফসি তাল সমালোচ্যে সামালতে ডুপ্ল্যান্ড দুই রানার পাশে।

তাকাল মেয়েটা সরাসরি তার মুখের দিকে।

‘এদিকের আবাহোয়া খুব ভাল করে চেনা তুমি?’

বিষয়টা সত্যিকারে রানার চয়ে কম লাগেনি গলাফসি।

‘আপনি।’

বিরক্ত হলো মেয়েটা। প্রশ্নটার সংকল্প টের পেয়েছে সত্যি। হয়েছে ভাবছে একবিষয়ক চর্চা হয়ে গেছে প্রশ্নটা। ঘুরিয়ে নিয়েছে মুখ।

‘চিনি, মায়ামা,’ সামলে নিয়ে বলল গলাফসি।

ফিরল আবার মেয়েটা ওদের দিকে। ‘তেমার কি ধারণা? টিকতে পারব এই বিষয়ে?’

কাঁধ ঝাঁকাল আইলাভার। ‘নিঃসরণ করে...আপনার ওপর, মায়ামা।’

‘কাঁধা?’ সীকা হয়ে তাকাল মেয়েটা। কেন্দ্রে কেন্দ্র লোকটা ডুপ্ল্যান্ড তখনি।

‘ওদিকে আক্ছেলোরের অবস্থা কি? কি বলছে ফ্যাকটরিসিপ?’

‘রোল করতে শুরু করছে।’

‘যা তোরং ওই কথা মাথা তুলে তাকাল রানার দিকে। মাসুদ রানা, ফ্রম বাঙালদেশ, আসাম ওর অত দ্বা রয়ল সোসাইটি’জ ট্রাভেলিং ট্রুডেটশিপ ইন ওশেনোয়ার্মি আইড লিননোলজি, অ্যাডভেঞ্চারি।’ রানার দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখল কার্পার দিকে। ‘কাঁধ পিঠো, রেজিডো অপারেটর। বুঝতে তোরং গলাফসি, বোটম্যান।’

মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে, দেখেছে দেখতে পাসিল না রানা।

পরিচয় করিয়ে দেবার সময় সেটা আবিষ্কার করে ফেলল ও। আলাপ কোমলতা

বিলায়, রানা-১
রয়েছে ওর সব কিছুর মধ্যে, নিজেও সে পূরোপূরি সচেতন সে-বাপারে, কিন্তু এটাকে চাপা দিয়ে রাখার জন্য পুরোপূরি ভাব-ভঙ্গি অন্তরীক করার চেষ্টা করছে প্রতিমূর্তি। 
চেষ্টা সফল। রানাই ধরতে পারেনি সাথে সাথে। 'সবাই চিনিয়া আমরা সবাইকে, ষোল একজন বাদ রয়ে গেল,' বলল রানাই। 'কেউ যদি ইচ্ছে করে বাদ থাকতে চায় তাতে অবশ্য আমাদের কলার কিছু নেই।'

'রেবেকা সাউল,' তাঁকের সুন্দর বলল, যেন নামটা পছন্দ নয় তাঁর বা নিজেকে সে মোটেই গুরুত দেয় না। 'হোয়েল স্প্রোটার,' কেন্দ্রে প্যানেলের উপর ঝুঁকে পড়ে উইডলন্টিন দিয়ে দুরে তাকাল হঠাৎ করে। 'কি ওটা? টি হানডেড অ্যাভ নেভেন্ট ডিজিটেল? ইন্যাকসেসিবল আইল্যান্ড?'

'ঠিক চিনেছেন, মায়াদে,' বলল রানাই করে প্রশংসার সুর জুড়ে গলাভরি মুখ থেকে।

মুখ শুরু করে হেলে উঠল রানাই। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল রেবেকা।

'ইসহাস কেন?'

'তোমার নমুনা ওলে,' বলল রানাই। 'দুটোই হিম শুধু।'

'আতে কি? সিঁড়ি চোখে দেখেছ রেবেকা রানাইকে।

'রেবেকা অর্থ জানো?' বলল রানাই। 'নিক্ষুট ধোস-কার গলায় আটকাবে কে জানে।'

হাসল না রেবেকা। বলল, 'আর সাউল?'

'পাপা, কামায়।'

'তবেই রেবেকা,' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথাটা শেষ করল রেবেকা। 'যার প্রাপ্ত সেই পাবে এই ফুলের মালার ফোস।'

কিন্তু গলাভরির মনোযোগ অন্যান্যে। মাথা ঘুরিয়ে একবার ডান চোখ দিয়ে, আবার বা চোখ দিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে সে। হাতো শিউরে উঠতে দেখল তাকে রানাই। 'শিঁড়ি,' রিসিত ধনি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। চারদিকে কূঁচকে ওঠায় ছোট ছোট হয়ে গেল চোখ দুটো।

'তেমন বড় নয়। সন্ধ্যা কোন ক্যাচার।'

কথা দিয়ে পিঠ চাপড়ে প্রতিদিন দিয়ে দিল রেবেকা গলাভরি। বলল, 'বোটমান্সিপের মত তোমার চোখের দৃষ্টিও খুব প্রফুল্ল।'

'তেকে পাঠানো হয়েছে মাদার সেসৌলো একটা মনে হয়,' বলল রেবেকা।

'চেষ্টা করে দেখো, বেরিয়ে থেকে কথা বলতে পারো কিনা,' বলল রেবেকা হঠাৎ মুখে সুরে। 'জিজ্ঞেস করো ওকে, আর সবাই কোথায়?

সিঁড়ির রেখা পর্যন্ত সব ফাকা। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি,' বলল রানাই।

দুপুরের পর একটা হাত বাড়িয়ে রানার সুসায় হটল রেবেকা, আরেক হাত উইডলন্টিনের দিকে লঙ্ঘন করে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করল। অতোয়ার সুর ঢাকা পড়ে আছে কুয়ারা আর উত্তর মেঝে আড়ালে। যখন কুয়ারার পূরু গা বেন করতে না পারলেও সুর্খ্য্যির উজ্জ্বল সাদা রঙ মাথায় দিয়েছে চারকে।

বছ দুরে অস্পষ্টভাবে দেখে যায় যে যায় না, ধূসর রঙের ছুত্তে একটা ছোপ লক্ষ করল রানাই।

ইন্যাকসেসিবল আইল্যান্ড। প্রায় কোনোপ্রকার রয়েছে নাইটেল। আরও ছোট কিন্তু মিনারের মত লাখটে। আর ক্রিস্টারকে এট দূর থেকে মনে হচ্ছে তিনি মাহের।

46

বিদায়, রানা-১
একটা পিঠ। জাহাজ চোখেই পড়ল না ওর। শেষ মুহূর্তে মিলিক দিয়ে উঠল কিছু একটা। কি, ঠিক বুঝতে পারল না ও। টাইনি মাছের পিছনের ফিন হতে পারে—কিন্তু কালার একটা।

‘হতে পারে,’ কলন রানা।

‘এ কোন কথা কলার ধরন?’ রেবেকা বলল। ‘রানা, তুমি কি ক্ষেম মায়ের আবির্ভাব সম্পর্কেও এই রকম সন্দেহ পোষণ করে।’

একবার নিয়ে তৃতীয়বার প্রশ্ন করে নিজেকে রানা, ব্যাপার কি? সবই জানে এরা আমার সম্পর্কে! কিন্তু কিভাবে?

রেবেকা সর্পণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বুঝতে পেরে কাঠ ঝাঁকাল ও।

‘ওয়ার্ডরিজ এক্সপ্লার আমি।’

ঠাঁকের বিষয়ের দেখে মনে হলো ওর, হাসছে মেয়েটা।

‘কি ওটা? ওস্নি হাউসফী, না লিমনোলজি?’

চিতার আবর্তে গড়ে গেছে আবর রানা। এই ঝড় বাতাসে জানালের ঝুঁকি নিয়ে একটা হোয়াইল স্পটার ওর মত অনুশোচনা একজন লোককে কি করে ঝুঁকে দেয়ালে নিয়ে?

‘লিমনোলজি,’ উত্তর দিয়ে দেয় হয়ে যাওয়া তাড়াঢ়োল করে কলন রানা।

‘ওয়ার্ডরিজ মানুষের হলো পুরনো পানি। তবুও পানি ও জিনিস পাবে না তুমি। এর মাঝে, সমুদ্রগুলো বা বুঝা।’ কথা বললার ফাকে লক্ষ করল ও রেবেকার চোখ দুটো উঁচুই হয়ে উঠেছে।

‘তোমার জায়গা তাহলে সাউন্ড ওয়েনটাই।’ মতবাদের সুরে কলন রেবেকা,

খানিকটা অন্যায়ক্ষণ সাথে। ‘আমেরিকার বলে, এর বয়স নাকি হানজ্যেল মিলিয়ন ইয়ারস।’

তিনটি পতিতে ছেটে এসে উইঞ্চস্টারের বাঁধ খেল বড় সেটা বৃষ্টি, দুদাড় আওয়াজ তুলে উঠো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কর্স পায়ের যেগুলো নাড়াচাড়া করেছে রেবেকা প্রস্ত। ভগ্ন দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না রানার, আনুকর্ষের অন্তর্ভুক্ত স্টেটার। চোখ বুঝতে দিলেও কঠোর অপারেট করতে অসুবিধ হয়ে না এ মেয়ের। ‘কলন,’ বুঝাতার সাথে কলন রেবেকা। ‘হোয়াইল বোটা টেনে তোলার ব্যবস্থা করো, যতো ওপরে তোলা যায়। রানা, সাহায্য করো তুমি ওদেরকে।’ গলহার্ডের দিকে ফিরে লেন। ‘করো ঘোর তোমার বোট? লাভ করার সময় তোমার বোটের সাথে সংযোগ তোমাতে আমি চাই না।’

‘চার ফিটের কিছু বেশি, স্বত্ব পাচ।’

‘অসুবিধ হয়তো হবে না,’ কলন হালকা সুরে। ‘তবে যদি মনে করি হবে, ফেলে দেব তোমার বোট।’

‘না, মায়ামি।’ গলহার্ডের ঘটনী। গৌরীরের ভঙ্গে কলন, ‘না।’

পায়েরের লাইট জোরে ইলেক্ট্রোলাইজ। তীক্ষ চোখে দেখে নিল রেবেকা।

তারপর ফিরে গলহার্ডের দিকে। ‘ঠিক আছে, না হয়, তোমার পাপটাকে নিয়েই লাভ করার চেষ্টা করব আমি। কিন্তু, জন্ম তো ফাইটারিশ তীর্ণা ভাবে দূরছে? সমতল পাব না আমায়া ডেকাটাকে।’

ফিলাই, রানা-১

47
এতক্ষণ কথা বলেনি রানা। গলাহার্ডির কাছে তার বোট যত প্রিয় হোক, বিপদের গুরুত্ব অনুমানী বুকিটা নেয়া উচিত নয় বলে মনে করে ও। 'দিশিন নেবে পাইগাট,' বলল রানা। 'চারজন মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়া খেলার কোন মানে হয় না। বিপদ ঘটতে পারে মনে করলে খানিয়ে দাও বোট।'

রানার দিকে তাকাল রেবেকা। এতটুকু উত্তাপ নেই দৃষ্টিতে। 'আমি পাইলট বলছি, ডিশিন নেয়া হয় গেছে।' গলাহার্ডির বোট নিয়েই লাভ করব আমি।' রানার দিকে তাকাল রেবেকা। কাল্লা, টাড়াটাড়ি করে। একশাবার সাহেব যদি সাহায্য করতে রাজি না হয়, আমার জোর করতে পারি না। গলাহার্ডি কেনিয়েই কাজটা সারে। আর শোনা, কাজটা চেষ্টা করে আমার বাবাকে বলবো যে তার প্রিয রানাকে উদ্ধার করেছি আমি, নাহল তবিয়ে, অক্স অবশ্য।' একে জিজ্ঞেস করে, অন্যন্ত ক্যাচারের চুঁজ বের করে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসতে হবে কিনা।'

'কে তোমার বাবা এবং সে আমার কাছ থেকে কি চায় তা আমি জানি না,' রাগে, বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠল রানার গলা। 'কিন্তু আমি জানতে চাই, 'তার প্রিয রানাকে উদ্ধার করেছি' কথাটা তার মানে কি?'

'মানে-টানে আমাকে জিজ্ঞেস কোরা না!' রেবেকাকে দশ করে জলে উঠল বলল। 'বাবাকেই জিজ্ঞেস কোরা। তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে পাঠিয়েছে আমাকে, খুঁজে বের করতে পেরেছি-বাস। অ্যাটারকটিকার ডেকে তোমাকে বিনিয়োগ দিতে পারলেই আমার কাজ কেনে।'

রানার পিছন থেকে পিঠে বলল, 'সাজে ফ্রেডারিক সাউল।' খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, যেন নামটা তোনী রানা। 'ওহ-হে চিনিছি' বলে উঠবে। 'হোয়েলিন বিজনেসে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম। নিচচাই শুনেছেন তার কথা?

'তুনিন,' বলল রানা। 'পরিচয় পেয়েছে বুঝতে পারছি না কেমন রাপ সে যে তার মেয়েকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আমার মত একজন নগণ প্ল্যাটফর্ম শিকারী লোকের সমন্বয়ে পাঠাতে পারে।'

'পুরানো পানির বা পানির পুরানো পোকা আমার বাবা,' হাসল না রেবেকা, কিন্তু তা ধুতা কোতুকটাকে উপাভোগ করার খাঁটিয়ে। 'ওয়াতার ফ্রি।'

'মায়াম,' গলাহার্ডি বলল। 'এ বড় কয়েকদিন স্থায়ী হবে। যত টাড়াটাড়ি স্থব বেস ফেরে যা হজ আপার না।'

গলাহার্ডির কথায় যেন চিনিয়ে হয়ে উঠল রেবেকা। 'সবগুলো অর্থাৎ পাইটা ক্যাচারকেও যদি খুঁজে বের করতে পারি, লাভ হচ্ছে না কোন। আরাকে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।' খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে। কারণ, বাবাকে বলে, সেজা ফিরেছি আমি। ক্যাপ্টেন দোলোভানকে নির্দেশ দিন, সে যেন ফ্যাক্টফিশিপের যথাযথ স্থব স্থান রাখতে চেষ্টা করে আপনাকে রেখেছে।'

গোলোকে সাথে নিয়ে পিছন দিকে গেল রানা। দুটো দড়ির সাথে দূরহে হে বোটা বোটা, বাড়ি খাচে মাঝেমধ্যে 'কুটারের পেটের সাথে। হুইল ঘুরিয়ে দড়ি টেনে ফ্যাক্টফুল উপরে তোলা হলো স্টাকে। রেবেকা শুনে দাড়ি করিয়ে রেখেছে 'কুটার। মাথা বের করে রানা দেখল, 'কুটারের ল্যাজিং হুইলের কাহ
থেকে টেনে নেন ছয় ইঞ্চি উপরে তোলা গেছে বোটের খোলাটকে। ফ্যাক্টরিশপের
dোমুগামান ডেকের কথা তেলে বিক্রয়ের উচ্চ ও। রেবেকা যত পাকা পাইলটই
ছোক একটি একটি কথা হলুদ হলুদ রঙে কানি। বোটের খোলার সাথে
ডেকের সংখ্যাগুলো না চাইলে টার্মোবাট সাইডের দিকে কাট করে লাগাত
করতে হবে কক্ষারকে। সেইসারে লেজটা তুলে রাখতে হবে উপরে।

ওখান থেকে পরে রেবিওন সামনে গিয়ে বসান। কক্ষারের মুক্তসূত্র
পরিবেশের চেয়ে পিরোল সামনে ওষুধ জান করল রানা। সারা ফেয়ার্ডার সাউন
তার মেয়েকে আর যত ব্যাপারই পাঠানী করে তুলে ফেলে, সামাজিকতা শেখারনি
ভাল করে। মেসেন্ট রঙের কেবিনে দাঁড়িয়ে চিনতা চুবে গেল রানা। কোথায় যেন
গোলামে কিছু একটা ঘটেছে এই মূহূর্তে, ওর অবচেতন মন সত্ত্ব করার চেষ্টা
করছে ওকে।

এক কান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে শুনার চেষ্টা করল রানা। পিরো কথা করছে
ক্যাটারসের সাথে। খুব খুব করছে মন। কি যেন একটা ঘটায় গেল, কি যেন একটা
বলা হয়ে গেল। কি? 'রিপিট,' অনুরোধ করছে একটা ক্যাটার রেবিওন
পিরোকে। 'রিপিট।' আবার সেই অনুরোধ, 'রিপিট।' ট্রাস্মিট করল নিপুণ
জনের অধিকারী এই লোক, ভাল রানা। রেবেকা, রেবেকার বাবা এবং বড়
ইত্যাদি সমস্ত দুঃখিত না থাকলে ওর অবচেতন মন কি বিষয়ে সত্ত্ব করার
চেষ্টা করছে ওর তা হয়ে ওই-. ধরতে পারত এককে ও। পিরো-কি করছে সে
ক্যাটারসের? কেন তারা বাবার অনুরোধ করছে মেসেন্ট রিপিট করার জন্য?

বাবার মুখ তুলে রানাকে দেখেছে পিরো। অনন্য অনুরোধ করছে নেচোস্ট। যখন
নতুন বাবার আর কখনো জানানো, তোমার উপস্থিতিতে অনুরোধ হচ্ছে আমার।
কক্ষারে ফিরে এল রানা। গল্প জমিয়ে তুলেছে গল্পহর্ড রেবেকার সাথে। নিঃস্বাধে
রেবেকার ভান পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বুঝতে পেরেছে গল্পহর্ডের দিক থেকে
চোখ তুলল না রেবেকা। তাক্ষের? ভাল রানা। নারি গুরুত্ব লুকিয়ে রাখার
জন্য অবলম্বন অভিনয়? কিন্তু সাউন্ডারো ওনেরে আমার গুরুত্ব কোথায়?
লেভেল ছিল। নিজের পরিধি দিয়েছে, হেলেন স্টার। মেয়ে হেলেন স্টার।
ভাবা যান না। হেলেন স্টারের জন্য এমন কিছু তবে তাদেরের জন্য নয়। অন্তত
কাঠে একটা দেখা। যেন দক্ষতার উচ্চ-স্তরের পর্যবেক্ষণ শিক্ষা তেমনি দক্ষতার নিয়ূঢ
নৈপুণ্য। সেই সাথে ফিটার ফলটা একের একে অনুচ্ছেদ চালারে ২-নং বীর্য
থাকতে হবে? আর বিপদের কথা না কলাই ভাল। প্রতিমুহূর্তেই তারা দল বেধে
আসছে, ফিরিয়ে দিয়ে পারলে ভাল, না পারলে-শেষ! রাশিয়ান মেয়েদের
সাহসের সুন্দর আছে কিন্তু তাদের কেউ আজও সাউন্ডারো ওনেরে পাইলট হিসাবে
আসতে সাদান পায়নি।

ফেকন মেয়ে রেবেকা! নিজের জানের কথা না ভেবে, ওর বাবার নির্দেশ
গল্পহর্ড এবং ওকে ঘুমতে বেরিয়েছে। কেন? একটা ফ্যাক্টরিশপ রান করাত
প্রতিদিন হাজার হাজার গাইড বলব। হোয়েলিং গাইড থেকে দ্রাক্ষারের পাঁচ-অ
নে-ক দুর। তার মানে, সারা ফেয়ার্ডার টাকার গোড়া উনে আনিয়ে দিয়েছে।
আকাশ অর্থে, ওদু ওকে ঘুমে বের করার জন্য! কেন? বায়তেরালি কটর
হোয়েলিং টাইকুন প্লাষ্টন সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্টেড...অস্কর! হতে পারে না। 'রেস্টেড' খোঁজুবার আগে বাক নেবার সময় তকাটা খুব বেশি হয় যেন,' রেবেকারকে কলে গলাহারি। 'তা না হলে দমকা বাতাস পাহাড়ের গায়ের দিকে 'ঝল নিয়ে যাবে।'

কোর্স সামান্য অলটার করল রেবেকা। বাতাসের মুখোমুখি হলো 'কন্টার কনট্রোল প্যানেলের এক কোণায় বসে আছে আইল্যাব কম্প রংচু মেলায় দেখছে রেবেকারাও।

ট্রুস্টারের আগ্রণিতির চার্ডিকে ঝড়ের উম্মত তাকে চলেছে। গায়ে ধাক্কা নেগে বাতাসের দূর্বল তরী হচ্ছে আশাপাশে। কন্টারের নিচে তাকিয়ে করে একবি বিশাল মাটি দেখতে পেল রান। ফরিতমুখি আলান্য প্রকাওদেহী একটা অটোপাসের মত দেখাচ্ছে এটা উদ্দী থেকে। পুরো দিকের সাগর এবং আকাশ কালো সূর্যাত্ম তামাকে পাথরের মত জুলজুল করছে। প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছে মেঘ, উঠে আসছে দিনগতরেখা ডিজিউন।

ট্রুস্টারের মধুর মিষ্টি থেকে সরে গেল ওরা। আগ্রণিতির ঝাড়া পিঠের উপর
লম্বা রুপাতির একটা দৃশ্য দেখা যায়। জলপ্রপাত।

'স্টারবোর্ড ফোরটি?' প্রশ্ন রেবেকার গলাহারিকে করল।

সিলেট,' বলল গলাহারি। 'এতের বিড় অফ সিলেট। 'একুই' পরই চূড়ার আড়ালে সম্পূর্ণ বায়ুতে ফিরে যায়।'

ঠাঁটের আর্নেকের কোণা বাকা করে হাসন রেবেকার। 'আমাদের পরের পাশ
কাটয়ে ফল মাটির বেঁধে আলোরেজের কাছে আসতেই অনুষ্ঠান হয়ে গেল সূর্য।

রেবেকার হাত আপটাটি দিয়ে সার্চ লাইটের সুইচ অন করল।

আলান্য দেখা গেল আগ্রণিতির পা ঝাড়া উঠে এসেছে সাগরের নিচে থেকে।

প্রশ্ন একটা বৃহত্তার জাগরা ঝুঁড়ে সার্চলাইটের আলান্য ফেলছে রেবেকার। উত্তরের ফাটিরশের বেঁধে থেকে ফ্রাঙ্কলাইট জুলে উঠল। বেশ বড় জাহাজ, রানা অনন্য করল, বিশ হাজার টেবিল মত তো নয়। কন্টার লাইট করলে কোথায়, অনমনুর করতে হয়ে বিপড় পড়ল ও। ডেকে তালত 'আর বোলারের ছুড়ছড়ি, ফাকা জাগারা নেই কলেলই চলম। মানুষের উল্লজ মেটে। মেটা পাইপ চার্ডিকে থেকে

চার্ডিকে বিদ্যমান আছে বিদ্যমান ডেক ফরওয়ার্ডে। ফাকার ফাকা ওয়ারহেডে টাকের

মত চার্কেন স্টিলের বাজ সারি সারিতে সাজানো। কি থাকতে পারে ওগুলো যেতে পেল না রানা।

'ফাল,' ইন্টারকমে নির্দেশ দি রেবেকা। 'ক্যাপ্টেন জাকে ওলেন' আকারে বললো, অত আলান্য চোখ ধরিয়ে যাচ্ছে আমার। জানিয়ে দাও, স্টার্ন সাইডে লাইড করব আমি। পঞ্চ শত্র দূরে থাকতে আলান্য দেখিয়ে দেয় সে। যে জাগরা বাচ্ছ থেকে। নামে নামে পারব আমি আলান্য না থাকলেও।'

একাতে গায়ের উপরের রমণী দরে রেবেকার দিকে বুকে পড়ল গলাহারি 'লিসাই সাইডে নামুন, গ্লোজ, মাডাম।'

ফ্র্যাট একাতে গলাহারিকে তাকিয়ে মাখান কাট করে রাজি হলো রেবেকার।

জাহাজের বো-কে পাশে রেখে প্রশ্ন জাগরা ঝুঁড়ে একটা বৃত্ত রানা করল সে।

বিদায়, রানা-১
ষটীম চালু রয়েছে আস্টার্কটিকার। সারি সারি ছোট বড় একগাদা মাথা উঁচু করে ধাক্কা চিনি দিয়ে হং হং করে ধোয়ায় রেখেছে। এদের সকলের চেয়ে উঁচু হলো হেভিন্টনের দুটো দীঘি। আঘাতের লী-সাইডের দিকে এগোছে ‘কাঁথার। দুই নামছে নিচের দিকে। ধোয়ায় ভিতর প্রবেশ করার সাথে সাথে কিছুই ঘটল না। কিন্তু খানিক পরই ছাড়া করে উঠল রানার বুক সমন্বয় নিকট কালো অস্তক্ষীরের পায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে।

'লুক, ম্যাডম,' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল গলাহর্ডি।

লেনেল গোনাল রানার কানে হাসিটা। 'সেইলর,' সেনৌতুকে বলল রেবেকা। 'চুল ছেলে বুকি, এটা আকাশ, পানি নয়।' কাঁথার আমি বাতাসের দিকে যেতাতে পারি না।' কিন্তু কাঁথার প্যানেলে বাত হয়ে পড়ল যার হাত দুটো। বীর্য নিয়ে নাক ঘোরাল কাঁথার। বেরিয়ে এল ওরা মোক্কস্তীন থেকে।

ফ্যাটারিশিপের দিকে নতুন পথ ধরল রেবেকা। ফ্যাটারিশিপের সমুদ্রটি প্রত্য এগোয়ে আসছে কাহার। প্রায় একটা উঁচু মঞ্চ থেকে পানির নেমে গেছে মোজা লোহার পায়। দিয়ে মোজা ঢালু অঞ্চলটা। ফ্যাটারিশিপের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত সেটা এখন। পানি থেকে তিনিকে টেনে তোলার জন্য পানির একটি ঈশ্বরকর ঢালু করে তৈরি করা হয়েছে। অঞ্চলটা দুই হাত সাথে ঢুকে যাচ্ছে পায় দিয়ে মোজা ঢালু অঞ্চলটা। ওখানে ল্যাড করার প্রয়োগ ওঠে না।

ফ্যাটারিশিপ অক্সিজেনের ঢাকা পড়ে গেল এক পানেক। সুইচ টিপে সার্চ রাইট অন করল রেবেকা। দড়িদড়ি, হোয়েস্টিং মেশিন, পাইপ, কেনের মাথা, স্টিলওয়ার-অ্যাক্সেস উড্ড রানা অপেক্ষাকৃত নিচে থেকে এইসব বাণিজ্যের মজাল দেখে। ফুঝা সামনার এক-অন্য জায়গা যে নেই তা নয়, কিন্তু সেই নিদিষ্ট সীমানার মধ্যে কাঁথার নামে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মুখের জন্যে চিনি থাকছে না ডেক। উপর থেকে পরিক্রমা দেখা যাচ্ছে এদিক ওপর নড়ে যাচ্ছে নিদিষ্ট ফুঝা সীমান্তকৃত, কাফ হয়ে যাচ্ছে প্রতিস্থাপিত।

'নাক ঘুরিয়ে লেজমাড়া দেন দিকে আরও একটা বীর্য করে নিন, ম্যাডম,' যে পথ দিয়ে আক্ষরোজে প্রবেশ করেছে ওরা সেদিকে যাড় ফিরিয়ে তাকাল গলাহর্ডি। 'বড় ধরায়ের একটা ঝাপ্পা ছেটে আসছে।'

প্রথম না করে হাত দুটোকে বাড়ি করে তুলল রেবেকা কাঁথার প্যানেলে। পরস্পরকে চিনেছে ওরা। একজন পানির রাজা, আরেকজন আকাশের রাজা।

গলার জেরে খাঁটি হাতের ধরনে দুটো চুল ধরল বোল রেবেকা। আকাশ ছুই ছুই একটা টেনেন্টলেরের গা থেকে ছুটে যাচ্ছে কাঁথার। ধাক্কা দিয়ে তুঁতিতে নিতে চাইছে বাতাস হয়তক্রমে। বড় একটা সার্কেল নিচু আবার রেবেকা।

'জেনাস!' অমূল্য উচ্চারণ করল পিয়া।

'কাফ,' রেবেকা হাঁটে যেন সংবিধ ফিরে পেয়ে বলল, 'কাঁথার দোনাভাঙ্কে বলল। ওধু ফ্লেন্সিং প্লাটফর্মের আলোটা ঢুলে রাখতে। এবার ওখানে নামতে চেষ্টা করে আমি।'

পিয়া দেয়াল দরে ধরে বেরিয়ে গেল পাশের কবিনে। সার্কেল নেয়া শেষ হয়েছে ‘কাঁথারে। আবার স্টারন্সাইডের দিকে তীব্রবেগে ছুটেছে ওরা। বাতাসের

বিধায়, রানা-১
তোড় এবার আগের চেয়েও বেশি। স্পিড কমায় কোন উপায়ই নেই। কষ্ট্রের ছেদ কমা মাত্র বাষপ জিতে যাবে যুদ্ধে। রানা অমাত্য করল একটি ঝাপটার গতিরূপ কম করে ফিটটি নষ্ট। উচ্চ মঞ্জুরি প্রতিমূর্তি আরও সামনে চলে আসছে। নিজের অজ্ঞাত কথা বক্ত হয়ে পেল রানার। 'কষ্ট্র কাঠ হয়ে গেল রেবেকা পোটাইইটা ভুলে ফেলায়। বোটসহ 'কষ্ট্রের অপর ফিকটা উঠে হয়েঠল। সমাজতাল রইল না লেজাটাও, উঠে পড়ল উপর দিকে। দাত দাত বাড়ি খাচ্ছে গলাহার্ডি, দেহতে পেল রানা। আহত ফলতের মত একেবেকে প্রবেশ করছে 'কষ্ট্র ফ্যাটিফিশের সীমানার ভিতর। সূচী সূচী ছুটে যাচ্ছে চিমনি, ডেস্টিলের, টীলার ওয়ার্ল, ক্রেনের মাথা। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল পিছো। মাথার উপরের একটি রঙ ধরে ঝুলতে শুরু করল সে। অস্পষ্ট বোধ করছে।

এক পশলা বৃষ্টি পড়ল উইড়কুলে। আপসার হয়ে গেল সামনের দশগুলো। কিন্তু চালিত রোবটের মত নিবন্ধকার রেবেকা। সীট ছেড়ে গ্রাউন্ডের উঠে দাড়িয়েছে সে, খুব পড়ে দেখতে চেয়ে কথা করছে সামনের। হাত দুটি কষ্ট্রার পালনেলে এদিক থেকে সেদিকে লাফ দিয়েছে ছুটোচুটু করছে। চিল ছুড়ে দেয়া হয়েছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনার কোন উপায়ই নেই। 'কষ্ট্র নামছে সবেগে। কাছ থেকে পাইপ, বোলার্ড, টীলার ওয়ার্ল। সরুগুলেক আরও বড় এবং জলে দেখচ্ছে। নিদিষ্ট কাঁটা জায়গার কোন অনিত্য নেই। শুনে থামে চাইছে রেবেকা। বাতাস ধাক্কা নিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যাত্রিক ফিটটিকে। আরও নিচে নামল ওরা। স্ট্রিবার্ড লুইল দুঃসুম্বল ডেক সম্পর্ক করল। অপর দিকটা রইল শূন্যই, লেজাটাও শুনে, নৈপূণ্যের সাথে একটি টীলার বদলের মাথার উপর নামল স্টাফেক রেবেকা। আকৃতিটা পার্স্টেরই পাওয়া গেল না।

বৃষ্টি ভেজা ডেকে 'কষ্ট্রটা কিছুই ভিড়ে থিও হয়ে গেল। মুদু শশুর একটি নিঃশুলার ছাড়ল রেবেকা। কষ্ট্রারে নিঃসার্থ তাকে হাত দুটি চূপ করে আছে। ডেকের লেজের দড়ি দিয়ে বাধতে গুরুতর হয়েচ্ছে ইতেমধে বোলার্ড-এর সাথে 'কষ্ট্রাকে। ভিড় দিয়ে ঠোট তিজিয়ে নিল রানা। 'একবার শুধু মিস করলেই ঘটনাটা ঘটতে,' বলল ও।

নড়ল না যাবেক। কথা বলল না।

'আমার ধারা, এদিক ওদিক দু'দিকেই বিশ ভিড়ি করে দুঘিরি ডেক,' বলল গলাহার্ডি। 'আপনার প্রশংসা করার ভাবে জানা নেই আমার, মাতামার।'

যেন জানতে পারানি রেবেকা। কলার উপর মেন খেপে গেছে, গলার কঠিন ভর তেন তাই মুন হলো রানার। 'কাজ।' ডাকল রেবেকা। 'রানাকে বাবার কাছে নিয়ে যাও। ক্রোধ দরকার ওকে বাবার। গলাহার্ডি সাথে যাক।'

সবার শুধু নামল রানা। কেবিন থেকে বেরোবারের আগে পিছন ফিরে তাকল একবার। মুখ ফিরিয়ে বসেই আছে কষ্ট্র কর্কিটে, নামবার কোন লক্ষন নেই।

এদিকে, তালার ওদিকে কাঠ হচ্ছে ডেকটা। 'সাবধান।' বলল পিছো। যত লোক হোঁচ্চে থেকে মাথা ফাটায় এই ফ্যাটিশিপের ডেকটা।'

ওয়া এগেছে, এমন সময় অনিবার দূর করে দিয়ে ঝুলে উঠল ফ্যাটলাইট।

ব্রিজ কম্পানিয়ান ওয়েলে ওঠার পর বোটে ওর জিনিস-পত্রের কথা মনে পড়ে গেল।
রানার। ‘বোটের কাছে ফিরে যাচ্ছি আমি চার্ট আস স্ক্যালিঙ্গ নিয়ে আসতে,’
বলল ও। সারাতে ছাড়িয়ে বললে পিয়ে, আসছি আমি এখনি।’ বলল আর দাড়াল
না রানা।
কালীপিঠে উঠে দেখতম খেয়ে দাড়িয়ে পড়ল রানা। সীতের উপর সিলিঙ্গের
কাছে যে রওটা রয়েছে সেটা ধরে সীত থেকে উঠে দাড়াবার চেষ্টা করে।
রেবাকো। সারা মুখে মেঝিশ ছাপ। খেয়ে থেমে নিঃশব্দ ছাড়িয়ে দে। আইলাইফ
কটা রানার চেয়েও কম বিশ্বিদ নয়, রেবাকোর দিকে প্রায় অবিকেশর দৃষ্টিতে
চেয়ে আছে।
দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দু’হাত দিয়ে ধরল রানা রেবাকোর কোমরের দু’পাশ। ‘আর
একো বসনা বরং,’ ধীরে ধীরে বলিয়ে দিল রেবাকোকে ও। ‘একর্ক একটা ধরল
মারার পর—।
বায়ুর তখনও কুঁড়ে আছে রেবাকোর মুখ। ‘ফিরে এলে কেন ভনি?’ কথা
বলার ফাঁকে দাত দিয়ে চোখ কমাইয়ে বাথা সহ করার চেষ্টা করছে রেবাকো।
’কেন দেখতে অলে আমাকে?’
লাফিং করা সময় বুঝি—।’ শেষ করতে পারল না রানা কথাটা। রেবাকো
হাতে নেঁতে খামতে বলল ওকে।
কথা বলতে পারল না তখনি। নিঃস্বের আরেক পাশে দেহের তব চাপিয়ে দিয়ে
বলল কাট হতে। ‘লাফিং করতে গিয়ে কিছু হয়নি,' নিঃস্ব হলো মুখের চেহারা।
‘এমনিতেই একর্ক হয় আমার।’
‘বুঝলাম না।’
এমন নিঃস্ব গলায় কথা বললে রেবাকো, শোনার জন্য তার মুখের দিকে তুলে
পড়তে হলো রানাকে। কপালে রেবাকোর উপর নিঃশব্দের স্পর্শ অনুভব করল ও।
‘স্বর বেশিক্ষণ ধরে ফাঁই করলে একর্ক হয় আমার। হোয়েস্টিং মেশিনের
সাহায্য হাড়া সীট থেকে উঠতে পারি না। কথাটা তুলে গিয়েছিলাম বলে এমন
তুলতে হলো।’
‘পক্ষার হলো না,’ বলল রানা রেবাকোর একটা কাথে হাত রেখে।
‘কবার মত নয় কথাটা,’ বলল রেবাকো। ‘কেউ জানে না ব্যাপারটা। বাবাও
না। বাবাকেই জানতে দিয়ে চাই না বলে কাউকে বললে কখনও—।’
রাবার গৃহীত অভিমান, না বিশেষ ঠিক হতে পারল না রানা সুন্দর। মেয়ের
মনের কথায় যেন যেন একটা দুঃখ আছে।
‘কিস হচ্ছে না তো আর?’
রানার দিকে চেয়ে তুলে তাকাল রেবাকো। চেয়ের সৌন্দর্যমুক্তি নতুন করে
যেন ধরা পড়ল রানার দৃষ্টিতে। সমোহাইত হয়ে পড়ছে বলে মনে হলো ও।
নিরন্ত চেয়ে আছে রেবাকো। রা না, অভিমান নয়, বিবর্ধন নয়—সহজ সরল
দৃষ্টি। কিন্তু তবে এ দৃষ্টি অর্থ বোধগম্য হলো না রানার। এমন সরল দৃষ্টিতে কেউ
তাকাতে পারে ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ও।
‘কারণগুলির জন্য জেনে ধরলে না কেন?’
‘কেন?’ বলল রানা। ‘কলে যখন চাও না, জানতে চাইব কেন?’

বিদায়, রানা-১

৫৩
কিছুটা বাতিক্রম তাহলে তুমি, যেন প্রশংসাস্মুক্ত সারিটিরকে বিতরণ করা রেবেকার। কিন্তু পরমুখের মুখ ফিরিয়ে নিল। এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা জনতে বা বলতে চায় না সে।

মাথা থেকে ফাঁকিতে হেলমেট খুলতে কাথ পর্যন্ত লব কালো ডেউ খেলানো চুলেরা ছোট টিকাল নাকরিঃ মুখের দুই দিকে একটা ফ্রেম রচনা করল। রাজা আপেলের মত একটি ফোনা দুঃদিকের গাল। সম্পূর্ণ মুখার্ত সাথে চোখ দুটো যেন তাজা ফুলের মত ফুটে উঠল। সেদিন স্ট্যাপের চাপে কপালে দাগ বসে গেছে লাল। দুই হাত বাড়িয়ে দিতে রান্না হাত ধরে ধীরে ধীরে দাড়ি করাল রেবেকারে।

‘দাড়াও থাক। যেটা একট অসমাজে, বলল রেবেকার, অনেকটা নিজের দৈহিক ক্রীট করার সুরে।’ তাশ্ব সুরক্ষা হয় না। হওয়া পাশ আর সবার মতই, খোঁড়াই হয়তো সামান্য, কিন্তু কই, আজও তো কাবু চোখে ধরা পড়ে না।’ রানার দিকে মুখ ফেরাল হতে গেল। দুটো মুখ সামনাসামনি, দুই আড়াই ইংকি ব্যবধান মাঝখানে। ধীরে ধীরে নিঃখাস ছাড়ল রেবেকার। ‘ছেড়ে দিও এবার।’

শাগ করল রানা। ছেড়ে দিয়ে চিনিয়ে এব এক পা। কিন্তু চোখ সরাল না। কৃষি একটা হাসির রেখি ফুটল রেবেকার চেঁচে। রহস্যময়। তালমার রানা। রেবেকার এই হাসির অর্থ বোধগম্য হয়নি ও।

রেবেকার পিছু পিছু নামল রানা ডেড়ে। না, খোঁড়াইছে না। কৃষি আক্রিয় করতে না গেলে, কেন তা বুঝি নিজেও জানে না, খুশি হয়ে উঠল ও।

বিজের পাশ পেছে এগোল ও। ঘুড়ক বড়ো একটা চাঁট কাট-কাট-অফিসরম।

বড়কের পিছনে ওদের দিকে মুখ করে বসে আছে একটা মূর্তি। তাদের দান কাথের ঠিক উপরে একটা অঙ্গুকেল শেডেড বালক ঢুকে গেল। মূর্তির মাথা, কাথ, মুখ, নাক, কপাল ভাসে আলায়। দুর্বল পাড়খাঁ দিয়ে তাঁতি করা মুখ। সাইর ফোনার সাউন্ড চেয়ে আছে ওর দিকে। একটা চুলও নড়ছে না তার। পোশ ইস্পাতের সবলের সাহায্যে যেন জরিপ করছে সে রানাকে। ঈশ্বর সেই আর কোন দিকে।

পোঞ্চ

দুশাটা আরও বিদ্যুতে হয়ে দাড়াল সায় ফ্রেডারিক উঠে দাড়িয়ে হাসতে খরু করায়। পিউটার ভাঙা ভাঙা হয়ে উঠল ঢোঁটের দুপাশে। তিন আর সীতা দিয়ে পাড়লা করে তাঁতি করা হয়েছে মুখব্যাপ্ত। ঢোঁটের কিনারা আর চাঁখ দুটো দেখতে পাচ্ছে রানা। ধূসর রঙের চুল আর কপালের মাঝখানে কোন আলাদা বঙ বা বেশা নেই। মুখের পরের সাথে চুলের বঙ্গ এক হওয়ায় মিশে গেছে নিষ্ঠুর ভাবে। মাথার গুঁড়ন লেকোটার, মজবুত কাঠামো। চোখ দুটোয় কাঠামো, নাকের সুস্ব সংসর্গিত দৃষ্টি হাতে। রানার চোখে ভেস করে মুখ পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন হাসতে হাসতে। এগোল যে পারের আঙ্গুলের উপর তার দিয়ে উঠু হলো।
রেবকা, চুমু খেল বাবার কপাল। ‘নাও ডাড়, তোমার লোকেকে এনেছি।’
মেয়ের দিকে তাকাল না বা মন দিয়ে শুনল না কথোপকথ সায় ফ্লিডারি।
এগিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে হোটেল ধরল রান।
‘প্রচুর সময় আর প্রচুর টাকা বর্ষ করেছি তোমার পিছের আমি, মাসুদ রানা,’
সায় ফ্লিডারির গলার বরের সাথে সম্পৃক্তকের একথায় তার সুরের মিল রয়েছে,
অনুভব করল রান। ‘নিরাপদে পৌছে দেখে সত্যি খুশি আমি।’
‘কৃতিত্ব সম্পন্নটাই আপনার মেয়ের প্রপাতা,’ বলল রান। ‘খোলা বোট থেকে
আঁক মঠে এই রকম আঘাতায়ক কিংবা আঘাত পাব কলনাও করিনি।’
মাঝাটা পিছন দিকে একটু নিমেষে একদিনকে কাত করল সেটা সায় ফ্লিডারি।
রানার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু স্থির হয়ে রইল রানার মুখের উপর তার
চোখের তীক্ষ দৃষ্টি। ‘যতদূর আমি, খোলা বোটে একটা রাতে কেন, একশো রাত
থাকার প্রথমে বিচিত্র হবার কথা নয় তোমার। আর রেবকা, ও আমার কাজকে
মেয়ে। আমি জানা মাফ, ও তোমাকে মুখে আমনেই।’
চুপচাপ দাড়িয়ে আছে রেবকা। কারও কথাতেই কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার
মধ্যে।
কিছু বলার জন্য শঙ্কা হাতেহাতে শুরু করেছে রানা। ধাতব মুখোভঙ্গ অবতীতে ফেলে দিয়ে ওকে বারবার।
সায় ফ্লিডারি শঙ্কার করে হেসে উঠল। ‘দেখামাত্র ঘাবড়ে গেছ বুঝতে
শেষেছি,' বলল রানার পা পাশে বুড়ো আঘাতের নখ দিয়ে ঠক ঠক করে আওয়াজ
তুলল। ‘কিন্তু আমার নিজের এটার কথা মনেই থাকে না। অভাব হয়ে গেছে।
মুখেশ পরে থাকায় সৌন্দর্য হারিয়েছে আমার মুখ—কিন্তু, রানা, তুমি যদি
হাসপাতালে আমার সাথের লোকটাকে দেখতে! সিলভারের মুখোশ ছিল সেটা।
এমন চকচকে যে আলো! পড়লে মন হত রুপেলী আতন হেরে গেছে মুখে। তার
চেয়ে আমারা কেউ কিছু সুদৃশ।’
‘কিভাবে—নামে—’! কথা শেষ করতে না পেরে সাহায্যের জন্যে ফিরতে রানা
রেবকার দিকে। কিন্তু হাতের দক্ষতা খুলতে এমনই বাত্সল সে, আর কারও
উপস্থিতি সম্পর্কে সতেন বলে মনে হলো না। বাপের সাথে মেয়ের সম্পর্কে ঠিক
আচ করতে পারলো না রানা।
‘বলছি,’ বলল সায় ফ্লিডারি। ‘এর মেডিক্যাল স্টার্বে, আরজিরিয়া। মেটাল
প্যান্সেন। সাইডেনে থাকার সময় দুর্লভ মেটাল নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময়
দুইজনটা ঘটে। প্যান্সনটা হয় কেন বলছি। এক কথায়, মেটাল আসলে তোমার
শরীরের সিস্টেমের ভিত্তিতে জাগি করে নেয়। যার কথা বলছিলাম সে—চোইকে আমার ভাবার বিন্দু, সিলভার নাইটেট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বারেটি বাড়া নিজের।
এমন আত্মীয়তা লোকে আমি দেখিনি কখনও। স্টকহোমের একই
সান্টারিয়ামে ছিলাম আমরা।’
কেবিন্টর দিকে এই প্রথম মনোযোগ দেবার সুযোগ পেল রানা। সায়
ফ্লিডারির দৃঢ়ত্ব এবং দৈন্তের সাথে কেবিন্টা সাজাবার একটা সম্পর্ক আছে
তা আবিষ্কার করতে হলো না ওকে, সহজেই নজরে পড়ল ব্যাপারটা। একটা
দিকের পুরোটা দেয়াল ঝুঁড়ে অ্যাটাকটিকার রিনিম মাপ। অতার সুষ্ঠুভাবে তিনির হাড় কোনো মাপ কোনো এর হচ্ছে ভূষি চিহ্নিত করার হলো, ভূষির উচ্চতা বোঝাবার জন্যে হাড়ের গায়ে খাজ করা হয়েছে, খাজগুলো কোথাও এক ইঁকে দশ বারোটা, কোথাও চলিশ-পঞ্চশ। নিপুণ কার্যী, বীকার করল রান। মাপের গায়ে জলভাগে জাহাজের মডেলগুলো বসানো। আঠারো শতকের ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ, পালতোলা সীলার থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের সিদ্ধ বেড়াফোর্ড হয়েসিলার, রাজনীতির প্রথম পালতোলা সীলার থেকে শুরু করে ইন্দিশিং কালের বাণিজ্যিক আইনসেকার-সরকার জাহাজের নমুনাই খুঁজে পেয়েছে মাপের উপর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এইচ.এম.এস. ক্ষু যেখানে বেশির ভাগ সময় অভিমুখী করেছে, সেই গ্রামগৃহের কাছাকাছি ভিড় করে আজ অধিকাংশ জাহাজ। দিজেস্প্লান হারবারের কাছাকাছি একটা দুই মানুষলয় জাহাজ দেখা রানা, নামটা পড়ার আরেকে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল ও, 'উইলিয়ামস'। মজের জন্য খেলায় দেয়া ম্যাপটাই দেখতে ও উইলিয়ামসকে। চেক কুঁড়ে মাপের ঢিকে একটা এলিয়ে খেলতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবে মুখ। হারান বিগের গায়ের অতি কুড় অফমোলো দেখতে পেল ও, লেখার আঁচ: Williams।

উইলিয়ামসের ক্যান্টন উইলিয়াম রিচ ১৮১৯ সালে সাউথ বেলার্ড আবিষ্কার করেন। রিচ চিনি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ওখানে ছিল ব্রিটিশ ন্যাটিউল অফিসার ক্যান্টন শেরিফ। শেরিফই এর অনুরূপ করে তো সার্টালিসিক এবং প্যাসিফিক ওষেন্র ন্যাটুল পাওয়ারের চালিকার হলো ট্রেকস প্যানেজ। নেগোনলিয়নের যুগে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই সত্যর প্রমাণ পাওয়া যায় আরেকবার। ক্যান্টন ওয়েলিয়ারাই এই প্যানেজ পাহারা দিয়েছিলেন ঝাড়া দুই বছর। ট্রেকস প্যানেজের শরুত ইন্দিশিং কালে আরও বরং বেড়েছে।

আরও একটা বিগের মডেল দেখা যাচ্ছে ডিজেস্প্লান হারবারের কাছ। এটা আমেরিকান হারবিলিয়ার। ওর ক্যান্টন পি. শেফিল্ড কান্টিকিট থেকে যাতায় শুরু করেছিলেন কিংহোর স্বর্ণর দীপ অর্বরাস আবিষ্কার করার জন্য। শেফিল্ড বাড়ি হল কিন্তু তার অন্য প্রেক্ষালয় সুপন্ন মেট, নাইটমার, অ্যাটাকটিকা মেলালাদ। প্রথম পা রেখে ইতিহাস মূল্য করে। এ প্রসঙ্গে একজন ব্রিটিশ ক্যান্টনের কথা সংগ্রহ করেন। আরেকবার এই কা-ফিল্ডে পামারের মাত্র কাদিন আগে ব্রাঞ্চফিল্ড সর্ব প্রথম অ্যাটাকটিকা মেলালাদ দেখার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

বেশ কিছু চাইও তৈরি করেছিলেন তিনি।

দীর্ঘ গেটিসবুলা চার্দিকে আরও অনেক জাহাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক একটার এক এক রকম চেহারা। ভোজ এবং মিরিনি এদিকের পানিতে প্রথম রাশান জয়ন। তারপর থেকে ক্যান্টন কুকর এইচ.এম.এস. রেজেলিয়ানশ, ওয়েস্ট অ্যাটাকটিকা উপকূলের সবচেয়ে কাছাকাছি যেখানে পেরেছিল জাহাজটা। রয়েছে আস্ট্রোলাইন এবং জিলি, ফ্লেঞ্চ। এইচ.এম.এস. ইরিবাস এবং টেরার, ব্রিটিশ স্যাকেটনের একদলেরকে চিনতে পারা গেল, বনরের সাথে ধাক্কা খেয়ে করল ধ্বংসগুচ্ছে পরিষ্কারে চেহারাটা।

৫৬

বিদায়, রানা-১
আরেক দিকে, ওয়েডেন সীতে দেখা যায় একটি মেনল্যাঙ্কের সমুদ্র জিজ্ঞাসা, ধারালাঙ্কার। পাগার ভার্স্ট ব্রিটিশ ক্যাউন্টন জেমস ওয়েডেনের কোট জাহাজটি জেন। অর্থাৎ থেকে প্রধান দুর্লভ বছর আগে জেন ছাড়া আর কোন জাহাজ ওয়েডেন সাপেক্ষে অতুলিত অভিযাত্রী প্রবেশ করতে পারেনি। মাঝার ব্যাপারটাতে এক পাড় গেল রানার জন্যের দিকে সাধারণ চেয়ে থাকতে থাকতে। ওয়েডেনের হতভাগ্য হয়ে পড়েছিল। আইস কেন্দ্রের যজ্ঞোৎপাদন দেখতে পারবি যে, একবিন্ধ্য বরফ ছিল না কথায়। হাজার মাইল এলাকা নিয়ে গরু কোটা বলে সে, কিন্তু বরফের দেখা মেলেনি। মাপে চিহ্নিত করা হয়েছে ওয়েডেনের ঐতিহাসিক যাত্রাপথ। গোটা যাত্রাপথটাই বরফের মধ্যে ঢাকা থাকার কথা, কিন্তু নেই। কারণ আর কেউ না মাননী, রানার জন্যে, ওয়েডেন বরফ দেখতে পায়নি একটি মাত্র কারণে—আলব্যাট্রিয়স ফুট।

এরপর ডেক্সের পাকেজ। মাপে স্থান পেয়েছে গোডেন হাইড। সার ডেক্সের জ্যুগলপন। কেপ হর সঙ্গে বৃহদ হর সাথে যুক্ত করে তৈরী করতে এগিয়েছে। সার ডেক্সের একটি ঢুলামূর্তি শোভা পাচ্ছে মাপের পায়ে। ওটি করে মুখ তুলে দেখে নিল রানা সার ফ্রেইডিফেরকে। শায়িরাক কাঠামোর দিকে থেকে মিল আছে দুই স্যারের।

'রেস,' জীবিত সার বলল। রানা লক্ষ করল, ক্ষত কথা কলাতে অস্বীকার হয়ে লেকটার। 'একক ময়াপ আর কোথায়ও দেখতে না তুমি। সে যাক। অতচলা জাহাজে চড়ে ঘুরে এলে, তোমার তোমায় বলতে পারি ঠিকেক? রেবেকা, গেট হিম এড়ান তা, গেটস গেট মেরে তুলে এনেছ রানাকে তুমি কেমন?'

ফ্লিক্স কেবিনেটের সামনে গিয়ে দীর্ঘকাল রেবেকা। 'রানার বিশ্বাস ভাগই কর্ক করেছে আমাদের সবাইকে। ওদের সাথে একটি আচার্য পাঠ্য ছিল। সারা পৃথিবীতে একমাত্র নাইটিঙেলেই নাকি এই পাঠ্যের দেখা পাওয়া যায়। সেটা নাকি সুলভশী।'

প্রতিবাদ করল রানা, 'গলানির বক্কিয়া সোমাকে বেঁচে থাকিয়েছিলাম, আমার নিজের কথা ছিল না ওটা। উদার কর্তা নিজস্ব জাজমেনেরই ফল। সোটসহ উদার পেয়েছি আমারা, এতে আমি খুশি। আমার ইন্টিমেট এবং কাজগত সবই হয়ে রানাকে হত তা নাহিলে।'

চোখের দৃষ্টি ধরাল হয়ে উপাদল সার ফ্রেইডিফেরকে। 'রেসকে পেয়েছে তো সব?'

'পেয়েছি,' বলল রানা। 'বো-এর নিচে নিরাপদ কুঁড়িতে আছে।' টেন নিয়ে সামনে এনে দীর্ঘকাল রেবেকা। দীর্ঘতার ভস্মীর মাধ্যমে এমন একটা কিছু রয়েছে, চক্ষু তার মুখের দিকে তাকাল রানা। সার ফ্রেইডিফের এবং ওর মাধ্যমেন্টের একটি বাধ্য প্রায় রেবেকা এই মূহুর্তে—বাধ্যটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করল সে।

চোখ তুলতে রানা দেখল, রেবেকা মুখের রেখাগুলোয় একটা জেদের ছাপ। সেই নির্দিষ্ট দৃষ্টিতে দেখেছে রানাকে। রানাকে বাপের কাছ থেকে তথাকথা, নিজের পক্ষপাতের সারিয়ে আমার একটা উদ্বেগ রয়েছে যেন তার মধ্যে। মূহুর্তে বদলে গেল মুখের চেহারা। দুঃখের দৃষ্টি বিহরিত, মুখের ভাঙ্গা ভাঙ্গি বিয়াদ ফুটে উঠল। রানাকে যেন নিষ্ঠে করছে সে, বলে না বাবাকে।

দুঃখে, সেই থেকে ঝুকি খাছে ফ্যাক্টরিপিশ। নানাগুলো এখন টেনে।

বিলায়, রানা-১

৫৭
রেখেছে প্রকাও আহারজাতকে।

"পাখিটা সত্যি অন্ধকৃত।" মুদু কষ্টে বলল রেখা রানার হাতে একটা গ্লাস তুলে

রেখেছে। 'প্রথমে বিবর্ণ হয়েছিলাম দেখে। মজার ব্যাপার হলো—না-না, আসলে

মজার নয়, চোরোর বাড়ি উচিত, ডানা নেই ওর। কোথায় যেন একটা মিল আছে

ওর সাথে...' কথাটা শেষ করার আগে মুখের নিজেকে সামলে নিল সে। রানা

বুঝল, নিজের সাথে মিল থাকার কথা বলতে যাচ্ছিল রেখা। 'আমার বিশ্বাস,

পাখিটা গান গাইতে পারে না, তা সত্যি না। ওটাকে দেখে কেন জানি না আমার

মনে হয়েছে...আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, ওর একাকীত্ব এবং বিষয়কার

মধ্যে কি যেন একটা মেসেজ আছে।'

কি বলতে চাইছি পরিকার হতে পারল না রানা। 'গল্পহার্ডিকে জিজ্ঞেস

করলে সে হয়তো বায়ারা করে বুঝিয়ে দিতে পারবে ব্যাপারটা, কঠল ও। 'আমি

বেটের কাছে ফিরে যাচ্ছি।'

মাথা দোলাল স্বার ফ্রেডারিক। সুইচেবার্ডের একটা বোতাম চেপে ধরল সে।

সাথে সাথে একজন নাবিক চুকল কেবিনে। নরওয়ের ভাষায় নিদেশ পেলে দুটি

বেরিয়ে গেল লোকটা। ভাবার দিক থেকে স্বার ফ্রেডারিককে অস্তিত্ব বলে মনে

হয়ে রানার। লোকটার সকল আচরণের মধ্যে কেন যেন বাহিত্তা খুব বেশি।

কাঁধের উপরের বালবটা অফ করল সে বোতামে চাপ দিয়ে, সাথে সাথে সিলিয়নের

বালব জেলে দিল। ডেক্ষের উপর একটা বুট মেলা রয়েছে। হোয়েল-বোনের সৈরি

দুটো ছুচাল স্টিক পড়ে রয়েছে চার্টের উপর। সিলিয়নের নিচেই সীল মাছের চারটে

মাথা পরস্পরের গা থেকে বুঝছে, ভাড়া বাবুটা মাথাগুলোর সাথে কাজনা করে

আঁকানো। স্বার ফ্রেডারিকের চোখটা দামী কাত্রে তৈরি, সীল মাছেরই চামড়া

দিয়ে মেড়া।

গল্পহার্ডির সাথে কেবিনে চুকল পিঠো।

'গানার, ক্যান্টন ছোকরারা আসছে কতক্ষণে?' জানতে চাইল স্যার

ফ্রেডারিক।

'সাউথ জর্জিয়া থেকে একমাসের দীর্ঘ যাত্রায় অভিযোগ করতে হলেও এরা

ফ্যাকাসে মিলিত হবার বোঝাতে রাখিবে লাইন জার্মানি, বিরতি নেবার সময় দাঁত

বেরিয়ে পড়ল ওর। 'নিদিঘ্ত সময়ে সবাইকে জানিয়ে দেয়া

হয়েছে।'

ফ্রিত কিন্তু দূঢ় পদক্ষেপে ডিঙ্ক কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাড়াল স্যার

ফ্রেডারিক। রেখা থেকে আছে বাবার পিছন দিকে। দুটির ভাষাটা ধরতে না

পারলেও মুখের চোখটায় খুশি খুশি ভাবের একাকী অভিযোগ রয়েছে, লক করল

রানা। হঠাৎ তীর্থ একটা মুভনু, তাল সামলাবার জন্য হাতের কাছে যে যা পেল

আঁকড়ে ধরল। ফ্যাকাশিপকে কাঁধ করে দেবার উপরকম করেছে নতুন একটা

শক্তিশালী দমকা বাতাস। একাধিক দিয়ে ডেক্ষের কিনারা ধরে ফেলে ঘড়ি ফেরাতেই রানা দেখল, রেখা পাক থেকে পড়ে যাচ্ছে। গ্লাসটা ফেলে দিয়ে ডান

হাত বাড়িয়ে কোমরটা পেঁচিয়ে নিল ওর, টেনে আনল নিজের গায়ের উপর। ওর

পাঞ্জরের সাথে লিপিটে রিল রেখা মুখ আর মাথাটা কাঁধের উপর তুলে দিয়ে।

৫৮

বিদায়, রানা-১
সার ফ্রেডারিক হেসে উঠল পাঁচ গজ দূর থেকে।

ঘাড় ফিরিয়ে নয়, আসাম ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে সার ফ্রেডারিক। রেবেকা মুদ করে ধনাবাদ জানাল, সেরে গেল রানার ছেড়ে দিয়ে। কীণ একটা হাসি বা খুশীর ভাব লক্ষ করল রানাও ওর মুখে। সেখানে লালিমার পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি কিনা পরে কবর দেখার সুযোগ পেল না ও। রেবেকা তাড়াতাড়ি ড্রিস্ক কেবিনেটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাটা ধরেছে।

সার ফ্রেডারিক ফিরে আসলে দেখে ঝুকিত। ঝুকিত এখনও রয়েছে পুরো মাটিয়ে, কিন্তু সবাই এখন সচেতন বলে দাঁড়িয়ে থাকতে বিশেষ অসুরি হচ্ছে না কারণ।

'আর খানিক দেরি হলে এই তোভের মুখেই পড়তে হত,' বলল রানাও।

'তাতে কি,' পাঁচ গজ দূর থেকে বলল রেবেকা। 'যোগ্য রোটম্যানের হাতে ছিলে তুমি।'

'গলাহরি! গ্লাস ইত্যাদি হাতে নিয়ে চেয়ে বলল সার ফ্রেডারিক।

গলাহরি এসেছে উর্ধে তখন। বাইরের সমুদ্রে, সবতর সচেতনে উঁচু টেনটার মাথায় কান্নিকে বেটাকে সমালাবার চেষ্টা করছে সে।

'গলাহরি!' সার ফ্রেডারিক একটা গ্লাস বাড়িয়ে ধরে আমরা জানাছে।

চেয়ে আছে সিলিঙের ঝাড়-বাতাটার দিকে, সেদিকেই চেয়ে রইল সে। আগে থেকেই তাকে লক্ষ করেছিল রানা, তাই বুঝতে পারল না গলাহরি যা তাকিয়ে জানল কিভাবে যে সার ফ্রেডারিক গ্লাস অফার করছে। 'দুঃখিত, সার। আমি নিজের জনে আলেকেনালের বিচারী।'

উর্ধ্বে যেন আগে থেকেই আচ করতে পেরেছিল সার ফ্রেডারিক। কাঁধ ঝাঁকাল সে। রেবেকা রানার দিকে এগিয়ে আসছে আর একটা গ্লাস নিয়ে। মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে রানার গ্লাসটা নিল সে। 'কেপ থেকে এইমাত্র এলাম, সেলার ভর্তি করে এনেছি ওখানকার নাশনাল ড্রিংস। ওয়াটার ইন ইওয়র ব্যাটি?'

'সামান্য,' বলল রানা। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো, রেবেকার দিকে ঘন ঘন আড়চেছে তাৎক্ষণ্যে ও। মেয়েদের মধ্যে কি যেন একটা আছে, যা ওর মনের কেড়ে নিচ্ছে বারবার। আগের চেয়ে অনেক স্থানীয় লাঘাছে এখন রেবেকাকে। মূৰ্ত্ত একটা হাসির পাতলা আরবণ বেঁধে আছে মুখে।

'ওয়েলরাইয়ে,' সার ফ্রেডারিক রানার গ্লাসে পানি মেশাতে বলল। 'জন ওয়েলরাইয়ের কথা বলছি, কেমন দেখলে ভগলোকেক?'

সবই জানো! ভাবল রানা। কিন্তু আসল উদেশ্য কি? প্রশ্ন করে ব্যাখ্যা দাবি করার সময় হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় মনে হচ্ছে অদ্যক্ষ করে দেখা যাক নিজে থেকে কতক্ষণে কি বলল।

'স্থিতিয়াবার দেখা হয়নি আমার সাথে,' বলল রানা। 'আয়াপয়েমেন্ট ছিল, বাড়িতে পৌঁছে হনি মারা গেছেন। ঘটাখানকে কথা হয়েছিল প্রথমবার। পাগলাটে ঝাপে।'

হাতের গ্লাস রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সার ফ্রেডারিক। 'যুগ যুগ ধরে ওয়েলরাইয়ের সাইড কন্টেস্ট চেয়ে বড়চিংয়েছে। আর কোন প্রাইভেট ফার্ম এটা সময়, পরিশীল এবং টাকা খরচ করেনি এদিকে। ইতিহাসে ওরা অমর হয়ে থাকবে।

বিদায়, রানা-১
কিন্তু আমি তাঁর অন্য কথা, কিন্তু মোহে এদিকে একটা বুঝেছি ওরা? মায়ের দিকে আত্ম তুলন সে। ‘ওই দেখা, মলন শিপ, এস পি আল জি এইচ টি এল ওয়াই। স্প্রাইটলিই ছিল ওরের প্রথম ফেডারিট শিপ।

‘আরও একটা ছিল,’ বলল রানা কথা প্রসঙ্গে। ‘একটার কথা উঠলে আরেকটার কথা বাদ দেয়া যায় না—স্প্রাইটলিই এবং লাইভলি।’

‘হ্যা,’ বাপ নয়, মেয়ে সায় দিল। ‘সেকালে ওদের লুজলেই পাওয়া যেত ড্রেক প্যাসেজ এবং...’

‘বেটেরের মাঝখানে,’ গ্রাসে চুমুক দিয়ে রেবেকার আগেই শব্দ দুটো উচ্চারণ করল রানা।

স্যার ফেডারিক মেয়ের হাতে তুলে দিল একটা গ্রাস। ডেঙ্গ থেকে এরপর সে তুলে নিল সুদর দেখতে একটা ফোলাফাঁপা আকৃতির বোতল। বোতলটা কাঠ করে নাড়া দিয়ে বের করার ভিতর থেকে দুটো ভঙ্গুরদর্শন ছোট ছোট শলাকা।

একটা কাঠ আঙ্গুরের চাপ দিয়ে মুখ মুখ করে ওঁঁড়া করল সে, রাখল ছেট একটা কফিস্পুল। চামচসহ ওঁটোটুকু ফেলল একটা গ্রাসে, তাতে আইস ওয়াটার দালল বেশ খালিকা। ডেঙ্গ থেকে তুলে নিল একটা সেটল ট্যাক্টার্ড, রাখল গ্রাসার পাশে। এরপর ট্যাক্টার্ড ব্যাটিদের দেয়ে তাতে আশন ধরিয়ে দিল ম্যাচের কাঠ জুলে। নীল দোয়ায় বেরিয়ে এল ট্যাক্টার্ডের ভিতর থেকে হঁ হঁ করে। ফুঁ দিয়ে দেখা সারয়ে মুখের সামনে তুলল গ্রাসা। চুমুক দিয়ে এল আইস ওয়াটারের। তারপর তুলে নিল ট্যাক্টার্ড, পান করল গরম ব্যাটিদের।

হাসিটা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না রানা। ‘এদিকের নব ব্যাপারই অপরিমার্য জানি আমি, কিন্তু একরে ট্রেনের কথা গুনিন এর আগে।’

‘আমি একজন বিশেষজ্ঞ খুঁজছি, যে এই ডিজিটাল নতুন নামকরণ করতে পারবে,’ বলল স্যার ফেডারিক হাসতে হাসতে। ‘নামটার সাথে অবশ্যই আর্টিক্টিকার সামগ্রিক থাকতে হবে। আসলে...’

‘ইরিবাস এবং টেরর,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘রস সী−র দুটো আমেরিকা বড়ফুরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আসবে এবং দেখা উল্লিখন করছে।’

ফেটে ফেটে গল্ড স্যার ফেডারিক। হাসি থাকতে রানার সবকের দিকে আঁশ তুলে বলল, ‘ইউ আর এ জিনিয়াস! ওড অ্যাত এ বেরি বিলিয়ন্স যয়। ওয়ার্ল্ড অ্যাড বুক্যানিয়ার ব্যাটিদের এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নাম কলনাও করতে পারি না। ইরিবাস আইস টেরর ইত শাল বি।’

পিরা ট্রে থেকে তার গ্রাস নিয়ে মুদু মুদু চুমুক দিচ্ছে। মুচকি মুচকি হাসছে সে, আর তাকাছে রানার দিকে প্রতাশীপূর্ণ দৃষ্ঠিত। স্যারের আচার−আচরন, কলাবার্ডার রানা মুখ কিনা জানতে চাইছে সে বিশেষ ভাবে। গলার্ডি আবার হাসিয়ে ফেলেছে নিজেকে বাইরের ঝড়−ঝাঁপটায়।

‘আচার−আচরনে পাইরেটদের অক্ষরণ করাতা ভাড়ার একটা স্বীকার,’ বলল রেবেকা। ‘ফ্রেমিং ব্যাটিদের স্প্যানিশ মেনে বলে বুক্যানিয়ার ব্যাটিক। মরন পান করত।’

বাপকা বেটি! শনিবার পূরণ করছে সাবলীলভাবে−ভাবছে রানা। কিন্তু

৬০

বিদায়, রানা-১
সত্যিই কি বাপ-অন্ত প্রাণ রেবেকা? এই দুর্ঘোচ্ছে কেন? ককটার নিয়ে সাউদার্ন ওশনের উপরে চক্র মারে কাউকে খোজার জন্য গৌরব বাবার হুকুমে? বিখ্যাত করতে কষ্ট হয়। অপরদিকে, সাউদার্ন ওশন সম্পর্কে জানেন দিক থেকে রাজ্যের চেয়ে কম যায় না কোন অংশে: ওয়েস্টার্নের সম্পর্কে তথ্যসূচিত বই সব লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় না।

'ওয়ার্নান? ওতাও কি স্প্যানিশ মেন থেকে আমাদানী?' রানার সুতুকু চা থাকান না।

'তা ঠিক নয়, তবে স্প্যানিশ মেন-এর কাছাকাছি ওটা তৈরি হয়,' বলল রেবেকা। 'বললিয়া এটাকে বলা হয় সাদা পানি। আমাজনের কাছে সাপের মত দেখতে এক ধরনের পক্ষিতা জন্মায়, সেগুলোকে শুধু চোখের চারিদিকে তুলে দেয়। তা হয় কত বেশি কাঠিন।'

'যে কোন কফিফির চেয়ে ডিনাল্প বেশি কড়া,' মেনে থামতে ডাঁড়ি খেই ধরল।

'ওয়ার্নান ফিংল সিম্ন্যাল্ট। নামের তুলনা একে আত্মরেখার আসে না। মাথটা থেকে পরিকল্পনা: অ্যালকোহলের বাজায় লঙ্গগুলো সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত। ক্রিয়াটা বড় অভ্যস্ত! এভাবে কিং ইজ বাইটার, বেটার, বিগার।'

বাইটার যোগ বেটার, যোগ বিগার: যোগফল সায় ফ্রেডারিক—ভাবল রানায়।

'ওয়ার্নান ক্যালার্দরেকে আচোরেজ নিয়ে আসতে চায়,' বলল পিএলার।

ওয়ার্নান আবার কে? ভাবছে রানায়। ফ্যাক্টরিফে যা কিছু ফুটছে সবই যেন খেয়ে কেন্দ্র করে। কেন? কি চায় সায় ফ্রেডারিক? ক্যালার্দরেই বা কি ভূমিকা?

হেয়াল হাসিং ওয়াল থেকে স্ট্রিটান অনেক দূরে। হঠাৎ করে যেন চোখ খুলে গেল রানায়—গোটা সেট আপাতই তুলা নয়তো?

মাইনারাটের কাছে কখন গিয়ে দীঘিরেছে গলাহার্ডি, লক্ষ করেনি রানায়। হঠাৎ সে যুবর দীঘিটার একে একে তাকাল সবচেয়ে দিকে। স্পষ্ট গলায় বলল, 'জীবনে কখনও শুনি ক্যালার্দর তিউটনে মিলত হয়েছে।'

'আমার ইচ্ছা!' সায় ফ্রেডারিক দুঃখাতার সাথে আত্মরক্ষা ভূমিকা নিল।

সাউদার্ন ওশনের যোগে খুশি স্থান নিবন্ধন করতে পারি আমি।'

'সাউদার্ন লেজার টাইফেন্ট সিপারারা এটা দুর্ধর্ষ পেরিয়ে ফ্যাক্টরিফে বা তার মানিক্যর রূপ দেখতে আসছে না। এর মধ্যে রহস্য আছে। কি সেটা?'

'পিএলা,' সায় ফ্রেডারিক গলাহার্ডির কথা কানে তুলে না। 'হাও, সিমন্যাল দাও ওয়ার্নানার। ওরা কখন পৌছবে, ডেভিনিট সময়টা জানতে চাই আমি।

কুইক।'

লোকার চড়া গলা আর উত্তেজিত, দোহা ভাবভঙ্গি কেবিনের পরিবেশটা তারিক করে তুলেন। রানার ভাবছে, ফিটার আলামত এসব? প্রাচী বাতাসের দাপট চারিদিকে, এই দুর্ঘোচ্ছে কিংস-এর জরুরী বাদতা?

'প্রাংকটন,' রানার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রেখে হুকুমের সুরে জানতে চাইল কোটিপতি সুর্যাম খো-মায়ান। 'প্রাংকটন সম্পর্কে যা জানো বলো আমাকে, রানায়।'

সংবিধ ফিটার পেয়ে ঘোড়া, এতঃস্কর লক্ষ করেছিল লোকার আমাকে।

'একটা কথা আপনার জানা নেই, সায় ফ্রেডারিক,' বলল রানায়। 'সাউদার্ন ওশনে

বিদায়, রানার-১ ৬১
মাত্র অশ্ন করেন হলো এনেছি আমি। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি। সাউদার্ন ওয়েল্সের পানিতে যায়া যোগার করে তারা সবাই মিষ্টি সুরে গান গায় আমাকে লক্ষ্য করে।

মুখের পিউচার ক্রীন কুচকে উঠল সার ফ্লেডারিকের। অপমানটা গায়ে লেগেছে বুঝতে পেরে তৃষ্ণা বোধ করল রানা। কিন্তু বহুত ঘাটের জল খাওয়া লেক, চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝার উপযো নেই কিছু। উভয় একটা কষ্টই দিত, কিন্তু বাধা দিল নরওয়েজিয়ান। মুট থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট ও চার্টের এয়েলস্কিন ব্যাগটা নিয়ে এসেছে সে। ডেকে সেটা রেখে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত মুখ খুলে না সার ফ্লেডারিকে নিয়ে।

'ফ্লাশটনরা ভিড় করে থাকে মানুষেরই মত,' বলল সে। 'তারা যেখানেই থাকুক, নিজটি একটা সীমার মধ্যে থাকে। যেখানেই যাক, দল বেঁধে যায়। ফ্লাশটন টোমার কানে গান গায় মিষ্টি সুরে, দিস ইজ এ তুই নিউজ ফর মি, রানা। কিন্তু, তুমি কি জানো যে ওদের উপস্থিতি বিষয়ে একটা দিক নির্দেশ করে।'

সার ফ্লেডারিক আলব্যটাস ফুটের কথা বলছে বুঝতে পেরে বিশ্বাস যোগ করল রানা। গলাহাত কথাটা বলেনি, রয়াল সোসাইটির কাছ থেকেও তথ্যটা পাবার কথা নয় তার।

'দেখুন,' বলল রানা। 'রয়াল সোসাইটি আমাকে স্কলারশিপ দিয়ে পাঠিয়েছে বড়ুড়ু একটা অপরিচিত পোর্ট সম্পর্কে ইনডেটিগেট করার জন্য।' আলব্যটাস ফুট সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করল রানা। 'কিন্তু এর কোন কমর্শিয়াল বা মিলিটারি সমর্থন বা তাত্ত্বিক নেই।'

রিওর মধ্যে কনার থেকে একজন ব্যান্ডের এগিয়ে আসার সময় তাকে যেকথা সত্ত্বা দেখায় ঠিক সেই রকম সত্ত্বা বলে মনে হলো রানার সার ফ্লেডারিকেকে।

'আলব্যটাস ফুট! হোয়াট এ নেম! পেয়েছ নাকি, রানা।'

'হ্যা,' বলল গলাহাত। 'কারেটা আবিষ্কার করেছে মাস্ত রানা।'

'আবিষ্কৃত হতে যাচ্ছে মধুর বলা উচিত,' বলল রানা। 'যে সব প্রমাণ পেতে চাই তা পাচ্ছিলাম, এসন সাময় ঢোলো এল। তবু, আমার ধারণা, প্রথম শাখাটা আমার আবিষ্কার করতে পেরেছি।'

'অথ শাখা?' সার ফ্লেডারিক প্রতিক্রিয়া তুলল। 'কি বলতে চাও তুমি?' মেজর জেনারেল নাহত খানের নিজের ধর্মিয়, আলব্যটাস ফুটের দুটো পোর্ট বেডারের কাছে মিলিত হয়, ব্যাখ্যা করল রানা। অ্যালোচনায় যোগ দিল না রেহা। মায়ের সামনে দাড়িয়ে আপন মনে কি যেন বুঝেছে সে।

'বা হাতের তালুতে ধান হাত দিয়ে সমাপ্ত ঘুসি মারল সার ফ্লেডারিক। 'ফ্লাশটন! কারেটা! দুটো একসাথে করলে—মাই গড! কি অভ্যুত্থ যোগফল দাড়িয়ে যাছে।'

পোর্টহোলের কাছে ফিরে গেল গলাহাত। এ ধরনের প্যাচাল কথাবার্তা তার বোধবৃদ্ধির বাইরে। রানা নিজেও সার ফ্লেডারিকের কথার তাত্ত্বিক বুঝতে পারেনি।

'ইট হাজ নো সিনিফিকাস...,' ঘুর করল রানা, কিন্তু তকে বাধা দিল।

৬২

বিদায়, রানা।
স্যার ফ্রেডারিক।

‘দ্বিতীয় প্রচলিত অবিভাজন করতে চাও, রানা?’ স্যার ফ্রেডারিকের দাঁতে দাঁতে বাঁড়ি খাছে, এমনই উত্তেজিত সে। ‘আলব্যাট্রাস ফুটের দ্বিতীয় ধারায় কথা বলছি আমি। চাও অবিভাজন করতে? তুমি চাইলেই পারো। স্ত্রী রাইড ইন ডিস শিপ। তোমার আমি বড়োটি নিয়ে যাব।’ উভয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে বলে চলল সে। ‘ক্রিল। মাই গড়। ক্রিল।’

‘ক্রিল?’ স্যার ফ্রেডারিকের চিংকারের মাঝখানে অন্ধুট শোনাল রানার বিমিতি ব্যক্ত। ‘তিনির খাদ ওটা।’

‘প্রধান প্রধান খাদা।’ স্যার ফ্রেডারিক বলল, ‘তুমি বলেছ: একটা কারেট আসে, তার সাথে আসে প্লাঙ্কটন। সংখ্যায় তারা কত? লক্ষ কোটি কোটি, তাপৃর আরও লক্ষ কোটি কোটি। ছোট সিপ্পের মত দেখতে সেল-ফিশ, আমরা যাকে ক্রিল বলি তার খাবার এই প্লাঙ্কটন। ফুড ফর এভারিল লিভিং ইন সাউদার্ন ওশন।’

‘তাতে কি? তিনির পেট কাটার সময় দেখেছি আমি,’ বলল রানা। ‘চা-গাছের পাতার মত অস্বচ্ছ ক্রিল বেরিয়ে আসে। কিন্তু এর সাথে আলব্যাট্রাস ফুটের বিশেষ সম্পর্কটা কি?’

‘প্লাঙ্কটনের ওপর নির্ভর করেই কি বেঁচে থাকে না ক্রিল?’ স্যার ফ্রেডারিক উত্তেজিত হয়ে উঠল ফের। ‘প্রায় সাল আর বাণী দেয়। বাণী দেয় নাচে। মাইল কারেটা শিকাড় হয় বড়োটের কাছে।’

চোখের সামনে জন ওয়েলারবাই এসে দাড়ালেন। এক হাত দেবী দিকের দুই চেপে ঢোঁপ দেয়, একে হাতে দোলালী হাতনওয়ালা ওয়ার্কিং স্টিক। ছয় ফুটের উপর লম্বা লোককে শেষ বয়স পাঁচ ফুটেরও নিচে টেনে নামিয়ে এনেছে। বড়োটের মধ্যে কাঠামো হয়ে উঠেছে। বয়সের প্রতি আবালো তিনি রানাকে। ‘ওয়েলারবাইদের যাবার পর এবং জলপথ কোন এই বড়োটেকে কেমন করেই, রানা। একজন ফ্রেঞ্জ কাহালককে প্রাপ্তি করেছিলেন। স্থিত ওই পর্বতই, পরে আর বড়োটকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। উচ্চ সাগরের কোথায় সে বিস্তারে আছে, একশে বেহাল ধরে যমুনার্য্যের পরেও কেউ তা জানতে পারেনি। এরপর সম্ভাবনা মেলে বড়োটের। অমেরিকান সিলিং ক্যাপ্টেন বেঝামিন মোরেল রিডিসকার করে বড়োটের, বড়োটের বিপদজ্বল তীরে ভাঙ্গন ফেলতেও সমর্থ হয় সে। এরপর জানা মতে আরও পাঁচবার দেখা পাওয়া যায় বড়োটের। আঠাকেরা পৃথিবী সালে আমাদের একজন ওয়েলারবাই, বিং জন ওয়েলারবাই, ক্যাপ্টেন নোরিকেকে পাঠায় বড়োটের পরিশেষ জানার জন্যে। নোরিকে বড়োটের কাছে কি অবিভাজন করেছিল তা আজও সাগরের রহস্যগুলোর মধ্যে অন্ততম হয়ে আছে। কখনো বড়োটের কাছে ওতে জন ওয়েলারবাই টিমের তীরে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ক্যাপ্টেন নোরিকেকে সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসতে আহবান জানাচ্ছেন, অনুরোধ করেন বড়োটের কাছে কি সে দেখেছে তা প্রথিবীর মানুষকে জানাচ্ছেন।’

‘তৃতীয় দেখছ নাকি?’

বিদায়, রানা-১
রেবেকার কথায় সংবিং ফিরে পেল রানা। অপ্রতিভ দেখাল ওকে। 'হ্যা,'
বলল ও। 'মানুষ মরে তৃত্য হয়, আইল্যান্ড হারিয়ে গিয়ে ভুত হয়।' স্যার ফ্রেডারিক
চর্চটি ধরায়, কিন্তু চেয়ে আছে ওর দিকে। ফ্রিল এবং হোয়েল সম্পর্কে যা
বললেন, বুঝিনি আমি। বড়টি সম্পর্কে আপনার অফিস সত্তিই লোভনীয়। ওদিকে
যাবার সুযোগ পাওয়া ভাগ্য ছাড়া আর কি! কিন্তু স্যার ফ্রেডারিক, একটি ব্যাপার
এখনি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। ছোট একটি প্রশ্ন—আমাকে খুঁজতে আপনি
টিস্টায়ে এসেছেন কেন? আমি জানি একমাত্র আমাকে খুঁজে বের করতেই
এসেছেন আপনি। সময় আপনার কাছে নগদ টাকা। কি চান আপনি আমার কাছ
থেকে?

'আমাকে তুমি মড়ান বিজনেস পাইটার্টের একজন বলে মনে করতে পারে,'
স্যার ফ্রেডারিক বলল, সোনা দিয়ে বাধায় দুটো দীত বেরিয়ে পড়ল তার।
'ভাঙ্ডার, হেক উড্ড, মহৎ উচ্চাদিলায আমার মধ্যে আছে।'

tুর্ট টা ডিজিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল রানা। 'আমি পরিষ্কার উত্তর চেয়েছি
আপনার কাছ থেকে, স্যার ফ্রেডারিক,' ফণধন হয়ে পেল গলার সরটা।

'বল্লিছ, মোনা তাঁহেন,' বলল স্যার 'ফ্রেডারিক। অডিটরিয়াল। এবং রয়্যাল
সোসাইটির বক্তা বক্তা করছি আমি: লাস গ্রিস্টেনসেনের পর অ্যাটর্কটিকার
সবচেয়ে বিচিত্র এবং অভিজ্ঞ সেইন্য বলতে আমরা জন ওয়েডারবাইকে বুঝি।
স্যার ফ্রেডারিক চর্চটির ঘোষণা করে উড্ডে উড়িয়ে দিল মুখের সামনে থেকে।
'ক্যাপেন্টন জন ওয়েডারবাইকের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন মেজর জেনারেল রাহত খান।
অ্যাটর্কটিকা সম্পর্কে এই দুঃখের অভিজ্ঞতা, জান, ধানবাকা মহামূর্খবান বলে
মনে করি আমি। এইসবের সবচেয়ে তারা দান করেছেন তোমাকে। তোমার কাছ
থেকে দেওয়া পেতে চাই আমি, রানা। এই কারেন্ট সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের
ভাগিদার হতে চাই আমি।' এই দিয়ে তোমার অসম সহসেকে, তোমার
আবিজ্ঞানের স্পৃহাকে, অভিজ্ঞতাকে ও সুযোগকে কাজে লাগাও।

'বাক্তে কথা,' বিষ্ক্রতির সাথে বন্ধনী প্রত্যাখ্যান করল রানা। 'অভিজ্ঞতা,
জানে—সাউথ জের্মানের যে কোন হোয়েলের কাছ থেকে কেনা যায় এসব।
তাদেরকে আমার চেয়েও পাঠায়েছেন।'

'দরজাটা বন্ধ করো, দেবেকা,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'তালায় চারি
লাগাও।' উত্তেজনায় শিকারাড়া খাড়া করে বসেছে। ফিসফিস করে অতি গোনীয়
বিষয় আলাপের ভঙ্গিতে বলল আবার, 'কি জানে তুমি, রানা? বুঝি হোয়েল সম্পর্কে
কি জানে তুমি? কথাটা জানে?'

'সবচেয়ে লাভজনক শিকার,' বিষ্ক্রতি চেপে বলল রানা। 'এক একটার
একজন প্রায় দোড়াগো টন, একশো ফিটের চেয়ে কিছু বেশি লাগ।'

ক্রুত কথা বলা কষ্টকর হলেও সব কথাই স্যার ফ্রেডারিক দ্বারার সাথে
বলতে চায়। শক্তিগুলো বেরের সাথে খুব বেশি বাতাস নিয়ে। তোতা শোনায়
কানে। 'শং' শং শায়া হ্যাজারে হ্যাজারে শিকার করা হয়েছে বুঝি হোয়েল। আজও
হচ্ছে। কিন্তু সীল তিমি বাচ্চা প্রসব করে কোথায়? কেউ কি জানেন? লার্স
গ্রিস্টেনসেনের অধীনে পণ্ডিত বহু ধরে নরওয়েই এই কী জানেছে বিভিন্ন গ্রাউন্টা।

৬৪
বিদ্যায়, রানা-১
তারা পায়নি। কেউ পায়নি। কোথায়, রানা? জানেন তুমি, নীল তিনি কোথায় বাচ্চা প্রবেশ করে? কেউ কি জানে?

'এর সাথে আমার সম্পর্ক কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'আমি ওদের জমিদার নই, ওদের সম্পর্কে আমার কোন আঘাতও নেই। নীলের হোক বা সবুজ।'

রানার কথা গায়েই মাখল না সার ফ্রেডারিক। নিজের কথা শেষ করে বুদ্ধ হয়ে ছিল সে নিজের ব্যক্তিত্বের মুখ্য। 'সুপ্রাচীন হোয়েলিং বিজনেসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল হার্পন গান। আর একটা হোয়েলিং রানের মোড় ঘুরিয়ে দেবে বু-হোয়েলের বিডিং গ্রাউডের আবির্ভাব। মোড়টা আমি,' নিজের বুকে আঞ্চল রেখে চয়ের ছেড়ে উঠে দাড়াল সার ফ্রেডারিক, 'আমি, সার ফ্রেডারিক সাউন্ড, খাওয়ার। রানা, তুমি জানের না। নিজের অজান খানিক আগে তুমিই আমাকে বলে দিয়েছে বু-হোয়েলের বিডিং গ্রাউড কোথায়।'

বেসন পাতার মত কিংবাদে নোটা। চেয়ে বইল রানা তার দিকে ঝাড়া পাল্লা সেকেড না। আমি? হোয়েলের কথা তুলিরিন আমি। আর বিডিং গ্রাউডের কথা জানি নাকি যে।'

'বেভেটের দকিমে, আলবার্টস ফুটের দুটো পঙ্ক যেখানে মিলিত হয়—সেই জায়গাটাই বু-হোয়েলের বিডিং গ্রাউড। রানা, না চাইতেই কয়েক কোটি পাউড তুমি আমার পকেটে ভরে দিয়েছি।'

'একবার ঠিক বুঝতে পারবে না আমি??', ঠিক বিরত নয়, অসহায় দেখা দেখাচ্ছে রানাকে।

'আলবার্টস ফুট!' চেচিয়ে উঠল সার ফ্রেডারিক। 'দেখতে পাচ্ছ না? প্লাকটন মানেই ক্রিজ, আর ক্রিজ মানেই ফুড, ফুড ফুড হোয়েল। মাইলের পর মাইল ওথু ক্রিজ, ক্রিজ আর ক্রিজ। বাঢ়া তিনির খাবার, নীল তিনির খাবার।'

'মাথাটা আপনার খাবার হয়ে গেছে, সার ফ্রেডারিক,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাগারীক ওভার-সিপলিফাই করেছেন আপনি। ইন্টারনাশনাল হোয়েলিং এনসাইক্লোপিডিয়া প্রত্যেক মাত্রা জনে আঁধারে হাজার নীল তিনি শিকার করার নিদর্শ কোটা বেধে দিয়েছে। কথাটা তুলে যাবেন না। বিডিং গ্রাউড কোথায় তা জানা ধাক্কায় অন্ধকার বয়সক তিনি হত্যা করবার অধিকার আপনার নেই।'

ক্যাপা ঝড়ের বেগে ম্যাপের দিকে বগুটির সার ফ্রেডারিক, মাঝপথে বেড়ে যেতে না। চর্কির মত ঘুরে আবার গিয়ে দাঁড়াল ডেস্কের কাছে। টান মেরে এক ঝটকায় কুলু একটা ঘরোয়া। তিতর থেকে একপাশা কাগজ বের করে আছাড় মেরে ফেলেন ডেস্কের উপর। 'এর মধ্যে কোথাও একটা কপি আছে নজ অত ওলন্দাজ।' হাতড়াতে কুঁড় করলে সে কাগজগুলো।

'মজ অত ওলন্দাজ? তোলন এর আগে।'

'তুমি কি খুনে না ওখোনো তাতে আমার কিছু আসে যায় না, ছোকরা।' চেচিয়ে উঠল সার ফ্রেডারিক। 'উদ্দুর্দীনি দিচ্ছি, শুনো। 'ধু দি ইস্পাতের অন্তিমের লজ্জা অত দিকে কমন ব্যাপার হোড় সার মগ্নেরা স্বার্থ অ্যাউট দি ওয়ার্ল্ড মেন আর একবার সেফরাল টু পাস এন দেইয়ার লফুল অকেশনস।' আটলা বছর আগে বলা হয়েছে এই কথা। এদিকে সাগরের তুলনায় কত শত ঘণ্টা বেশি মরছে মানুষ।

৫—বিদায়, রানা-১
অন্যত্র অন্যভাবে! অপরূপঘর-যশোরবাড়ি।

‘আপনার হয়েলি বস্ত করুন,’ বলল রানা। ‘কোন প্রসঙ্গে কথা বলছে বুঝছি না।

মুহু শক্ত করে হেসে উঠল রেবেকা। ‘ডাডির হাতে ওটা নিউ অ্যাটারকটিকা টিটির একটা কপি, রানা।’ ডাডি তোমাকে বলতে চাইছে, ওটা তার পছন্দ নয়।’

‘আন-এক্সপ্লার কটিন্ট মাত্র একটাই অবশিষ্ট আছে,’ দাড়ার ফ্রেডোরিক বলল। ‘অ্যাটারকটিকা। বাকি বিশেষদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে এটা। এর আয়তন ইউনাইটেড স্টেটস এবং উক্রেনের যুক্ত আয়তনের সমান। রহস্য উদ্ভাবন করা মানুষের একটা নেশা। সেই নেশা চর্চাতথ্য করার জন্যে অবশিষ্ট আছে এটাই একমাত্র কটিন্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটছে কি? কি ঘটছে?’

কাগজের স্তরটা ধরে তুলল সার ফ্রেডোরিক। অহং মেঘে ফেলল বেক্ষার উপর শেষে। ‘হাজার হাজার বাধা-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, মানুষ মাত্র মাধ্যমিক রহন উদ্ভাবনের কোন চেষ্টা করতে না পারে। দশ হাজার মাইল দূরে সরকারি কমিটির সদস্যরা মীটিভে বসে নিধারণ করছে এর ভবিষ্যৎ।

‘যদিও মারাত প্রমাণ করার চেষ্টা করছে ততটাই,’ কথাটা শেষ করে পারল না রানা।

‘শোনো,’ বলল সার ফ্রেডোরিক লুকার ছেড়ে। ‘মাত্র চারশো লোকের বাস অ্যাটারকটিকার-তারা সবাই সরকারী প্রতিনিধি। আমার দুর্বল বিশ্বাস, এদের কারও শরীরে একটিটা লাল রক্ত নেই।’

প্রিসিটেক্স প্রিসি-ফ্যাব্রিকেটেক্স, প্রিলাইনড কটেজের মধ্যে রহন পরিকা মেটে আরামের সময়ে কাটিচে সবাই৷

প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনার জন্যে রানা বলল, ‘এসবের সাথে নীল তিনির বিভিন্ন গ্রাউডের সম্পর্ক কি?

কানেই তুলল না সার ফ্রেডোরিক রানার প্রশ্ন। মুছা করা হাত নাড়ছে সে। ডেকে যুসি মারছে যখন তখন। আনুরের শুধু চাপে পড়ে হুতাটা মরণদশা।

নিতে গেছে অনেক আঙেই। এই যার উপক্রম এখান মাঝখান থেকে। ‘এবং এরাই যে ধূমপানের হোতা।’

প্রেক্ষণায় বার্টো দেশের সরকার একটি একটি চুক্তিতে সই করতে হয়ে একটা চুক্তিতে সই করতে হয়ে, যার নাম অ্যাটারকটিকা টিটি৷ যে চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য এই এলাকায় নির্দিষ্ট সায়েন্টিফিক হাটাড়া আর সব ধরনের ডাইটিকিটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

বাগানিরের নমুনা পাবে তুমি এর হয়ে ছেড়ে বলা হয়েছে, চুক্তিত্বুত্ত দেশের সাউথ পোলে একটা ট্যাঙ্কটি টেক্সের সরকারী পরিকা করে দেবেবে-ইতাছি হেনেন্তন যে সব রঙ মাঝানো ফাসাতু পেলাম।’ এক চোকে ট্যাঙ্কটি খালি করে সেইসে ডেকের উপর নামিয়ে রাখল সেটা। ‘মানুষের সহজাত কৌতুহল বোধ হচ্ছে প্রলেপ তপন চুক্তি, রানা। এই চারশো লোক ওই সবাই হয় কোন কমিটি, নয় কোন ওদের অর্থালীন আক্ষরিক প্রতিনিধি। তুমি জানো, কি ভাবে সময়ের অপবায় করে ওরা?’

কাগজের ক্ষুদ্র নাড়তে নানাতে একটা ফাইনাল তুলে সংবাদ ওলিয়ে শুরু করল সে। যা জীবিত তা জীবন তাকঁল রানার দিকে।
আমি হাই সাউদার্ন ল্যাটিভারো...গ্রিয়ার জিয়োমস্ফারিক কোর্টিকাল ফিচারস..." সার ফ্রেমোরিক গাছের জোরে অস্ত্রাণ মেরে খেলানি বাল্টিকা কার্পেলের উপর।

সেটা তুলল রানা। দেখল অ্যাটার্কটিকা সম্পর্কে বিয়েনস এয়ারেসে অনুষ্ঠিত একটা মনাফেটিক মিটিংয়ের রিপোর্ট কর্পর বাল্টিকা ওটা।

জির হতে পারছে না সার ফ্রেমোরিক। তিনি রাজ্যের তৈরি একটা রয়াল কুলার তুলে বিশ্বের মাঝে দিকে ছুটল সে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে হালনা সার ফ্রেমোরিক। উবরে না হেসে পারলা না রানাও।

'একটা কংগ্রেস্কে ভালবাসার মধ্যে কি যে জালা সে তুমি বুঝে বা, রানা,' বলল সার ফ্রেমোরিক। 'যে-কোন জিনিসকেই ভালবাসি না কেন, আমি তার প্রতি পূর্বের নির্দেশ হতে পারিয়ে। তোমাকে যদি ভালবাসি, তোমার প্রতি অনুর সাথে পরিচিত হবে হবে আমাকে। এই-ই আমার ভালবাসার নিয়ম। উবর মন্ত্রকের অধিকারী ইউ.এস. নেতার। কিছু অর্থ্যাটন ছাবারা একটা ফর্মুলা বের করেছে, যার সাহায্যে বর্তমানে বুজে গণিতকালে নর্থ আর্কটিকের আইসবার্গের সংখ্যা গুনতে পারে। কোন নর্থ আর্কটিকের আইসবার্গ একটা কথা নয়, আর্কটিকটিতে কোন ফর্মুলা টিকবে না।'

মাঝের দিকে চেয়ে রেখে বেড়েচে রুেচে নিল রানা। বীটার কাছাকাছি দুটো মেডেল শিকার দেখা যাচ্ছে। আকার আকৃতি দেখেই চিনতে পারল রানা, অক্ষর দেখে নাম জানতে হলো না। লাইফলি এবং স্প্রাইটলি।

'নিজেই পড়ে দেখতে পারে তুমি,' তিনি কঠোর মাথা বললে সার ফ্রেমোরিক। 'চুক্তার নরওয়ের কোন লজার একটা নিষ্কাশন আরো করেছে-যথেষ্টভাবের এমন দুর্দান্ত আর কোথাও তুমি পাবে না। বেড়েছে তার চারদিকে দু'শো মাইলের মধ্যে ওরা কাউকে তিনি শিকার করতে দিতে রাজি নয়,' জানালেন। লোকের একটা পিয়ার্টার ছো মেরে তুলে নিয়ে দেখার ব্যাপক রথ করছে, বেড়েছে গায়ে একটা পয়ন্ত্র রেখে অপরিলেখী সাধারণে দৃষ্ট রচনা করল একটা বৃত্ত। 'দেখছে? বেড়েছে বিপরীত দিকের আইস মেন্যান্ডর্ন নরওয়ের। বীটার থেকে দুর্দান্ত হলো চারশো পঞ্চাশ মাইল। দু'শো মাইল টিটিরিয়ার্কন লিমিট ঘোষণা করে কিন্তু দাঁড়াবে না। বেড়েছে আইস মেন্যান্ডর্ন দিকে দু'শো মাইল, আইস মেন্যান্ডর্ন থেকে বেড়েছে দিকে দু'শো মাইল! তার মানে? মানে মধ্যবর্তী মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আইসেবল্ট তাকে তিনি শিকার করে মেরে পারে। সংক্রান্ত, আর্কটিকের এবং সাউথ আফ্রিকার মধ্যবর্তী পোটা সমুদ্রের চারভাগের একভাগ একা নরওয়েই দেখল করে রেখেছে পায়ের জোরে, নিজের তিনি শিকার করলে বলে। কেন? এর অনুরূপ করা তোই কি? সার ফ্রেমোরিক মাত্র বের করে হাসতে ওঠু করল। 'রানা, করিনটা এখন আমি জানি। লার্স স্টনেসনও অনুমান করেছিল তার সময়। করিনটা আর নিজুকি নয়, এই নিজুকি সীমানা কোথাও না কোথাও বু- হোয়েলের বিড়া গাউড আছে থাকতেই হবে।'

'দু'শো মাইল টিটিরিয়ার্কন লিমিট বেশি হয়ে গেছে বলে মনে করছেন আপনি। কেন? সাধারণ লিমিটের?' বলল সার ফ্রেমোরিক। 'তবে নরওয়ের মত এমন

বিদায়, রানা-১
ফ্রেডারিক নিজের বক্তব্য মূলিকায় সাথে পেশ করেছেন। আইল্যান্ডের মানুষের চিন্তা তাঁর নীল তিমির সুতিকাস্বার যাবে। কেউ তাকে বাধা দিয়ে কথকে পারে বলে মনে হয় না। ও ফ্রিওর জানার পর সে ধরেই নিয়েছে বোড়ের কাছাকাছি কোথাও রিউর গ্রাউন্ড থেকেই পারে না। অপর দিকে, অ্যালবাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা বিশুদ্ধ করতে চায় ও।

মুক্ত করেন, ‘এল্যান্ড ফুট দিয়ে বোড়ের মাইলের ভিতরে কোথাও হয়, অপনার অভিযানের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। বোড়ের মাইলের রাইরে এলাম আমারা কোনো চিত্রিত কাজ করতে পারি। ফ্যাক্স আনাকে?’

রানার হাত থেন নিয়ে কর্মরদন করল ব্যবহারে স্যার ফ্রেডারিক। ‘নাব্বাদ, মাসুদ রানার। তোমার বিক্ষোরের প্রশ্নগুলো করি আমি। ফ্যাক্স আনাকে ফর মি!’

গলার্ডর্স দিকে যার ফেরার রেকে। ‘যাচ্ছ তুমি, সেইলর?’

রেকের দিকে নেয়, গলার্ডর্স তাকাল রানার দিকে। রানার সাথে আছি।

চৌখুটো মুর্তির জন্যে আলা বিক্ষোর করল রেকের কার। বলেন, ‘চমৎকার। আনুগুটের পৃষ্ঠ উদাহরণ একেই বলে।’

যার ফিউলতে যাচ্ছে দিকে তাকাল রেকে। নক করেছ কেউ। এগিয়ে যায় চৌখুটো দিল সে। ভিতরে ফুকল পিছে।

‘রিপোর্ট করা!’ পিছে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্যার ফ্রেডারিক চেড়িয়ে উঠেন।

‘ওয়াল্টার সিপন্যাল দিয়ে এইমাত্র বলে আ্যাম্বারেজ ছোকার মুখে পড়ের কাছে পেলে গেছে সে,’ বলে পিছে। ‘অ্যাম্বারে নিয়ে যে কোন মুখের ফ্যাক্স চিপিলিপের পাশে এসে ভিড়বে।’

ছয়

প্রকাও একটা কালো বাদুড়ের মত দাড়িয়ে আছে লোকটা। অ্যালবাট্রসের আকার থেকে পানি ঝড়ছে একবার সাড়াঙ্কো, একবার ডান সাড়াঙ্কো। দামী কাপেটটা ভিড়ছে, সেদিকে ভ্যাঙ্কে নেই। আ্যাম্বারের রাইরে তীর্থা অবস্থা, সায় ফ্রেডারিকের দিকে মুখ তুলল সে। ‘আজ রাতের টেক্স চল্লিশ দুট্টবের কম নয় একটাও।’

‘তোমার জন্যে নতুন কিছু নয়,’ রানার দিকে ফিকল স্যার ফ্রেডারিক।
‘তোমার জন্যে নয়, কি বলে। রানার? এসে পরিচয় করিয়ে দিই।’ বুড়া আঙুল
বাঁকা করে ওয়াল্টারের প্রশ্ন বুকের ছাতির দিকে নির্দেশ করল সে। ইনি ক্যাপ্টেন
ওয়াল্টার, সাউডার্ন ওশেনের সবচেয়ে নিপুণ হার্পোনার। ওয়াল্টার, এ আমাদের বন্ধু,
মায়ুদ রানা, একাডেমোরার-সার্টিফিকেট।

প্রথম দর্শনেই লোকটাকে পছন্দ হলো না রানার। চেহারাটা দুর্ধর্ষ। এই
দুর্ধর্ষের রাতে এই চেহারার লোকেরা খোলায় ওঠে বুঝি নেবার জন্য, কেন মনে
মনে হলো কথাটা। মন্ত হাতের মুঠোয় ওর হাতটা নিয়ে খুব জোরে চাপ দিতে
যাচ্ছিল, কিন্তু রানার হাতটা পাল্টা শক্তি প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল তবে পেয়ে নরম
করে ফেলল সে, ছেড়ে দিল। খেলা খেলা দায়ি সারা মুখে। চোখ দুটো লালচে,
খিকি খিকি গলে খুঁটল।

‘একেই তাহলে খুঁটিয়েছিলেন, কেমন?’ বুঝি নাচিয়ে জানতে চাইল ওয়াল্টার।
গো জালা করে উঠল রানার। প্রশ্নটার মধ্যে তাছাড়ার সুর সম্পট।
‘আর সবাই কোথায়?’ তাড়াতাড়ি করে জানতে চাইল স্যার ফ্রেডারিক।
রানার দিকে আড়াল ঢোলকে একবার তাকাল সে।

‘কোথায় ভর্তিকার থেকে সহলোকে অরোরার পাশে নিয়ে এতদূর এসেছি,’
বলল ওয়াল্টার। ‘W/T রেলের বাইরে যেতে দিনি একটিকেই। এই ক্যালচার
স্কিপারদের স্বাভাব কেমন জানলেন এত, একটা তিনি দেখলে হয় খুব, ধাওয়া করে
এক সীর থেকে আরেক সীরে পৌঁছে যেতেও আপনি নেই কারো। আর আধুনিক,
সবাই পৌঁছে যাবে এর মধ্যে ভাবল সে।'

‘গোড়া,’ বলল স্যার ফ্রেডারিক সত্বাঁপ্যভিনী। ‘ওরা এলে ওদেরকে আমি বিশ্রাম
করতে চাই।'

‘পিও কোথায়?’ জানতে চাইল ওয়াল্টার আবার তুরুন্ত নাচিয়ে।
প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, সতর্ক হবার প্রয়োজন বেধ করল রানার।
প্রশ্নওয়ের ভাবে তাঁদের তো ও কেন মনে মনে হলো, ওয়াল্টার গোপন
একটা বাপারে ইংরিশ দিয়ে চাইছে। তা মুসলিম হাসিটা রানার সন্দেহ বাড়ল
আরও।

‘কোথায়,’ বলল স্যার ফ্রেডারিক। ‘সে তার জায়গায়, রেডিওরমে আছে।’
‘একটা রেডিও সেটেকে বিয়ে করা উচিত ওই লোককে,’ রানার দিকে চেয়ে
থেকে সহশ্য কল ওয়াল্টার। ‘আর কিছু চেনে না রেডিও ছাড়া ই রানার উপর
থেকে চেখ সরাই গলহার্ডির দিকে।’ ‘ও?’

‘গলহার্ডি,’ বলল রানা। ‘ট্রিস্টান এইল্যাডার।'

‘সম্বন্ধনায়!’ রেডিওর সুরে দু’হাট আত্মসংরক্ষণ ভঙ্গিতে সামনে তুলে নাড়তে
নাড়তে বলল ওয়াল্টার। ‘রক্ষা করো। ট্রিস্টান-কালো মেয়েমানুষের হারেম আর
ভাড়া জাহাজের গোলাউন।'

এই পর্যন্ত শন না করে সোজা এগিয়ে আসতে শুরু করল গলহার্ডি ওয়াল্টারের
দিকে। এগিয়ে আসার ভঙ্গিতা অদৃশ্য লাগল রানার। বাঁ হাতটা পাশে বুঝায়
খারাপ। ডান হাতটা দিয়ে বাঁ হাতের কন্ঠুয়ের উপরটা খাবে ধরেছে সে।
রাগের কোন চিন্তা নেই মুখের চেহারায়। বোধ ডান হাতের কন্ঠু আঙ্গিলের
ইস্পাতের মত শক্ত আর খাড়া হয়ে রয়েছে দেখতে পেল রানা। গলহার্ডির গায়ের

কিলায়, রানায়-১

৬৯
জোর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অচে ওর, যা ঘটতে যাচ্ছে তা উপভোগা হবে বলে উত্সাহ বেঁধে করলি।

স্যার ফ্রেডারিক মাথা গলান দু’জনের মাঝখানে। ’ওয়াল্টার ঠিক অপমান করার জন্য কথাটা বলেনি।’

’সানাভেরদি,’ বল গলাবয়ি। দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। স্যার ফ্রেডারিকের মাথার উপর দিয়ে উঁকি মেরে দুহাতের ভঙ্গিতে দেখছে সে ওয়াল্টারকে।

’কাম, বয়েজ,’ স্যার ফ্রেডারিক দরদ ঢেলে বলল। ’তামাদের দু’জনেরই দ্বিপ দরকার।’

’একবার বলেছি, আমি ওর কাছ না,’ চোখ পাকিয়ে বলল গলাবয়ি। মনে মনে প্রশ্ন করে রানা আইলায়াতের। নত হতে জানে না লোকটা।

’আমার জন্যে একটা কেপ হর্নার,’ দাঁত বের করে হাসছে ওয়াল্টার। ’এ ফুল কেপ হর্নার।’

দেবকা একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছে। স্যার ফ্রেডারিক মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলল না। কীভাবে কেন সে কি মনে করে। দ্বিতীয় কেঁদেটার কাছে নিজেই গেল। ফিরে এল গ্লাস ভর্ত কেপ হর্নার নিয়ে। কেবিনে দুঃখ আরও দুজন স্কিপার।

’মনোকো বুল, ক্যাচার ক্রোকেট,’ বেঁটে, প্রায় গোল একটা ইস্পাতের মুট।

’কুরায়ান্স হ্যানসেন, ক্যাচার ফারওসন,’ উল্টো চিকুক, মাঝারি আকারের কাঠামো, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে এসে বুকটা যেন পাওয়ারের উপর অলাদায়ারে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, পলার নিচের চিবর মত উল্টো।

সংক্ষেপে কথা বলতেই অভাব এর। এর কাছে জাহাজ এবং স্কিপারকে বিবেচা আর সব তাৎপর্যহীন। চোখ খুলিয়ে খুলিয়ে দুজনটির দেখেছে প্রাচূর্বে ভব্য কেবিনটাকে। ক্যাচার স্কিপারদের নিজের কেবিন ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। কেবিন নয়, সেটা বলে একটা। দেয়াল থেকে তিনটি একটা বাংলা, চুইয়ে চুইয়ে পানি দুঃখের চারিদিক থেকে। স্যাতেন্সে। বিজ বরণ। এবং চোখে তাল আসছে।

’নিজের পহলেই পানীয়ের নাম বলছিল এরা, আরও একজন দুঃখ কেবিনে।

’লার্স এন্নালার, ক্যাচার চিমে,’ নিজের পরিচয় দিল পাকানো দড়ির মত একাই চেহারার লম্বা স্কিপার।

’ওয়াল্টারের মুখে তোমার জাহাজের নাম শুনে হেনে ফেলেছিলাম আমি,’ বলল স্যার ফ্রেডারিক। ’চিমে—হিমশেল।’ চারিদিকে এত বরফ, তবু কেন জাহাজের নাম দেখেছ বরফের পাহাড়? অবশা, এই নামকরণ থেকে বোঝা যায়, আস্ট্রেলিকাকে ভাববা তুমি। ’আমিও তোমার দল।’ স্কিপার হানল সহজভাবে, ঘরের লাগছে তার কাছে পরিবেশিত। কথা দিয়ে প্রথমেই স্কিপারদের অবস্থাবোধ দর করে দিলেন সার ফ্রেডারিক। চুতর, ভাব রানা, কেশলটা জানে। ’কিন্তু আর আছি কেন একজন অনুপস্থিত।’

’মিচেলসন,’ বল ওয়াল্টার। ’কোথায় সে, এন্নালার?’

’আসার সময় দেখলাম বাধাবাধির কাজ সারেছে,’ এন্নালার বলল।
নক না করেই দরজা খুলে তিতরে চুকল মিকেলসন। বাইরের ভয়ংকর ঝড়টা তার গায়ে যেন আড়ত কিতেও পারেনি। পরিপাটি মাথার চূল। ট্রাইলেটা বা জ্যাকেটে একটুকু তেল পানির চিকি নেই। উঁচু কাঁধ দুটোর মাঝখানে চোকোনা বড় মাথাটা স্বরে রেখে সবাইকে দেখল সে দরজার কাছ থেকে। 'আমি ফক্লাভের মিকেলসন' বলল। 'আপনি সারে ফ্যান্ডারিক?'

তিন দেরিতে ধরে দেখল মিকেলসনকে সারে ফ্যান্ডারিক। এই সময়ের মধ্যে সে পুরাপুরি চিনে নিল যেন লোকটাকে। তজনীনে নেড়ে সংস্থে ইস্তিত করল সে। নিঃশ্বাসে কেনাতে যেতে গেল রেকেরক।

মিকেলসন ছাড়া বাবি স্কিপাররা বসে আছে নরম সোফায়। মিকেলসন দরজার কাছ থেকে নড়নি। সোফায় বসে অন্তর্বোধ করেছে তিনজন। সাগরের সাথে এদের হরতাল সম্পর্কে ঘোরায় বা আনুষ্ঠানিক সভায় এরা বেমানান। দুর্বল প্রকৃতির সাথে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে এদের চেহারার মধ্যে অতুল একটা কর্কশ ভাব ফুটে উঠেছে। কিছুটা বিকৃত, ইতস্তত বোধ করেছে ওরা।

মিকেলসনের ব্যাপারটা আলাদা। পরিকার দেখতে পাচ্ছে রানা, অসম সাহসের মধ্যে এই লোকের মধ্যে রয়েছে তীব্র যুদ্ধের প্রখ্যাত। এ লোক হঘুপ মাতবে না। যুক্তি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিবেচনা না করে এক পা-ও এগোয় না এলোক।

ফ্যামিং ব্যাডি মিক্কিচার করার কৌশলটা প্রদর্শন করল আবার সারে ফ্যান্ডারিক। তাড়াতাড়ি নেই কাজে। পরিবেশটাকে ইচ্ছা করেই যেন ধিকার পড়ার সুযোগ দিচ্ছে সে। নীল ভরো বেরুকে তার হাতের ট্যাক্সার্ড থেকে। স্টা মুখের সামনে তুলল। যুক্তি একটু হাসল সে সোফায় বসা তিনজন স্কিপারের দিকে চেয়ে।

তারপর তাকাল মিকেলসনের দিকে। একটা চোখ টিপে রসিকতা করল নিঃশ্বাস।

মিকেলসনকে সুযোগ দিন না রসিকতায় ফলে তার প্রতিক্রিয়া দেখবার, ফিরল রানার দিকে। 'আমাদের সামনে সাউদার্ন ওর্নের সেরা হোয়েলার-ম্যানরা উপস্থিত, রানা। আমি এদের কথাই এতক্ষণ বলছি লাম তোমাকে।' তুমি এদের চিহ্নিতের মধ্যে সকল করতে সাহায্য করবে।' মিকেলসনের দিকে না তাকিয়ে বলল সারে ফ্যান্ডারিক। 'মিকেলসন, সোফায় বসো। আমরা সবাই সাহায্যপান করব। বাস্তুপান করব ডিসকভারার মাসুদ রানার এবং...’ নাটকীয়ভাবে চুপ করে রইল সায় ফ্যান্ডারিক।

নাটকীয় ভঙ্গীতে ধীরে-সুরে এগিয়ে এল মিকেলসন। কাঁধ বাঁকিয়ে অলপ্ত কাটল। বসল একটা সোফায়, কিন্তু হেলান দিন না। শীতের খুব কাতরে এই টেবিল থেকে বোতল তুলে গ্রাসে হুইক্সি দালন, তার সাথে মেশাল বরফ আর থানিকটা ব্যাডি টেবিলের দিক থেকে চোখ চোলনি একটা। সবাই যে তার দিকে চেয়ে আছে বুঝতে পারছে। কিন্তু প্রায় করে না এটুকু।

'এবং তাদের যারা দু-হোয়েল শিকার করার জন্যে নির্বেদিত প্রাণ!' ট্যাক্সার্ডটা চুড় করে ধরে রাখল সারে ফ্যান্ডারিক। তারপর দড়ত ছায়ে নিয়ে এসে চুমুক দিল হতে। দেখাদেখি সবাই, মিকেলসন ছাড়া। চুমুক দিল সে, কিন্তু যার যার গ্রাসে সকলের চুমুক দেবার একটু পর, একসাথে নয়।

বিদায়, রানা-১
বঠ-হোয়েল। একজনে বিশ্বাস করল তিনজন কাছার।

এই শুরু হলো খেল তামাশা, ডাকল রান।

বঠ-হোয়েল। প্রতিধ্বনি তুলে বলল সারে ফ্রেডারিক। দুটি ছড়াচ্ছে মুখের ধাতব তুক ইলেকট্রনিক আলোয়। তার চোখ দুটো দিয়ে তাকিয়ে সবাই, দেখে মনে হয় ও দুটোর পিছনে মুখকের ভিতর কি একটা গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। প্রিয় ক্যাপিটনবুদ্ধ! জন ওয়াল্টার আমার নির্দেশে তোমাদের এখানে ডেকে এসেছে। তোমরা এসেছ সেজন্যে আমি তোমাদেরকে ধন্যবাদ দাও। কেন তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি তা জানার জন্যে কৌতূহলে ফেটে পড়ছে তোমরা, তা আমি তোমাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারি। প্রিয় ক্যাপিটনবুদ্ধ, তোমাদের ডেকে পাঠাবার একবার উদ্দেশ্য—ব্যবসা। তোমরা আমার সাথে ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছ।

হাসি চেপে রাখল রান। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তো দূরের কথা, কাছারদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে সবাই একমনে ভেঙে দেবে সারে ফ্রেডারিককে। নিচেই তাঁকে ওরা, লোকটা পাগল নাকি! রেডিও মেসেজে পাঠিয়ে দু’হাজার মাইল দূরে থেকে চুটিয়ে নিয়ে এসে বলে কিনা শুধু ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছ।

মিকেলসন গ্লাসটা শেষ করল তিন চার চুমুক দিয়ে, চোখ দুটো সারে ফ্রেডারিকের দিকে নিয়ে। ‘যাবলতে চান তা আপাতত চেপে রাখুন, সারে ফ্রেডারিক,’ বলল সে। ‘বাবা করে অগ্র আমি জানতে চাই, এখানে আসার জন্যে যে ফুয়েল খুঁকি করেছি আমার তার দাম কে দিচ্ছে?’

‘আমি,’ সহজকাটে বলল কোটিপতি বুক্ক। ‘সবরকম সাপাই, খাবার, ফুয়েল, পানীয় এই ফ্যাক্টরিশিপ থেকে অতেল পরিমাণে পাবে তোমরা।’

ক্যাপিটনরা প্রশ্নসামুদ্র ওজন তুলল মৌমাছির মত।

সারে ফ্রেডারিক এরপর চোখের পালকে বলল ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। রুক স্পিটারের যাইয়ের কারণে কৌশল করা আচরণ, জানা আছে তার। চিবুক নেড়ে রানকে দেখল সে। ‘আলবাট্রি ফুটের দ্বিতীয় প্রশ্নের আবিষ্কার করে জেনারেল রাহাত খানের কাছ থেকে এসেছে ও, ইতিমধ্যে নিজেও আবিষ্কার করেছে প্রথম প্রস্তা। ও জানে বুঝেন কোথায় বাংলা প্রস্তাব করে।’

দক্ষিণ আটলান্টিক কি যেন এক ক্ষেত্রে তড়পাড়া বাঁচে। কথা নেই কারও মুখে। নিশ্চয় হয়ে গেছে কেবলের ভিতরটা। যার মুখে গেল সকলের। দেখছে ওকে সবাই। অস্পষ্ট দিনগতীকার দিয়ে চেয়ে আছে যেন কি যেন বুঝছে ওরা রানার মুখে। সেই সাথে অবর বিশ্বাস ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে চেহারাগুলোয়। কথা বলতে উদাত হলো রানা, কিন্তু সারে ফ্রেডারিক ওর আগেই শুরু করেছে আবার।

‘তোমরা দক্ষিণ আটলান্টিকের বাহাই করা, সেরা হোয়েলের ক্যাপিটন,’ ঘোষণা এবং নির্দেশের মত শোনাল তার গলার সব। তোমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমি নিজেদেহ হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছি: আমি যাব, আমার সাথে তোমারও যাবে। আমার সাথে শিকার করবে তোমরা ও বুঝ-হোয়েল। কোথায়?’ বিশ্বাস নিয়ে একে একে সবাইকে দেখল সে। উদ্বেগজন্য হাসিপাছে একটু একটু। মূলুক ফাঁক হয়ে
আছে ঠোঁট দুটো, বিলিক মাঝে সোনার দাঁত দুটো তিতর থেকে। ‘তোমাদের স্বপ্নের রাজা! বুঝি হোয়ালের রিফিং গ্রাউডে!’

অস্ট্রো শোনাল হাইনেনের গলা, ‘কোথায় সে জাগা, সাহ্ব?’

সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে আদম হাসিয়ে ফেটে পড়ল সাহ্ব ফ্রেডারিক। এগিয়ে এসে নিজু টেবিলের উপর বসল সে। সজোরে চাপড়া মারল হাইনেনের মস্ত কাঠে। ‘ইউ বাস্টার্ড, হাইনেন! বাকি সকলের দিকে ফিরল সে, কোলাফ মেশানার অভিযোগের সুরে বলল, ‘তাহলে, কি জানতে চাইছে? কোথায় সে জাগাটা, সাহ্ব! চিন্তা করো, কী রকম বোকা ব্যাটা। দক্ষিণ আটলান্টিকের সন্ধিচেয়ে বড় রহস্যের সমাধান করেছি আমরা; দুইকাল হোয়ালেরদের ভাগ্য ঘুরিয়ে দেব যে রহস্য তার কথা কেমন সহজে জানতে চাইছে শোনা একবার, কোথা সে-জাগাটা, সাহ্ব? ব্যাটা আহ্মত্মাক!’

ধোঁতাদেরকে মুঠায় ভরে ফেলেছে সাহ্ব ফ্রেডারিক। সবাই গলা ছেড়ে হোঁ হোঁ করে গর্জে উঠল হাসিয়ে।

কানে কানে কথা বলল গলাহড়ি রানার। ‘তাল ঠেকছে না, রানা। সেট আটাট কোথায় যেন মুখ গলিয়ে আছে। এর বাইরে থাকাই তাল।’

‘খুলি মি। মাঁদু রানা জানেন,’ সাহ্ব ফ্রেডারিক বলল সকলের উদ্দেশে।

‘অসৃষ্টিটা তিনি জেনেছেন মেজার জেনারেল রাহত খান আর জন ওয়েদরবাইয়ের কাছ থেকে, তারপর নেটা অবিকার করেছেন।’

‘কোন রাহত খানের কথা কলেন?’ রানার দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল মিকেলসন। ‘এইমন এম এস ক্লাস্টার ক্যাথেন জন ওয়েদরবাইয়ের বন্ধু ছিলেন যিনি।’

‘হাঁ, বলল সাহ্ব ফ্রেডারিক। ‘তার কথা বলা হচ্ছে। কেন, দক্ষিণ আটলান্টিকের একজন হোয়ালের হিসেবে তো তোমার জানা উচিত যে যুদ্ধ শেষের আগের বছর রাহত খান ডেন্ট্রায়ারে থাকার সময় আলব্যান্ড ফোট, এবং বেট আইল্যান্ড এবং থ্রল্যান্ড আবিকার করেছিলেন।’

‘আমি তখন পাই বছরের, বলল মিকেলসন। ‘তবে গল্পটা শুনেছিয়া।’

‘গল্প নয়,’ বলল সাহ্ব ফ্রেডারিক। ‘মেজার জেনারেল সত্যি দেখেছিলেন।’

‘আম্ব্রা,’ জানতে চাইল বয়স্ক মনোকোন বুল। ‘কোন জন ওয়েদরবাইয়ের কথা কলেন আপনি, সাহ্ব? যিনি মিটিওরকে চুবিয়ে দিয়েছিলেন?’

‘হাঁ।’

‘গ্রীষ্মার এথনাডিও একজাত হয়ে ঘটনাটা নিয়ে আলোচনায় মেঝে ওঠে,’ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বুল, এগাড়ল রানার দিকে। সামনে দাঁড়িয়ে একটা হাত বাড়িয়ে ধরল সে রানার একটা হাত। আঠারো পরের তখন আমি। কাছাকাছি ছিলাম আমার ক্যাথেন্টে, বেড়ের পুরুরু। পরিসর শুনতে পাচ্ছিলাম সিগনালগুলো। কেড নয়, ক্রিয়া সিগনাল। বড় বড় বড় বড় মিটিওরের ক্যাথেন্টে কোল্লার। আহত পাথর মত বাড়াতে সে কি কানফাটেনো চিত্রের মিটিওরের। ওয়েদরবাইয়ের জাহাজ থেকে টুং শক্তি করছিল না রেডিও। তখনই বুঝতে পারি, জিজ্ঞে গেছেন তিনি। পরে জানতে পারি, ওয়েদরবাইয়ের বন্ধু রাহত খান ছিলেন

বিদায়, রানা-১

৭৩
ডেটায়ারে এবং তিনি অল্বায়স ফুট এবং ধমসন এইলাইড আবিষ্কার করেছেন।
তিনি এখন কোথায়? তিনি কি রেচে আছেন? কে হন আমার তার মি. মাসুদ
রানা?

'ছেলে,' তারি গলায় বলন গলাহরি।

ভুটা আগেই তেঁতু দেয়া উচিত ছিল গলাহরির, ভাবন রানা। নিজেকে
অপরাজিত বলে মনে হলো ওর। পরিহিতিতা এমন পালে গেছে মুহূর্তের মধ্যে, এখন
আর সত্ত্ব না। সবই উঠে এসেছে রানার সামনে। সাদরে, সন্ন্যস্মূল করলেন
করেছে, পাঠ চাপড়ে দিচ্ছে ওর।

'তোমরা ভুল করেছ,' বলল রানা। 'আসল লোককে চিনতে পারেনি।
এই এমএস স্টেট আমি ছিলাম না, তখন আমি ঝিদ। ছিল গলাহরি, লিডিং
টার্পেরা হার্মান হিসেবে...'।

হাসতে গলাহরি। 'কিন্তু মেজর জেনারেলের সাথে থেকে দীর্ঘ প্রস্তা
দেখার সৌভাগ্য হানি আমার। আমি ছিলাম আমার আক্রান্ত, ডেকের নিচে।
সুতরাং, রহস্য সম্পর্কে বিদ্ব বিস্ব কিছুই জানি না আমি। আমার নাও, বাপের
কাছ থেকে সব দেখে ফিরবে এসেছে রিতিকে কারে দুলিয়া তাক লেঝিয়ে
দেব বলে।

ওয়াটারের গলার ভিতর থেকে বিরক্তিসূক্র একটা শব্দ বেরিয়ে এল।
'আলোচনায় ফিরে আসা দরকার আমাদের।'

'ঠিক,' বলল মিকেলসন স্যার ফ্রেডারিকের দিকে ফিরে। 'পারমিট লাইসেস
পেয়েছেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলিং এন্সেম্বলের কাছ থেকে।'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল স্যার ফ্রেডারিক। 'ধীরে, মিকেল্সন। সবই
ব্যাখ্যা করে বলব আমি তোমাদেরকে...'।

'যেখানে শিকার করার আইন নেই আমরা কি সেখানে শিকার কব?' দমল
না মিকেলসন। 'কেন দেশের জল্লীমায়, স্যার ফ্রেডারিক? ওনাসিস এবং
অলিস্পার চ্যাল্লেন্জেরের মত দীর্ঘ আর একটা ঘটনা ঘটতে চান নাকি আপনি?
আমাদের ওপর কি বোমা ফেলে হবে, গ্রেডোবার সব হবে?

'দুর্শা মাইনে। একটা আঞ্চলিক জল্সীমা আরোপ কবা হয়েছে, কিন্তু আমরা সবই জান এদিকৃ, অন্যায় ও অযোগ্য—এবং কেন রাইসী এই জল্সীমায়
প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না আমরা হোস্টেলাররা যদি মেনে না নিই...।' স্যার
ফ্রেডারিক শেষ করতে পারল না, তাকে থামিয়ে দিল মিকেলসন।

'বুঝি! বলল সে তির্ক্ষ দৃঢ়ত দিয়ে স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকিয়ে। 'তার
মানে আমরা শিকার কব আমরা নিজের দেশের জল্সীমায়, তাহি না?' মুদু বাঁকা
হাসল মিকেলসন। 'নরওয়ের ধ্রুম কবরা হাজার হাজার ছড়া আর কবরা লিচে
এর ওপর: কেখানে নীল তিয়ির জ্যোমস্থান? ছোট ছোট বাষ্টারা সুর করে গান গায়:
তোমরা কি কেউ দিতে পারে বাষ্টা তিয়ির খোজ? খেলোরা বাষ্টা তিয়ির দেহে
লুকিয়ে থাকে পাহাড়ে, আরেক দল তাদেরকে হলে হয়ে বুজে বেড়ায়—এই খেলার
চালু রয়েছে আমাদের দেশে শত শত কবর ধরে। আমারা শত শত বছর ধরে বুঝিয়ে
নীল তিয়ির সূক্ষ্মাগার—পাইনি। আজ যদি কেউ তা পেয়ে থাকে—নরওয়ে কি

৭৪

বিদায়, রানা-১
বক্তি হবে? নরওয়ের সমুদ্র-সীমায় যদি তা —

সায় ফ্রেডারিক অাবার চেষ্টা করল পরিবেশটাকে নিজের অনুকূলে আনতে।
‘টেক্সিক্যালি, হয়তো আমরা আঞ্চলিক জলসীমার ভিতরই থাকব। কিন্তু এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার উপায় নেই আমার। রু-হোয়েলের বিভিন্ন গ্রাউডের অবস্থান একটা গোপন ব্যাপার, তা প্রকাশ করে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল
মরতে পারে না আমি।’

‘বেঠে, তাই না, সায় ফ্রেডারিক?’ মিকেলসনের চোখ দুটো জলজল করছে।
‘বেঠের আশাপাশে কোথাও, তাই না, মি. মাসুদ রানা? আমাদের আঞ্চলিক
জলসীমার ভিতর, ইত্যাদি, ঠিক তাই।’

‘না হয় বেঠের কাছেই, তো কি? গর্জে উঠল সায় ফ্রেডারিক। ‘যাও, একশূন্তত রওনা হয়ে যাও ঝুঁকতে—দেখো পাও কিনা! হুঁ! এতহলে ভেবেছে? যুগ
রুগ ধরে তোমার বাপ-দাদারা, তাদের বাপ-দাদারা ঝুঁকছে, মিকেলসন, পায়নি—এবং তোমার ছেলের ছেলে, তার ছেলের ছেলেও যদি রাত-দিন চমক
ধরে অতিপাটি করে খোজে—পাবে না! মি. মাসুদ রানা ছাড়া বিভিন্ন গ্রাউড ঝুঁকে পাওয়া করও পাওয়া সম্ভব নয়।’

মিকেলসন একটু শান্ত হলে। বলল, ‘তা আমি জানি। গত পনেরো বছর ধরে
প্রতি মরতেম আমি বেঠের কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে আসি একবার করে আর সব
হোয়েলারদের মত। এটা একটা নেশার মত। জানি পাব না, তবু যাও এবং কিছুই
দেখতে না পেয়ে ফিরে আসি আগামী বছর আবার চেষ্টা করব এই প্রতিজ্ঞা বুকে
নিয়ে।’

ওয়াল্টার সময় বুঝে ফোঁড়ন কাটল, ‘আমরা শিকারী। এই কথাটাই সবচেয়ে
বড়। দুষ্ক মাইল জলসীমা একটা অন্যায়। অনুষ্ঠিত ভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে
আমাদের মত সরল হোয়েলারের ঘাড়ে। বারো মাইল, ইত্যাদি, সবচেয়ে—মেনে নেয়া
যায়। কিন্তু —

মিকেলসন ছাড়া বাকি কিপারায়া মূল করে সমর্থন করল ও ও করে।

উৎসাহ পেয়ে গেল ওয়াল্টার। ‘আমরা কেউ রাজনৈতিক নই। আমরা শিকারী,
আমরা হোয়েলার। তুলে গেলে চলবে না যে হোয়েলারদেরকে বক্তি করার জন্যে
আজ্ঞায়িত বড়ুম চালানো হচ্ছে বহু দিন থেকেই। দুধুশ মাইল সমুদ্রসীমা
ঘোষণা সেই বড়ুমেরই একটা অংশ। এই বড়ুমকে বাঁচাতে হল প্রথমে
একটি হতে হবে আমাদেরকে। কেউ সমস্ত একটা রেখা চেনে দিয়ে
হোয়েলারদের হকুম দিতে পারে না, দাগের ওদিকে সরে থাকো। নরওয়ে যা
করেছে তা যদি বিভিন্নরূপে করে, কি বাস্তা হবে আমাদের তা কি বেঠে দেখেছে
কেউ? সাউথ জর্জিয়া এবং সাউথ শেটল্যান্ডের কাছেও মেঘেতে পারব না আমরা।
হোয়েলিং বিভিন্ন ভূমি হয়ে যাবে। নিশ্চিত হয়ে যাব আমরা। শেষকলে জান
ফেলে মূলটি মাঝ ধরা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না আমাদের।’

‘আমরা নরওয়েবাসীরা প্রথম বিভিন্ন গ্রাউডের প্রশ্নটা তুলি,’ তেজের সাথে বলল
মিকেলসন, উত্তীর্ণ হয়ে উঠছে এবার সে। ‘বিভিন্ন গ্রাউড নরওয়ের।’

বিদায়, রানা-১
'দু'শো মাইল সমুদ্রসীমা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?'
'কোন বক্তব্য নেই,' বলল মিকেলসন। 'আমি রাজনীতিক নই, সুতরাং এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাই না। আমার কথা হলো বাঙ্গালীর বাইরে হোক আর ভিতরে হোক, ওটা নরওয়ের। নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউড—এই কয়টা দুনিয়ার লোক প্রথম আমাদের মুখ থেকেই জানে, সুতরাং ওটা আমাদের।'

সার ফ্রেডারিক চুরুট ধরিয়ে ধেয়া হাড়ছে চুপচাপ। হঠাৎ খুব বীর গলায় কথা বলে উঠল সে। 'মিকেলসন, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি আগে ঠিক করে নাও নিজের আসল পরিচয়টা। হয় তোমাকে আগে পিকারী হতে হবে, নয়তা আগে দেশপ্রেমিক হতে হবে। কোনটা আগে তুমি? আগে যদি পিকারী হও, তাহলে এ প্রসঙ্গে তোমাকে প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে, কে তোমাকে পিকার করার সুযোগ দিচ্ছে, কার দারা তুমি উপকৃত হচ্ছ।'

'আপনার কথা আমি পরিমাণ বৃহস্পতি নাঃ...'

সার ফ্রেডারিক মুখ ফিরিয়ে নিল, তাকাল আর সকলের দিকে একে একে।

'মিত্র, মাসুদ রানা প্রতিষ্ঠাতি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে বুখ-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউডে নিয়ে যাদেন।'

'গেলাম না হয়,' বলল লার্ড ক্রুনভাল, ক্যাচার চিমের স্কিপার। 'বাঘের ফলে নাট্টা কি পরিমাণ হচ্ছে আমাদের?'

'আমার এই ফ্যাক্টরিতে দুই লাখ বিশ হাজার ব্যারেলের মত তেল আটকেব,' বলল সায়র ফ্রেডারিক। 'তুলেও তাকাছে না সে মিকেলসনের দিকে। ধরে নাইন হানন্ডে থাকা পাউডারের মত দাম হবে ওই পরিমাণ তেলের।'

'আপনার জন্য নয় লক্ষ পাউডার,' বলল মিকেলসন। 'আমাদের তাতে কি?'

উত্তর দিল সায়র ফ্রেডারিক মিকেলসনের দিকে না তাকিয়েই। 'প্রত্যেকের জন্য দুই লক্ষ পাউডার। নগদ। বাকি সব খরচ-অর্থাৎ খাবার, সাপ্লাই, ফুয়েল, সবরকম ইকুইপমেন্ট—সব দেব আমি। দুইলাখ পাউডার,' সময় না দিয়ে হয়া বা না জানতে চাইল সে। 'বুলভ?'

জ্যুই মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল মনোকেন বুল।

'হানসেন?'

'ইয়েস, সায়ার।'

'ক্রুনভাল?'

'ইয়েস, সায়ার।'

'মিকেলসন?' গিট খোলার চেষ্টা করেছে সায়র ফ্রেডারিক।

ফ্যাক্টরিতের স্কিপার মিকেলসন ইক্সটর করতে লাগল। এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে অস্থির প্রকাশ করতে যাচ্ছে লোকটা, ডাবল রানা। সায়র ফ্রেডারিকের দিকে তাকাছে না সে, চেয়ে আছে মাঝের দিকে, যেন নিকাশ নেবার জন্য ওটা পেছে সাহায্য পাবে বলে আশা আছে। অত টাকা একসাথে করেছে দেখিনি আমি মুখ করে বলল সে।

'ওটা কোন উত্তর হলো না, বাঙ্গ করল সায়র ফ্রেডারিক। 'হ্যা? নাকি না?'

৭৬

বিদায়, রানা-১
প্রশ্ন করল। কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে মিকেলসনের মৌনতাকে সম্ভবত ধরে নিয়ে সানদে হাসল সে। ‘এই উপলক্ষে আমরা তাহলে ঘরোয়া একটা উৎসবের ব্যবস্থা করতে পারি। অ্যামিকাল সকালে রওনা হব আমরা। তোমরা সবাই ধরে যার কাছে নিয়ে ফিটিসিরিচের গায়ের কাহাকাছি থাকবে। পিরো আমার অর্ডর পাঠাবে তোমাদের প্রতোত্তর করে W/I-এর মাধ্যমে।’

‘অত সহজ নয় ব্যাপারটা, সাবর, ফ্রেডারিক,’ বলল মিকেলসন।

চমকে উঠল সবাই। মিকেলসনের কথা হুমকির সুর।

‘কি বলতে চাও?’ সানদে জানতে চাইছে সাবর ফ্রেডারিক।

‘বিশ বছর ধরে মাধবার যাম পায়ে ফেলে আমি আমার জাহাজের মালিক হয়েছি,’ বলল মিকেলসন। ‘ওটার নিরাপত্তার নিষ্ঠুরতাকে দেবে?’

‘দুইলাখ পাউড় ক্যাশ!’ বলল সাবর ফ্রেডারিক। ‘নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট মনে কর না তুমি?’

‘এক কথায় উঠে দিন, এটা লিয়ান না ইলিয়ান অভিযান?’ সোজা-সাপটা জানতে চাইল মিকেলসন। ‘আমাকে কি আমার জাহাজ হারাতে হতে পারে? টিস্টনে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন আপনি আমাদেরকে? এই এলাকায় হোয়েন্সলারা মিলিত হয়েছে বলে কখনও শুননি আমি। আপনি কেন আপনার এমন সূড়, এত বড় জাহাজ নিয়ে আমাদের ঠিকানা, সাউথ জর্জিয়ায় যাননি? শুধুই কি দু-হোয়েনল, নাকি এর মধ্যে আরও কিছু ব্যাপার লুকিয়ে আছে?’

লোকটার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করল রানা মনে মনে। ওর মতই, কিছু একটা ঘাপ্পা আছে সাবর ফ্রেডারিকের পরিকল্পনায়, অনুমান করতে পেরেছে লোকটা।

‘বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না,’ বলল সাবর ফ্রেডারিক। ‘আর একবার এবং এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, আগে তুমি কে? দেশের মেরিক, না শিকাগো?’

‘আমি জানি না,’ বলল মিকেলসন।

‘নরওয়ে কি তোমাকে দুই লাখ বিশ হাজার পাউড় দেবে?’

‘দুইলাখ বিশ হাজার পাউড়?’ প্রতিধরনি তুলে বলল মিকেলসন। ‘খানিক আগে ভালো ছিল ওগো দুইলাখ পাউড়।’

সাবর ফ্রেডারিক মুচকি হাসল। ‘বাড়িয়ে দিলাম তোমাদের গ্রাপা টাকার অর। যাতে সবাই খুশি থাকু।’

‘কিন্তু নরওয়ের সম্পদ...’

‘তুমি যাচ্ছ কি যাচ্ছ না?’ আসল প্রশ্নটা করল এতক্ষণে সাবর ফ্রেডারিক।

‘যাব আমি,’ তেতো ‘কুইনাইন দানার মত করে ঢোক গিল মিকেলসন।

‘দুইলাখ বিশ হাজার পাউড়ের লোনে। এমন আমি ফিরে যাব আমার জাহাজে।’

রানার দিকে তাকল সে তীক্ষ চেকে, ঠোট কামড়ে ধরে কি মেন ভাবল, তারপর বৃট করে উঠে দাড়িয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে। লোকটা ঠিক করে ফেলেছে যাবে না, ভাবল রানা। তার সোজা ঘাড়ের দিকে চোখ রেখে।

গুটি ছাড়ানো পেছে তুলে তারি খুশি সাবর ফ্রেডারিক। ‘বয়সে ছোকরা, রক্ষা

বিদায়, রানা-১
গরম, আদর্শের কুঁড়ি ছাড়তে পারেনি এখনও, রানার দিকে ফিরে বলল সার ফ্রেডারিক মিকেলসন বেরিয়ে যেতে। 'মায়েমোদে নিজের স্বর্থ কোথায় হা দেখতেও তুলে করে বলে এরা। কিন্তু দেখো, এই তোমাকে আমি বলে রাখলাম, ছোকরাকে তুমি চিনতেই পাবের না যখন ও দেখতে টকটকে লাগ হয়ে গেছে সাগর তিমির রক্ত। আমার বিশ্বাস, ওই সবচেয়ে বেশি তিনি মারবে। এ বড় ভয়বহ নেশা, রানা।'

অন্যান্যরাও হৃদ ছেঁড়ে বেঁচেছে মিকেলসন চলে যাওয়ায়। যে যার গ্রাসে হইস্কি দেলে নিয়ে আসে ধীরে কথা বলতে শুরু করল। সোমরসের ক্রিয়া শুরু হল বিশেষ দেরি হলো না। তার সাথে দু’লাখ বিশ হাজার পাউন্ডের মূল্য যোগ হওয়ায় সোনার সোহাগা হলো, সলাবাহ কিপাররা কথায় তুর্কি ছাড়তে শুরু করল। অতিযানের প্রাথমিক বামেলা কাঠটি উঠে স্যার ফ্রেডারিকের গা ভাসিয়ে দিল ওদের সাথে। জেম উঠে আড়াট।

'...ফ্যানিং রিজ,' ওয়াটার হতে গ্রাস নিয়ে ত্রি-এ বলছে। 'দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসার সময় সাউথ জর্জিয়ার কেট ল্যাড মার্ক ওটা। পরিবার নিন ছিল, কেউ বিশ্বাস করবে, পর্যালো মাইল দু’ থেকে দেখেছিলাম আমি...'

'ননসেস,' বন্ধুলাল বলল। 'দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসার দরকারটা কি প্রিয়নী...?'

'আর শোনেই না ছাই,' ওয়াটার বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলল। 'আসতামই না আমি। কিন্তু আমেরিকানরা ছুট করে ইমার্জেশী ডিপ্রেসার করে স্টোনিং ইল্যাস্টারের তৈরি করতে শুরু করে দিল যে।'

'স্টোনিং ইল্যাস্টার?' সর্বমুখে বলল হ্যানসেন। 'গ্রাহাম ল্যাড পেনিসুলার না? মার্গারেট বে-তে ঢোকার মুখে...'

'ঠিক ধরছে,' বলল ওয়াটার। 'আমাকে পাকড়ার করেছিল গ্রেসিয়ার থেকে নেমে আসা সেই ভয়ের একটা ঝাপটা, পেনিস ইল্যাস্টারের কাছে...'

'মোট কথা,' বলল সার ফ্রেডারিক। 'বরওয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত তোমার। ওয়াটার হ্যামা ইমার্জেশী ডিপ্রেসা স্ফূর্ত করে গোটা আন্টার্কটিকা এবং এর ইল্যাস্টারেরয়।'

'ওয়া ওলার নাম দিয়েছি রোজনরহালেট,' বলল গল্পহারী।

'হ্যানসেন বলল, ‘সাউথ অকার্ন আরি ইল্যাস্টারে এর রূপক করেন সর্বপ্রথম স্টাইল, সবই ভয়ে আগে।’

বিষর্গ জোরসার হয়ে উঠলে সরে গেল রানা পোর্টহেলের কাছে। মিকেলসনের মুঠ্ঠ মূর্তিটা মনের চোখ থেকে সরাতে পারেছে না ও। মিকেলসন ইত্যাদি করলে বাদ সাধ্যতে পারে। সার ফ্রেডারিক মানে চাইছে না নরওয়ের আরোপিত নিষ্ঠাজ্ঞা, সে যাবে। কিন্তু বিপদ যদি দেখা দেয় তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তার বিশেষ অসুস্থিতাও হবার কথা নয়; হাজার হেক কেটিপির ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিপৃষ্ঠ দিয়ে দিলে সব মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু আর সকলের ভাগ্য কি ঘটবে? ক্যাচরেলের ক্যাসটেনের যদি সার ফ্রেডারিক বিপদের সময় তুলে
যায়? রানাকে এবং গলাহাড়কে যদি চিনতে না পারে? কিংবা, সব দোষ যদি সে রানার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে?

নতুন করে ভাবতে শুরু করল রানা। নরওয়ে যদি হালকাহালি না নেয় ব্যাপারটাকে, যদি জেদ ধরে—ছোটখাট যুদ্ধ বেধে যায়, সম্ভব নেই। উনিশেশো চুয়ানার সালের ঘটনা তে মনে পড়ে গেল রানার। যুদ্ধে বেধে গিয়েছিল সেবার ওনাসিসের জাহাজ অলিম্পিক চ্যালেঞ্জার পেরু, ইকুয়েডর এবং চিলির আরোপিত দু'শে মাইল সমুদ্রীমায় ঘায়া না করে ভিতরে ঢুকে মাছ পিকা করতে যাওয়ায়।

পেরুভিয়ান এয়ারফোর্স বোমাবর্ণ করেছিল ওনাসিসের জাহাজের উপর।

পেরুভিয়ান নেতাতে আটক করে অলিম্পিক চ্যালেঞ্জারকে। হলনার দরনত তুমুল কুণ্ডলায়তিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। দাস্তলখ পাউড কাটিপুরূপে দিয়ে অলিম্পিক চ্যালেঞ্জারকে হাটাতে হয়।

জেদকাল সৃষ্টিসীমায় ঢুকে পড়া তেমন-কোনো বিষয় নয়। নরওয়ের কাছে নীল তিনির বিদ্রু গাওতে তাঁচে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বড়ের কাছে এসে দুটি উঞ্জ বোতল মেনে, এটি প্রমাণ করা সঠিক হলে হোয়েলিং ইভান্স্টির মোড় ঘুরে যাবে। একজন দু'জন নয়, এই বার্সায় পড়া হবে আরও কয়েক হাজার কোটিপৃতি।

আলব্যার্টস ফুটের সামরিক গুরুত্বকে হোট করে দেখে না রানা।

এইচ.এম.এস. স্কট কামান দেগে জার্মান U-রোট মিটিউরকে গতির দক্ষিণ আলকালিফি ভুবিয়ে দেয়। পারির নিচে তিনি যেতে যেতে বেশ কিছু সময় নেগড়েছিল মিটিউরের। জন ওয়েলারাইন এই সুযোগে মিটিউরের লগ বুক উদ্ধার করেছিল।

সেটা এখন রানার কাছে। নাবিকরা তাঁকে, সাবমেরিনের জন্যে ওয়াটার টেম্পারের এবং স্যালাইনিটি সম্পর্কে তাঁর অনেক ভাইটলে একটা বিষয়।

বড়ের যে এলাকায় আলব্যার্টস ফুটের দুটি বোতল মিলিত হয় বলে ধারণা করেছ ও, বিশেষ করে বেই এলাকা সম্পর্কে যে সব ডাটা ওই লগ বুক আছে, দেখে আচর্চ না হয়ে পারেনি রানা। কারেন্ট এবং কাউন্টার কারেন্টের পরিচয় একটা জবি পেয়েছে রানা ওতে। সারফেস ওয়াটার এবং সাগরের মেইন বড়ির মধ্যবর্তী স্টে টেম্পারের অষ্টিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে নিখুঁত স্কেচের সাহায্যে।

এই স্কুটারকে ওস্টনোফার থার্মাকর্নের লাইন বলে। বড়ের চার্ডিকের পানি সম্পর্কে বিশ ধারণা পাওয়া গেল তা আল্টিমেট সাবমেরিনের জন্যে অত্যন্ত মূলনোবাদ বিবেচিত হবে, গুরুত্বপূর্ণ কেপ অব ড্যু ডোপ সাগরপথ পাহাড়া দিয়ে ওঠে যে বাধাবিয়ের সমূহীন হচ্ছে তা তাঁর হয়ে যাবে চিরকাল।

বড়ের পানিকে যে চিনতে পারে সেই প্রেতুর করবে দক্ষিণ আলকালিফির গতির এলাকায়।

সার ফ্লোডারিকের সাথে ছাড়া আর কিছু বড়ের কাহারকাহি যেতে পারি আমি? ভাবছে রানা। অসম্ভব একটা বিওরিতি পিছনে লঞ্চ লঞ্চ পাউড বরচাপার করার বিলাসিতা কোন রাখতে হবে না করতে; ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞানের পরিকল্পনা করা বাতুলতার সামিল। কোন সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশনও ওর ব্যাখ্যা মানবে না, বা মানলেও গুরুত্ব বুঝবে না।

বিদায়, রানা-১
হাতের কাছে পেয়ে সুবোধের হারানো বোকামি হয়ে যাবে বলে মনে হলো রানার। সায় ফ্রেডারিক একটা চাপ দিচ্ছে, কেন সেটা হেলায় হারাবে সে? আর কখনও এদের সুবোধের নাও তা আসতে পারে।

নতুন করে নেই একই নিকটতা নিল রানার: যাব।

কিন্তু অভিযানকে সফল করতে হলে সহজ সরল নিয়ে হয়ে চুপচাপ বনে ধাকলে চলবে না। সায় ফ্রেডারিকের অভিযোগ এটা, সে যাচ্ছে বু-হোয়েলের বিড়িত গ্রাউডে হানা দিয়ে। হয়তোল, বাধা দেয়া হবে তাকে যদি বড়টা রটে যায়। রটে গলেন সব ভলুব হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধি খাটতে হবে ওকে। প্রথম পদক্ষেপ: ফ্যাক্টরিতে কমায় করার অধিকার আদায় করা। জাহাজটা যদি ওর নির্দেশে এগায়, সত্যি বাধার থেকে দূরে থাকার এবং লম্ব করার জন্যে নিজের বুদ্ধি খাটাতে পারবে ও। তেমন হোক এই অভিযোগের কথা গোপন রাখতে হবে দুর্দেরার মানুষের কাছে। এভাবে সংগে সম্পর্কে যাবতীয় ত্রিকৃষ গলাভার্ড নৌকা দিতে। তার সাহায্য নিয়ে ও যদি নিজের বুদ্ধি খাটতে পারে, অভিযোগনীতিতে ফল না হবার কোন কারণেই নেই। নরওয়ে যদি তার সময় ন্যায্যাত্মক করে তেমন ফ্যাক্টরিতে একটা কর্তিকে যোগ দেয় করতে পাঠাবে, সে করে না ও। ওদের নাকের ডাক্তার চার্ডিকে ডুবে ডুবে করতে ও ফ্যাক্টরিতে নিয়ে, আলবার্টাস ফুটের দ্বিতীয় শাখা অবিশ্বাসের জন্যে সত্যি এলাকা চেয়ে চলে। বড়ের মাথা ছিল, ডিপা, পার্ধা আর ঘন কুমারীর সাহায্য নিয়ে ওরা ফাঁকি দেবে নরওয়ের যুদ্ধ হ্যাজপ্লেনেকে। এথেন গলাভার্ড রাখি হলেই হয় শুক।

'এই ঝড়ে ট্রিস্টানে ফিরে যাওয়া সম্ভব,' কখন নিঃসন্দেহ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গলাভার্ড খেয়ালই করেনি রানার। 'চেলে, বেরিয়ে পড়ি আর দেরি না করে।'

ওদিকে পুরোদমে চলেছে খোপাপাপ। চোল পেটাবার মত শব্দ বেরিয়ে আসছে সায় ফ্রেডারিকের গলা থেকে, যথার্থ হাসছে।

'কেন?' বলে রানার। 'এক্কম সুবোধ জীবনে একবারই আসে। গলাভার্ড বড়েতে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে স্বাচ্ছে সায় রানার...'

নেতিবাচক ভঙ্গি এদিক ওদিক মথা নাড়ল গলাভার্ড। উদ্বিগ দেখছে তাকে। 'শুনো,' নিঃসুর গলায় বলে সে। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, তোমার জন্য এটা একটা ফাঁদ। মুখের আটা বুড়ো বাটা সেই কেপটাউন থেকে এই ট্রিস্টানে এসেছো তোমাকে ওড়ে এই কথা বলার জন্যে যে তোমার প্রাক্তন আবিষ্কারের দক্ষ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে বু-হোয়েলের বিড়িত গ্রাউড—যা তাই হবে, কিন্তু এর মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়েছে।'

'ও তোমার মনের ভুলও হতে পারে,' বলে রানার। 'যেতে তোমার আপত্তির আন্তরিক কারণ বলা।'

'বুড়োর হাতপাত, ট্রিস্টানে আসার উদ্ধ্য, টাইমিং সর্বকিছু কেমন যেন রহস্যময়,' বলল গলাভার্ড। 'ট্রিস্টানে আসার ধরন এবং সময় বীচাতে পারে সে অনায়াসে। নতুনে একটা চিঠি পাঠাতে পারত তোমার হোটেলের ঠিকানায়।

৮০

বিদায়, রানার-১
কিবা ক্যাপটাউন থেকে প্লেনে চড়ে ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারত তোমার সাথে। চিঠি পাঠালে হয়তো গৃহুর সময় লাগত উঠের পেতে, কিন্তু যে ব্যাপারটা শুত শত বছর আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় আছে সেটা আরও অনেক কিছুদিন অপেক্ষায় থাকলে স্যার ফ্যাক্টরিপির গদান নিত না কেউ। ফ্যাক্টরিপির দৈনন্দিন খবর জানেন? বারো হাজার পাউন্ড। আরও একটা অন্যতম ব্যাপার, টিস্টার্নে পৌঁছেই ঝড়-বুড়িটার মধ্যে দুই লিঙ্গ আকাশে, যাঁদের খুঁজে নিয়ে এসো মাঝে রাত্রেকে! এসব দেখে কি মনে হওয়া বাড়াবিরক্তি?’

চেয়ে রইল রানা গল্পহার্ডির দিকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে।

‘বুড়া তোমাকে অমূল্য একটা বস্তু বলে মনে করছে,’ বলল আবার গল্পহার্ডি। ‘তার কাছে তোমার দাম আপন সত্তারে চেয়েও বেশি—কেন, তা আমি জানি না।’

‘দুনিয়ার এইরকম কিছু কোটিপাতি আছে,’ বলল রানা, ‘যাদের কাছে সত্তার কেন, সব কিছু চেয়ে বেশি মূল্য টাকার। স্যার ফ্যাক্টরিপির হয়তো তাদের দেবেই এক্ষণে। নিজেই নে বৈকার করছে নয় লক্ষ পাউন্ড মুল্লার তেল ধরবে তার এই ফ্যাক্টরিপি। ওই পরিমাণ তেল পেতে হলে নীল তিনির বিডিং গ্রাউন্ডটা ঝুঁজে পেতে হবে তাকে। এবং, যভাবেই হোক তেলের, আমি ছাড়া আর কারও পকে সন্তব নয় সেটা আবিষ্কার করা। বুড়াতেই পারছ, কেন তার কাছে আমি একটা অমূল্য রতন।’

গল্পহার্ডি ছোট একটা প্রশ্ন করল, ‘খুব বড় ধরনের অভিযান এটা, তাই না?’

‘হা।’

‘কুড়ির কোর্টার হয়ে পিরের সাথে এখানে আসি আমি,’ বলল গল্পহার্ডি।

’পিরা তার কেবল যত্নাধিক রাখতে গিয়েছিল। মাঝারি ধরনের শিকার অভিযান চালাবার তো লোককল দেখলাম। কেমন যেন খটকা লাগল। এত বড় অভিযান, লোকজন নেই কেন? ওদের চীফ ফ্যুনসারকে তাই জিজ্ঞেস করমান বায়ামাইনের কথা। জানেন তো, আমেরিকানরা এই নতুন রাসায়নিক প্রক্রিয়া তিনি সংগঠনের ব্যবস্থা চালু করেছে। হতাশগুণের ঠাণ্ডায় কিংবা পর মাস এবং চব্বিশ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বায়ামাইন প্রক্রিয়া চল্লিশ ফটা প্রিজার্ক করা সত্ত্বে বুড়া যদি বিডিং গ্রাউন্ড পায়, বুড়িতেই সাহি সাহি অন্যা নাইতে তিনিলেখে সাজিয়ে কাঁটার কাজ শেষ করতে হবে। অথচ এক ছটাক বায়ামাইনে নেই জাহাজে।’

‘স্যার ফ্যাক্টরিপির হয়তো একটু প্রাচীনবাদী,’ বলল রানা। ‘নতুন জিনিস সহজে গৃহুণ করতে চায় না।’

‘কি আছে তোমার ওই বাগে?’ ডেভেগের উপর পড়ে থাকা রানার অস্পষ্টিক ব্যাগটি চোখের ইশারায় দেখিয়ে জানতে চাইল গল্পহার্ডি।

‘কেত্তলো চাট, সী টেম্পসারের বিডিং—এই ধরনের জিনিস।’

‘চাট? কিসের চাট?’

‘আমেরিকানের চাটার অ্যাড ক্রুস্টান আ্যাড সাউথ শেটলাইড—যে-কেউ ইচ্ছা।’

৫—বিদায়, রানা: ১
করলে কিনতে পারে। ওহো, জন ওয়েদারবাইয়ের উপহার দেয়া আরও দুটো জিনিস আছে বটে ওতে। পুরানো একটা চাট আর লগ। আঠারোশো পিঁচে মালের। বড়েটের চারিদিকের পানি সম্পর্কে ওই প্রথম... প্রথম ।

'বড়েট!' ধৃতুর কুচকে সবিস্ময়ে বলল গলাহরি।

দরজা খোলার প্রথে দড়ি শেষ মুখের জন্য স্থল হয়ে গেল বাইরের ভয়সল ছিটা। দরজার সামনে দাড়িয়ে আছে শিরো, হাতে একটা রেডিও মেসেজ। যে রকম জোরের সাথে দরজাটা খোলা হয়েছে তার সাথে শিরোর অটল, অব্যবহৃত দাড়ারার কোন মিল ছিল না গেল না রানা। চকিতে বিদ্রুপ চমকের তত রাহার খানের একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'লোকটাকে সবাই বলত, দা মাইন উইথ দা ইমাকুলেট হাফেল—কার্ল পিরো, রেডিও অপারেটর অব দা জামান রেইডাকের মিটিওর।' চিন্তাতে পেতে ডাকিত হয়ে গেল রানা। মিটিওরের রেডিও-মাইনের সাদা ফ্রেডারিকের ফ্যাক্টরিতে কিছু করেছে? পিরো সাধারণ একজন অপারেটর নয়, অপারেটরের এর যে নেপুতা তা কোন অন্য শর্তের সাথে তুলনা করা যায়। জন ওয়েদারবাইয়ের ভাবায়, 'আমার বিবেকনায় মিয়া বাহিনীর গোটা নাভাল ফোর্সের বিরুদ্ধে হিটলার মত লোক পাঠিয়েছিল তাদের মধ্যে একক ভাবে কার্ল পিরো ছিল প্রচুর একটা হিসাব, যে-কোন ধরনের জাহাজের রেডিও ট্রাসমিকন নকল করার ব্যাপারে তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

প্রত্যেক রেডিও অপারেটরের নিজের কিছু বিশিষ্ট থেকে ট্রাসমিকন মিটিওরে যার, যে বিশিষ্টই থাকুক, পিরো তা হবে নকল করতে পারে। হাত দুটোর খুব যত্ন নিত পিরো, ক্যাপ্টেন কোহালার তাই ওর নাম রাখে দা মাইন উইথ দা ইমাকুলেট হাফেল। জামান নেই এই নামটা তাদের প্রেপাগাদা রেডিওতে প্রচার করে। মাসের পর মাস ধরে মিটিওরকে খেজায় সময় রয়াল নেতীর রেডিও অপারেটররা নামটা কোচ করে। কিন্তু পিরোর নাম জানাই লাভ হয়নি কিছু, যে তার আচরণ অফ ব্যবহার করে একক পর এক রয়াল নেতীর জাহাজের ডুবিয়ে নিচের ইঙ্গিত জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে। Q Q Q—আই যায় বিইও আয়াতক্ষ: এরপরই অনিবার্ষ্বভাবে মেসেজ পাঠিয়া হত R R R—আই যায় বিইও শেলেড বাই এ ওয়ারশিপ। এই ছিল মিটিওরের কোশল।

কেবল দুকুচি পিরো। আসাদিসাহায় দুঃ তার চালচলন, মুখের কোথাও এটুকু ঘাঁট নেই। চোখ দুটো থুথ সর্কিট, তীক্ষ দৃষ্টি সেখানে।

'কিসের এত উজোদনা? জানতে চাইল রানা। সাহায্যের জন্য ছুটে আসছি—তোমার এস ও এস-এর উত্তরে রয়াল নেভিয়ের কোন জাহাজ এ ধরনের কোন মেসেজ পাঠিয়েছে নাকি?'

মেসেজটা সায় ফ্রেডারিকের হাতে দিয়ে ঘুরে দাড়াল পিরো। অর্থমাত্র আক্রমণে বেসমাল হয়ে পড়ের মনে করেছিল রানা, কিন্তু ওকে নিরাশ করে দিয়ে মুটিফক হাসি হাসল পিরো। 'তোমার নয়, চিনতে পারার কথা গলাহরির,' বলল রানার একটা কথায় হাত রেখে। 'জন ওয়েদারবাই আর মেজার জনারেলের কাছে অনেক নিষ্ঠিতই আমার কথা?'

৮২
বিদায়, রানা-১
'রানা!' পিরোর কাছ থেকে টেনে ছিনিয়ে নিল স্যার ফ্রেডারিক রানাকে।
কিছুক্ষণে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করল ওকে। 'এই দেখো!' মেসেজটা রানার হাতে
উঠে দিল সে। একটি আঙে মাতাল মাতাল লাগছিল বুকের চাওরের দিকে তাকিয়ে
নেশার ছিটে ফোটা চিছু যেখানে দেখেছ না রানা।
গোলা গোলা, স্পষ্ট আলোর লেখা মেসেজটা। পড়তে চুক করল রানা।
আর্জেন্টের রিপিট অর্জেন্ট স্টেপ মিকেলসন সিপোর হোয়েল ক্যাচার 720/004
ফক্সফোন প্রতি নর্ওয়েজিয়ান ডেন্টস্যার থোস্টান্ড ভায়া ট্রিস্টান ডা চানহা
স্পীড স্টেশন টেলিভিশন অ্যান্ড বিডিও ব্যাটারি ফোন ইনসাইড নর্ওয়েজিয়ান
টেলিফটেরিয়ান ফাইনাসর এল ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল আইল্যান্ড স্টেপ সাউথ হ্যাজ
নে পারমিটস স্টেপ এল ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টরিশপ ব্যাংক ফেরার ক্যাচারস্ স্টার্টিং
এলট্রিস্টান অন টুমরো স্টেপ সার্জেন্ট আ্যাপ্লিজিয়েট আ্যাকশন স্টেপ।
উপরের এর নিচেইঃ
থোস্টান্ড টু মিকেলসন স্টেপ মেসেজ অ্যাস্লেজ স্টেপ হেডিং অল পাশবল
স্পীড ফর ট্রিস্টান স্টেপ আমারে মাই অ্যারসেস দেয়ার স্টেপ।
মাথা ঝাকিয়ে কিপারদের দিকে তাকাল স্যার ফ্রেডারিক। ’ওয়ার্ল্ড।’
লোকা ছেড়ে ফুট হেঁটে এল ওয়ার্ল্ড। রানার হাত থেকে মেসেজ শীটটা
নিয়ে পড়ল বিড়ি বিড়ি করে। ’বেজমা! দু’মুখা সাপ! শালাকে আমি কাঁচা...’
‘শাট আপস!’ চাপা কঠো ধমক মেরে থামিয়ে দিল স্যার ফ্রেডারিক
ওয়ার্ল্ডকে। ’ছোকরোলেকে মন খুচারতে থাকো, যাও! কর্ন, রেডিও অফিসে
চলো। যাবড়ার কিছু নেই, হাতে আমাদের রাজ্যের সময় আছে, এবং সাউদার্ন
ওয়েস্টন পূকুর-ডোরা নয় যে...চলো, চলো।’
পিরো মুকিল হলেন। ’কিন্তু, স্যার ফ্রেডারিক, আপনি বোধহয় জানেন না যে
থোস্টান্ডের মাত্র বিশ মাইল দূরে রয়েছে আমাদের কাছ থেকে—নাইটিয়েল
আইল্যান্ডের ঠিক ওধারে,’ হাসিতা বিস্মৃত হবার সাথে সাথে কৌতুক নেচে উঠল
পিরোর দু’চাও। স্যার ফ্রেডারিক ভয় পেয়ে কেমন ছটফট করে তা দেখার জন্য
উদ্দীপন হয়ে আছে যেন।
’জানলে কিন্তু? পিউটার স্কিন ভাজ হয়ে উঠল গালের দু’দিকে।’
’D/F বিয়ারিং পেয়েছি ওর কাছ থেকে,’ বলল পিরো। ’বড়োজোর একটা আর ফ্যাক্টরিশপের গা ঘেষে ভিড়বে।’
থোস্টান্ডের মেসেজ দেখে এক ধরনের ভক্তি অনুভূত করল রানা। দ্বিতী
য়া কাটিয়ে ওঠা সময় হয়েছে বলে মনে হলো ওর। হয় স্যার ফ্রেডারিকের সত্ত্বে হতে
হবে ওকে সবকথা বিপদ আর মুকিল মাথায় নিয়ে, নয়তো বেভেট যাবার আশা
চিরকালের জন্য তাগে করে এখনি ফ্যাক্টরিশপ থেকে নেমে যেতে হবে। দাম
ওয়াই না ইম্যাকুলেট হ্যাজের উপস্থিতি ওর স্বায়কে দীর্ঘতায় মারা দিয়ে গেছে।
বিকৃত মেরার অধীনস্থ পিরোর মত একজন রেডিও অপারেটর এই ধরনের
অভিযানে কেন? তার কি ভূমিকা থাকতে পারে ফ্যাক্টরিশপে? তিনি শিকার করার

বিদায়, রানা-১
জন্যা হাইলি স্কিংড রেডিও অপারেটরের কি দরকার? ওয়েলার রিপোর্ট দরকার হয়, কিন্তু সেজন্য তো স্থায়ী রেডিও স্টেশনই রয়েছে চারদিকের দেশগুলোয়। না, পিরোর সাথে তিনি শিকারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। স্যার ফ্রেডারিক তাকে সংগ্রহ করেছে কিন্তু তা জানার কোন উপায় নেই, তবে অন্যভাবে অন্য কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে সদেহ করার কোন কারণে দেখল না রান। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে? পিরোর শেষের সূত্র নিয়া কি কাজে লাগবে স্যার ফ্রেডারিকের? সিটিও থাকতে পিড়া কি কোন ব্যাপারে গোপন জানা অর্জন করেছিল যা স্যার ফ্রেডারিক তার নিজের বাণিজ্য ব্যবহার করতে চায়? উদ্দেশ্য যাই হোক, নীল তিনি পিকার্টা আসলে একটি জুহাস্ট, একটা কাজ। কিন্তু কিসের কাজ? কি লুকাতে চাইছে স্যার ফ্রেডারিক? বায়োমাইনিন নেই জাহাজে, এটাও তিনি শিকার যে একটা ভয়া ব্যাপার, আরও সাফায় দিয়েছে। কিন্তু এমন কোনো ভাবে ওকে কেন দরকার হলা স্যার ফ্রেডারিকের? কি এমন জন্যা ও যা স্যার ফ্রেডারিকের কাছে মহামূল্যবান?

এই সব গ্রহণের কোন উত্তর জানা নেই রানার, এবং জানা নেই বলেই স্যার ফ্রেডারিকের সব হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই সামনে। সাথে গেলে জানা যাবে স্যার ফ্রেডারিক কি ফেলায় উঠেছে। সাথে যা থাকবে জানা যাবে না কোনোদিন, কিংবা যখন জানানী হবে তখন আর কিছু করার থাকবে না ওব। স্যার ফ্রেডারিক অন্য কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইলে বাধা দেয়া উচিত তাকে, কিন্তু কে দেবে তাকে বাধা?

মুখ তুলে দাড়াল রানা। 'এখানে আর কোন কথা নয়,' বলল ও স্যার ফ্রেডারিককে। 'পিরোর অফিসে চলবে।' রানার সামনে এসে দাড়াল গলাহারি প্রতিবাদের ভঙ্গে, কিন্তু তার হাত ধরে একপাশে সরিয়ে দিল রানা।

বিজ্ঞাপনের সিটিও রেখে রেখে রেখে রেখে অফিসে চুকল ওরা চারজন পিরোর পিছু পিছু। রেখে নেটা দেখে চোখের পক্ষে পড়ল না রানার বিশ খানিকক্ষণ অতিপূর্ব শক্তিশালী লেট। এর আগে সবচেয়ে বড় টিউনিং ডায়াল লেট দেখেছে রানা আকারে এটা তার দিকে বড় হৌস জাগাতায় গা বেঁধেছি করে দাড়াল ওরা।

'স্যার ফ্রেডারিক,' কলাম্প্লেন না করে দাড়াল রানা। বড়েট যাবার ব্যাপারে এখন আমার একটা শিক্ষা আছে। আপনার এই ফ্যাটারিশপ আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে বিনা শর্তে। আই মাউন্ট হাড সোল অব কম্পানি কম্যান্ড অফ দিন শিপ। ক্যানাডানোর বারাসিরী আমার কম্যান্ড থাকতে হবে।'

'দ্বিতীয় তাকান একবার স্যার ফ্রেডারিক পিরোর দিকে। 'বুঝানি না! হঠাৎ এতবড় একটু দাড়িতে কাঠে নেবার মধ্য ইম্পারিয়াল কেন্দ্রো মনে?'

'চিঠিপত্র করে উঠি দিন,' বলল রানা। 'চিঠিপত্রটা এখনি নিতে হবে আপনাকে।' প্রথম হাতে রওনা হয়ে যেছে দেশ থানিক আগে। তবে, পবেনেরা নটের বেশি স্পিড তুলতে পারবে না সে এই দুর্ঘটনা, আমি জানি। নতুন ব্রিটিশ হ্যারিট্রাই রেলওয়ে ড্রেন্টরায় ওটা, খুব বেশি দিন হয়নি কিনেছে নরওয়ে। দুঃখা জায় তো এখন নিয়ে কোথে চুটেতে পারে জানা আছে আমার। কিন্তু তার মানে এই

84
বিদায়, রানা-১
নয় যে আয়টাকটিকাকে ধরতে পারবে না সে। আমি জানি, বড়োটে আপনি পৌঁছাবার আগেই এরা পড়ে যাবেন।'

'শুধু যদি তুমি কমায়নো না থাকে,' কথাটা বলে একমুহূর্ত দেরি করল না সার ফের্দযারিক। পিটারের টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ান সে, রিসিভার তুলে এক ছাড় লিখে, 'বিজি ক্যাটেন জারো!' এখন থেকে এই জাহাজের কোথায় ক্যাটেন মাসুদ রানার হাত ছেড়ে দেয়া হলো। আপনি ক্যাটেন মাসুদ রানার নির্দেশে কাজ গুরু করবেন, তার অধিনস্ত ক্যাটেন হিসেবে এবং তাকে সব কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন। রানার দিকে ফিরে বুদ্ধ। 'সন্তান?' রিসিভারের দিকে দিয়ে পিটারের মুখের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হাকা ছাড়ল। 'ইদার মত দাড়িয়ে থেকো না। ভু সাময়িক আপাড় ইট।' মুঁচিকি হাসিটা বারবার ফুটছে পিটারের ঠোঁটে। রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনার অনুমতি আছে তা, হে ক্যাটেন?'

মাথা চাৰুকাল রানা। নিচু হয়ে কুনিশ করল পিটার, ঘুরে দাড়িয়ে দু’পা এগিয়ে গিয়ে বলল ট্রায়াম্পিনার কী-র সামনে।

কী-সেট-এর উপর দু’হাতে উঝু করে অপেক্ষার ভঙ্গিতে বসেই রইল পিটার।
চোখ দুটো বোজা। শিশুর ধানমনা চেহারা ফুটে উঠছে পিটারের চেহারা মুখে।
ইস্টমেন্টের সাথে একাত্ম হবার সাধনায় বসেছে লেকটা। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পর
চোখ খুলা পিটার। সে চোখে সুযোগিত দৃষ্টি। বুড়ো এবং প্রথম আঙ্গুল সোজা,
তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙ্গুল সামান্য তাকা করে বার হাটা নামিয়ে আনল কী-সেট-এর
পাশে। দান হাতটা লেজা নামল চাবির উপর। বার হাত ইতেমধ্যে সুচিভ অন করে
দিয়েছে। মুঁচরের জন্যে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে রানার দিকে। যে লেক
মিকেলসনের হয়ে মেজেকটা পাঠিয়েছে সে breeding ground-এর জায়গায়
পাঠিয়েছে breeding ground। লেকটা আক্রিকান। ওয়া ground-এর বানান
grond লেখে। সুতরাং আমাকেও একজন আক্রিকানের মত মেজেজ পাঠাতে
হবে, ভুল বানানের সাহায্যে।'

কী-এর উপর আঙ্গুল খেলাতে উঝু করল পিটার। মোর্স সিন্যাল পড়ার জন্যে
রেডিওর দিকে বুকে পড়ল রানা। দেখল পিটার নিযুক্ত, আর্টিস্টিক ভঙ্গিতে সিন্যাল
পাঠাছে।

মিকেলসন টু থোর্স্যামার ভায়া ট্রিস্টান মিটিয়ারোলজিকাল
কেন্দ্র সুই সাফ ক্যাডারাস আপ-আক্রিকাই স্টপ
রোমাঙ্গ এবং শিহরের একটা দেতে উঠে রানা বুকে। চেজিং এবং
লুকুচুরি খেলা আরতি হলো দফিয়া আটলাইকাকে।

'দা কোর্স, হের ক্যাটেন?' বাড়ির সাথে জানতে চাইল পিটার। 'কুইক, হের ক্যাটেন। দা কোর্স! যোগাইয়ে ছিয়া করা সত্ত্ব নয়। সেদেহ করবে ওরা।'

ডিসপাশন কোর্স। ভূমি কোর্স জানিয়ে খেঁকা দিতে হবে থোর্স্যামারকে।
ট্রিস্টান ডা চানহা এবং আক্রিকানের লে-আউট তেলেস উঠে রানা মানসপাট।
দক্ষিণ পশ্চিম দিকে থেকে এগিয়ে আসছে থোর্স্যামার। তার রাডারকে ফাঁকি দিতে
হবে আক্রিয়ির ক্রিফটাকে পুঁজি করাই সবচেয়ে উত্তম। চাদরের পাদর মত ঢেকে

বিদায়, রানা-১

৮৫
রাখে রাক্ষারকে ক্লিফটা, সেই ফাঁকে নোঙর তুলে তড়িৎ বেঝে রওনা হবে আন্তর্ক্রিয়া, তারপর পিছিয়ে আসবে আমার কেন্দ্রে ব্যারিয়ারের ভিতর কাচারগুলোকে সাথে নিয়ে। দক্ষিণ পাশ থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা থের্মাহামার যখন রোড স্টেডের দিকে যেতে আংকোর্টের পয়েন্টের কাছে পৌছাবে। থের্মাহামারের ক্যাষ্টেন তুলেও দক্ষিণ দিকে তার রাস্তার স্টেট করবে না, সে জানে শিকার উত্তর বা পূর্ব দিকে কোথাও ঘটিত মেরে আছে বা ছুটেছে। আবহাওয়ার যা অবস্থা, ফ্যাক্টরিশিপকে নিয়ে রানা থের্মাহামারের আধ মাইল কাছ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে ফ্যাক্টরিশিপ।

'শ্রী হান্দর্ড দিজনি,' বলল রানা।

'কী-সেটে আঙুল নামাল পিছা। 'আমরা দুর্জন চমৎকার একটা টিম হতে মাছি, হে ক্যাপিটান।'

'যাম আওয়াজিং ইওর ফার্দার অর্ডার স্টেপ।
আংকোর্টে ইন নাইন ফায়ামস অথবা জুলিয়া রিফ
স্টেপ জুলিয়া পয়েন্ট বিয়ারিং ওয়ান-সেভেন-ফোর
দিজনি স্টেপ।

খুব উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে স্যার ফ্রেডারিক। দুটি মুঠে করে দুর্জনের ঠেকিয়ে রেখেছে, বট করে একবার রানার দিকে, পরকারে পিছা দিতে

ফ্যাক্টরিশিপ।

'যা যাত ইচ্ছায় যাচ্ছে সবাই, আমার বা কষ্ট কি?' বলল রানা।

'না!' গোলার হয়ে যায় স্যার ফ্রেডারিক। 'আমারা চলবে না। বিশ মাইলের মধ্যে
একটা খুব জাহাজ আছে অনেক ফাটা বেলুনের মত চূর যাবে সবাই। অক্ষ
ওদেরকে আমার দরকার। শুনলেই যে যেদিক দিয়ে পারে পালাবে।'

আবার সন্ধের হ্যায়াল্টা পড়ল মনে। বিপদ চেপে রাখতে চাইছে স্যার
ফ্রেডারিক। কাচারগুলোকে নাগালের বাইরে যেতে দিতে চায় না সে। কেন?
আর যাই হোক, তাকে বলের, তার মিশনের গুরুত্ব বোধ করেছে এ দেখে।

'বেশ,' বলল রানা। 'কিন্তু এই সড়কের মধ্যে নোঙর তুলতে বললে তার কি
প্রতিক্রিয়া হবে অথবা দেখেছেন? কারণ জানতে চাইলে কি উত্তর দেব আমি?

'কারণ জানতে চাইবার অধিকার তুমি ওদেরকে দেব কেন?' বলল স্যার
ফ্রেডারিক। 'দুই লক্ষ বিশ হাজার পাউড বলে ওদের প্রতোকে আমরা, তার
বিনিময়ে যা বলব তাই করবে, বিনা বিধায়, কারণ জানতে না চেয়ে। ঠিক আছে,
যা বলার আমি বলে দিলে চিন্তা। তোমার তরফ থেকে স্পষ্ট কিছু বলার আছে
ওদেরকে ?'

'আমি চাই যেদিকে বাতাসের ধাক্কা সামলাবে আন্তর্ক্রিয়া তার উল্টো
দিকে থাকবে ওরা, পোর্ট কোয়ার্টের লিখি মাইলটাক দুরে। রেবেকা আমাকে
এবং গলার্ডেকে মেখেন উদার করেছিল সেই জায়গা দিয়ে চুথিতে ভাগব
আমরা থের্মাহামারের গা ঘেঁষে। কাচারগুলোর ইজিন যেন কোনমাত্রই হঠাৎ
করে ঘটল ওপান না করে। তাতে হবাব এবং অল্পের হলকা বেরোবে,

৮৬
বিদায়, রানা-১
অন্নকারে দেখা যাবে দূর থেকে। কনকোটা ক্রমশ গাত লাভ করবে, ’বলে চলল রানা গোটামকে। ‘প্রথমে নাইন নটস, তারপর বিশ মিনিটের জন্য ইলেভেন নটস, তারপর এই খড়গের মুখে যতটা সম্ভব বেশি।’

দাতে দাতে বাণ্ড খাবার মত ঠক ঠক শব্দ উঠল পিঘারের রিনিভার থেকে।
থোর্স্যামার টু মিনিটেন স্টেপ কিপ মি ইনমার্ফ্ড।
স্টেপ হেটী ওয়েলার মেকস ইন্টারস্পেশন ডিফি.
কট্ট স্টেপ উইল ইউজ সার্চ লাইটস অ্যাট স্টার.
শেন্স স্টেপ কিপ ক্রিয়ার অব সেল’স ফ্লোট স্টেপ
যে করে উঠল রানা, ‘ঠালা সামলাও! সার্চ লাইট, স্টার শেল–নতুন
ক্যাটেনের মান সমান ডোবাবে দেখছি! ’মুখে যাই কলুক, মনে পূর্ব বিশ্বাস রয়েছে
রানার, ধরা ও পড়বে না।

বিজ থেকে স্কিপারদের দেখতে পেল রানা। স্যার ফ্রেডারিক কিছু একটা
বুঝিয়েছে। বেট নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তারা যার যার জাহাজে। হাফ মাতাল
সবগুলো, এই দুরত্঵ের নোড় তোলার নির্দেশ কানে বেখালা ঠেকেছে বলে মনে
হয় না।

বিশ মিনিটের মধ্যে যাত্রা শুরু করল রানার নাইট।

গ্রীপ্টারের সর্বদক্ষিণ প্রাবণ স্কটিশিল পয়েন্ট নামে পরিচিত। বাড়ি নিতেই
উমাদ বাতাসের প্রচো লেফট ছুক প্রায় কাঁপ করে দিল আয়টার্কিটকাকে। আরেও
সাত মিনিট পর গ্রিন্ডারের শেল্টার থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল ওরা। খড়ের
সময় ধাক্কা লাগল ফ্যাক্টরিচেনের গায়ে। ঠেলে, ধাক্কা মেরে যখন যেভাবে খুব সরিয়ে দিচ্ছে প্রতিরূপের আহাজটাকে।
গোটা ফ্যাক্টরিচেন রানার নির্দেশ
অদ্ভুতকরে নিমজ্জিত, খড়ে পাওয়া পোড়োবাড়ি যেন একটা।
থোর্স্যামার থেকে যে চোখই চেয়ে থাকুক, সুবিধায় করে। পারবে না।
একমাত্র আলো জুলছে মেইন
ইন্জিন রেটোলিউশন ইন্ডিকেটরে, থোর্স্যামারের দৃষ্টি-নীমার বাইরে।
নির্দেশ
পেয়ে স্কিপারা যার যার জাহাজের আলো নিভিয়ে দিয়ে ভাবছে; এ আবার কোন
রহস্য।

আয়টার্কিটকার বিজে বিনাসিতার ছড়িয়েছে। একদিকেই এগারোটা বড় বড়
জানালা। সৌধিন ওয়ালকুকটা প্রতি পনেরো মিনিট অন্ধ ঢাক শব্দে বেল
বাজাচ্ছে, প্রতিবারই চমকে উঠছে রানা। বিজের পোট উইলের টেলিফনের কাছে
গিয়ে দাঁড়াল ও। টেনে ধরে বেল বাজাতে, Ray-r পেটেন্ট রেটোলিউশন
ইন্ডিকেটর দ্রুত লয়ে পরিমাণ শুরু করল।

থোর্স্যামারের দিকে রওনা হলো আয়টার্কিট। স্টারবোর্ড ডোরওয়ের কাছ
থেকে লুকাউটের সাথে টেলিফোনে কথা বলল রানা, ’কিছু দেখতে পাচ্ছ,
লুকাউট?’

কর্মশ উত্তর ফিরে এল টেলিফোনে, ’নাথিং, স্যার। নাথিং আট অল।’

সবকিছু ঠিকানায় আছে কিনা তা এসকার, তারপর আরেকবার দেখে দেখে নিল রানা।
আজ রাতে ডেজ্ট্রিয়ারের বিজে যারা আছে তারা অভাগা, ’স্যার
বিদায়, রানা-১

৮৭
ফ্রেডারিককে বলল রানা। ‘র স্তীল, র সাব-জিও।’
‘থোর্স্ট্যান্ডর যদি দেখে ফেলে—কি হবে?’
‘দেখতে কোথাকে?’
‘না,’ বলল পিরো। ‘দেখতে পাবে না। ক্যাস্টেন মাসুদ রানা যেহেতু কম্যান্ড রয়েছেন।’
বেজে উঠে সবাইকে চমক দিল বিজের ফোনটাক।
‘লুক আউট, সায়া। এরোরা খুব বেশি কাজ করাচ্ছি নের আছে।’
‘কাঞ্জানের পরিবর্তে দিয়ে বলা,’ পিরোকে চোখ রাখিয়ে পরেকে ওয়াল্টারের উপরই বাব ঝাড়ো রানা। ‘আদরের দুলাল, তাই কেল বেছে থাকতে চায়, না? ফিরে যেতে বলো নিজের জায়গায়।’ অপেক্ষা তুলল গলায় বলল তারপর, ‘খুব সাবধানে, সিগন্যালিং ল্যাম্প যেন থোর্স্ট্যান্ডরের দিকে আলো না ফেলে।’
বন্দোবস্তের মত মুক্তি হাসল পিরো।

উখালগুলো সাগরে খাবি থাকি এবং আ্যন্টার্কটিকা। মুহাদ্রের জন্যেও ইঙ্গিতের শব্দ তনতে পারার সুযোগ দেয়নি ঢোলা ওরেকে। জাহজটাকে চমকচমক কাফিয়ায় সামলে রেখেছে গলারশি। রানে টুইল ধরে চুবাচু বসে আছে সে রানার নির্দেশ।
অপেক্ষা করা হয়েছে ওরা সবাই, মুহুর্তের কাটতে চায়নি না যেন। কারও মুখে কথা নেই। কিন্তু চোখ খোলা লাগলে। পড়ল পাচরে সবাই সবার মনের অর্থ, খোলা চোখের দিকে চোখ রেখে। থেমে থেমে, নিঃখাস ছাড়ছে প্রত্যেকে।
পেশীতে টান পড়েছে অজানাতের।
চোখ নাকি দুইটির কেন্দ্রবিন্দু থেকে দশ ডিগ্রি তফাতে সবচেয়ে ভাল দেখতে পায়। স্টারবোর্ডের দিকে, কেবল দূরে বুড়তে পারলা না রানা, চক্ষুতে ব্রিলিয়ন দিয়ে উঠল কি যেন একটা।
তবে জাহাজ বলে মনে হলো না।
‘পোর্ট টোয়েন্টি,’ নির্দেশ দিল রানা।
বনবন করে টুইলের মোহর একে করেছে গলারশি। অভ্যন্তরে হয়ে উঠিয়ে রানা।
আ্যন্টার্কটিকা পুরুষ একে করতে কয়েক যুগল সময় নিচে বলে মনে হলো ওর।
‘কেবল থেকে নাইট গ্লাস নিয়ে এসে—কুইক।’ নরওয়েয়ান কোয়ার্টার ম্যাস্টারকে বলল রানা, গলারশি যার জায়গা দখল করে বেছেন। সায়ার ফ্রেডারিক ব্রিজ বিন্সকিউলারটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল। পায়ে লেখা নামটা দেখিয়ে বাটিন ঘোষণা করল রানা জিন্সটাকে ‘স্ট্যাডভার্ড ব্রিটিশ গ্লাসওয়ালা রাতে কোন কাজেরই নয়। জিনসের দরকার রেইডারকে দেখতে না পাইল যুদ্ধের সময় কত যে জাহাজ ঢুকেছে ‘স্ট’ শুধু ভাবি আমি।’
লোকটা ফিরে এসে রানাকে দিল ওর গ্লাস।
পিরো সায়ার ফ্রেডারিকের দিকে মুখ তুলল। ‘রেইডার্স গ্লাস। সেভেন ফৌন্ড মার্গিনফিকেশন। আমাদের ক্যাস্টেনের এই রকম একজোড়া বিন্সকিউলার তৈরি করেছিল কয়েক মাস। ক্যাস্টেন মাসুদ রানা জিনস চেনেন, অধিকার
88
বিদায়, রানা-১
জিনিস্তা কি? কি দেখে অমন হকচকিয়ে গিয়েছিল তখন ও? চোখে বিনিকউলার লাগিয়ে খুঁজছে রানা। কোথায় কি, কালো গোঁড়ার অদ্বৈত ছাড়া কোথাও কিছু নেই। কিন্তু আলো কিংবা আলোর আলো ওর চোখে যে দৃষ্টা পড়েছিল তাতে কোন সত্ত্বা নেই। কিন্তু আলো কি নেরা। হতে পারে? ব্লিজের একটা জানালা খুলে দিল রানা। ‘তোমাদের U-বোটের এলাকায় রয়েছি এখন আমারা,’ পিরোজ উদ্বেগে বলল রানা। ‘ট্রিস্টান থেকে এই এটা দেরই মিটিহ মিলিত হত নেপচুনের সাথে। অন্যান্য জাহাজগুলো আসত এখানে সাপ্লাই পাবার জন্য। জন ওয়েডারবাই একটা একটা জাহাজকে চমক দিয়েছিল। জাহাজটির অয়েল হোস তখনও পানি থেকে আসল হয়নি।’ বাতাস উড়িয়ে নিয়ে এল খোলা জানালা দিয়ে কয়েক ফোটা রুটি।

‘আইস!’ গলাহরি বলল। ‘বফ! গন্ধ পাচ্ছি আমি, বফ, রানা… কাছাকাছি…বফ মাই গড, আইস!’

‘হ্যা, আমিও পাচ্ছি বরফের গন্ধ,’ বলল রেবেকা। কেউ লক করেন কখন সে ব্রিজে এসে চুরুকে।

‘বফ?’ থমকত থেকে গেছে স্যার ফেডারারিক। প্রথমবার শূন্যা উচ্চারণ করতে পাল্লা না সে ঠিকমত। ‘বফ?’ রানা?

কথা বলল না রানা। চেয়ে আছে পিরো রানার দিকে। চেয়ে আছে স্যার ফেডারারিক, গলাহরি, রেবেকা, কোয়ার্টার মাস্টার।

ঝাড় দুমিট কারও মুখে কোন কথা নেই। তারপর রানা বলল, ‘হ্যা,’ স্যার ফেডারারিকের দিকে তাকাল ও। ‘বফ!’ অহং লাগল সকলের চোখ রানার হাসির উদ্ধারিত মুখটা। ‘অ্যাটাকটিকায় সব জাহাজের পরম শক্তি—বফ। কিন্তু তাতে কি? থোর্স্যামারকেও তো ফেস করেতে হবে বিপদটা। এ এক ধরনের চ্যালেঞ্জ, প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ—কে উত্তর থেকে পারে তাঁই পরীক্ষা—দেখাই যাক না…’

অপেক্ষাকার পালা শেষ হলে ওদের। চোখের পলকে অদ্বৈত কেটে গেল, নিষ্ঠুরভাষায় তাঁকে উক্তবার সাদা আলোর বন্ধ। চোখ ধারানো আলো দেখে বিমিত হলে না ওরা কেউ। মুখ হয়ে পড়ল সবাই আলোয় ফুটে ওঠা সামনের বিমিতকর দূষণটা দেখে।

রানা যা দেখেছিল পলকের জন্য থোর্স্যামার থেকেও কেউ তা দেখেছিল। তা না হলে এত তাড়াতাড়ি আকাশে স্টারশেল ছাড়ার কথা নয় ডেভিয়েন্টায়রের।

বিশাল স্থিতিশীল এইমাত্র যেন উঠে এসেছে সাগরের তলা থেকে, আকাশের গায়ে মাথা ঠেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারা গায়ে রঙের চমক মেখে। রানার মুখ হবার অন্যম কারণ, এতবড় বরফের পাহাড় এই প্রথম দেখেছে ও। মাটি দুটো দিক দেখা যাচ্ছে হিমশৈলের। অডাল থেকে সাড়ে তিন মাইল হলে লম্বায়, আকাশের দিকে ঝাড় হয়ে আছে হিমালয়ের সুযোগ হিমালয় ফিট। অ্যাটাকটিকায় বিজ্ঞ থেকে গ্যাস বোনের মালার মত দুলতে দুলতে ধীরবেগে নেমে আসা স্টারশেলের আলোয়

বিদায়, রানা-১
বরফের প্রকৃতো পাহাড়ভাটকে অতুল সন্দর এবং আশ্চর্য দেখাচ্ছে। আড়াই তিন মাইল লম্বা প্ল্যাটফর্মের দান প্রান্ত থেকে পৌঁছে একমাইনের মত জায়গা নিয়ে পাহাড়ের প্রধান অংশটি আকাশে মাথা তুলেছে। মূল দেহের দু'পাশেই সারি সারি বুলছে অসংখ্য হাত। কোন কোনটা নিকি মাইল চওড়া, মূল হিমশৈলের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। বা দিকে তারি বিস্ময়কর। প্ল্যাটফর্মের উপর সৌদি বরফের একটা উচু মঞ্চ। আধুনিক সঠিক রূপের ক্রমে উঠে ওঠে ক্রমে, খানিকক্ষর এভাবে অনুমান হতে যাচ্ছে না ওদের চেয়ে, আড়াই ভিতরের দু'শ্রুমান খাড়া পাঁচটা মুন্ন মেরুদণ্ডের উপরই তুর করে দীর্ঘ যাচ্ছে আট বিশুদ্ধ অবস্থায়। রঘুরাম ও অন্য রকম, মিল নেই মূল দেহের সাথে। উচু মঞ্চটা গতিতে ঘন সবুজ। পাঁচটা যেখানে খাড়া হতে ওঠে ক্রমে সেখান থেকে মাথার কাছে পর্যন্ত হলুদ, মাথাটি ঝলমল জরিম মত সুনালী। পাঁচটা হিমশৈলের সারি সারি বুরির ফোকে একটা ছোট লেক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, টলমল করছে নীল জল।

‘ও গড়! কি কুদরত!’ অক্ষুন্ন বিশ্বাস প্রকাশ করল স্যার ফ্রেডারিক, পরক্ষে থোর্সহ্যামারের কথা মনে পড়ে গেল তার। ‘যাহ, ফেলছ বুলিয়ে দেখে। টার্ন আয়োয়ে। টার্ন আয়োয়ে।’

‘নয়! হবে না উভয় দিন রানা।’ আইসবার্গের ওখানে রয়েছে সে। এদিকের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।’

‘কিন্তু রাডারে ধরা পড়ে যাব আমরা।’

‘আইসবার্গটা,’ বলল পিয়ারো। ‘বোকা বানাবার জন্যে যথেষ্ট রাডার আক্ষেপস পয়ন্ত করছে।’

‘রাডার আক্ষেপস মানে?’, স্যার ফ্রেডারিক বিশ্বাস সাথে জানতে চাইল।

‘বরফ, বিশেষ করে চন্ডি বরফ অসংখ্য ধরনের প্রতিফলন নৃষ্ট করে রাডারের,’ বলল পিয়ারো। ‘আমরা আক্ষেপস বলি ওদেরকে।’

‘আমার যেন কাছে চাইতে বেঁচে দেয়া হলো চারিকল, স্টার্চোনের আলো ঠাঁচে রয়ে ফুরিয়ে যেতেই। রেবেকা দাড়িয়ে আছে রানার পাশে, গা ঘেঁষে। ’এই ধরনের জিনিসিই মানুষ একবার দেখলে নারাজীবন মৃত্যু রাখে। আমি জানাই না এইটা উত্তরেও আইসবার্গ আেনে।’

‘কেনমনেও এজভাড় আইসবার্গ দেখিনি,’ বলল রানা। ওদেরকে চেয়ে সবক দশশূ বড় এটা আকারে।

বিজ্ঞের স্টারবোর্ড উইং থেকে পিছন দিকে তাকা রানা। থোর্সহ্যামারের কোন চিহ্নই নেই। রাতটি অশ্বারোহে একটা অস্পষ্ট বিদ্বদ্বে দেখতে পেরে না। জ্বালালা বদ্ধ করে দিয়ে গলহার্ডের পিছনে এনে দাড়ি ও।

‘কিন্তু নাও কাচারদের আশ্চর্য দু'হাতার সাথে কথা বলছে রানা, গলার বয়ে বনেই বোধ গেল চূড়া নিয়ে নিয়ে ফেলেছে ও। ’স্টিয়ার‘ পিয়ারোর
চেঁখে চোখ রেখে দৃষ্ট হিসাব করে নিল রানা। ’স্টিয়ার ওয়ান হানড়েড ডিগ্রীজ।

১০

বিদায়, রানা-১
এইট নটস।
গলাহার্ডির হাতে ঘূরতে লাগল চরকির মত হইল। রানার সংকিতে নির্দেশেই যা কিছু জানার জেনে ফেলেছে সে।
'টেডি অ্যাজ শি গোজ।'
'ইয়েস-ইয়েস, ইয়েস-ইয়েস...!' কী এক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে
গলাহার্ডি, মাথা দোলাচ্ছে আপন মনে।
বাক নিয়েছে অ্যাটার্কটিকা, এখন এগোছে দক্ষিণ দিকে।
'ওয়ান হানড্রেড ডিগ্রীজ,' বলল রেবেকা। 'ডেস্টিনেশন?'
রেবেকার চোখের অতলতলে দৃষ্টি রেখে অক্ষুটে কিন্তু দৃষ্ট গলায় বলল রানা,
'বেটে আইল্যাড!'
বিদায়, রানা-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৮

SUVOM

এক

ভীষণ অঞ্চল, বিশাল ঢেউ আর তীবৃ ঘোর। এই তিন শক্তির সাথে আয়ানাকটিকা আর চারটি ক্যাচার তিনি নিন ধরে মরাত্মক যুদ্ধ করে এসিয়ে যাওয়ার পথ করে নিল দক্ষিণ দিকে। আজ চতুর্থ দিন, শান্ত নমাদি ঝলমলে সকলের আকাশ। বাতাস বিতর্ক পড়েছে। কিন্তু ঢেউয়ের আকার ও গতি দুই-ই আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে তারা আসছে দল দলে, একের পর একে। ড্রুক্স প্যান্সেজ থেকে উড়ে আসা ঝড়ের মাঝখানটা সরে গেছে উঁচুর এবং পূর্ব দিকে। সেটা এখন সাউথ আফ্রিকা মেনলোকের উপত্যকাগুলোর হামলা চলাচল পথে রয়েছে বলে অনুমান করছে রানা।

গলাকী ছিলে। বিজে দাঁড়িয়ে আছে রানা। টার্বোভার্স বো-এর খানিক তকাই একটা মাটি অনেক ধরে রয়েছে, পুষ্টা ছাড়ছে না। গতীর, গতির শব্দ আসছে রানার কানে। গ্রাহার, পার্সে ফ্যামিলির মাটি, এইরকম মোটা গলায় কুকুরের মত শব্দ করে।

ফ্যাক্টরিনের রিয়ার-গার্ডের মত ছড়িয়ে আছে পিছনে চারটি ক্যাচার।

সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে ওয়াল্টারের অরোরা। অন্যান্যের চেয়ে সবদিক থেকে তাল জাহাজটা। বক্কারের নাকের মত হিসেব আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঢেউয়ের সাথে লড়ে যাচ্ছে তার বো।

মাথাভাবী, চাপ্তা মুখের কাছেই হার্পুন গানটা, তারুণ্যগুলি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে মারাশ্ট্রাকার।

ফ্যাক্টরিনের পোট বীম সাইডে দুর্বলে সে, যেন হাইজ্যাম্প দেয়ার আগে কিছু হয়ে প্রস্তুতি নিষে, তারপর ঢেউয়ের মাথায় চড়ে ফ্যাক্টরিনের বিজের নিচে ডিডা করে থাকা হেয়েটিং মেশিনগুলোর উচ্চতা বর্ণন উঠে আসছে।

রানা ছবি দেখতে পাচ্ছে ঢেউয়ের ওপর অরোরার মাঝের মাঝাটা। হার্পুনগানের কেবলগুলো জড়িয়ে রয়েছে বলে লম্বা ফ্যান্টার মাটির হকনালোকে দেখাতে শিখে বিশাল আকৃতির শিপিং রুডারের মত।

নিচ থেকে যখন উঠছে ঢেউয়ের গায়ে চড়ে, হেয়েটিং কেবল জড়িত তিনকালা রোডারে রাখা দেয়ে হ্রিষ্কোনা আকৃতির একটা জলপ্রাণ হয়ে নেমে আসছে প্লানিং ডেক থেকে।

পুরোপুরি বদনে গেছে সাগরের রঙ। ট্রাস্টের পানি ছিল রঙ্গ নীল, তা এখন নোংরা পাঁচ। শিপিং রুডের কাহু থেকে অনেক দূরে সবে এসেছে ফ্রীটা, রোডিং ফর্টিকের সীমায় নানাপ্রকার করে রুক করছে আজ সকাল থেকে।

ফ্যাক্টরিনের মত ঔদ্যোগিক, ট্রাস্টেনিং কেনেন চারটি বিশাল প্লাটফর্মে, রোডিংর খাদের বোস্ত্রোল এবং মাস্তকে বেধে রাখা তারি ইস্পাতের কেবলগুলোকে ঢেউয়ের মাটি থেকে চুম্ব এসে অনবরত ভিজে দিয়ে যাচ্ছে অম্ম।

৯২

বিদায়, রানা-২
ঋষি বৃষ্টির মত পান। দিকহারা একটি আলোকটিন চলচ্ছে ওদের সাথে সাথে। মেলে দেয়া পাখার তৈরি, রানা আনমান করল, বারো ফিটের কম না। বাতাসকে অনায়াসে পেশ মারিয়ে বালাসের পিঠে চড়ে ফ্যাক্টরিশিপের নাকের উপর ভেঙে আছে সাদা একটা মুম্বারাঙের মত। তার উপপ্রীতির তাপমাত্রা বৃষ্টি অস্বাদ হলো না রানার। এটা দক্ষিণ, তারই সাইনবোর্ড পাখিটা।

বাবি তিনটে ক্যাচার স্টারবোর্ডের দিকে। চিমের পর আরও অনেক দূরে কোনোটে আর ফাগুনন। ও-দুইকে মারেমের দেখা যায়েছে বিজ থেকে।

'যারই তৈরি করে থাকে,' মথা বাঁকিয়ে অরোরাকে দেখিয়ে মত্য্য করল গলাহর্ডি, 'মজবুত বেটে জাহাজটা, কি বলে?'

'স্মৃতি দক কোম্পানি, মিডুলসরো,' বলল রানা অনন্যনন্দভাবে। 'ওরই সবচেয়ে ভাল তৈরি করে।' ভয়ের মধ্যে রয়েছে রানা, অরোরার কথা ভাবছে না।

রূপের ভিতর উদ্ভ্যের শীতল একটা স্পর্শ অনুভূত করছে ও।

ট্রিস্টানকে পিছনে ফেলে রেখে আসার পর এমন সব ঘটনা ঘটেছে যাতে দুঃখিত না হয়ে পারে না। থোর্নহায়ামারকে সাফল্যের সাথে কাটি মেরে পালিয়ে আসার পর স্যার ফ্রেডারিক ও কাহ থেকে, আনুষ্ঠানিক তাঁকে না হলেও, প্রকারভাষা কেড়ে নিয়েছে কম্যাঙ্গ। কথার বরখালাপ করতে এটিকে বাধ্যনি তার। তাকে উসাহ এবং সাহজায় স্যাপেছে ক্যাস্টেন দোনেভান জার্কো। স্যার ফ্রেডারিকের নিদর্শে জার্কো আমাকে কোর্স অংশগ্রহণ করছে। দুঃখিতার সরচেয়ে বড় কারণ রানার এটাই।

রানার চাঁদগুলো সমকে স্যার ফ্রেডারিকের অস্বাভাবিক কৌতুহলও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন তার পাঁচটা কথা মধ্যে দুইটিই চাঁদ সমকে প্রথম দিকে কথা গলেছে, প্রশ্নকৃত্তে কোথায়; এখন খোলাখুলি নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছে।

থোর্নহায়ামারকে থোকা দিয়ে ভেগে আসার কাজে রানা নেতৃত্ব দিলেও সে- সময়ে স্যার ফ্রেডারিকের চোখে মুখে উড়নার মে কাপড় ও দেখছে তা ভুলতে পারছে না কোনমতে। কি চাইছে লোকটা? কোথায় যেতে চাইছে? ওয়াল্টার তার নিজের লোক, তাকে হাত বাকি লিনজন হোয়েলারকে কেন সে থোর্নহায়ামারের অস্তিত্ব জানাতে চাইনি। তারপর, পিরো। কি কাজ তার ফ্যাক্টরিশিপে?

উৎসাহে ভাটা পড়েছে রানার। সাধারণ সাগর থেকে বুনো উইলিয়াম সাগর এলাকায় প্রবেশ করছে ওরা এখন সীমানা পরিমাণে, যেখানে ওর মোস্তার কথা আলাবাইন ফুটের সেকেন্ড প্রথম। দিকচিহ্নিত অতীত উইলিয়াম সাগর এবং আইস কর্নিন্টে থেকে থেকে আসা এক একটা হিমালয়ের মত ঢেউ দেখে প্রথম দিকের সেই আগ্রহ ও উদ্দেশ্য উঁচু গেছে ওর মন থেকে। প্রায় অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে ওর বিপুল মামুখে এই সাগর থেকে কিছু খুঁজে বের করা।

গলাহর্ডি ওকে আরও ভালিয়ে তুলেছে। ট্রিস্টান থেকে রওনা হবার দুর্দিন পর রানাকে সে জানায় ফ্যাক্টরিশিপে তাদের সময় কাটিয়ে তাদের আর দাবা খেলে।

সম্প্রতি নাকি তারা নিয়ন্ত্রিত করে, উল্লেখ করার মত নয়। রেকর্ড সংখ্যক মাছ ধরা।

বিদায়, রানা-২

৫৩
হবে অথচ ধরা, কাটা এবং সর্করার জন্য বাবা নেয়ার কোন উদ্দেশ্যই নেই কারও মধ্যে। গলখাদির ধারণা, সায়র ফ্রেডারিক রানার কাছ থেকে সর্বচেয়ে পুরানো চাটাটা হাত করতে চাইছে। সে বার বার এসে কোন দিয়ে প্রকাশ করে সে যে রানা ও কেবিন থেকে চাটা নিয়ে এসে গলি হাত পর্যন্ত পরিক্ষা করে দেখতে বাধ্য হয়েছে। তাই তোপে চাটা দেখতে যে কিছু সুবিধে হয়েছে, তা নয়। সায়র ফ্রেডারিকের উদ্দেশ্য রহন্যাবৃত্তি রয়ে গেছে ও কাছে।

ওদিকে, আরেক রহস্য হয়ে রয়েছে রেবকা। যদি বা কখনও নে বিজে এসেছে, রানার কাছ থেকে দূরত্ব তাতে একটুও কমেনি, বর্ণ বেড়েছে। কাছ থেকেও রেরিখায় মনে হয়েছে আতন্ত দূরের। আবারও সম্পর্কে এই একটা প্রশ্ন করেছে, বেশিরভাগ সময় তাও না। তবে একটা জিনিস চোখ এড়াইয়নি রানার—ওয়ায় ততই ঠাণ্ডা পানির দিকে এগোচ্ছে ততই যেন অবস্তি বোধ করেছে রেরিখায়।

গতদিনেই সদ্যহের কিছুটা অবসান ঘটছে রানার। গলখাদির কথাই ঠিক, সায়র ফ্রেডারিক রানার কাছ থেকে কিছু হাত করতে চায়, সত্ত্বা পুরানো চাটাই। গতদিনে বিজে থেকে কোনিনি গিয়েছি রানা একবার। তিনবার টোকার সাথে সাথে ও বুঝতে পারে কেবিনটাকে সার্চ করা হয়েছে। কেবিনের কোন জিনিসই একাধারে থেকে সরিয়ে আরেক জানাগায় রাখা হয়নি, আরের মতই আছে সব, কিন্তু অবশেষে রন্ধন পড়ে না এমন কিছু ক্রটি যেন পরিক্ষার দেহতে পেল ও মনের চোখ দিয়ে। পুরানো চাটা কেবিনে নয়, ছিল বিজে। অন্যতম বাগানটা, যেটাকে চাট-কেন হিসেবে ব্যবহার করে রানা, আরের জানাগায় অর্থাৎ যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পাওয়া ও, দেখে মনেই হয় না এটা কেউ টাঁটিয়েছিল। ব্যাপারের ফিটেটা ছিল টোবিনের উপর গোল্ড মালার মত বিভাজন, কিন্তু রানা দেখতে সেটা গোল্ড না, হরপনের আকৃতি তারিখ করে রেখেছে।
আর কোন সদহে বইল না ওর মনে।

বিকার জাকেটের ইনার পকেটে থেকে চার ভাজ করা পার্চমেন্টের টুকরোটা বের করল রানা। ভাজ খোলার সময় মৃদুমুড় করে পাঁপড় ভাঙার মত শব্দ হতে গলখাদি ফিরল ওর দিকে। আর একবার পুরানো চাটা দেখে বুঝতে চেষ্টা করল রানা, তবে তিন সহজে সায়র ফ্রেডারিক। ‘কি আছে এর মধ্যে? কি এমন আছে যা ওর চোখে পড়েছে না?’

‘ফর গড়ন সেক, রানা!’ গলখাদি চাৰু করে বলল। ‘কোন সাহসে ফের বের করেছ ওটা তুমি? লুকাও, লুকিয়ে ফেলো তাড়াঠাড়া! ফ্রেডারিক বা পিরো যদি এসে পড়ে তখন কি হবে?’

‘তুমিয়ের হাতে দেখেছ তুমি, গলখাদি,’ বলল রানা। ‘তুমি যা ভাবছ, এটা অনেক কোন ওকুপুর্ণ জিনিস নয়।’

‘স্থানীয়া ধরে তো একবার,’ সরে গিয়ে বসতে দিল রানাকে, তারপর বলে সে দিল সায়র ফ্রেডারিকের কেবিন আর রেডিও রুমে যাবার দরজাটা।

‘গল্ড তিন দিন ধরে মাথা তো আর কম যামায়ন না,’ বলল রানা। কিন্তু
বুধবার কি? কতু! আঠারোশা পঞ্চিশ সালের পুরুষো, বান্তিল, ইন-এক্সিউরেট বড়ো আইল্যাঙ্কের একটা মায়, এর সাথে উনিশো সাতাহারের একটা হোয়েলিং এক্সপিডিয়নের কি সেল্ফর?

লাইক আলেহাদের পার্টিন্টের বার ফেটে উপর রেখে তার হয়ে এমন অস্য, একটা উপর দিয়ে আর একটা চেত খেলানো রেখে এমনভাবে এদিক ওদিক চুটি গেছে, মাঝামাঝি আলেহাদের হার মানুষ। দুটো মাজি নাইনো দুঃখ শুনে অতি উপর অস্য রেখে, আর ডান হাতের উপরের কোনা থেকে ঘুরু করে মাঝখান পর্যন্ত আকাশ একটা রেখা। বুধবারের নিচে ও অশ্বত্তর্ণ একটা মাজিনান কুলের বিপ্লব দিকে, যেখানে লেখা রয়েছে, ‘ফিফট নো ক্যুইজ সাউথ,’ পাশাপাশি তেনতে হেঁট। আরও খানিক নিচে আর একটা উপর, লেখা রয়েছে ‘রক।’ চার্টার তাপের এবং মূল যে কি তা রানা অনেক চেটা করেও বুঝতে পারেনি। এখন ও এইভে দুর্ঘ লেখ যে জন ওয়েলারবাইবের কাছ থেকে নেয়ার সময় এ সেল্ফর্ড প্রাপ্ত করে যা জানার জন্যে নেয়ানি কেন। এটা ওয়েলারবাইবের সীমার স্প্রাইটির লা এবং ট্রাক চার্ট, যে স্প্রাইটি বড়ো আইল্যাঙ্ক পন্তাকল্লার করেছিল ১৮২৫ সালে।

স্প্রাইটির মাটিয়ার, ক্যেটন জার্নাল শুধু যে চার্টার তৈরি করেছিলেন তা নয়, নির্দিষ্ট তিনি কেন্দ্রে একাডেমিতে ছিলেন।

‘মাপারা বড়ো আইল্যাঙ্কের বড়,’ বলল গলাহার্ড। ‘কিন্তু শুধু কি বড়ো আইল্যাঙ্কের? তুমি জানো, তা নয়। তেতুরিক তা অগুণ করে নিয়েছে।’

‘থাম্সপন আইল্যাঙ্কের কথা বলতে চাইছ?’

‘হ্যা। তাই বলতে চাইছি আমি। থাম্সপন আইল্যাঙ্ক।’

লবনে থাকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল রানার। রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এবং ইয়ামারানটি, দুজায়গা থেকেই ওকে বলা হয়, ভুলে যায় থাম্সপন আইল্যাঙ্কের কথা।

কিন্তু তোমা কি এতে ভয়? থাম্সপন আইল্যাঙ্কের ইতিহাস জানা আছে রানার। আর এতে বলা কি ত বলা যায় না, কিন্তু রানার যে একটা অভিযান প্রিয় মন রয়েছে, অজানাকে জানার দুর্দমনীয় এক আগুন। না, ভুলতে আমি পারিনি। বিদ্রুপ করে উইলিয়াম করল রানা। শর্তগুলো যে ভুলে গেছে ও, তা নয়। যেতে হবে একা, যদি কখনও যেতে চাও। ফিরে এসে আর কাউকে বললে পারবে না তার কথা, যদি গেলে কোনোদিন ফিরে আসতে পারো। কেন? এমন উল্টো শর্তের কারণ? কোন কারণে নেই… না, আছে—তবে তা আগে তাকে জানানো হবে না, জানতে পারবে যদি কোনোদিন ওখনে পৌঁছতে পারো।

একা যেতে হবে—এই শর্তটা যে কোন অভিযাত্রীকে নির্ক্ষাহিত করতে যেতে কিন্তু না, রানার কাব্য তা ঘটেতে। বরং কৌতুহল আরও বেড়েছে ওর। কি আছে থাম্সপন আইল্যাঙ্কে? জানার জন্য বুকের ভিতর ছোটফট করছে রোমাঙ্ক প্রিয় মনটা। জানে, একা যাতে সত্য নয়—তবে, কৌতুহল আর ইচ্ছা তাতে পোশ মানেনি, আরও যেন রোজা হয়ে উঠেছে। প্রস্তুত মনে জাগলেই ইতিহাসটা যেন কথা কয়ে ওঠে ওর কানে কানে।

বিদায়, রানা-২

৯৫
ফ্রেঞ্চান বডেট দীপটাকে আবিষ্কার করেন, তারপর প্রায় এক শতাব্দী এর কোন সময় পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করেন দীপটাকে ক্যাপেটন নোরিশ। তিনি আরও একটি সিঙ্গল এক্সারিক করেন, যা ফ্রেঞ্চানের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল: ফিনিক্স লীগ বা পুরোহিত্ত মাইনিন, বডেটের উত্তর-উত্তর পূর্বে আর একটা দীপ। ক্যাপেটন নোরিশ এই নতুন দীপটার পরিচয় নির্ধারণ করেন। তারই অর্থিত্তনাল লগ খোলা রয়েছে এখন রানার সামনে।

ফিন্ড্ট তারপর আর কাগজপত্র থম্পসন আইল্যান্ডের কোন সময় পাওয়া যায়নি, ক্যাপেটন নোরিশের আবিষ্কার, প্রকৃতি কারণটা জানা না সে গেলেও, তবুও আলোড়ন তুলেছিল সে যুগে। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে মানুষ থম্পসন আইল্যান্ডকে নিয়ে বিচিত্র ধরনের জন্মন-কল্পনা করেছে। বিভিন্ন জাতি এবং দেশ তাদের সেরা জাহাজগুলোকে বিষয় বর্ণিত করে সাধারণ নারিকেদর হাতে ছেড়ে দিয়েছে থম্পসন আইল্যান্ডকে আরো সুখে বের করার জন্য। মাটি সবচেয়ে আগে ছিল নরওয়ে। নরওয়ের লার্স স্লোনেনেন উন্নয়নে সীমান্ত বিষয় বিশেষ করে বাড়িটির আশানুরক্ত চেয়ে বেড়ায়। ওই এল্যান্ড হ্যানে হয়ে যেতে যেতে এর আর এর, বিভিন্ন জাতি। পাওয়া যায়নি থম্পসন আইল্যান্ডকে; জার্মান, অমেরিকান এবং দ্রুত ও জুরাইচগুলো ছিল হ্যানে একের পর একে। মহাত্মাকাহারা ছোটকাটুকু একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় অবশেষে।

সামনের ক্রমণ্ড থেকে চোখ তুলল গলাভিটি। কিন্তু মুখ খুলল অনেকক্ষণ পর, 'মেজর জেনারেলই একমাত্র জীবিত বাহ্য, যিনি থম্পসন আইল্যান্ডকে নিজের চোখে দেখেছেন।'

'হা,' বলল রানা। 'কিন্তু ব্যাপারটুকু নাটকীয় করে তোলার কোন মানে হয় না। মিটিভরকে অক্রম করার ঠিক অপেক্ষাকৃত বুঝতে বুঝতে বলে যেতে পারেন, 'রিপোর্ট করল রানা বাকের একটা অংশ, 'মন হয়েছিল অর্থাৎ তিনি নিজেও পুরোপুরি শিও না। তার কথা কেউ বিষয়বস্তু করেন। তাচ্ছি কেবল একই কথা বলল হয়েছিল যা বলার হয়েছিল নোরিশকে, তিনি দ্বিতীয়বার যখন দীপটাকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন, হয় তিনি বড় একটা ইন্সার্বার দেখে লাখ বলে চিনতে তুলে করেছেন, না হয় সাধারণ একটা ওয়াটার-কাই ছিল না। জিনিসটা কি জানা চানি?'

'বাষের পাতার ওপর প্রতিফলিত হলদে আলো, বিস্মৃতি করে বলল গলাভিটি। 'কিন্তু মেজর জেনারেলের মত অমন একজন মানুষ এই ধরনের সাধারণ একটা তুলে করনেই—নাট, মনে নিয়ে। মন চোখ না।'

কৃত্রিম একটা শীর্ষাঙ্গ ছেড়ে হাসল রানা। 'মনের কথা বলেছ। বুড়ো দেখেছে ল্যাটাই, এটাই বিশ্বাস করতে চাই।'

'আর কারণ,' গলাভিটি রানার চোখে ভারসায় দৃষ্টি রেখে বলল, 'বিশ্বাস না করলে যে নিজের মধ্যে ওদিকে যাবার উৎসাহ পাবে না। অথচ তুমি দীপটার ইতিহাস জানো, জানো কত বড় বড় না বিভিন্ন দীপটাকে যুক্ত পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তবু তুমি কোন আশায় যে ফ্রেঞ্চানের মত একজন হলো বিড়ালের

৯৬

বিদায়, রানা-২
সাথে হাত মেলালে, বুঝি না বাপু। লোকটা নাবিকও নয়, অভিযাত্রীও নয়—সে কিভাবে পারবে ধ্বংস আইল্যাডেকে খুঁজে বের করতে?

'তেমন তাই ধরোনা বুঝি—?'

'হীঃ,' বলল গলাহারি দৃঢ় গলায়। 'ও বাটা ধ্বংস আইল্যাডের পিছু লেগেছে।'

এদিক ওদিক মাথা দৌলাল রাখা। 'দূর! ধ্বংস আইল্যাড আবিষ্কার করতে চাইলে এই লুকোচুরি খেলার কি দরকার?' বলল রাখা। 'সে যে মরিশানের লোক, এত ঝামেলা না করে লভনের একটা মিষ্টি ঃ রশ্মি ধ্বংস আইল্যাড আবিষ্কার করতে চাইছে সে, জান ডজন ওন্দাদ নাবিক আর এদিককার পানি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছুটে যেত তার কাছে। তাছাড়া, ধ্বংস আইল্যাড আবিষ্কার করার জন্য এতবার ক্যাচারের কি দরকার? একটা জাহাজ হলেই তা চলে।'

'তেমন ওই চার্ট তুমি লুকিয়ে রাখো, বাস,' বলল গলাহারি। 'এর বেশি আর কিছু চাই না আমি।'

'ধ্বংস আইল্যাডের সমস্যা কি মূল থাকতে পারে ফ্রেডারিকের কাছে?' বলল চলল রাখা। 'বুঝি আমাকে এ সম্পর্কে সব বললেছ। সাগরে কোথাও যদি নরক থেকে থাকে তা ওখানেই আছে। ভুলে থাকা একটা পর্বতশ্রেণীর জেগে ওঠা মাথা বে তো কিছু নয়। পরিবেশের কথা তার একবার! শুধু ঘরে, শুধু ঠেকে, শুধু বরফ,—চার্টকে হিস্টরিয়া আকাশ বিশাল সাপর, তার মাঝখানে ছেড়ে একটু মাটি। একা, প্রাণ ইহা, নিংস—কেটে যাচ্ছে দিন, মাস, বছর, দুশন, শতাব্দী। কি থাকতে পারে? এমন কি ওখানে আছে যা ফ্রেডারিকে টাকার সাহায্যে আমন ধরিয়ে দিতে প্রস্তুত করেছে না, গলাহারি। ধ্বংস আইল্যাড নয়, লোকটা অন্য কিছু পেতে চায়।'

'কিন্তু ওই লগে তোমার কাছ থেকে চাইছে ও,' বলল গলাহারি।

'বিশ্বাস না হয় তুমি নিজেই দেখো। চালনায় করছি, কিছুই পাবে না এতে।'

অধুন দুটিতে দেখে আছে গলাহারি রাখার দিকে। 'ধ্বংস আইল্যাড যারা দেখতে তাদের মধ্যে একমাত্র জীবিত আছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, আর তুমি, রাখা, সেই রাহাত খানের কাছ থেকে এসেছে—নিচুই মেজর জেনারেল ধ্বংস আইল্যাড সম্পর্কে কিছু জানেন তার সবটিকে বললেন তোমাকে।'

'হয়তো,' বলল রাখা। 'কে জানে, অনেক কথাই তিনি হয়তো গোপন করে গেছেন। একটা কথা যে গোপন রেখেছেন তা তো তুমিই জানো। ধ্বংস আইল্যাডে কি আছে তা তিনি জেনেছেন তাঁর বন্ধু জন ওয়েয়ারবাইয়ের কাছ থেকে, জন ওয়েয়ারবাই জেনেছিলেন ক্যাপ্টেন নোরিচের কাছ থেকে। জেনেও বুঝেন আমাকে বললেন।'

'কিন্তু বললেন কি বললেন তা আর কেউ জানবে কি ভাবে?' বলল গলাহারি।

'ফ্রেডারিক মনে করছে তুমি সবই জানো। সেজনেই হয়তো তার কাছে তোমার এত দাম। ধ্বংস আইল্যাডে কি আছে তা হয়তো অনুমান করে জেনেছে সে,'

৭—কিদায়, রাখা-২

৯৭
তোমার কাছ থেকে কনফারম্ড হতে চায়। কিংবা এমন কিছু আছে বলে সে জানে যা সংগ্রহ করতে হলে তোমার সাহায্য দরকার। অথবা থ্রন্সপন আইল্যাঙ্ডে যা আছে তা অভাব মূল্যবান, সে জানে, কিন্তু দীপটাকে খুঁজে বের করতে হলে তোমাকে তার চাই-কেননা, মেজর জেনারেলের কাছ থেকে তুমি জেনেছ ঠিক কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে থ্রন্সপন আইল্যাঙ্ডেকে।

হেসে ফেলল রানা। 'তা আমি জানি না।'

গলাহারি গলা। 'হয়তো জানো, হয়তো জানো না। কিন্তু ফ্রেডারিক তাঁবে, তুমি জানো।'

'সেক্ষেত্রে, তুমি, গলাহারি জানো—তা কেন সে ভাবছে না? তোমার গ্রেট-গ্র্যাভটফার্ডারও তা পিয়েছিলেন, নিজের চোখে দেখেছিলেন থ্রন্সপন আইল্যাঙ্ড।'

'কি! কি বললে?' গলাহারি প্রায় লাফিয়ে উঠল ক্যান্ডরের মত। 'আমার গ্রেট-গ্র্যাভটফার্ডার থ্রন্সপন আইল্যাঙ্ড আবিষ্কার করেছিল? রানা, বুক্সরীনায় আর ওয়ারানার নেশায় ধরেনি তা তোমাকে?

'তুমি জানো না,' বলল রানা। 'কিন্তু আমেরিকান সীলার ক্যান্ডন জোসেফ ফুলার তোমার গ্রেট-গ্র্যাভটফার্ডার ছিলেন। ব্রিটেনে যায়ার প্রথম বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তার রক্ত তোমার শরীরেও বইছে।'

'মাথাটা বিগড়ে দিলে তো। তাই তো বলি, থ্রন্সপন আইল্যাঙ্ডের কথা মনে হলেই রক্ত কেন চর্চা করে ওঠে!

লতনের ফ্যাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটে গলাহারির গ্রেট-গ্র্যাভটফার্ডারের বন্ধু এবং অধিধারের সম্মুখীন ফ্রান্সিস আলেন মে লিখিত বিবর্তিতা পেশ করেছিল তার প্রতিটি অক্ষর মনের পোস্টয় গোথা হয়ে আছে রানার।

'ক্যান্ডন জোসেফ ফুলার, অব নিউ লতন, নাউ (1904) লাইটহাউজস্ট্যান্ট আট স্টেনটন, সার্বিড ইন দা ইউনাইটেড স্টেটস নেভি ডিউরিং দা সিন্টিল ওয়ার আয়ার্ড আর্স্ট্রারওয়ার্ড্স রিপোর্টস ওয়েস্ট সিংস আয়ার সী এলিফাঁষ হাফিং ইন দা আন্টার্কটিক। ইন 1893 ইন দা ফ্রান্সিস আলেন, হি স বেডেট আইল্যাঙ্ড, আয়ার হি সেড থ্রন্সপন আইল্যাঙ্ড বিয়ারিং আয়ার ইট আইল্যাঙ্ড বেডেট, বুট হি কুড় নট ল্যাড অন আইল্যাঙ্ড অন আয়ার ইট আইল্যাঙ্ড, উইল আয়ার ফি।

ঠাঁচ শেষ হয়ে গেলো গলাহারি। আচ্ছা প্রক্লান্ত লোকটার, ভাবল রানা।

নিচ্ছায় কাও পায়ের শব্দ পেয়েছে। টেক ইট! মাথা নেড়ে ইইল্যাঙ্ড দেখাল সে রানাকে, চাপা পেরে কল, 'রক্তে আমার হাতে দাও।' রানা বাধা দেবার আগেই তুই মেরে কেড়ে দিয়ে স্প্যাইটের লাগ্টা ভাঙ্গ করে টুকিয়ে দিল নিজের উইলেরকের ভিত্তি। সেই রকম ক্ষতার সাথেই হুলে দিল দরজাটা।

সময় মতই দরজাটা খুলে গলাহারি, প্রায় সাথে সাথে ভিতরে টুকব সার ফ্রেডারিক। বুক্কা চোখের কৌতুহলী দৃষ্টি রানার দিকে ফেলে জানতে চাইল।

'ক্যান্ডন, সেই সাথে কোয়ার্টার মাস্টারও নাকি তুমি?'

বাঁধ ঝাকাল রানা। 'যে পথে এগচ্ছি তাতে হইলে দুর্জন মানুষ দরকার।

98
কিছু একটা কুরে খাচ্ছে ফ্রেডারিককে, ভাবল রানা। বিরক্ত, বিষাক্ত সাপের গল হয়ে আছে মেজাজটা। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'
ফ্রিটা বিপদের মধ্যে নাক গলাচ্ছে—বড় ধরনের শন বিপদ, নাক যেখান থেকে বের করা সম্ভব হবে না।
হইল্টা আবার ধরল গলহারি।
'ছোট একটা ফিশারিজ প্রোরেকশন ডেজটিয়ারকে যদি তোমার ভয় লাগে...,'
কুল করল সার ফ্রেডারিক।
তাকে ধারিয়ে দিয়ে, 'ছোট নয়, সবচেয়ে বড় ডেজটিয়ারকে ভয় পাচ্ছি আমি, যার নাম বরফ,' বলল রানা। 'আমাকে জানতে হবে থোর্স্যামার এখন কোথায় এবং কোন কোর্সে সেট করেছে সে তার পিয়ারিজ। আমাদের কোর্স ডেড রঙ। আমি উল্লাস দিকে যেতে চাই।'
আবার বেঁটে নে ফুটলোস্যার ফ্রেডারিকের চোখের সাদা জিমতে। 'না। এই কোর্স মেনেটেইন করতে হবে তোমাকে এবং থোর্স্যামারের পথ থেকে দুরে রাখতে হবে। থোর্স্যামারের পিয়ারিজ সর্বশেষ D/F বিয়ারিং দেখে বোধ হয় যে দুটো জাহাজ দু'পথে যাচ্ছে। থোর্স্যামারের সী-প্লেন আছে, স্বাভাবিক, কিন্তু খুব ঠাড়াতাড়ি আমরা তার রেজিস্টার জানতে চেনে যাব।'
'পিয়ারিজ দু'দিন আগের পূর্বার্ধে,' বলল রানা। 'এর মধ্যে কি ঘটেছে জানবি কিভাবে?'
বিরেজের ফোন তুলে নিল সার ফ্রেডারিক। 'কার্ল! বিজ! অ্যাটওয়াস। আরেকেও সাথে করে নিয়ে এসো।' ফিরে এল সে রানার কাছে। 'তাহলে মায়ানা বরফকে তুমি ভয় পাচ্ছি, না? ছিল না।'
'হ্যা, ভয় পাচ্ছি,' বলল রানা নিজেকে যথাসাধ্য শান্ত রেখে। 'তার কারণ, আরাজ্যটা এখন আমাদেরকে নিয়ে অ্যাটওয়াসফারিক মেশিনের মাধ্যমে চুকে যাচ্ছে, যে মেশিনটা রোবিং ফর্টিজের বংশুলোকে এনার্জি তৈরি করে।'
'ননসেস!' তাঁহিল্টের সাথে উঝিয়ে দিল রানার কথা সার ফ্রেডারিক।
'ওয়াল্টার আমার সাথে একমত—ওদিকটিতে সারাখকে বংশু-বংশুটা থাকে সত্যি, বংশুলোক ভয়ংকর হয় সম্ভবত, কিন্তু দুরের থেকে নাম দেন ভয়ে মরে যাবার মত ভয় নয়। তাহারা, ঝড়ের সাথে তোমার মিল-মহিষত তো খুব কম দিনের নয়।'
'ওনুন,' বলল রানা। 'থোর্স্যামারের পাশ কাঠাবার পর আমি উল্লাস দিক থেকে বড়টে যাবার কোর্স সেট করি। পিয়ারিজ থোর্স্যামারের কাছে D/F বিয়ারিং সংগ্রহ করে। আমি চেয়েছিলাম ডেজটিয়ারের রাডার রেজিস্টারের ঠিক বাইরে পাকতে, কিন্তু আপনি তা করলে এখনকার এই কোর্স সেট করেছেন দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক থেকে বড়টে পৌঁছার জন্য। আমি বলছি, এটা আজহারই নামাজের।'
'থোর্স্যামারের একটা সী-প্লেন আছে,' বলল সার ফ্রেডারিক। 'সেটা তুলে নিয়ে যাও না।'

কিলায়, রানা-২

৯৯
'যে ধরনের বড়ের ভেতর দিয়ে আমরা এসেছি তার মধ্যে সাহস হত কারণ টেক অফ করার?' বলল রানা। 'সার্চিওয়ের জন্যে থোর্সহ্যামারের বুড়ি একটা হবে। ১১৪ আছে ওধু-রেডিয়ো কথাবার্তার মধ্যে শনেছি পিঠে। ওটাই চকর মারারদিকে ফেরাত মাইলের বেশি নয়।'

'পিঠে, সাথে ক্যাস্টেন জায়কে, বিজে এল।

'কারণ?' স্যার ফ্রেডারিক জানতে চাইল। 'থোর্সহ্যামারের কাছ থেকে বিয়ারিংয়ে পেয়েছে?'

মাঝা দেওয়াল পিঠে। 'দুনিয়ার এই অংশটায় রেডিয়ো কোন কাজেরই নয়। তিনি বহুল আগে লার্স ব্রুস্টেনসেন আবিষ্কার করেছিলেন, আমাদের ভাবায়, বড়ই একটা রেডিয়ো 'ডেড-স্ট্রিপ'। থোর্সহ্যামারের কাছ থেকে ভাল একটা সিগান্যাল পাবার আশা করতে পারি তাই আমি।'

উওগাহে উর্ধ স্যার ফ্রেডারিক। খেকিয়ে উঠল সে। 'তুমি কলে চাইছ দ-ই/ফ বিয়ারিংয়ের সংগ্রহের জন্যে থোর্সহ্যামারের রেডিয়োকে যথেষ্ট পরিস্থিতভাবে ক্যাপিটের পাছে না।'

ঠাইট উঠল স্যার বলল, 'কোন জাহাজ যদি ইলেভেন লেটার সিগন্যাল পাঠায়, তবেই বিয়ারিংয়ে পাওয়া সত্ত্বা কার্মান Decryption সার্ভিসকে এ আমি প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি।'

'তার মানে তুমি জানো না থোর্সহ্যামারের বর্তমান কোর্স কি?'

'না।'

স্যার ফ্রেডারিকের নীরস অনিচ্ছয়ভাবুষ্টকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জেইদের মাঝা থেকে নামানো যায় কিনা ভেবে রানা বলল, 'যে বিপদের দিকে এগোছি আমরা তার কাছে এই এত বড় ফ্যাক্টরিশিপও কিছু না, হাতে তুলে নাচাবে।'

রানাকে থামিয়ে দিল ক্যাস্টেন দোনোভাবে জারোক। 'সাউদার্ন ওশেনে কঠিন খোকা নই আমরা, যাওয়া-আসা করতে করতে চুলে পাক ধরার বয়স হয়ে এল।'

বলল সে। 'এই ফ্যাক্টরিশিপ কথায় মজবুত, কথায় উপযুক্ত সে ডারান তোমার নেই।'

'কিন্তু এই কোর্সে স্টিয়ারিংয়ে সেট করানো তুমি কখনও, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক থেকে বত্তেতে যাওয়ারও চেষ্টা করানি,' বলল রানা। 'একটা ফ্যান্টাস্টিক, ডায়নামিক ওহেরার মেশিনের হার্ট এই বত্তেত, যে মেশিনটা যে-কোন আর্গিবিশ্বাসের চেয়ে অবেক্ষণে বেশি এনার্জি পয়না করে। উচ্চারণ করতে দাত ভেঙে যায় এমন সব টার্বিস ব্যবহার করে গোটা মেকানিজ্মটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু তার দরকার আছে বলে মনে করি না। সরলভাবে মেকানিজ্মটার নাম মিলিবার আর্নোমাবাল অভ দি ওয়েডারচার্লিজ। মোট কথা, একধরনের হাই টোলেন্স বুড়ির স্টেশনের মত আচরণ করে বত্তেতে আবহাওয়ার সাথে, যে আবহাওয়া তো থেকেই প্রচু শক্তিতে ঘোরে আসছে দুর্দান্ত মাইল দূর থেকে।

বত্তেতে যা কিছু আছে সব অর্থাৎ পানি, কুয়াশা, বরফ, হিমবাহ অন্য বিদ্যুতের মত

১০০

বিদায়, রানা-২
কৃট্রিম হাডেড নটসে, গত নোঝ হোয়ায়। আমি আবার বলছি, এই কোর্সে বড়ের দিক যাওয়া মানে আম্বুহত্যা করা, বিশেষ করে নতুনকরে এই প্রথম দিকে।

'নতুনকরের প্রথম দিকে?' ক্যাপ্টেন জার্কো প্রতিক্ষিত তুলে বলল।

'আমার কর্তিকার এটাই সবচেয়ে ভাল সময়। দ্বিতীয়কালের শুরু এখন। বরফ করলে - পানি হয়ে যাবে সব।'

'ওয়াল্টারও এই একই কথা বলছে,' বিড়াল কোন স্যার ফ্রেডারিক।

'কিন্তু আমি বলছি,' বলল রানা, 'এ পথে বড়ের গলে ফ্যাক্টরিচিপ আটকে যায় বরফ।'

'আই ডিয়ার ফেলো, সাগর যখন গরম হতে গরু করেছে... তাঁকিপ পান।'

রুক করল স্যার ফ্রেডারিক, তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এই সময় কিন্তু পাক আইসের কিনারায় সী টেমপারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের ঠিক পরে থাকে। ওখান থেকে বড়ের পর্যন্ত এই এক রকমই থাকে। বড়ের ঠিক

কাঠ বৌকাঁল স্যার ফ্রেডারিক। 'সী-টেমপারেচারের পরে লেকচার আমি

কান দিল না রানা কথাটায়। 'আমার বিশ্বাস, ফ্রিজিং কিংবা নিয়ার-ফ্রিজিং সাগরে অল্বার্টস ফুটের দ্বিতীয় শাখায় অনুপ্রবেশ করে। মেজর জেনারেল রাহত খান ফলাফলটি দেখেছিলেন, কারণ তার অজ্ঞাত সাইডের সাইড। দাউদুর্গার আলোকে সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের শুরুতে সূর্য যখন সাদা পোলের উদয় হয়, এক্সপ্রেসিভ উড়া নেমে আসে ট্র্যামপথপ্রাচ্যে। এর সাথে অল্বার্টস ফুটের সেকেন্ড প্রথ মিলিট হলে অবশ্যই রকম

'জয়ে অমূলক, একটা তীব্র লেকচার অলীক করলা,' বলল ক্যাপ্টেন জার্কো।

যে দিকে আমি যেনি সেখানে একটু জেনারেল ফ্লেনিয়ার রয়েছে,'

ফ্রান্সের কথা কান না তুলে বলল রানা। 'পাক আইস বিচ্ছিন্ন হয়ে মেরুকাকে মেন্ডার থেকে উত্তর দিকে অর্থাৎ বড়ের দিকে হুতু আসে।' বিপদের হুতু বক্ষে বোঝাতে না পারলে মুঘা অ্যাডার্টিফল জানেন ও দ্রুত নিঃশৃঙ্খল

চরে, লালচ হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা। হুতু না দিলে ওর কথা নতুন চাইছে সবাই, যেন পাগলর ক্রিয়া পরে মজা পাচ্ছে। সিরামেক ধরারার সময় অনেক চেটা করে হাতের কাপা তাকে থামাতে পারল না রানা।

'মেন্ডার থেকে ওর, সাদা চারশো মাইল পর্যন্ত গিয়ে শেষ। কী বিগত পাক আইস, বুঝে পারলেন? তানাড়াতির পালা হুর হলেও আগাটা অক্ষরই থাকে। এই পাক

আইসের নিজে একটু জীবন ধারা রয়েছে। বড়ের গোত্তো এলাকা জুড়ে যে আক্সিমোরফিক মেশিনের কথা বলেছে এর আগে সেটাকে এই পাক আইস

তার জীবনীগত সংখ্যা করে। প্লিসির এবং অল্বার্টস ফুট দুটি মিলে একটা বড়ক্ষুদ্র পাকায়। অস্ত্র উড়ানের সকলে প্রচুর সাধারণ একটা কুকুরফের বেদে যায়।

সিরামেনের লাল মাথার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল রানা ঝুঁকা সাত সেকেন্ড।

বিদায়, রানা-২

১০১
তারপর অত্যন্ত দীর্ঘ গলায় বলল, ‘বড়নেট মানুষ নেই। বড়নেটের আশপাশের সাগর কোন নাযিকের সাগর নয়। এক ঘটা সময়ও লাগে না, দুকোরা বরফগলা হলে করে জাম বেঁধে শরীর পাখায় হয়। কোন পথে পালাব তখন, ক্যাপ্টেন অর্কে? এই শেষবার সাধারণ করে দিয়ে বলছি আমি, বরফ চারাদিক থেকে থাক ধরার অনেক অন্তর কর। পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপযোগ পাও আর আসব পাব না। বরফ ওড়ু থাকে ফেলে দে না, চারাদিক থেকে চাপ দিয়ে ফ্যাটারিসিপে চিড়ের মত চায়না করে দেবে।’

‘ওয়েই,’ বলে ঝড়ের বেঁধে বেরিয়ে গেল স্যার ফ্রেডারিক। ফিরল আধমিনিটে মধ্যে। রানার সামনে দাড়িয়ে ওর মুখের কাছে ধরল একটা এনভেলাপ। ‘পড়ো!’

এনভেলাপটা নিয়ে খুলল রানা। ভিতর থেকে বেরিয়ে একটা ডুকুমেন্ট। প্রথম লীটার মাথায় লেখা, টপ সিকেট। জার্মান ভাষায় লেখা হেন্ডিভিটা: KAPITAN ZUR See Kohler—oberkommando der Marine। অস্বীকার করে পড়ল রানা, ‘ক্যাপ্টেন কোহলার টু হাই কমান্ড, জার্মান নেন্নী।’ টপ সিকেট। বেটার সিটিওর ক্লাইমেটালজিকায় রিপোর্ট অন বড়নেট আইল্যান্ড।’ পড়া শেষ না করে ডুকুমেন্ট ভেঙে দে এনভেলাপে তুকিয়ে রাখতে চুরু করল রানা।

‘কি হলো? পড়লে না যে?’

‘দোকার নেই,’ বলল রানা। ‘বড়নেটের আশপাশের আবহাওয়া সম্পর্কে কোহলার যা জানত তার চেয়ে বেশি জানি আমি। কোহলারের যুগে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়া জরিপ করার চল চুরু হয়নি।’ মনে মনে ভাবল রানা, বড়নেটের সম্পর্কে টপ সিকেট ডুকুমেন্ট দোকানে যোগাড় করেছে লোকটা, এ থেকে বেরিয়ে যায় বড়নেট তার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, বড়নেট, না থেমন স্যার আইল্যান্ড? কোহলার ব্যাপারে এত উৎসাহ এই ব্যাপক টোড়ড়ে কোনোটাকে উদ্ধোন করে? কোহলার বেঁধে থাকলে এ লোক তাকে যে সঙ্গে আনত, কোন সনে নেই। এনভেলাপটা বাঁকিয়ে দিয়ে বলল, ‘ওতে লেখা আছে, প্রত্যুষ উইথ এ ওয়েস্টার্ন মুন্ডেট।’ কিন্তু আর্কাম পুরান এই আলি সামার। ফোন অ্যাড ক্লাউড ফ্রিকোরেল ইন্ডিভিলাট...সবটা মুখুল্য আমার।’

‘হোয়াট! এই টপ সিকেট ডুকুমেন্ট এর আগে তুমি দেখেছে?’

‘জন ওয়েস্টার্নরাইয়ের সৌজন্য,’ বলল রানা। ‘কোহলার যা বলেছে তার সাথে আমার বক্তব্যের বিশেষ অফিস নেই। আমি একটু বেশি বলছি, বাড়িয়ে রালছি। কিন্তু আমারটাই আসল সত্য। কোহলার সবটুকু জানত না।’

‘কিন্তু সে গিয়েছিল...’

‘আন্টাবারের শেষ এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে নয়,’ বলল রানা। ‘সূরান্ত তার জানাতা অনন্য ছিল। গোসার্মাদারের কেরস।’

লুকে নিল কথা গোসার্মাদারের মুখ তুলে। ‘গোসার্মাদারের কোর্স জানার এটা যদি আগ্রহ, হের ক্যাপ্টেন হেলিকপ্টার নিয়ে দেখে আমান না কেন কোথায় সে রয়েছে? তার কাছ থেকে বিয়ের পায়ার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি।’

গোসার্মাদারের পাখিশন্ধ্ব এবং কোর্স জানা গেলে অনেক দ্বিঘ-দ্বৃত্ত দুর হয়ে

১০২

বিদায়, রানা-২
যায়, ভাবল রানা। সেক্ষেত্রে বড়েরের মরণ-ফাদ থেকে বাচার জন্যে একটা নির্দিষ্ট ছুকু তৈরি করা সম্ভব হলেও হতে পারে। 'তাই যাব,' বলল ও। জিক্সেস করল পিপিওক, 'যাবে তুমি?'

মায়া দেলার পিঁয়া। 'ফ্যাটিশিপে থাকা দরকার আমার। বিয়ারিঙ পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাব, কখন কি হয় কিছু তা বলা যায় না।'

দেস্তোলার বৈশালি প্রভাবে রানা সাথে সাথে রাজি হওয়ায় স্যার ফ্লেডারিককে খুশি মনে হলো। 'থরস্প্যামারের কোরস একবার জানতে পারলে সব ভয় কেটে যাবে তোমার মন থেকে। তুমি তো জানো, আর দুটো কি তিনটে দিন, চৌদ্দ যাবে আমরা বড়েরে এই গতিতে এগিয়ে। দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ল্যাভিং প্লেস আছে, তাই না? বলিভিকা আঞ্চলকেজ, ঠিক? নোরিশ বলে গেছে, ওইটাই মোটামুটি নিরাপদ।'

বলিভিকা আঞ্চলকেজ! নোরিশ কি বলে গেছে না গেছে তাও জানে দেখা যাচ্ছে। নোরিশ এবং বড়ের সম্পর্কে যে লোক এত খবর রাখে সে তো দ্রুত আইনস্যার সম্পর্কও সব জানে। ফ্যাটিশিপ রানা। হটা নোরিশের কথা তুলল কেন লোকটা? ইচ্ছা পরাক্ষণে চাইছে ও কাছ থেকে নোরিশের চাঁদটা?

'রেবেকা কোথায়?' রানা লক্ষ করল স্যার ফ্লেডারিক এবং পিঠে দুঃখেনই নিরাশ হলো রানা প্রসঙ্গ বদললাতে। 'দেরি করতে চাই না আমি। আমাদের সাথে গলাহার্ডিও যাবে।'

দুই

আকাশের সেই ঝলমলে চেহারা আর নেই। ঝড়ের পর আজ সকালে প্রথম মেঘের সংখ্যা কম ছিল বলে দিনের আলো মোটামুটি পরিবর্তন ছিল। ঝড়ের ক্ষেত্রে দুটো সবে গেছে, তার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে নতুন করে মেঘের সৈন্যদল উত্তর-পূর্ব দিকে। বিশ মিনিটের নোটিশে তৈরি হয়ে দিল রেবেকার। ফ্লেডারিক প্ল্যাটফর্ম থেকে তোক অফ করল 'ক্যাটার। কো-পাইলটের সীটে বসছে রানা। ক্যাটারের কারনে দাঁড়িয়ে আছে গলাহার্ড। ফ্লাইটটাকে মাঝখানে রেখে প্রকাশ কেন তুলু ধরে চারিদিকে একাকী যারাল 'ক্যাটারকে রেবেকা। দিগন্তেরা প্রত্য অলকচেকে চেয়ে দেখার মত দৃশ্য দেখতে পেল ওরা।

'ওর নাম রেখেছি সুজি ওয়াঞ্চ,' কম্পাসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা অদৃশ্য পাঠিকের দেখিয়ে বলল রেবেকা। 'ক্যাটার ছুড়ে নামার কোন ইচ্ছা নেই ওর।' বাদব পার্মিটারের খোঁচা দিল সে। 'প্রেশার হলো ওয়ান-ওহ-টু-ওহ মিলিবাস। ওয়েক এফ এ মাইটেটিং আয়িটার-সাইকোনিক সেলে এটাই কি সাফল্যবীকরণের রানার?'

গায়ে ওর ঝড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি ফ্লাইট জ্যাকেট, উল্লিখিত তৈরি করা দেউ ঝোলানো কাপড়ের স্ল্যাকস একজোড়া, পায়া দুটো লবণের দাখ লাগা মোকসাইন

বিদায়, রানা-২

১০৩
হাফ-বুটের ভিতর গৌরা।
'আঞ্চলিক,' বলল রানা একটু অন্যমনস্কভাবে। 'সুজি ওয়াঙ কেন?'
অনেকক্ষণ কথা না বলল রানা ভাবল উঠের দেবে না হয়তো রেবেকা।
'সুজি ওয়াঙ কেন? ঠিক যেন... অসাধারণ কিছু একটা আছে ওর মধ্যে, এমন
কিছু—হোয়াট কোর্স, প্লুজ?'
বড় চাঁটা মেলল রানা। আঞ্চল রাখল একটা জায়গায়। 'তোমার ধারণা
থোর্স্যামার এখানে, গলহাডি?' আঞ্চল দিয়ে নর্থ-নর্থওয়েস্ট এলাকায় একটা সার্কেল
তৈরি করল ও।
'হয়তো হাফ ডিউ আরও উত্তরে,' বলল আইলায়া। 'থোর্স্যামার বরফ
সরিয়ে এগোতে পারে, রানা। আরও উত্তরের পানি তুলনামূলকভাবে পরম হবে।
ক্রিয়ার তিনির্দিষ্টতাতে পারে সে। আমাদের মনোযোগে তুলে যেয়ো না।'
নতুন একটা বুদ রচনা করল রানা।
'কাইন,' বলল গলহাডি।
'গীতা হাওর্ড ডিউজি,' রেবেকাকে বলল রানা।
কোর্স সেট ফল রেবেকা। একসময় ঘড়ী ফিরিয়ে পিছন দিকে রানা তাকাতে
সে বলল, 'দক্ষিণ—সবসময় দক্ষিণ দিকে মন পড়ে রয়েছে তোমার।'
রেরগে উটল-রানা মনে মনে। বাপের সুরে কথা বলল মেয়েটা। জানান
করার জন্যে বেড়েনী আশ্বাসে নরক কি রকম আলোডিত তা ব্যাখ্যা করতে শুরু
করল ও। প্রথমে বেশ মন দিয়ে তুলে গেল রেবেকা। মাঝখানে হাত ওকে থামিয়ে
দিয়ে বলল, 'এসব আমরা সবাই জানি। তুমিই জানিয়েছ। কিন্তু সব কথার সার
কথা কি? সবাই আমরা অটুকা পড়ব বরফের মাঝখানে? মারা পড়ব?'
'কোন সন্দেহ নেই।'
'সৌভাগ্যের প্রতিক এই আকাশ্য পাখিটা আমাদের সাথে রয়েছে, তবু?'
গলাটা কেপে গেল বেশ একটু; তা না হলে রানা ধরে নিত ব্যস করছে
রেবেকা। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে ঢোকাল একটা।
'সিগারেট?'
'থাকিউ, অতোস নেই,' বলল রেবেকা, প্রশ্ন করল, 'বাঙালী মেয়েরা খায়?'
'কেউ কেউ,' বলল রানা। 'কেন, হাত বাঙালী মেয়ে সম্পর্কে খোজ নিছ
যে?'
'এমনি,' বলল রেবেকা। 'হয়তো মেয়ে বলেই।'
'তুমি জানো, রেবেকা নামে অনেক মেয়ে আছে বাংলাদেশে?'
গলহাডি সামনের দিকে আঞ্চল তুলল। 'তিনি,
'তাই নয়কি? কিন্তু তারা কি আমার মত...,' কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে
সামলে নিল রেবেকা, সামনে তাকাল, কৃত্তিক উটল চোখের চারদিক। গলহাডিরকে
ঁধের দিয়ে বলল, 'নীল তিনি।'
রেখা, ফটোটা বা কোন দায় চোখেই পড়ল না রানার। আরও খানিকক্ষণ
তাকিয়ে থাকার পর সাগরের পিঠে আবহা একটা কালচে ভাব নজরে পড়ল ওর।

১০৪
বিদায় রানা-২
'ওই দাগ দেখে বুঝবি কিভাবে এটা সাধারণ তিমি, না নীল তিমির ভিড়?'

'নীল তিমি চেনাটা কাঠি মিছু নয়,' কলন রেবেকা। 'এক্টা ফিনব্যাক লম্বা আর পাটা। নীল তিমি ওটাকে ওবলিক আ্যাসেলে পানির ওপর তুলন রাখে। ছবি তুলতে চাও? দুটো ক্যামেরা আছে আমার কাছে। ফেয়ারা চাইল্ড কিং 1C। ভার্টিকেলের জন্য এবং উইলিয়ামসন F:24, ওবলিকের জন্য।' 'কাপ্টারের নাক কোর্স পালটে ঘোরতে গুরু করল না হোয়েল স্পার্টের দিকে।

'না, ছবি তুললে কাজ নেই,' কলন রানা। 'কীপ কোর্স।'

'আড়া দুঃখদূষ্টা সোজাসুজি এলগোল ওরা। আর কোহন কথাই কলন না রেবেকা। আর সেই অবস্থা, কাছে থেকেও দুরে। গলহার্ডির সাথে দুঃ একটা কথা বিনিময় হলো রানার। সে যখন একটা ফুয়েল চেক করার জন্য পিছনের আঁশগুলো দেখতে গেল, রেডিও সেটটিকে নিয়ে পড়ল রানা। কোথায় থেকে কোহন সিগনাল পেল না ও, শুধু যাত্রিক শোরগোলের সাথে ভেসে এল Mc Murdo sound থেকে আমেরিকান বেলের কিছু কথার্থার্থ, নিতাকলই তাৎপর্যবহীন। আরও বিশ মিনিট এগোলার পর রানার মেন হলো থোর্সিয়ামর যে এলকার থাকার কথা সে এলকার সীমাবদ্ধতা তিতার চুক্তির পড়েছে ওরা। জ্বালা সেমালার একটা অংশের অভিযোগ রয়েছে এখন 'কাপ্টার। পার্সেপ্লের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে উদ্ধিঃ হয়ে উঠল রানা। একাকীর পরিস্থিত, তারা কৃষ্টি বাধা পাচ্ছে। ফিরে এল একাকীর এদিক আর একাকীর ওদিক তাকাচ্ছে গলহার্ডি, কুঁজছে। দেখার মত জায়গায় থাকলে যত দূরেই হেঁক, দেখতে পাচ্ছে ও।

'উভয় সঙ্কট একেই বলে,' কলন রানা। 'এট উচু থেকে থোর্সিয়ামারকে দেখতে পাবার আশা খুব কম, আবার মেয়ের আড়াল থেকে করুনলে আগে সে-ই দেখে ফেলবে আমাদের।'

'তাছাড়া 'কাপ্টারের পেটের কমলা আর কাছাল রঙ সহজেই চোখে পড়লাম মত,' কলন গলহার্ডি।

'তোমরা দুঃখনিষ্ঠা থোর্সিয়ামারের রাতারের কথা তুলে গেছ।'

'না,' কলন রানা। 'ট্রাইটাইন থেকে রওনা হবার পর থেকে বিশেষ করে ওর রাতারের কথাটাই তুলতে পারিনি। তবে, সেজন্যে চিন্তা করার কিছু নেই। আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে কোর্স সেট করেনি সে আমি হলে যা করতাম। আমাদের ফ্রিট যেমন রেডিও অফ করে রেখেছে, সে তা করছে না। থোর্সিয়ামারের ক্যাপ্টেন জানি না পিরোর মত একজন রেডিও একপার্ট রয়েছে আমাদের সঙ্গে। এলকারা রেডিও ডেড-স্পট না হলে এই ফ্রাইটের কোন প্রয়োজনই হত না। আরও কাজকাজি থেকে চেষ্টা করলে D/F বিয়োরিজ পাওয়ার আশা করতে পারি।

তাছাড়া, সে জানলে না আমাদের একটা হেলিকোপ্টার আছে। মিকেলসন যদি একোটা তৈরি করতে 'থেকে থাকার থোর্সিয়ামার তাড়াহুড়ের মধ্যে রওনা হয়ে যায়। তথ্য আমাদের অবকাশ পাওয়ানি সে। আসলে, আমরা এখনও ঠিক জানি না থোর্সিয়ামার ট্রাইটাইনেই নেজরে ফেলে রয়ে গেছে কিনা।'

'কিছু রাতারের কথা তুমি এদিকে যাচ্ছ।' কলন রেবেকা। একটু যেন বাঙ্গালির বিদায়, রানা-২

১০৫
সুর কানে রাজল রানার। 'থোর্সহ্যামার তার রাডার বাবহার করছে না বলতে চাও?'

'করলেও কিছুএসেযায়না,' উর্তরে বলল রানা। 'খানিকপরই আমি সীলেখনে নেমে মেঘে বললে হোমাকে। নেমে থোর্সহ্যামারের কাছ থেকে ।।।' বিয়ারিঙ পাওয়ার চেষ্টা করল। জিরো ফিটে রাডার কিছুই পিক করবে না। নুতনরাজা আমাদের খবরে পাছে কিভাবে?

'রানায়!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল গল্পেহারি। 'একটা জাহাজ! বিয়ারিঙ গীরী হচ্ছ!'

'নামায়!' ক্রত নির্দেশ দিল রানারে বেরকাকে। 'কষ্টার নামায়ো তাড়াড়িতায় সীলেখনে।'

কিছুই দেখতে পাইনি রানা। গল্পেহারির বাড়ানো আঙ্গুল বারবার দুরে চেয়ে থাকতে সময় 'কষ্টার নামায় ওর করলে লিফটের মত।

'কিছুই বোঝেনি কিন্তু আমি,' বেরকাকে বলল।

গল্পেহারির দুইশার্তির উপর প্রত্যেকে আহ্বান রানার। জানতে চাইল, 'কত দূরে বললে মনে হয়েছে তোমার?

'দিনের এই রকম আলোকেও চল্লিশ মাইল পর্যন্ত দেখতে পাই,' বলল আইল্যান্ডার। 'জিল্কটা পরিষ্কার দেখেছি আমি।'

'স্টিফার থাটি দিয়ে,' বেরকাকে বলল রানা। 'আমি যাচ্ছি বিয়ারিঙ পাওয়ায় যায় কিনা দেখতে।'

নির্দেশ দিলে তাকাতে রানা দেখল ক্রতবেগে উঠে আসছে সাগর, যেন কষ্টারকে ছোলার জন্য। ওয়েস্টের সীমানা পর্যন্ত নামল ওরা। কাছ থেকে দোতের চেহারাসুরত দেখে বিস্মিত হলো রানা। কর করেও টুয়েনটি ফাইত নটসে ছুটছে।

দূর, দূর! রেডিওর সাহায্যে ডেট্রয়েসিয়ারের লোকেশন বের করতে ব্যর্থ হয়ে অকল রানা। যাত্রা শোরগোল থেকে পিছনে থোর্সহ্যামারের সিগনাল চিনে দের করতে পারেই। বিষ্ফ ওর দ্বারা তা অসম্ভব। পাচ মিনিট পর বিকির হয়ে ফিরে এন সে কো-পালটের সীটে। ক্যাশলে হাত দিয়ে খেলা তৈরি করে দূরে চেয়ে আছে গল্পেহারি। কাজের বাসার চেয়ে অতিরিক্ত তার এক 'কষ্টার। ভার্ষা মেঘের

'নিচে দিনটা মোটামুটিতে পরিবর্তন, বিষ্ফ রানা দেখল পরবর্তী জগলের ঢাকা পড়ে আছে দিগন্তের, চোখ যত ভালুই হোক দশ মাইল দূরের জিনিসও আড়ালে পড়ে থাকবে গল্পেহারি।

'আমার মনে হচ্ছে বেটের ডেড-স্পন্টের সাথে কোন ধরনের লালার ডিস্টার্ব্যাল ইনটারফেয়ার করছে রাডার, তার মানে, থোর্সহ্যামারে রাডার

'এই কোর্ষে এগৌলে আছে তার মধ্যে ওর মাথায় ওর পৌছে যায় আমারা,'

'তবে, গল্পেহারি যদি সত্যি থোর্সহ্যামারকে দেখে।'

'একটা জাহাজ দেখেছি আমি,' দূর গলায় আশায় দিল গল্পেহারি।

১০৬

বিদায়, রানা-২
'কোস্টা জানতেই হবে,' বলল রানা। 'এবং যা অবস্থা একমাত্র উপায় নিজের চোখে তাকে দেখা।'
'ঠিক সামনেই বরফ,' বলল গলহারি।
মাথা নেড়ে বলল রেবেকা, 'হী—দেখছি। সী-ক্লাস্টার। খুব বেশি বড় নয় ওঠোসো। কোন কোনটা ধাড়ি গ্রোলারের মত?'
এটা নিচে থেকেও ভাতে পাক আইসের দীর্ঘনখী, যতদুর দৃষ্টি যায়, দেখতে পেল রানা। ঝড়া-চলে গেছে, কিন্তু যে তুমি ধাক্কা দিয়ে গেছে তাতে ভাসানা বরফগুলো এখনও তার পিছু ছাড়েনি, একই দিকে এগিয়ে চলছে সুপ্নঃখল সারিবন্ধনজাত।
'পেয়েছি।' বলল রানা। 'থোর্সিয়ামারকে দেখার উপায় পেয়েছি।'
'মানে?'
ব্যাপারটা এতই সহজ সরল যে বলতে গিয়ে হেসে ফেলল রানা। 'নিচুতে থেকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি যাব আমারা,' বলল ও। 'তারপর নামব ওই বরফের ওপর, বড়োবড়ো একটা বেঁধে নিয়ে। বরফের আড়ালে থাকব, থোর্সিয়ামার আমাদের দেখতে পাবে না, কিন্তু মাথা তুলে আমরা তাকে পানি কাটিয়ে যেতে দেখতে পাবি।'
ঠাট্টা কামড়ে ধরল রেবেকা। 'কাজ হবে বলে মনে হয় না, রানা। অত কাছ থেকে তার রাতার পিক না করে পাবে না আমাদের।'
কথাটা মনে নিল না রানা, মাথা দোলাল একদিক ওদিক। 'সাধারণ অবস্থাতেই একটা আইসার্স থেকে একটা রাতারের ইকো সংগ্রহ করা কঠিন। কীনে আইস বাগ্টিকেই দেখা যাবে না, আমরা তো পেরে কথা।'
রেবেকা ফিরল রানার দিকে, তার চোখে আতঙ্ক দেখে চমকে উঠল রানা।
'না, আমি কেব্লি থোর্সিয়ামার...'
রেবেকার প্রতিক্রিয়া দৃষ্টি এড়ায়নি গলহারিদের, অবাক কম হয়নি সে-ও।
'বরফের ওপর লাভ করা তোমার কিছুই নয়, ময়দাম, তাহাড়া আপনি যেভাবে আমাদের উদাহরণ করেছিলেন...'
কেক্টারের দিকে হঠাৎ চর্চনির মত ধরনের বরফের ওপর, মুহূর্তের জন্য রানার ভয় হলো কোনটার কুমিবার্ষী টেঁজোলার সাথে ধাঁধা খাবে। যখননা নিখুঁত পড়লেও ওর।
'বখানে বলল ল্যাভ করতে পারব, কিন্তু...কিন্তু...'
ভয়ে কিসের, বুকে না রানা। দোদুলামান ফ্যাক্টরিসিঙের প্লাটফর্মে যে মেয়ে নামতে ভয় পায়নি সে...বরফ? বরফকে ভয় পাচ্ছে রেবেকা? কিন্তু নিজের পরিচয় দিয়েছে হোয়েল স্পটার বলে, একজন হোয়েল স্পটারের বরফে নামতে তো পাতলায়ির হতেই হবে!
'তোমার যদি আপনি বা ভয় থাকে...'
রানাকে দুটি গলায় ধাঁধায় দিল রেবেকা, 'আপনি বিসের!' কিন্তু ওর চোখ দুটোকে বড় বেশি ক্লাউড মনে হলো রানার, মনের কি একটা বাতাস যেন ফুটে উঠেছে সেখানে। 'কোথায় নামতে হবে বলো?'

বিদায়, রানা-২
চোখের মণি ঘুরিয়ে গলাহার্ডিকে দেখল রানা। রেবেকার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঢাক-করল আইলাদার কাঠ বাঁধিয়ে। ‘এক্সপিতি না, কি বলো, রানা?’

‘আর মিনিট দশেক পর?’

গলাহার্ডির মাথা নেড়ে সহ্য জানাল রানার প্রশ্নের উত্তরে।

নজেড়ে নিচে হয়ে বলল রেবেকা তার সীতা। আর কোথা কথা বলল না বা তাকাল না ওদের দিকে। চিবুকটা বুকের কাছে নামানো, ফ্যাকাসে ভার্টা এখনও পুরোপুরি কাটেদুটি মুখ থেকে। কি এমন ঘটুল বুকে না পারলেও রানা ভালো তুলল ল্যাভ করার প্রোটোমাটো বা তিনি দেবে কিনা। তবে এই নার্ভিজ় অস্থায়ি নির্গামনে 'ক্যাটারকে ও নামাতে পারবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রোটোমাটো বাদ দিলে ফিরে যেতে হয় ফ্যাবুইলিশিপে, থেকাইয়ার থেকে সামনে আর এপিগনা উঠিয়ে হবে না।

আরও সামনে এগিয়ে রন্ধনের বড় বড় ছোট দেখল ওরা। কেউ কথা বলল না।

নিপুণ কোষালে রন্ধনের টিনার মাঝখান দিয়ে রেবেকা নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে!

'কোনো এখন চিত্রালালের মাঝারি একটি উপর দিয়ে হুঁটোতে। দায়েন বায়ে রন্ধনের কোনো কোনো কাজ হয় ‘ক্যাটারকে ছাড়িলে ফিস থেকে স্টিফ ফিট উঠে গেছে উপরে, সা সা কেরে পিঁছিয়ে যাচ্ছে সেগুলো দুর্দক দিয়ে। কখনো পাঁচনার মত দেখা যাচ্ছে উঁচু বরফ দুর্দিকেই, মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কোনো। রেবে বেছে কারও চেষ্টার করল রানা, গেয়ে গলে মনের মত একটি। বড়দড় ঝড়টা ধাপপশিক্ষ এবং মাঝারি

দিকটা লোহার রডর মত খাড়া হলেও ওদের দিকে ছালু হয়ে থাকা ছোট একটা

উপত্যকার মত সমতল জায়গায় রয়েছে, ল্যাভিং স্টেজ হিসেবে চালানো যেতে পারে।

তাকের উপর 'কোনো নামিয়ে বসে থাকবে রেবেকা, ভাবল রানা, আমি

আর গলাহার্ডি চূড়া থেকে উঠি দিয়ে ডোন্ত্রিয়ারের কোর্স অবিভাজনের চেষ্টা করব।

আঁধার খাড়া করে দেখাল ও, ‘ওদেকে।’

একটুও নড়ল না পাইলট, 'কোনো নাকও সোজা হয়ে রইল, যেন রন্ধনের

কথা কানে যানি রেবেকার আবার মুখ খুলতে যাচ্ছে রানা, 'কর্টারের নাক

মোরাতে শুরু করল ধাড়া রেবেকা। ক্রুঃ কাছে সরে আসে ঝগো। মাত্র তোলে সব থেকে বেশি দুলো উপত্যকাটা। কগান থেকে ফোটাই ফোটাই হায় ঝরে পড়ছে রেবেকার, লেদার ফাইন্জ জাকেট। কলকক নড়ছে সে দ্রুত হতে।

সামান্ত একটু উপরে উঠে শুনো দাড়িয়ে পড়ছে 'কোনো। পরম্পরো চেষ্টায় নিকটকে যেমন পা দিয়ে দেয় অকটেড় ধরে লটকে থাকে, উপত্যকার পায়ে

তেমনি লটকে গেল ওদের যাত্রিক ফল্ট্যার|।

‘ম্যাগনাফিসেট!’ অত্য তের থেকে প্রশংসা করল রান।

কিন্তু রন্ধনের দিকে তাকায় দেখল অত্যন্ত নীল হয়ে গেছে মুখটা। ধাঁচ

বদল করার জন্য বাড়ি দেয় হাটাটার দিকে চেয়ে স্থিতি হয় গেল রান। ধরাধর

করে কঠিন সেটা।

ইস্জিন থামেতেই গলাহার্ডির আশে সব দুর্দক কানে, 'ম্যাডাম! বাপার কি, কলুন

তো?'

১০৮

বিদায়, রানা-২
নতুন বিপলটা ঠিক অনুভব নয়, আচর করতে পারল হঠাৎ রানা। হেলিকপ্টার গড়তে শুরু করেছে নিচের সাগরের দিকে। রেরেকা বিবল, চেয়ে আছে রানার দিকে। কিন্তু দেখছে যেন রানাকে ভেস করে কয়েক মাইল দূরের জনিস।

'ইঁজি ঠান করা ইঁজি।' বজ্রপাতের মত শন্ত বেরিয়ে এল রানার গলা চিব্রে। রেরেকা অনড়, অবিচল-চেয়েই আছে। লাটিমের মত গলাহার্ডির দিকে ঘুরল রানা। 'কুইক! তুমি একটা হুইল ধরো, আমি একটা। দু'জন মিলে পারব ঢেকিয়ে রাখতে।'

'ঝুঁড়ে দেয়া বস্তার মত 'কোটার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাটু ভেঙে পড়ল বরফের উপর। পড়িয়া কে দাড়াল সিদ্ধ হয়ে, জড়িয়ে ধরল 'কোটারের আভারকমারের দু'হাত দিয়ে বুকের সাথে। পায়ের গোডালি বরফের খোক আটকে নিয়েছে রানা, দেখালেখি গলার্ডিও তাই করল। রানার অনুমানের চেয়ে কম ওজন যেটার। দু'জনের ঠেক পেয়ে পিছিয়ে আসা বস্তা হল। তাই।

'রেরেকা।' চিত্বকার বলে ডাকল রানা। 'ফর গড়স নেক।'

'হয়েছে ফি ওর?' জানতে চাইল গলার্ডি।

'আতঃ আসা বহু হয়ে গেছে, বলল রানা। 'কেন, তা জানি না। একা তুমি পারবে এটাকে ঢেক দিয়ে রাখতে?

আঁতে আঁতে ঢেকে দিতে শুরু করল রানা 'কোটারকে, কিন্তু চাপ কমেই আবার পিছিয়ে আসতে আরও করল সেটা। দু'জনের মিলিত শক্ত দরকার ঢেকিয়ে রাখবে রানা, তা না হলে সোজা সাগরে গিয়ে ডুব দেই-বুকের পেরে অসহায় দেখাল রানাকে।

'রেরেকা।' ফের চেকিয়ে ডাকল রানা, বুক থেকে কাথে নিল 'কোটারের আভারকমারের ভাল, মাথাটা নিচে থেকে বের করে ককপটের ঝালালাটা দেখার চেষ্টা করল।

'ওর নামের দত্ত অংশটা ধরে চেষ্টা করে দেখে,' হঁপাতে হঁপাতে বলল গলার্ডি। 'ঘোরটা কাটতে পারে তাতে।'

'সাউল!' তাই করল রানা। 'সাউল!' আরও কয়েকবার ডাকত রানা, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল রেরেকা চাইলেই তাড়াতাড়ি সিট ছেড়ে উঠতে পারবে না। প্রায় মিনিট তিনেক পর দরজায় দেখা গেল তাকে। চারদিকে তুকাতে যেন একটা ঘোরের মধ্যে। রানা বা গলার্ডি কাউকে যেন দেখতেই পেল না। দু'চোখ থেকে উজলে বেরিয়ে আসছে রাজ্যের তাস, বরফের নীলচে-সবুজাত রঙের উষ্ণচাট কেড়ে নিয়েছে ওর দৃষ্টি।

'রেরেকা।' তীক্ষ গলায় বলল রানা। 'শান্ত হও। সাহায্য হওয়ার চেষ্টা করা তুমি। আমার কথা তুমি পাচ্ছ? তাহ নেই, কেন তুমি নেই।'

'তুমি তো মত ধীরে ধীরে যাতে ফিরিয়ে তাকাল রেরেকা রানার দিকে। মুখে কথা নেই।

'সাহায্য হও।' ফের বলল রানা। 'আমি আর গলার্ডি সহজেই ধরে রাখতে পারব 'কোটারকে। আমার তাস দুটা নিয়ে ঢুঁড়ায় উঠে যাও তুমি। সাথে একটা
কম্পাস নাও, তুমি চারটে কি পাচটা বিয়ারিঙ্গ না আমাকে চেষ্টায় একবারে কাঠামো না থেকেই পারে না।

মনের ভঙ্গিতে যেকোনো একটি অন্য হয়ে গেল রেখাগুলো ঢাল। 
আপনি যখন সে দরজায় ফিরে আসে দেখল কত্তির সাথে ফিরতে জড়িয়ে রয়েছে বিন্দুকালোর।
নিচের দিকে ঢুকে চেয়ে রইল সে বরফের দিকে। আতেকে উঠল রানা হর্শ করে সে লাফ দিয়ে পড়ল। কুলীর পাকিয়ে পড়ে রইল সে বরফের উপর আথ মিনিট।
থেকে থেকে যাকুনি আঁধার শরীরটা, শিউর শিউরে উঠল মুখটা বরফের সাথে সেটে আছে দেখতে পেয়েও কিছু করায় নেই। মুখ গলায় ডাকল রানা। ওঠে আসে আসে উঠল কোনটা করো রেখাগুলো।

মাথা তুলল চাইল রেখাগুলো। 
গড়িয়ে নেমে আছে সে। 

dুইলের কাছে কাছি আসে একটা হাত বাড়িয়ে ধরল তাকে রানা। 
রেখাগুলো কি হয়েছে তোমার?'
এক হাত হুইল ধরে আছে রানা।

মাথাটা বরফে নামিয়ে রেখে হাঁপাছে রেখাগুলো। মাটি নয়, হাত হুইল বিপর্যয়!
গলাটা এমন ভাঙ্গে আর কাপা কাপা যে রেখাগুলো বলে চিনিতেই পারল না রানা।
'তুমি! তুমি আমাকে বরফে নামাটে বাধা করেছ। বরফ, ওনে পাচ্ছ? বরফ বরফ।'

'বরফ? বরফের সাথে কি সম্পর্ক?

মাথা তুলল না রেখাগুলো, একই ভাবে পড়ে রইল বরফের উপর। 
'একটা বুলেট, একটা জার্মান বুলেট রয়েছে ...আমার হিপে। তোমাকে বলল না ভেবেছিলাম...'।

 জার্মান বুলেট?' কিছুই বুঝল না রানা। একটা জার্মান বুলেটের সাথে তোমার এই নার্সার তোকে ডাইকনের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।'

'একনা গাড়ো তোয় দিন আমরা পড়ে ছিলাম একটা গেরোর ভেতর বরফ আর বুঝার সাথে, আমি ছিলাম হিপে একটা বুলেট নিয়ে।' বলল রেখাগুলো হাঁপাছে ইংরাজীত।
'ও মারা যায়, কিন্তু আমি বেঁচে যাই। এখন ভাবি, কেন বেঁচে গেলাম।'

'শোনা,' বলল রানা। 'বুঝতে পারছি, তোমার এই নার্সার একাডায়নের সাথে বরফ আর জার্মান বুলেটের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেটা এখন পরে। আগের কাজ আগে। এখন বরফের মাথায় উঠল যাও দেখি, কয়েকটা বিয়ারিঙ্গ পাওয়ার চেষ্টা করো।'

উঠল বলল রেখাগুলো। একবার পাথরের দিকে তাকল।
মনে মনে শক্তিতে হয়ে পড়ল রানা, 'এই রে, মোটামুটি বুঝি হাড়ল একবার।'
কিন্তু কাঁদল না রেখাগুলো। তিনটি কোল বলল, 'কেমন মানুষ তুমি? দুনিয়ার সব জিনিসকেই তুমি কি এই নিম্ন সহজ সরল চোখে দেখতে অভ্যস্ত? মানুষের জিলন বাড়োখালার কোনো মূল নেই তোমার কাজে? কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝা না?'
জেদের সাথে যোগ করল শেষের কথাগুলো, 'বোঝা আর না বোঝা, তবে আমি বলতে চাই।' রানার চোখে চোখ রেখে বলল চলেছে সে, 'বাবা বুলেটের কথা জানে না, কখনও জানতেও পারবে না। তার কাছে আমি একজন চোখ পাইলত,
কন্টারের মতই একটা নিষ্পাণ যন্ত্র। যে কোন পরিস্থিতিতে সে রেবেকা নামের যন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে অভ্যন্ত হয়ে পড়ছে। নিজেই তো প্রমাণ পেয়েছে, ঝড়ের মধ্যেও সে তোমার যৌথে আমাকে পাঠাতে দ্বিধা করেনি। সে জানত, তোমাকে আমি পারিব। পেয়েওছি। আমি...

'কিন্তু বরফ প্রস্তু কি যেন করতে যাচ্ছিলে?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা। আতঙ্কের ছাপ মিলিয়ে গেছে মেকার ছাড়া সদা ফোটা ফুলের মত তাজা দেখতে রেবেকার মুখ। চিবুকের ডান দিকের হাড়ের উপরটায় লালচে রঙ ফুটে আছে বরফে অনেকক্ষণ পড়েছিল বলে।

'নরওয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তুষারপাত হয় সেবার,' রেবেকা বলল।

'আমরা দু'জনে বাবার সাথেই ছিলাম। বাবা তখন খনিজ পদার্থ নিয়ে একটোপরিমিত করতে যান। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, প্রশাসন অচল হয়ে যেতে আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে নিরাপদ আশয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। স্থানীয় লোকেরা আমাদের নিকটে নিয়ে যাইয়েছিল। বাবা ছিল আমার দল তাঁদের দ্বিতীয় দল আমি ছিল আমার ছোট ভাইকে নিয়ে। পথে আমাদের সাথে দেখা যায় উদ্যানকারী স্থানীয় পার্টির সাথে। কিন্তু উদ্যানকারীর ছুয়েবেছে ওঠা ছিল ডাকাত। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমার মনে আছে, বরফে ঢাকা উপরতাকর মেরকি থেকে দালু পাহাড়ের গায়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে নামছি আমার তীরের বেঁকে, এইসময় অটোমারী পিকলের শুধ হয়। দু'জনেই আহত হই আমরা। টেকেনি বুকে, আমি হিঁটে। ছিটে গিয়ে পড়ি আমরা বরফের একটা গড়ের তৈরি। কখনও কখনও জান ফিরে পাশিলাম আমি। টেকেনি খুব বেশি কষ্ট পায়, দু'দিন সময় নেয় সে মরতে। পাঁচ দিন পর আমার জান ফিরে আসে স্থানীয় এক গৃহস্থের বাড়িতে। হিসে গ্যাংগ্রিন ধরেছিল। তিন চার হংসা লড়ে ডাকাত আমাকে বাচায় জন্যে। সেনে মাত্র পাঁচ মাস লাগে আমার, এই পাঁচ মাস বাবা আমার কোন খোজ নেয়নি।' অভিমান নয়, বাঙ্গ নয়, রাগ নয়, ফিকিফিক করে খুব বলন তারপর, 'কারণ, নিজের কাজে সেই খনিজ পদার্থ নিয়ে খুব বস্তু ছিল বাবার। সুন্দ হয়ে যেদিন ইংল্যান্ডে ফিরি, তার আগের দিন আমার মা মারা যায় কার আক্রিন্দেন্ট। আমার ধরণীর, মা সূহাল্লে করেছেন।'

রেবেকার মুখের ডানদিকের একটা শিরা থেকে থর করে কঁপল কয়েকবার।
চুপ করে রইল রানা। রেবেকা চেয়েই আছে নিষ্প্রসন্দিদ্বন। কি যেন যুক্তচেষ্টা রানার মুখে।

'সেই থেকে বরফে আমার ভয় করে।'

'সেক্ষেত্রে আন্টার্ক্টিকায় কেন মরতে এসেছ তুমি? বরফেই তো রাজ্য এটা...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে রেবেকা বলল, 'এখানে আমি আছি বরফের জনেই, বরফ আছে বেলেই। সে তুমি বুঝতে না কাউকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না—মোট কথা, বরফ আমার কাছে একটা দ্যানেক। বরফেক তোমার যেভাবে দেখো আমি সেভাবে দেখতে পারি না। বরফ আমার কাছে জীবন্ত, হিংস্র প্রাগীর মত। ওর রাগ, হিংসা, আক্রান্ত, নিচুতা—সব আমি বুঝতে পারি। আন্টার্ক্টিকায়

বিদায়, রানা-২
একমাত্র মেয়ে পাইলট আমি। এখানে থাকার একটাই উদ্দেশ্য আমার, বরফের উপর কর্তৃক করা, পায়ের ভূত্য বাণানো, ওকে হারিয়ে দেয়া। বরফের ওপর দিয়ে উড়ে যাই আমি, বুলে থাকি ওর মাঝারের ওপরে, ধরে ধরে আরও কাজে নামি—প্রত্যেকবারই ব্যাপারটা আতঙ্কক, কিন্তু বিজয়ও তো বর্তমান। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু আজ হেরে গেলাম তোমার—তোমার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি ছিলাম না আমি। হঠাৎ এভাবে বরফের ওপর নামার সাহস করলেই হয়নি আমার।

সিকি ইষ্ট সিকি ইষ্ট দিয়ে পিছনে নেমে আসতে আসতে রেবেকা কখন হাঁটতে গেলে গোড়ালির উপর বসা রানার উর্দু উপর পাঁজার তুলে দিয়েছে, দুজনের কেউই খেলালাম করেন একক্ষণ। মুক্ত হাতটা দিয়ে বিন্দুগাছারা তুলে নিয়ে রেবেকা দিকে বাঁড়িয়ে ধরল রানায়। যাবে, নতুন ধরনের চালেঞ্জকে ফেস করে এরাতে দেখে তোর কাছে দিয়ে।

মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, মাথা নেড়ে অমন জানাবে রেবেকা। কিন্তু রানার হাত থেকে বাড়িস্বাভাবিকভাবেই নিলে সে জিনিসটা। 'স্পেশাল কাঁচ দিয়ে তৈরি তোমার এই বিন্দুগাছারা, তাই না, রানা?'

'হয়,' বলল রানা মুড়া হেসে। 'অন্ধকারেও দেখা যায়। এর ভেতর দিয়ে তাকানো তোমার সামনের সব কাজকে দূর হয়ে যাবে। নতুন পৃথিবী দেখতে পাবে তুমি—অন্তত তাই আমি আশা করি।'

ওর বাবার অবহেলা মেইয়েটার এই অক্ষর জন্যে দায়ি, ডাকবল রানা। ও সফ্যান এবং সেই সাথে নারী, ওর বাবা তা কখনও ভরেন করেনি। কোথায় যেন একটা মিল দেখতে দেখা রানা নিজের সাথে রেবেকার। তাকের মনে পড়ল, সে-এর তো অবহেলার শিকার। ও যে দেশেতে এক যুক্ত, দেশের জন্যে বহুবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তির মুখে, বাংলাদেশ কাউদার ইন্টারলিঙ্গের চীফ রাহুল খান তা হাসতে করে, ইচ্ছা করে, যেন তুলে গেছে।

'ধনৰাবাদ, রানা।' মুড়া গলায় বলল রেবেকা, রানার বুকের কাছ থেকে মাথা তুলে সিখে হয়ে দাড়াল আর্টে অত্যন্তে।

'কম্পাসটা, মায়ামশ,' পিছন থেকে ডাকল গলাহার্ড। হঠাৎ খমকে দাড়াল রেবেকা ডাক অনে। রানারও যেন সংবি ফিরলে। দুজনের কেউই এতক্ষণ পর্যন্ত গলাহার্ডের উপস্থিতির কথা মনে রাখেনি। 'ফিরে এসে নিয়ে যেতে মেলা কষ্ট হবে আপনার। ওঠা নামা কোথায় করবেন?'

ঘরে গলাহার্ডের দিকে তাকাল রেবেকা। অপ্রতিভভাবে হাসল সে, এই প্রথম।

'বরফ ছাড়াও অনেক কিছু থাকতে পারে, তাই না? এর দিনে কেন রুখেও বিদ্যমান আচরণ বলল। হাসবাদ, গলাহার্ড।' রানার দিকে চেক রাখল সে, 'তোমাকেও হাসবাদ আবার, রানা।'

'খুব অনুগাম করা যায়, অনুভূতি করা যায় না ওর দুঃখে, ডাকবল রানা। রেবেকা দিকে ধরে উঠেছে গায়ে বাড়া বরফের গা রেয়ে মাথার দিকে, খুব কষ্ট হচ্ছে ওর উঠেছে। মিনেক দেশে পরে পথ বিয়ারিং দিলে সে রানাকে। কখোর্ষ্যামার বিয়ারিং একটা হে ডুংলাট এইভাবে ডাকি নিয়ে গেলামস।'

১১২

বিদায়, রানা
পাঁচ মিনিট পর পর একটা করে নতুন বিয়ারিং দিল রেবেকা। আর্থর্স্টার মধ্যে ফিরে এল সে। রানা দেখল, রেবেকাকে চিনতে পারা যাচ্ছে না। খানিক আগের যাবতীয় দুঃখের চিত্ত পরিহরণ দুখের ফিরে এসেছে মেনে সে। আমি ইংরেজ্য স্টার্ট দিয়ে তোমার ‘কেন্টোর চড়তে পারবে। বলল রানা দিকে চেয়ে: মুদু শুষ্ক তুলে হাল তারপর। ’কেন্ট একটা পাইলট। তোমার ছাড়া আর কেউ দেখেছি ব্যাপারটা এতেই আমি খুশি।’

ইংরেজ্য স্টার্ট দিয়ে রোটারের যুক্ত তুলে করল যুক্ত রুটাকে চালু উপযোগী গায়ে চিনতে রাখল রেবেকা। রানা আর গল্পহার্ড উঠল উপরে। থোর্সেমারকে দুরে পরে যে বন্ধুরা মিনিট সময় দিয়ে ‘কেন্টোরে শনাক্ত তুলে রেবেকা। তুলে পাশে বরফের পাল্টায়, তার মাঝখানে দিয়ে জিও ফিট উকিত চাঁদ যে রেখে চলল ওরা। যখন নিচের সবকিছ হলো রানা যে থোর্সেমারকে রাখার রেখের বাইরে চলে এসেছে ওরা, রেবেকাকে নির্দেশ দিল ও  কেন্টোরে উপরে তুলতে। নিঃশব্দে কেন্টোর দিয়ে রেবেকা। কম্পাসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো পাল্টায় নিয়ে সময় কাটাল সে খানিক। আঙুল দিয়ে পাথর ঠোঁটে ঠোঁটে যায়ে, পাখায় বর্ণে মেরে মুদু করছি কি সব বন্ধু, ঙ্গিতে শরণ ওদের পেল না রানা।

গল্পহার্ডের কাছের ফুটফাটকে দেখতে পেল প্রথম, ফাইটিংফার্স পৌছার জনে প্রথম বুঝতে পারতে এগোছে ওরা, এরন্দিম সময় সবাইকে তোমাকে দিয়ে গল্পহার্ড টেলিয়ে উঠল, রানা। আর একবার কান দেখো, বিজের ঠিক পিছনে।

আমি এয়ারক্রাফ্ট গানের জোড়া মজুর আকাশের দিকে মুখ ঘোরে হচ্ছে।

ঢেপে ঘোরে তুলে উঠল রানা।

‘ওয়াল্টার সুয়েজ কানেলে ইসরাইলের হয়ে যুক্ত করছে, বলল গল্পহার্ড।

কেন্টোরে এখানে দেখতে চাই রাওরে কেন্টারের মুল কারণ। হলো, বলল রানা,

’জিজ্ঞেন করল রেবেকাকে, ‘সচরাচর।’

মাথা দোলাল রেবেকা। ‘কেন্টোরে যে নামিয়ে ফেললে, এটিএয়ারক্রাফ্ট

গানের ব্যারেল থেকে বিশ ফিট মাত্র উপরে যুক্ত হলো ওরা।

এরকম নিকটায় এর আগে দেখতে বলে মনে পড়ল না রানার এয়ারক্রাফ্ট,

স্টার্ট করা হচ্ছে একটা Hotchkins-এর পাশেই একটা হেলি- রো-ফায়ারিং।

আটার কুলুঙ্গ স্পান্ডার। বেশ প্রথম থেকে বুক সামনে উচু পর্যন্ত একটা সুইডিস্ক ফাউন্ডিং-এর সাথে কুরি দিয়ে অট্টা একটা হেলি রোগোলাম প্রতিষ্ঠান সামনে এবং পিছনে দুটো হোয়েলের দীর্ঘ, মাথা সামনে শুরুতে রিন ফিটের একটা ধরায় আকৃতি নিয়েছে। দুই ইঞ্জিয়াপি একটা ক্লাবের উপর বাঁচিয়ে করে অনেক দুটো;

স্ট্যান্ডোফ দ্বারা পার্থ যেন নাওয়া যায় এবং কেট ইনসিয়েক্সে নিয়ে আসা হয়েছে। পাঁচির স্টেজের মর দুটো গানের জন্য দু’জড়া হারনের দেখে যাচ্ছে। স্ট্যান্ডোফ

ফুনির ঠেলায় দু’হাত নাড়তে লাগল ওদেরকে উদ্ধার করে ফুনির কারণের

জানা পেল না যদিও। ওয়াল্টারের কোথায় ও দেখতে পেল না রানা।

ও একই গল্পহার্ড নিঃশব্দে তাকাল পরস্পরের দিকে: মুখে কিছু বলার দরকার

হলো না। Spandau Hotchkins-ই স্কাক্স দিকে নাব ফ্রিডারিকের মতলব

৮—বিলায়, রানা-২

১১৩
তাহাতে নয়। এবং, রানা অনুমান করল পুরানো ছাঁটা হলো তার মতলব হাসিলের চারিকাঠি।

রানার মনের কথা পড়তে পেরেই যেন রেবেকার দৃষ্টি সীমায় থেকে আত্ম আত্মা পিছিয়ে এল গলহার্ড। নিজের উইলজেরকে হাত গলিয়ে দিল সে, ওখানেই লুকিয়ে রেখেছে সে ছাঁটা 'কষ্টরে উঠ'। বের করল না, চেয়ে রইল রানার দিকে সুশিক্ষিত হতে। সামান্যা একটি কাং করল মাথাটা। এদিক ওদিক দৃষ্ট বাকাই গলহার্ড। রেবেকার সীতের খানিক পিছনে রাবারের পুরু আকৃতি ছিড়ে গেছে, তিনিরে দেখা যাচ্ছে চকচকে আয়ুর্বীন্যায়। হাতে আর মাত্র দু'এক মিনিট সময়। লাভ করবে 'কষ্টর', এর চেয়ে ভাল জায়গা খুঁজে পাওয়া সহজ নয় বলে মনে হলা ওদের। এক ইচ্ছ এক ধরনে রানার পিছনে সেরে গেল গলহার্ড। বনল। ভাই করা পার্চমেন্টটি তুলিয়ে দিল ছেড়া ফাঁকের মধ্যে দিয়ে রাবারের আকৃতিরের চিঠ।

'কষ্টর লাভ করল নির্ভরে। গলহার্ডকে নিয়ে নিজের কেন্দ্রে ছুক্ত রানা। দরজা খুলে সায় ফ্রেডারিক, পিরো এবং ওয়াল্টারকে দেখে মোটেই অবাক হলো না রানা। কল্লবনের সব কিছু উল্টোপাল্টো খোঁজা হয়েছে।

ওয়াল্টারের হাতে একটা লুগার।

তিন

লুগারটা পিরোর, ওয়াল্টার সেটা ধরে আছে রানার বুকের দিকে তাক করে। কারণে হাত গেছে রানার অয়েলিম্ব ব্যাগটা পরীক্ষা করছিন সে, গোপন কোন 'পকেট আছে কিনা' আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিল না নতুন। সায় ফ্রেডারিকের চেয়ে দুটো উজ্জল, তাকে যেন ওয়ালারান নেইখানে পেয়েছে। কাঠিন দৃষ্টিতে দেখছে সে রানাকে।

'কষ্ট কথা কান রানা। ওয়াল্টারকে অস্ত্র করার জন্যে, গলহার্ড যাতে তার উপর লাফিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। নোরিশ বলিডিকা অ্যাঙ্কেরকে নিরাপদ বলে গেছে, নীল নিষ্কর্ষের ব্লিং গ্রাউথ—সব তাহলে কথার কথা, ভুলা?'

না তাকিয়েও আঁচ করতে পারল ও গলহার্ড তৈরি হয়ে লাফ দিতে যাচ্ছে। ডাইভ দিল রানা। মাঝপথে থাকতেই কানফাটানো নিকোলার ঘটল। কিডনিতে ফ্রাইং কিছু দিয়ে যেগো গোর করে উঠল ওয়াল্টার। কিন্তু আঘাটার জন্যে তৈরি হয়ে লুগার ধরা হতের আঘাতগুলোকে চিল হতে দেয়নি। মেঘেতে চিত হয়ে যেতে মাঝে 'তৃল দেখছ রানা, লম্বা করে দিয়েছে ডান হাতটা, লম্বা থাকে করছে রানার মাথায়। ডাইভ দিয়ে পড়ল গলহার্ড, আবার গোল করল ওয়াল্টার। ওয়াল্টারের উপর গলহার্ড উঠে পড়ে আগেই গোল বেরুল বুলেট থেকে, কিন্তু ওয়াল্টারের আগেই দেখতে পেয়েছিল গলহার্ড মাঝপথে রয়েছে, হাত রেখে গেছে তাই। ইম্পাটের দেয়ালে ধারা খেয়ে চাপ্তা বুলেটটা ঠক করে পড়ল টেবিলের উপর।

১১৪

বিদায়, রানা-২
কৃষি দিয়ে পাখির উড়া মেঝের গলাহর্ডের চোখে সর্বে ফুল ফুটিয়ে গড়িয়ে সরে গেল ওয়াল্টার, উঠে দাড়াল রানার ভালী নিয়ে সিক্সার্টা নিয়ে। চাঁদের মত সাহে করে সেটা গলাহর্ডের বুকে বসিয়ে দিয়ে ওয়াল্টার। বিনা প্রতিবেদে থাকতে হয়ে হস্তান্ধ করে পড়ে গেল আইলায়ভারের বিশাল জায়গায়। রানা ফুটল ওয়াল্টারের দিকে, দুর্দান্ত কমাও না পারলে তুলি করবে আবার ওয়াল্টার। একবারে লুপার অংশ হাতে বাপিয়ে ধরা লিড সিক্সার্টা নিয়ে গলাহর্ডের দিক থেকে রানার দিকে ফিরে ওয়াল্টার। রানা হাতের মুঠা পাকিয়ে মারল রানা ওয়াল্টারের বা কানের নিচ। কানের পাশ দিয়ে গরম ভাত ছেড়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। একই সাথে রানার পা দুটো মেঝে থেকে তুলে দিল কেউ শুনে। বাস্তাড পিঠো, ভালুক রানা। সবশক্তি দিয়ে রানার মুখের বা পাশে মারল ওয়াল্টার লিড সিক্সার্টা দিয়ে। মুর্তিতের জন্য দন করে অন্তর্ভুক্ত নামক সমান। পরম্পরাগত নিজেকে মেঝের উপর বিভিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করে ও। দেখল পিঠোর হাতে রয়েছে লুপার-গার্টা, কানার দিছে সে ওয়াল্টারকে। দাঁতে বর্জনের আসক্তি ফলাফলের ওয়াল্টার, একপক্ষে এগিয়ে এসে রানার মাথায় উপর বাঁ-বুটা তুলল সে। গ্রান বায়া দাঁতে দাঁত ছেপে আঁখে রানা, কাটরালিটা চেপে রাখতে চেষ্টা করেছে। দেখছে, কিন্তু করার কিছু নেই ও। নেমে আসছে ওয়াল্টারের পা, মাথাটা উড়িয়ে দেবে। তাকে বাথা দিল সাহ ফ্রেডারিক।

‘না,’ বলল সে। ‘ওকে আমাদের দখলকাঁ’

‘জানি,’ বলল ওয়াল্টার হঠাৎ পাতল। ‘কিন্তু শেষ করার আগে ওয়াল্টারকে বুঝিয়ে দেয়া দখলকাঁ কার পালায় পড়েছে ও। তুম্বকেই আমি কোথায় করে মেঝে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। চাঁদ দেখে না, এটা স্পষ্টই। তুম্বকে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে সেটা। পেলেই হয়, ফিনিশ করে দেব নিজের হাতে।’

‘চুপ করো!’ ধমক মারল সাহ ফ্রেডারিক।

‘সাহ ফ্রেডারিক, আপনিই বর্জন কথা বলল ওর সাথে,’ মনে কিছুই হয়নি, গীরা নেঝে রানার দেখিয়ে নিয়ে নামাজের মাঝামাঝি ভাবে বলল পিঠো।

‘ওঠো,’ ধমকের সুরে বলল সাহ ফ্রেডারিক রানাকে, তারপর ফিরল ওয়াল্টারের দিকে। ‘সার্চ করা ওকে, ওয়াল্টার। ও কাছে না পেলে আইলায়ভারে।’

রানা উঠে দাঁড়াল ওয়াল্টারের ঠাণ্ডা ছেড়ে ফুল করল ওর কাপড়-চোপড়, পিঠা রাঙল লুপার হাতে বেশ খারাপ তফাত। কোনরকম বুঝি নিয়ে রাজি নয় সে।

রানাকে ছেড়ে অজান্ত আইলায়ভারে সার্চ করল ওয়াল্টার। ‘কারও কাছেই নেই,’ বলল সে। ‘কেবিনের কোথাও নিচেরই আছে। না থেকে পারে না।’

প্রায়তের মত এগিয়ে এসে নাটকিয়াভাবে রানার সামনে থেকে কষ্টে দাঁড়িয়ে পড়ল সাহ ফ্রেডারিক। হাড় তুলে ধরল সে রানার সিফার জ্যাকেটের কলার। চেখ দুটো থেকে দুটো জনে নীল আরোহনের মত ফিনিশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। চেহারার মধ্যে এমন হিংস্র ভাব খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছে রানা। ‘কাদারেন নোবিশের চারটা কোথায়,’ বাকুনি দিয়ে দিয়ে জানতে চাইল সে। ‘কথায় বিলায়, রানা-২

১১৫
সেটা, রানা?
চার্ট কেনের দিকে মাথা ঝাকাল রানা। 'ওতে।'
'নেই ওতে,' কলন পিবি। 'সব দেখেছি আমি এই কেবিনের। সিদ্ধো কথা বলছে ও।'
'বলবেই তো,' কলন স্যার ফ্যেডারিক। 'ওর জায়গায় আমি হলো তাই বলতাম, আমার কাছে যদি থম্পসন আইল্যাড সম্পর্কে ক্যাপ্টেন নেরিশের অরিজিনাল লগ এবং চার্ট থাকত।'
'থম্পসন আইল্যাড!' রানা বাচের সুরে বলল। এতক্ষণে অরিদম কহিলা বিস্মেদ। এত জেড়েজোড় আর পায়তারা তাহেল থম্পসন আইল্যাডকে নিয়ে।
এই বয়সে লেকটার গায়ে এত জোর থাকতে পারে ভাবতেই পারেনি রান।
কয়েকটা ঝাকুনি দিয়েই হঠাৎ ঠেলে দিল সে রানাকে। শন হয়েছিল রান, তবে ছিল ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু লাভ হলো না কিন্তু। মেঝে থেকে উঠে উঠতে দুঃখুটা দেখে বিস্মিত হলো ও সাত ফিট দূরে ছড়ে দিয়েছে ওকে যাত বছরের সুবর্ণ।
'ai, থম্পসন আইল্যাড!' যেউ যেউ করে উঠল স্যার ফ্যেডারিক।
'চি.এইচ.ও এম পি এস ও এন।--এই আটটা শনবই আমার জীবনের সব।
স্যাটার্নের অরিজিনাল লগ আর টাক চার্ট, কোথায়? নেরিশের--বর্তমানে পড়ে ব্যাটাস্কিল। আসন থেকে নকল তৈরি করে দুরিয়াকে থাকা দিয়েছে। আর বদলাম বিষ জন ওয়েলারবাই। ড্যানিকেটা দেখেছি আমি আ্যামরালিটে। কোন মূল্য নেই সেটা, সবাই জানে। আমি চাই নেরিশের অরিজিনাল লেকটা। পটল তোলার আগে জন ওয়েলারবাই সেটা তোমাকে দিয়ে গেছে। তোমাকে ও পটল 
তোলানো হবে, যদি না দাও ও তা আমাকে। যে�োন মূল্যো, রানা, যেকোন মূল্য ও তা আমার চাই-ই।'
থম্পসন আইল্যাডের চার্ট এমন কিছুর উল্লেখ নেই যা ফ্যেডারিকের মত একজন কোটিপটিকে উদাস করে তুলতে পারে। রানা দুঃখ ভাবছে। চার্টের বাইরেথম্পসনআইল্যাডসম্পর্কেকিনি জানে লেকটা—কি সেটা? যেতাকে 
হোক সেটা জানতে হবে ওকে, হিস করল ও।
'ফ্যাক্টরিপ্যাকে আমি দেশলাইয়ের কাঠির মত ছোট ছোট টুকরো করে ফেলবমের ওষুধের মত রানা মর্য ভাবছে। চার্টের 
বাইরেথম্পসনআইল্যাডসম্পর্কেকিনি জানে লেকটা—কি সেটা? যেতাকে 
হোক সেটা জানতে হবে ওকে, হিস করল ও।
'ফ্যাক্টরিপ্যাকে আমি দেশলাইয়ের কাঠির মত ছোট ছোট টুকরো করে ফেলবমের ওষুধের মত 
বিখ্যাত হলো কথাটা রানার। রানাকে মাঝখানে রেখে চক্র মারতে ওর করল ও সে, হাত দুটা পেছনে রাখে। 'চার্টটা তবু আমার চাই।' রানার সমালোচনায় এসে রো করে 
ঢাকিয়ে পড়ল। 'নিয়ে যাবে তোমি আমাকে থম্পসন আইল্যাডে।'
'সন্নাটি উত্তর দেয়া থেকে বিচার রইল রানা। থম্পসন আইল্যাড কোথায় তা আমি জানব কিভাব'।'
কিন্তু রানা জানে, একটা সীমা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন নেরিশের চার্ট অমূল্য,
পলাহার্ডর ভাবায় রানার বেটে এছাড়া বেড়ে এবং থম্পসনের রহস্য মাত্র 
কমেকোনের কাছে পরিবার ছিল। নেরিশ, বিষ জন ওয়েলারবাই। রানার খান, জন

১১৬
বিদায়, রানা-২
ওয়েলারাই—বাস। হয়তো কোহালার জানত, কিন্তু সে সত্ত্বে চোদনিকের ভেতর ঘাঁটি টানাহে—নরকে। আর পিপো যে আমে না বোঝাই যাচ্ছে। নেরিন।
দুঃ ওয়েলারাই—এরা নেই। রাহাত খান ফেরারিকের ধরােছেই রান। রানাকে সে ঘটনামৈ কাছা কাছি গেয়ে রাস করার মতলব এটুকু কিছু অকারণে নয়।
নেরিনের চারটি ধামসন আইল্যান্ড রহস্যের চারিকাঠি। সেটা রয়েছে বলেই রানায় এর মর্যাদা বা অমর্যাদা।

‘নেরিনের চার রয়েছে তোমার কাছে, ওতেই দেখানো হয়েছে ধামসনের সত্যিকার পর্যন্ত।’

খানা না বলে হাসল রানা। দেখেও দেখল না হাসিটা সার ফেরারিক। ‘নিয়ে যাবে তুমি আমাকে ধামসন আইল্যান্ডে চারটি অনুমান?’ কাপুদু দেখে ওয়েলারাই পর্যন্ত হরতন্ত্র হয়ে গেছে।

‘না।’

‘না?’ কেউ যেন খোঁচা দিয়ে লাফিয়ে উঠতে বাধা করল সার ফেরারিককে।
‘দেখব! দেখব আমার।’ ওয়েলারাই। আগে আইল্যান্ডের সর্ত্য কি করতে হবে।’

খন সুসারের অপেক্ষাতেই দাড়িয়েছিল ওয়েলারাই, সেজা, এগিয়ে গিয়ে গলার্ডের মুখে সে বুট দিয়ে জোরে লাফি মারল রে। তাত বের করে নিঃশব্দ হাসছে পিপো। আবার পা তুলল ওয়েলারাই। রানার দিকে চেয়ে আছে সার ফেরারিক।

হঠাৎ জলের মত পরিপক্ষ বন্ধ লিখতে পারল রানা, গলার্ডের মেলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা, ওর কাছ থেকে চারটা আদায় করার জন্য।

‘থাকে।’ চেঁচিয়ে উঠল রানা।

কানের কাছে যুথ সরিয়ে এসে ফিসফিস করে জানতে চাইল সার ফেরারিক।

ওয়েলারাই। আস্তর নরম শোনাল রানার গলা। ‘এক যেন কখনও তোমাকে আমি না পাই।’ মনে রেখো কথাটাই। বিশেষ করে আমার কাছে একটি ফেরারিক নাইফ থাকলে।’

চেয়ে রবল ওয়েলারাই। রানার গলার সবে এমন কিছু ছিল না ভয় চুকিয়ে দিয়েছে তার মনে। কেমন যেন হাসত হয়ে গেছে লোকটা। কিন্তু একবার বাপারে কোন খেয়াল নেই সার ফেরারিকের, চক্কর মারছে ফের রানাকে মারেখানে রেখে।

‘হায়, কি বললে। আছে ঝটপট বললো,’ কিছু যে বলবে রানা তা যেন ধরেই নিয়েছে সার ফেরারিক। ‘তবে, প্রসঙ্গত যেন চারটা ছাড়া অন্য কিছু না হয়। চারটা ছাড়া আর কি কিছু শোনার জন্যে আমার কান খালি নেই।’

‘চারটি অনুমান আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু কেন আপনি ধামসন আইল্যান্ড যুঁউঁছে তা আমাকে জানাতে হবে। বলল রানা। ‘আমারা একটা চুকিতে আসতে পারি।’ একটা ক্রুটিপুর্ণ ভিতরের ওপর দরকারকরিতে ফল যাই হবে। রানার আগেতেই জনা আছে সীমাহীন এই পানির পথিবীতে সার ফেরারিকের ভাগ্যে কি আছে আর কি নেই—ওকে ছাড়া চাত্তি নিয়ে যাচ্ছি নিজেও সে চেষ্টা করে।

বিদায়, রানা-২ ১১৭
সেই একই শেয়ার পাবে। রানার মনে পডল, বিগ জন ওয়েলার্বাইক ওর মত একই অবস্থায় পড়েছিল। নেরিসের আবিষ্কারের ফলে দুর্নিয়মায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সবাই জানতে চায় কোথায় থমসন আইল্যান্ড? বিগ জন ওয়েলার্বাইক কেন গোপন করে রেখেছেন তার পরিচিতের রহস্য? কেন গোপন করে রেখেছিলেন তিনি, জানে নেই ওর। বিগ জন ওয়েলার্বাইক প্রচুর চাপের মুখে পড়েছিলেন সত্যি, কিন্তু তার প্রাণ নিয়ে টানাচিনি শুরু করেন কেউ। পার্থক্যটা এখানেই, ও এবং গলাড়ির প্রাণ নিয়ে টানাচিনি করছে স্যার ফ্রেডারিক। আর্ডিমালটি বিগ ওয়েলার্বাইকের যখন খোঁজতে খোঁজতে কাবিল করে ফেলে, তিনি বাধা হয়ে নেরিসের অরিজিনালটা থেকে একটি নকল গ্রাহক তৈরি করে আর্ডিমালটির হাতে তুলে দেন। নেরিসের অরিজিনালে যে রহস্য ছিল সেটা একমাত্র তার কাছেই রয়ে যায়, দুর্নিয়মায় তার মন প্রেরণ এর। জন ওয়েলার্বাইকের মাধ্যমে সেই রহস্যসহ অরিজিনালটা এখন ওর কাছে। স্যার ফ্রেডারিক সেটা হাতে পেলে বর্তমান যাবে, কিন্তু চাষা যা নেই, যা লেখা আছে ওখুর রানার মনের পথিয়া, তা কিভাবে জানবে স্যার ফ্রেডারিক? লেখাটাকে মূল করার, রানা ছাড়া কেউ নেবার জন্য। চাষা করে নিশ্চিত, মুলনীতি করে দেবার জন্য সেই লেখাটিরক মধ্যে। সুতরাং রানা ভালবাল, চাষা হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। স্যার ফ্রেডারিক আর্ডিমালটির নকলটি তো দেখেছিলেন, আসলটাও দেখতে।

'চুক্তি? থমসন আইল্যান্ড সম্পর্কে চুক্তি? অসম্ভব!' বলল স্যার ফ্রেডারিক।

'অন্য কোন ভাবারে হতে পারে, থমসন সম্পর্কে নয়। টাড়াড়ি ভাবো। ওয়েলার্বাইকের হাত-পা নিষিদ্ধ করছে! বুঝিয়ে দেয়ে মেরে কাউকে খুন করা একটা বিচিত্র অভিযোগ হয়ে থাকবে ওর জীবনে। এর চেয়ে তাল সুমধুর এর পর ও আমার মাথা পেতে পারে। একজন আইল্যান্ডের কি আর দাম না?'

'কিংবা একজন বাঙালীর, তাই না?' সময় নষ্ট করাতাই উদ্দেশ্য রানার।

তেরছা ভঙ্গিতে হাসল স্যার ফ্রেডারিক। 'সত্যি বলতে কি, তাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজন আইল্যান্ডার কেন, যে-কোন দেশের যে-কোন শ্রেণীর নাগরিককে খুন করার চেয়ে একজন এসপিওজ এজেন্টকে খুন করা কঠিন। আইল্যান্ডের কাঠামো, কিন্তু অসম্ভব নয়, মাইন্ট ইত্যাদি।

ওয়েলার্বাইক চোর মুখে তুমুল খাওয়াল মত করে মুখের ভেতর জিত নাওড়ছিল। বলল, 'চোরটা ফাঁকিপাকি এত মদ্যপাতি, এত রকম কাঠের মেশিন আর জোরাটুরি রয়েছে যে, হাতে কোন অ্যাক্সিডেন্ট তো ঘটতেই পারে, ঘটছে হরহরেশা-আরও না হয় যতটা একটা-দুটো।' রানার দিক থেকে গলাড়ির ক্ষতিক্ষতে মুখের দিকে লোটি দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'কে জানে মুখের নাক-চোখ নেই হয়ে গেছে বুটের আগায় না একটা টায়ফুন করে পড়ে?'

'লাশ করে যাবে, এই যদি হয় প্রশ্ন...,' ওর করল রানা।

'শাদ আপু।' বাতাসে চাবুকের শিশু কাটার মত শব্দ বারিয়ে এল স্যার ফ্রেডারিকের মুখ থেকে। 'ফাঁকিত আর একটা কথাও নয়! চাপ, না হয়-,' মেরেতে পড়ে থাকা অজ্ঞান মাংসপিণ্ডকে দেখাল সে।

১১৮
বিদায়, রানা-২
কুটারের কক্ষটি কেবিন আছে, বলল রান। ‘পাইলটের সীটের পেছন, যেখানেটায় রানার ছিড়ে আছে।’

‘নীল তিমি নয়, তোমার ভেতর থেকে নিঃসার তেল বের করব মিঠে কথা হলে,’ বলল সায়র ফ্যাডারিক। ‘ওয়াল্টার! কুইক! লে আও চার্ট।’

স্যায়র ফ্যাডারিক এবং পিরো দুজনেই দরজার দিকে পিছিয়ে গেল ওয়াল্টারের কেবিন থেকে বেরিয়ে যাতে। এক চেহারা চেহারা বইল রানার বুকের দিকে পিরোর হাতের পিতলটা আপের মতই। ক্লাস্টি লাগছে রানার, গতীর সমুদ্রে ডুয়েলরের পর বিদ্যুত একগল্যানের মত।

‘নীল তিমির দোনা ব্যাপারটাই তাহলে রানফ? ইতেমধ্যে নিজেকে বলে এনেছে সায়র ফ্যাডারিক খানিকটা। ‘সবটা নয়! সবটা নয়!’

‘সাথে চার্টে ক্যালরকে তাহলে টেনে আনছেন কেন? চেয়েছিলেন পাঁজাকে আনত। থম্পসন আইল্যাঙ্কে জুয়েট ওপরের কি দরকার? মাথায় তুকুছে না।’

ভাবছে রানা। কি আছে থম্পসন আইল্যাঙ্কে, কোন ধরণের প্লায়? কিনা জন ওয়াল্টারের মঙ্গলে বিড় মঙ্গল করে থম্পসন আইল্যাঙ্কে থম্পসন আইল্যাঙ্কে বলে বলতে মরার গেছেন। দ্বিতীয় বর্ষ থম্পসন আইল্যাঙ্কে জুয়েট গিয়ে ক্যালরেন নোরিচ এবং ওয়াল্টারের জাতীয় স্পার্টাসি বার্থ হয়, হারিয়ে যায় তারা চিরকালের গতর, কোথায় কেউ জানে না। জোসেফ ফুলার, গ্লার্ডের আমেরিকান ঍থেট গ্রাফডারার তার স্টোনির লাইটহাউস ডুবে মরছে। ক্রানশি আলেন তার নিজের নাম নামওয়ালা জাহাজসহ হারিয়ে গেছেন বরফের মায়া রাজ্যে। কত বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ আবার একজন হোয়েলিং টাইকুনেকে উম্মতায় আর হত্যাগুণ মতিয়ে তুলতেছে থম্পসন আইল্যাঙ্কে।

‘নীল তিমির পর্যায় আইল্যাঙ্কে একটা অদর্শ ক্যালর,’ বলল সায়র ফ্যাডারিক। ‘বেডেটের আপনার ক্যালরগুলো চেহারা বেড়াবে থম্পসন আইল্যাঙ্কের খোজে।’

ওপরের আইল্যাঙ্কে আমার চেহারা হিসেবে কথা করবে। অবশ্য তোমার কাছে চার্টটা আছে তা জানা ছিল না বলে ওদেরকে সাথে নেয়ার কিছু নিজ আমি।’

‘কিন্তু ‘কটার থাকতে’...’

সায়র ফ্যাডারিক হাসল। ‘বেডেট সম্পর্কে কোহলারের দোকানের বিপুল্লর পড়েছি আমি, তুলে মাছ কেন? দুইয়ালা লুটেইলার করে দেবার মত ঝুঁকি যদি না থাকে, তা থাকে কুয়াশা, কুয়াশা যদি না থাকে, তা থাকে ঝিল মেজ, আর মেজ যদি সাপের পিচ পুরু না থাকে, তা থাকে টপস করে ফুটত সাপের। একটা আমেরিকান কোস্টিগাডর ‘কটার বেডেটের দিকে গিয়েছিল—দিকে, কাছে নয়—বেশ কয়েক বছর আগের গুঁড়া স্টোন।’ আকাশে মাত্র আধ্যাত্ম রহিল ছিল, তারপর তার মাত্র কাছে কোৈল পাওয়া যায়নি। বেডেটের ওয়াল্টার সম্পর্কে তোমাকে বিচায়ন নতুন করে শেখাবার কিছু নেই।’

‘ক্যালরেন ফ্যাডারিকের চার্ট আমার কাছে আছে তা জানতেন না, তবু এরমধ্যে আমাকে কেন দরকার হলো?’

বিদায়, রানায়-২ ১১৯
চোখ সরিয়ে নিল রানা অন্যদিকে, ওর মুখের ভাবের পরিবর্তনটা দেখাতে চায় না ও স্যার ফ্রোডারিককে। দুটো জিনিস এক ভাবে ভাবুক। নিজে পাল্লায় কোন কাজো যে সুখে পাবে না থমসন আইল্যান্ডে। শেষ পর্যন্ত কোনকার পানি কোথায় গড়ে থাকে থাকে না। যে সময় সুঃস্থ জীবনে ও, কলা যায় না, সেটা হয়তো গল্লাহার্ডে ও প্রাণের বিনিময়ে হাত ছাড়া করতে হবে।

কুলন না, রানার মনে হলো বিস্ফোরিত হলো দরজাটা। দু’জন একসাথে মরিয়া হয়ে চুকতে চাইছে কেবিনের ভেতরে—ওয়াল্টার আর রেবেকা। ওয়াল্টারই পশ্চিমের বলে জিতে গেল। সফলের উপরে তার হাটাটা মাথার ওপর তোলা তার, সেখানে তাঁজ করা চাইতা রয়েছে। তার বা হাটাটায় তাজা রকের লাল রুপে।

গল্লাহার্ডকে মেসেঞ্জে দেখে দিয়ে দম আটকে গেল রেবেকার। অকৃত্রিম বিশ্বাস আর অবিশ্বাস ফুটে উঠল-তার চোখে। পিড়া, পিড়ার হাতের পিঠে এবং তারপর রানার দিকে তাকাল সে। নাকের ছিন্ন দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। বড় করে তাকাল সে বাবার দিকে। 'ম্যাস্টার এ সবের মানে।' প্রসঙ্গ বললে ইনিই ওয়াল্টারকে দেখাল সে, তীর ঝুঁটি বেরিয়ে এল গলা থেকে, 'আমি জানতে চাই এই কথ্যটা আমার কেবিনের থেকে রায়র ছেড়ার সাহস কোথায় পেল? ওটা আমার 'কম্পার, আমার অনুমতি ছাড়া আর কারও ওখানে দোকার নিয়ম নেই। রানা! রানা! ও সুর্জ ওয়াল্টার খুন করেছে।'

'ইউ বাস্তিচি, ওয়াল্টার!'

'সুর্জি ওয়াং? সে আবার কোন জন্যের নাম?' অসহিষ্ণু কেটে চেঁচে উঠল স্যার ফ্রোডারিক।

'আমার একটা পোশা পাখি—ওই আঁধ্য তাকে খুন করেছে।' আবার বলল রেবেকার। 'কোন অধিকারে।'

'ষাড়া মাটিকে ভেজে দিয়েছি আগে, তারপর চেঁচে মুখে আর ধুলো আলাদা করে রেখে এসেছি,' বলল ওয়াল্টার। 'ফাল্লু জলাভো একটা। চাটিতা বুঝছি, আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে পা দিয়ে আমার মারাত্মক মাছিল।'

মেয়ের কথায় পাথুর দেয়ার সময় নেই স্যার ফ্রোডারিকের। দাঁড়িয়ে আছে মেমেরে ইজড হয়ে, চক্কে দুঃখিত দেখছে ওয়াল্টারের হাতে ধরা পাচাম্পাটকে। 'গোল্ড আউট!' মেয়ের দিকে ফিরে ভেঙে উঠল সে। 'গোল্ড আউট! পোশা একটা পাখি মাটি—লঙ্ঘা করা উচিত তোমার। তার জন্যে এত হৈ-চূলে চলে এসেছে, যেখানে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ের

১২০

বিদায়, রানা-২
মোকাবেলা করছি। পাথি কেন, মানুষের জানানো এখন কোন মূল নয় আমার কাছে।' ওয়ারিয়ার হাত থেকে পার্চমেন্টা নিল নে। 'গেট আউট! এতেই যদি শোক, যাও, আরেক আদের ধন কোতারটাকে নিয়ে চক্র মেরে তা প্রকাশ করো গিয়ে।'

থাকতে খেয়ে পিছিয়ে গেল রেবেকা বাবার আচরণ। আহত অবলা পরে মত তার চারিদিকের দৃষ্টি দেখে করুণার উদ্দেশ্য হলো রানার মনে। পিছিয়ে দরজার কাছে গিয়ে থামান রেবেকা। 'হায়া, ঠিক ভাই করব এখন আমি,' গলাটাকে শাস্ত রাখার প্রণালী চেটি করে বলল সে, 'তোমাদের উদ্দেশ্য কি বুঝতে না পারলেও, মনে রেখো, এখানের এই ছোট ছোট আমি দেখেছি, জাহাজের কুলের মধ্যে যদি আর কেউ দেখে নাও থাকে।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল রেবেকা আঙ্গে করে। পায়ের আওয়াজ শুনার জন্যে কান খাড়া করল রানা, কিন্তু শুনে না পেয়ে নিরাশ হলো। কিন্তু মিনিটগুলো কাটানি, 'কোথাতে কোথাতে' অফিস শুধু গলে ও। ভাজ খুলল সাজ ফ্রেঞ্চের। পার্চমেন্টের মুখ মুখ আওয়াজে শিকিয়ে দিয়ে হে চাও নামাল রানা।

চাটরের গায়ে আরো একটা ছোট বুড়ির ওপর সার ফ্রেঞ্চের আলো তুলেছে, যে বুড়ি থেকে স্প্রাইটলির যাত্রাপথে দেখা আছে বিদ্যুতির পর বিদ্যুতে একে রাখা হয়েছে। 'থ্রম্পসন আইল্যাড! থ্রম্পসন আইল্যাড।'

রানার দিকে মুখ তুলল। চাওরের সেই আফ্ন-আরা দৃষ্টি নেই, কিন্তু আরও চাই। আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চাও দুঃখ। নিজের হাত দুঃখের বলে রাখতে পারছে না। আলো দিয়ে পার্চমেন্টের একটা কোন দেখার পারাকে, যেখানে মারজানা নেট। নভেম্বর-দিসেম্বর, 1825, দা লগ আর্ট্রাক অফ স্প্রাইটলি।

'থ্রম্পসন আইল্যাড।' ফিসফিস করে উচ্চারণ করে আবার।

ধীরে ধীরে পেছন থেকে ঠেলে দিয়ে কেউ যেন পিঠে, যন্ত্রপাতিতের মত এগিয়ে এসে সার ফ্রেঞ্চের পাশে দাড়াল সে। আরেখ পাশে চলে গেল ওয়ার্নার। পিঠের চাও চাটরের দিকে দু'সেকেদ, পরমুখ রানার দিকে।

পিঠটা আগের মতই চেয়ে আছে রানার ব্রুকের দিকে।

'বেঙ্কেও রয়েছে। মাই গড়! নোরিশ বলিক্ষ্ণ আঙ্কোরের একে রেখে গেছে।'

নোরিশের লেখা ডিসাইফার করতে গিয়ে তোটলাতে ওক করল সার ফ্রেঞ্চের, উজ্জ্বলায় কথায় মেরে চাও না মুখ থেকে।

'জিলের উত্তর কাউন্সিলের যারা প্রথম, 1825, নগ বাউ স্প্রাইটলি:

'নেদা না, চাও ছোট একটা লীন দেখাল বিয়ারিন পং ৬ মাইল।

'এটা রক পাশাপাশি বিয়ারিন উঃ-পং।

'এদের একটা রক উঃ-পং। প্রায় পাথরের পিঠের সাথে বসল।

'এই লীন অঙ্গিনের ৫২৫.৫৫ ডিগ্রীতে অবস্থান, লম্বা ৫.৩০।

'এই লীন নাম রাখালাম আমার থ্রফসনের লীন। বিয়ারিন উঃ পং ১৫।

'লীন বেঙ্কেও দুঃখ থেকে তিনটা রক। যেখানের আমার নাম নাড়ি

বিদায়, রানা-২

১২১
চিমনিজ, থশপ্সান তুলে দেয়ো পুঁ ৪ বা ৫
মাইল দূরে এবং আর একটা।

"লক্ষ্যের কাছ থেকে ৩ মাইল দক্ষিণ।"

অনেকক্ষণ মৌনতে পালন করল সায় ফ্রেডারিক। তারপর উচ্চায় বান
দালন তার 'থশপ্সান আইলাইড তাহলে ওখানে! ফিফটিন লিঙ্গ। অথবা পয়ঁতালিশ
মাইল, বক্সের উপর-উপর-পূর্ব দিকে।'

পরবর্তী আঘাতটার জন্য সম্পূর্ণ বোঝা হয় বলে সায় ফ্রেডারিক। কেননা
বাকি স্থানের উপযোগী সম্পর্কে কোন খেয়ালই নেই তার। মাথায় কথা
বলে এরা, কিন্তু তাঁহার কেউ গেল না তার, মুখ তুলল না ভুলেও। এই সময়ই
লোকটার মানিক সুস্থতা সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ দেখা দেয় রানার মনে। শব বলে
একমাত্র পালাইড গোড়ানি। তারপর, হঠাৎ যেন যুধ থেকে উঠে ওদের দিকে
তাকাল সায় ফ্রেডারিক। তুষ কুচকে উঠল তার, যেন ওদের কাউকেই দিনতে
পারে না। নাক দিয়ে বিক্রিয়া একটা উঠা শব করল মুখ না ভাবার সাথে, ফিরিয়ে
সি দৃষ্টি। পালাইড মাথায় ওপর তুলে ধরে কাঁপা গলায় শুরু করল সে, 'গড়।
কননা করো।' নিজের চোখে দেখে চেষ্টা করে তোমরা, নেশিনের ছাট
জাহাজটা বেলা দুইটার সময় কৃষ্ণশায় ভেঙে করে বেরিয়ে আসেই মুখোমুখী পড়ে
গেল থশপ্সান আইলাইডের। এখন এতো আমারই। ফের তালা-চাবি অটল সে
ছোটে।

পিছিয়ে গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরল রানার। বাধা
দিতে যাছিল ওয়ালার, হিস্টে সায় ফ্রেডারিককে যাঁইয়ে আসতে দেখে থাকে গেল
সে। সোজা রানার সাথে এসে দাঁড়াল সায় ফ্রেডারিক, এত সময়ে যে আম হত
পিছিয়ে যেতে হলো রানাকে। যা হত তুলল রানার ডান কঠিন চেপে ধরল সে স্থল
করে। চোখ দেখে বুঝল রানার, নিজের চিঠি হাড়া দুর্নিবার আর সব ব্যাপারে
লোকটা এই মুহুর্তে অট্টান। 'আমাকে বললা, রানা, নেশিন যেনেন বলেছে ঠিক
তেমনই কি দেখে সেটা—ছোট এবং নিচু? কিন্তু, তাহলে...সেকেন্দ্রে, কি ভাবে
বক্সের সাথে তালগোল পাকায়? পালাইডের চাড়া পাটিল আর চূড়া এই হলো
বক্স, তাই না কি? বলো আমাকে, কি দেখেছিল মেজার জেনারেল? বলো, বলো
আমাকে, রানা?

'তিনি বক্সে বক্স বলেই চিনতে পেরেছিলেন,' বলল রানার। 'অর্থাৎ
থশপ্সান আইলাইড দেখেছিলেন তিনি। হ্যা, ছোট এবং নিচু, সেই রকমই
দেখেছিলেন।'

গীতকাব্য চিন্তিত মনে হলো সায় ফ্রেডারিককে। চেয়ে আছে রানার মুখে।
'একমাত্র জীবিত মানুষ সে।'

তাঁহাত খানের বর্ণনা থেকে কয়েকটা শব্দ মনে পড়ল রানার: বরফের গোলা,
নোঁঁরা পাঁচটা আকাশ, কাফারের মত কৃষ্ণ। সায় ফ্রেডারিকের পরবর্তী
কথাটার দের লোকটার মাথা সম্পর্কে সন্দেহটা আরও বাড়ি রানার।
চারটে পুরানো সীলার স্প্রাইট্রল যাত্রাপথের বিন্দুগুলো থশপ্সান আইলাইডকে

১২২

বিদায়, রানা-২
চুঁচুঁ বা পাশ কাটিয়ে চলে গেল সামনে, কিন্তু লোর ওপর গৌরীর আদের আঙুল কলামে স্যার ফ্রেডারিক। মুদু মুদু কিংসহ তার নিচের ঠোঁটটা। "স্যার্জীয় নীল! বলল সে। 'হেভেনলি রুণ! স্যার্জীয় নীল! স্যার্জীয় নীল!'।

রানার কাথের ওপর থেকে ঘর ঘর শিক্ষা শিখি হয়ে উঠল হাঁটালোড়স্কোর। "বোজ থেকে বললাছ! বিজ থেকে বললাছ! স্যার ফ্রেডারিক সাউন্ড! তৈরি হোন। একটি আর্জেন্ট মেসেজের জন্যে তৈরি হোন। রিপিট করা হচ্ছে রেডিও অফিস থেকে।'

'মুত নেই কাজে, ভবন রানা। বিজকে জানিয়ে এসেছে লোকটা, কেওয়াড় তাকে পাওয়া যাবে, যাতে দরকারের সময় বিজ তাকে মিস না করে।

রেকেয়ার গলা কানে দুকাতে চোখের সামনে থেকে দোকানের একটা পর্দা যেন পরে গোল ওর। 'রেকেয়ার কথা শুনে বুঝল ও, হ্যান্ডসন আইল্যান্ডের ব্যাপারে ব্যাপার বড় তথ্য হোক, রেকেয়া তার সাথে জড়িত নয়, যা এতে তার কৌন ভিকা নেই। কথাগুলো শোনা গেল স্পষ্ট, তার মানে, ভবন রানা, হলীডেট অর বেশি দূর থেকে বললাছ না রেকেয়া।

'আর ফর রেকেয়া। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? আর ফর রেকেয়া।

হেলিক্টার এন আর-ডরিট-এইচ ডাকছে ফ্যাক্টরিশন আর্টিকেটকে। আর ফর রেকেয়া শুনতে পাচ্ছ আমার কথা...?'

চার

মারামুখে হয়ে ছুটে পিরোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক। 'জাম হায়। কিছু একটা করো। যেতেই হোক আকাশ থেকে নামাও ওকে-কুইক।'

ঢিং সেই সময় আবার যৌথা মারল স্যার ফ্রেডারিককে লাউডস্কোর।

'আর ফর রেকেয়া। পার্জশন আপ্রিভিমেটলি,
ফিফটি সিল্ক ভিকীন সাউথ, ওয়ান ভিকী ওয়েস্ট।

কেবিন ছেড়ে দেই যাচ্ছিল পিরো, কথমে দাঁড়িয়ে ঘুরল আবার। ফ্যাক্টরিশন হয়ে গেছে মুখের চেহারা। 'সাদামাঠ ভাষায় ট্রান্সমিশন! থোর্স্যামার মিস করতে পারে না।'

'ডিয়ার গড ইন হেবেন!' বাজ তড়া কবেইন। 'থামাও ওকে, কার্ল!' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসু হলো স্যার ফ্রেডারিক, 'এমন হতে পারে রেডিও ইটারফেশারের খুব বেশি বলল শুনতে পারে না থোর্স্যামার?'

'না,' দুটি গলায় বলল পিরো। 'নেভার!'।

'বেডেট ইন্ড এডেন-স্প্লট–
ফরিয়ন করে আপের যৌথাতিতির জন্যে ডেড-স্প্লট।' ওখানে দিয়ে বলল পিরো।

রেকেয়ার যাত্রিক বর শোনা গেল। 'কোথায় ওদের শেষ সীমা দেখে পাচ্ছি

বিদায়, রানা-২

১২৩
না আমি। সংখ্যায় ওরা হাজার হাজার। যেদিকে চোখ পড়েছে সেদিকেই নীল তিমির বিলাস সব দলন। বড়, ছোট, ধাড়ি বাঁচুর শিক। এরকম দৃশ্য জীবনে কখনও দেখিনি।

গুলি করে ফেলে দাও ওকে।' গর্জে উঠল সায় ফ্রেডারিক। 'ফেলে দাও! ফেলে দাও! ফেলে দাও! এক সময় থাকতে এই সময়। এখান থেকে সাদা যজ্ঞীয়া পড়ি যেখানে যে আছে নরাই আমাদের পজিশন জেনে ফেলেছে।

পিন্তল হাতে পিএকো দেখে মনে হচ্ছ মনস্থির করতে পারছে না সে। রেবেকার ব্যাপারটা তিনজনকেই বেতাল করে দিয়েছে। কিন্তু সুমোগটা পেতে পেতেও গেল না রানা।

'পিন্তল দাও আমাকে।' সায় ফ্রেডারিক বলল। 'বেডিওটে ফিরে যাও তুমি। ডু সামথিং।' ছুটে বেরিয়ে গেল পিএকো। 'এরা এখানে নিজেদের থাকবে আপাতত তালা মারা কেবিনে,' ওয়াল্টারকে বলল সে। 'কত বছর লাগবে আর ট্রাইট্যান্সের দাড়া কাটা জান ফিরতে?'

'এক ঘটা-দু' ঘটা লাগে পাও,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ওয়াল্টার। 'মাথা যামিয়ে লাভ ফি।

'ঠিক,' প্রতিধ্বনি তুলল সায় ফ্রেডারিক। 'মাথা যামিয়ে লাভ ফি। সমস্যা রানাকে নিয়ে।' হাসিতে কোমলভাবে ছিটেফোটা দেখল না রানা। ভেবেছিলাম বাংলাদেশ কাউন্টার ইনস্টিটিউশন-এর মাস্টার স্প্রাই মাসুদ রানার সাথে তুরান লড়াই করে জিততে হবে। এরা কথা খুলল খামাকা, একসাইটের উপভোগ করা গেল না। যুদ্ধ করার আগেই হেরে বসল মাস্টারস্প্রাই। বন্দুর মুখে একটা লাভ মারতে দেখেই কুপেটোক। এমনো, ওয়াল্টার।

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সম্পে বন্ধ করল দরজা, তালা বন্ধ হবার ক্রিক শক্তি পরিষ্কার হনতে গেল রানা। ইটট ভাজ করে গলাহারিত মাথার কাছে বসল সে। কফটা মারাবুক নয়, চিহ্ন যদিও সারাজীবন থাকবে সাথে। কেবিনের এদিক ওদিক দেখল রানা। বেলনের চেটা করাতা পওশ্চম। কেবিনটা করিডোরের শেষ মাথায়, পৃথি ইম্প্যাটের বার্ক্রেডের পিছনে হোয়েল প্রসেসির বিরাট কম্পাউন্ডেট। পর্টেলার রয়েছে, কিন্তু ওটা গেল কেবিন থেকে পালানো সম্ভব হলেও সাম পড়ে মৃত্তিকার হাত থেকে পালানো অসম্ভব।

নিজেদের বিপদের কথা মনে থেকে সম্পর্কে দিয়ে রেবেকার কথা খানিক ভাবল রানা। কেমন বাপ লোকটা। মেয়েকে সে তার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণের একটা উপাদান ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। আত্ম ধীরে এক অধ্যাবার নড়াচড়া করল গলাহারি। কিন্তু জান ফিরল না। জাকেটের আশ্বিন ছিড়ে একটা ব্যাডেজ বেঁধে দিল রানা তার মুখে।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আখ্যানের মত কাটতে রোটের আওয়াজ পেল রানা। রেবেকা লাভ করছে। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে দরজায় নর্ত হলো। জ্বাল দিল না রানা।

'রানা! ডাকল রেবেকা। 'রানা! ভাল আছ তুমি!'

১২৪
বিদায়, রানা-২
'আছি,' বলল রানা। 'সাহায্যের জন্য ধনাবাদ। রেবেকা, যদি পারে একটা পিন্ট ফিংনা ঢুরি...আর এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা...' 
'ড্যাভি নিজের চুল ছিড়ছে, তবে পালিয়ে এসেছি আমি—কিন্তু এক্ষুনি বোঝ গড়বে আমার।' রেবেকার ছুটে চলে যাবার শব্দ পেল রানা। 
চমকে লাফিয়ে উঠল রানা লাউডস্পিকারের আওয়াজে। 'এ-এস-এম। কানবেরাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সটার্টাক্টিক ওয়েবসাইট অ্যানালাইসিস নেটওয়ারক। ড্রিউ-এন-ও কোড ফোর-ফাইভ অন দা ও-ও গ্রাহক মীন টাইম অ্যানালাইসিস.....' 
মাঝের উপর চেয়ে ছিল রানা। স্যার ফ্রেডারিক আর পিরো নিচিয়ে তুলল করে রেডিও রিপোর্টের সূচি অফ করেনি। 
স্যার ফ্রেডারিকের গলা তেসে এল লাউডস্পিকারে, 'ওয়েবসাইট রিপোর্ট! ওয়েবসাইট রিপোর্ট ছাড়া এই অ্যানালাইসিক্যায় আর কিছু পাবে না তুমি।' 
'আগেই বলেছি আপনাকে, কোন জাহাজ ইন্টারন্যাশনাল লেটার সিগন্যাল পাঠাক, তার বিয়ারিং পাবই আমি। কিন্তু স্থান্ত্রিতি চুপ করে আছে,' পিরোর গলা। 
'ছিল! ওয়াল্টার বলছে, 'পর্যায়ে লুকাবার জন্য এত কিছু করার পর...ছিল!' 

নার্ড কেপে গেছে স্যার ফ্রেডারিকের। দুপুরের সুর তার গলায়। 'চেষ্টা করতে থাকো, দেখা স্থান্ত্রিতির রেডিওকে ক্যাচ করা যায় কিনা। চেষ্টা ফ্রিকোয়েন্সি। কার্ট, ডু এনি প্রাক্ত থিং।'

'হের কাউন্টেন মাস্তু রানা এখানে দরকার,' ঠাট্টা গলায় বলছে পিরো। 'আমার এইটিন আর স্যার টোয়েন্টিফোর মিটারে চেষ্টা করে দেখব—রেইডেরের ফ্রিকোয়েন্সি।'

খানিক নিষ্ঠুরতা তারপর স্যার ফ্রেডারিকের গলা, 'কি, কার্ট? পেয়েছ স্থান্ত্রিতিরকে?'

'স্থান্ত্রিতিরকে,' উত্তরে বলছে পিরো। 'সে তার সী-প্লেন তুলছে আকাশে।'

টেলিফোন রিসিভার তোলাকে শন্ত্রা পরিপ্রেক্ষার তেসে এল রানার কানে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে। 'জার্কোস,' স্যার ফ্রেডারিকের গলা তীব্র। 'আলটার কোর্ড! থোরো! কর্নাক এবং পর্ষিম দিকে। ফুলস্পিক্যাল আরহেড।'

গতি বৃহৎ কম্পনটা অনুভব করল রানা পায়ে।

'এটে কোন লাইভ হবে না,' পিরোর গলা জলন রানা। 'সী-প্লেন অবশ্যই তার রাখার ব্যবহার করবে। ভেবে অবাক লাগছে আমার এই আবহাওয়ায় স্থান্ত্রিতির তার পর্যন্ত হারাবার বুঝি নিয়েছে।'

'এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোন মুক্তি নিচ্ছে ওরা আমাদের।' বলছে ওয়াল্টার। 'ধরা দেয়া ছাড়া আর কোন রানা খোলা নেই এখন।'

মাস্তু রানার স্বাগ্তোত্তর তোমার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে দেখতে।' আকাশ শোনাল স্যার ফ্রেডারিকের গলা। 'স্থান্ত্রিতিরকে আমি ভয় পাই না। ওটাকে আমি প্যাক এক টুকরা খুব মজার ছাড়া আর কিছু মনে করি না। বাই অল দ্যাটস গোল।' গলার বেঁধে কমল একটা। 'নিজেও জানে না ছোকরা কি পর্যায়ে সাহায্যা করেছে?

কিনায়, রানা-২ ।

১২৫
করছে সে আমাকে! আমরা লুকায়, তার ভাষায়, অ্যাটমসফেরিক মেশিনের হাটের ভেতর! সে যে বর্ণনা দিয়েছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেখানে এত বেশি কুয়াশা আর বরফ থাকবে যে থরস্থায়ামার জিনিসাতীর খুঁজে মরলেও আমাদের টিকিট দেখতে পাবে না। তা হাড়া, এই আবহাওয়ায় সে তার সী-প্লেনও বাবহ করতে পারবে না।'

হিমেরা একটা হাত ছুঁয়ে দিল রানাকে, শিকড়া বেয়ে সড় সড় করে উঠে এল স্পেশ্ট। টাক গিলি রানার। পাগল হয়েছে লোকটা! আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে! পরিস্কার কামে ভেসে এল টেলিফোনের সিসিভার শোলার শর্দ। কাস্টেল জার্কোকে নির্দেশ দিছে হাইমা দেজোকের দিকে প্লেনরিপের নাক ঘোরাতে।

তাইনেশন অন্তর্ভুক্ত করে রানা বুঝল ফ্যাক্টরিপের তার সর্বোচ্চ স্পিডে পুরূরো সেই কোয়ার্ড ধরে ছুঁটছে।

‘সী-প্লেন থেকে কোন মাঝা পাচ্ছ?’ ভেসে এল সাঙ্গর ফ্রেডারিকের গলা।

‘পাচ্ছি,’ বলল পিরা উত্তরে। ‘সৌজন্য আসছে এদিকে। আমাদের না দেখতে পাওয়ার কোন কাজই নেই। দু’থেকাও লাগবে না, মাথায় ওপর পৌছে যাবে।’

কিস্তা ল। কঠোর বায়ুবকে মেনে নিতে সময় নিচ্ছে ওরা।

‘ওয়াল্টার,’ বলছে সাঙ্গর ফ্রেডারিক। ‘রানার সেই ভেজার এলাকায় এই স্পিডে কতক্ষণে পৌছুবে আমরা?’

‘মে বি টিউয়েলভ আওয়ারস—অর্থাৎ আগামীকাল…’ ওয়াল্টার নীরস কথা বলল।

‘স্যাঙ্গর থরস্থায়ামারকে আজ দিনে আমরা এড়িয়ে যেতে পারব, আজ রাতের আস্তকানে তাকে ফাঁসি দেয়ার সুযোগও থাকবে,’ বলল যাচ্ছে যার ফ্রেডারিক।

‘আগামীকাল ভোরের দিকে আবহাওয়া সমস্ত খুব খারাপ রূপ নেবে। সী-প্লেনেরকে বিয়োগের খোঁজ ধরবে, বাকি থাকে একা থরস্থায়ামার। সুযোগ পাব আমরা তাকে এড়িয়ে যাবার।’

‘সী-প্লেনের বিয়োগের খোঁজ ধরবে!’ নির্দুর্বিশ্বাস পিরা বলল।

‘ফো্য়ার Hotchkin’s Spandau, বুঝল ওয়াল্টার, খোবই কাজের অন্ত, কি বলো?’

‘কি!’ পিরা যেন আরো পাঁচ খুঁকি খেয়ে টিচ্চিয়ে উঠল, ‘যুদ্ধ না, কিছু না, ঠাপ্পা মাথায় ওয়াল্টার একটা প্লেনকে—একটা ন্যান্যাল্স প্লেনকে গুলি করে নামাবে? আপনি বসছেন এই কথা?’

‘না-না, ওয়াল্টার কেন—ওয়াল্টার নয়!’ বলল সাঙ্গর ফ্রেডারিক, গলার ব্যথা থেকে রানা বুঝতে পারল ব্যক্তিত্ব এইমাত্র মাথায় গজিয়েছে। তার এবং ভাবতে গিয়ে দাঁড়ি মজা পাচ্ছে সে। আমরা কেউ গুলি করব না। রানা করবে।’

ভূল শনতে বা দুঃখের দেখছে কিনা ঠিক ভাবে বোবার জন্যে মাথা উঁচু করে লাইফস্যাকারের ছিলের দিকে এগিয়ে গেল রানা।

‘আমি ভয় করছিনি হের ক্যাপিটানকে, বলল পিরা। ‘আপনি তাকে বাড়া করছেন প্লেনটাকে গুলি করতে, অনেক চেষ্টা করে দলীল আমি মনের চোখে

১২৬  বিদায়, রানা-২
ফোটাতে পারছি না। তার সম্পর্কে যত্নের জন্য তাঁকি, তাঁকি যে কিছু মন করে না।
‘আমি তাই মনে করি,’ বলল ওয়াল্টার। এককালে মাঝি একটা।

ওদের গলা দুরে সেরে যেতে যেতে অপষ্ট হয়ে আসতে লাফ দিয়ে টেবিলের
উপর উঠে লাইফস্পাইকারের ঘিলে কান ঠেকাল রানা।

যখন একটিই সম্পূর্ণ হয়ে ভেসে আসছে স্বর। ‘...অপর হারানাসে। বুঝেই
পারছি, রানার তখন করার কিছুই থাকবে না। গুলি করে নামিয়ে আনবে তুমি
ঘূঘূঘুঘুঘুঘুঘু, কিন্তু দেয়া করে খুব বেশি সত্যি নয়।’ বুঝে পারছে তো, ওয়াল্টার?

ফিসফিস গলার আওয়াজ এখুন এরপর, তারপর হাঁটু পিরোর পরিশ্রম কথা
ভেসে এল, ‘একেই বলে বুঝিয়েটা, স্যার ফ্রেডারিক! আমি আপনার মেধার
তোঝার করি। তাহলে রানার ঘাড়েই চাপবে সব দৌখ সহস্র্যামার আমাদেরকে
যদি ধরে ফেললুব’

উড়ে স্যার ফ্রেডারিক বললেন-শেষ অংশটা নিজের দোষে ওতে পেল না
রানা, বাক্যের প্রথম অংশটা অন্তর্বাচা কাঁপিয়ে দিল ওর-সব দৌখে এবং সেই
সাথে লুগারের একটা বুলেট...’

ভোমরার মত ওনে আওয়াজ তেসে আসছে, কানে কানে কথা বলছে যেন।
স্যার ফ্রেডারিকের শেষদিকের কথাগুলো ওতেই পেয়িয়নি রানা।

পরিক্ষার দেখতে পাছে ও দৃশ্যটা। Spandau-Hotchkins অপারেট
করছে ওয়াল্টার, প্রধান বিক্ষেপণের শক্ত হলো, সী-প্লেনটা পাক যেতে যেতে নেমে
আসছে, পাণিতে পড়ল সেটা, কানের কাছে আবার আওয়াজ, এবার লুগারের।
ওর স্থানের এক পাষ্ঠ দিয়ে তুকল বুলেট, বেরিয়ে গেল আরেক পাষ্ঠ দিয়ে।
ওয়াল্টার ওর কমিশন বাধা করে ফেলে দিল ওর লাৎকাকে পানিতে। ওয়াল্টার গলা
চিড়ে ফেলছে ঠেঁচাতে ঠেঁচাতে। স্টিয়ারিঙম্যানকে নির্দেশ দিয়ে সে বিধত সী-
প্লেনের দিকে জাহাজের কোর্স অল্পার করার জন্য। কিছু না উদ্দেশ্যে? তুমি
গ্রাহাম। ওয়াল্টার জানে, সী-প্লেনের লোকজন তিন মিনিটের বেশি-বাইরে না ঠাঁকা
পানিত। বরফের মূত্র হয়ে যাবে শরীরগুলো। একবার হাপাতে হাপাতে ওয়াল্টার
বাঁধা দিল; সী-প্লেনকে গুলি করতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি সে গুলি
করে মেরে ফেলেছে রানাকে।

এক মূর্তি সিলেডের দিকে চেয়ে কি যেন চিন্তা করল রানা। তারপর শার্টের
বুক পকেট থেকে কলমটা বের করে সিগারেটের প্যাকেটের উপর খসখস করে কিছু
নিখল, পাকাটা রেখে দিল পকেটে।

এককালে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। হাতে স্যার ফ্রেডারিক তেসে এল
লাইফস্পাইকারে, ‘সী-প্লেনে যদি মিঃ করো, ওয়াল্টার, কি করতে হবে জানো
তো?’

বিষ্মিত শোনাল ওয়াল্টারের গলা, ‘কি করতে হবে?’

‘বললি বুঝি?’ স্যার ফ্রেডারিককে কঠোর মনে হলো। ‘মিঃ করলে আমার
সাথে যোগাযোগ করার দরকার নেই। অনুমতি নেবার দরকার নেই, একমুহূর্ত দেবি
না করে তুমি আমার হত্যাত্যাগ করো।’ নিজের লোক, তোমাকে আমি নিজে হতে খুন

বিদায়, রানা-২

127
করতে চাই না।

টেলিভ থেকে নেমে পায়চারি শুরু করল রানা। গলাহার্ডির দিকে তাকাল বারবার। কেবল জানে না, মুখানও দেয়া হয়েছে তাকে। কিন্তু জেনেই বা কি করতে পারছে ও নিজে?

একটা উপযুক্ত সার ফ্রেডারিকের থেম্পসন আইল্যান্ডের গোপন সুরু জানিয়ে দেয়। পরাজয়েরই নায়কর্ম হবে ব্যাপারটা। তবু, উপযুক্ত কি, টাই পাণ্ডে বাচাবার যেরূপ পুনর্জাগনের থেকে এলামেলা পাণ্ডবনি ভেসে আসছে। শাস্ত্রে বন্ধ হলা একটা দরজা। অনেক কাজ, কিন্তু নিশ্চয় হয়ে রইল স্পীকর। মাঝে মাঝে মোর্স কোডের মাত্রিক শব্দ পাচ্ছে শুধু রানা পিত্রে। পায়চারি থামিয়ে গলাহার্ডির পরিক্ষা করল আর একবার ও। পায়চারি শুরু করল আবার। এক ঘটা পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

আশা করের সঙ্গে কোন কারণ নেই, তবু একজোড়া পায়ের শব্দ থেকে বলে কিছু উঠিয়েছ রানা। ফ্যাব্রিকের এরের একবার মিট রেবেকা, কিন্তু সে কি পায়ের ও বাংলার চোখে ফাঁকি দিয়ে। বাংলার বিকৃত্তি কোন পদক্ষেপ কি নিয়েছে?

পায়ের শব্দ আসছে না। নিষ্ঠার্ত চার্দিক থেকে ব্যঙ্গ করছে যেন রানাকে। একটা দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল স্পীকর থেকে, সেই সাথে একটা কতবর, ইয়া।

পিতার বলছে, 'সার ফ্রেডারিক, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, এটুকুই আমার অনুরোধ তোর।'

'ইউ বাস্টাড!।' অনুরোধের প্রত্যাহার দিল সার ফ্রেডারিক। বলো, কি হয়েছে?

'এইমাত্র রিপোর্ট দিল সী-প্লেন থেরাপিয়ারামেরকে।' বলল পিতার ঠাণ্ডা গলায়।

'সে তার রাজ্যে শীটল জাহাজ দেখতে পেয়েছে।'

'মাই গড! গ্লিট ধরা পড়ে গেছে! আমরা ধরা পড়ে গেছি! তারপরও বলছ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে।'

'চাষাবার চোখে নয়,' বলল পিতার মুখকে। 'রাজ্যের পর্যায়,' রানা বুকে রিপোর্ট শীটটিকে পড়ছে নে। 'রাজ্যের কর্ণাটকে দাইভ শিপস টু-জিরা জিরো ডিগ্রিজ। সারফেস উইড ফর্টটি ফের নটস। প্রেসিডিং টু ফ্লোট আঞ্জ সুন আঞ্জ আই মেক ভিসুয়াল সাইটিং। ইউ রান ইন আইড টার্ন অন টার্গেট রোডার।' পিতার গলা পেটের। 'থেরাপিয়ার সী-প্লেন কন্ঠে-- সিন্নাল ফ্লোটস পরিশ্রম আইড কোর্স।'

এইবার আমার প্রাণ নিয়ে তীর পড়বে, ঠাকুর রানা।

'ওয়াল্টার। সার ফ্রেডারিক বলেছেন।' রানাকে নিয়ে আবৃত্তির চলে যাও। কি করতে হবে জানো তুমি। একা পারবে তো? ভেবে দেখো...

'ভাবব? একটা মাত্রিকে মাত্রার জন্যে ভাবব আবার কি?’ তাছিরের সাথে বলছ ওয়াল্টার। 'রানাকে আনতে যাচ্ছি আমি। কাউকে পাঠিয়ে দিন বোতল, স্টার্ট দিয়ে যাচ্ছি। এক হাতে টিলার ধরে রাখব আবার। আরেক হাতে থাকবে লুগারটা কোন ।

১২৮

বিদায়, রানা-২
অসুবিধে নেই।

'কাজের লোক,' খুনি খুনি গলায় বলল স্যার ফ্রেডারিক।

আসে ওয়াল্টার, তার সী-বুটের আওয়াজ চুকল রানার কানে, রেডিও অফিস থেকে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল মানে দুরে সরে যাচ্ছে না, কাজে এগিয়ে আসছে। এবার, রানাঃ কি করবে এখন তুমি? শেষ অতি যা পুজি যেতা আছে তোমার মুঠোয়া, দুঃখের গ্রাম বাচাবার জন্য কি যুক্তি? প্রশ্ন একটি ঘুরিয়ে বের যায়—স্যার ফ্রেডারিক কি তোমার গোপন কুক্তিকে তোমাদের প্রাণের চেয়ে বেশি মূর্তি দেবেন? নিজের সাথে কথা বলছে রানা। অন্যান্য একটি ব্যাপারে আমি পিও, ধৃঢ়স্থ আন্তরিকতা পৌঁছে চায় ফ্রেডারিক, যে কোন কিছুর বিনিময়। তার পৌঁছে হলে আমার গোপন সূত্র তাকে জানতেই হবে। না জানলে ধৃঢ়স্থ আন্তরিকতা এই জীবনে যা আর কোন জীবনে পৌঁছানা সম্ভব নয় তার লক্ষ।

তবুও, খারাপটা আশা করাই ভাল। কর্ত্তব্য তেবে নিল রানা। বোতে ও আর ওয়াল্টার থাকবে। সুমধুর যদি পাওয়া যায়, ওই বোতেই। ওয়াল্টার সতর্ক থাকবে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তা আর জানে না যে ওদের কথাটাতে তার কথা ফেলেছে ও, নিজেকে জানিয়ে রাখল রানা, ওয়াল্টার কেবীর থাকার সাথে সাথে কোন জোড়া তাকে বের করে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে হোক। নাউতস্কীর অন্ত করা কোনমতই তাকে জানতে দেয়া চলবে না। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা। ওয়াল্টার যত্নকরণ কেবীর থাকার তত্ত্বক মনে পিও বা স্যার ফ্রেডারিকের বিপরীতে বোর্ড যেতে থাকে।

তালা পাওয়া শন দুখলই না ওর কানে। দুঃখক হয়ে সবকে দুঃখ বাড়ি কেবীর কাদি দুঃখ। শায়তানি হামিদে চোখে কুত্তিত করে তুলেছে ওয়াল্টার। মনে ধাবার মধ্যে পিকল্টাকে কেলানা লাগছে। তোমাকে এখন আমার অর্জনকে যেতে হবে। কোনরকম ফজলালমো কোরো না, পরিলসে আঁধু কমলে মাত।' গলাহারির দিকে পা বাড়ান সে।

সুমধুরটা বুঝে নিল রানা। দরজার দিকে লম্বা পা ফেলে বলল, গলাহারিকে তুমি মেরে ফেলেছ। এর বিহিত আমি করব, সুযোগ আসুক।' বেরিয়ে পড়ল রানা প্রশ্ন করিডরে।

'মরে গেছে। কী মজা।' উদ্ধারে লাফ দিয়ে যুক্ত ওয়াল্টার, ছিটকে বেরিয়ে এক করিডরে রানার পিছনে। 'আই কোথায় যাচ্ছ?'

রানা ধুলতে শুরু করতেই এক পা পিছিয়ে চার হাত দুরে সরে গেল ওয়াল্টার।

'ডেকে উঠল যাও লোজা। নো ট্রিকস। হাতে পিকল্ট আর সামনে টার্গেট থাকলে তর্কীকে আমি পোষ মানাতে পারি না। অর্জনকে যায় আমরা অ্যাডাউন্ট টার্ন, বুঝি মাথ।'

'স্যার ফ্রেডারিকের সাথে আগে কথা বলব আমি,' বলল রানা। করিডরের শেষ মাঝায় রেকেরা দাড়িয়ে আছে অন্ডা, দেখতে গেল ও।

'স্যার ফ্রেডারিক তোমাকে চিনতে পারবেন না,' দাঁত বের করে হাসল নিশ্চেষ্টে ওয়াল্টার। 'তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন কিনা? যা বলছি....'

৯—বিনায়, রানা-২

১২৯
হেলান দিল রানা ইস্মাইলের দেয়ালে। ওদের ঢাকা ঝানা আছে ওঁর ফ্যাক্টরিশে কুশমিতে ঘটাবে না। গুলি করবে বড়সূত্র। করো। সার ফ্যাডারিকের
সাথে কথা না রাখে কোথাও যাইছি না আমি। পাকেট থেকে পাগ্নেটে বের করে
একটা অকার্ণেটেন নিল রানা, ফলে দিল পাগ্নেটেটা করিডরের উপর। লাইব্রে
জেলে অকার্ণেট ধরান।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম না হলে এখানেই উপরে দিতাম তোমার খুলি,' খুন করার
সুযোগ পেয়ে উত্ত্বাদ চেষ্টে রাগাতে পারছে না ওয়াল্টার। 'কি কথা সার
ফ্যাডারিকের সাথে?'

'তাকেই বলব।'

'ঠিক আছে,' ডু বাকান ওয়াল্টার। 'কম্পানিয়ন ওয়েরে টেলিফোন আছে,
চলো। দেখু প্রাপ্তি কোন কিনা।'

কম্পানিয়ন ওয়েরে তেলে সিড়ি উপরে যেন ডেক। ইমার্জেন্সী টেলিফোনটা
সিড়ির কাছেই। পিজ ফোন করল রানা, সার ফ্যাডারিকে চাইল। তার যেই
যেই অওয়াজটাকে ধারিয়ে দিল ও অবিভাজ্য শান্তি আর নিদ্রা গলায় কথা পুরো
'শোনা, ফ্যাডারিক,' সমৃদ্ধ পাড়ে বলল রানা। 'তোমার থম্পসন আইল্যান্ড
সম্পর্কে কিছু কথা বলে আছে আমার।'

নিম্নভাবে নকল সার ফ্যাডারিক রানার গলায় শান্তি ভাবনা, 'কোন
ফায়ার নেই, রানা। জানান্ত দিয়ে খেলেছ তুমি—কিন্তু হেরে গেছ। ও চোটো এখন
আমার। তাই থাকবে।'

'পূর্ণান্ত বলে মিউজিয়ামের রাখা যেতে পারে,' বলল রানা। 'চাছাড়া ওটার
আর কোন মূল্য নেই। ফ্যাডারিক, আমি তোমাকে লিরিক দিতে পারি, যে পরিশে
স্তনা আছে। চার্ট সেখানে তুমি সারঘরিন ব্যুঝে মরে গেলেও থম্পসন আইল্যান্ডকে
পাবে না। রহস্য চাই ওটে নেই। এক আমি জানি থম্পসন আইল্যান্ড
কোথায়। সেখানে তোমাকে আমি নিয়ে যাব, বিনিয়োগ নিঃশর্তে আমাকে আর
গলার তীব্র কেপ্টাইনে নামিয়ে দেবে ফরার পথে, বহাল-বিভিত্তে—এবং
ফ্যাক্টরিশের কমাহাটে সরাসরি আমার হতে।'

কানের কাছ থেকে রিসিভার সরিয়ে নিতে হলো রানাকে। এমন' আইহাসি দিল
সার ফ্যাডারিক। কৌতুক উদ্দীরণ বন্ধ করে সে বলল, 'এই—ই হয় হে! মৃত্যুর
সামান দাড়িয়ে একটা মিঠে কথা ও কেউ বিশ্বাস ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে পারে
না। তারটা ফালি, ওতে থম্পসন আইল্যান্ডের সত্ত্বাকার পরিশেষ চিহ্নিত করা
নেই, না?' আবার রিসিভার সরিয়ে নিতে হলো রানাকে কানের কাছ থেকে।

আর্ধনিমিত পর আবার কথা বলল সুযোগ পেল রানা। 'শোনা, ফ্যাডারিক
চার্ট ফলা করে ফ্যাডারিকে সেখানে ইচ্ছা নিয়ে চলো তুমি। যদি থম্পসন আইল্যান্ড
pাও, তুলে দিয়া আমাকে গোপনীয়তামার। যা কিছু ঘটেছে, সবচেয়ে দায়িত্ত্ব
নিজের কাছে নেব আমি। আর যদি না পাও—'

উদ্দর্শ্বক সাথে সেলিক্টর ভাববে সিল পেল রানা। সশয়ে রিসিভার নামিয়ে
রাখল সার ফ্যাডারিক।

১৩০

বিদায়, রানা-২
'কুইক । সময় নেই ইং'।

করার নেই কিছু ও রাত হয় ওয়ালারকে পিছন নিয়ে পা বারণ ও খেলায় তুলতে হাজাটা আরও কাছে চলে এল। তার হাত পিস্তলসহ পকেট চুক্কে পেলেন সে। আত্রচাপে তাকাতে রানা দেখল, খেলা দুটি চকচক করতে ওয়ালারের। সময় যতই গিয়ে আসে বেরাংশিক হয়ে উঠছে সে। খুলিয়ে নেওয়া মাত্র করে দিচ্ছে ওকে। হাসছে সে নিঃশ্চেষ্ট, সামনের দুটি দালার গুরুত্ব সবচেয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঠোঁটের ফাক দিয়ে। মুখটি উল্লাসে উড়িয়ে; একবার কেনকম অনুভাবের দরকার নেই আর রানাকে খুন করার।

বোটের ইঞ্জিন স্টোয় দিয়ে রাখা হয়েছে। দুজন বাকশরের দাবার নামক কাঠ হয়ে দিড়িয়ে আছে কাছে। ওয়ালার বলল, ‘আফটার ইউ, ক্যাটনে রানা।’

রানা চড়তে নামিক দুজন নিজঘন্টায় সাগরে নামাল বোটাটাকে। একাটা, পিলার ধরে ধাঁকা মারল ওয়ালার। অপর হাতটা পকেট থেকে বের করে ফেলল। সেটা রানার দিকে ধরলেন সের আরও পাপল হয়ে তাল মাত্র করে শিউয়ের উঠল রানা। বোট ডাবে থেকে কেটেলে হাঁকিয়ে; আর একাটা পান্নিতে পড়লে ওরা বড় জোর মিনিট দ্বিতীয় বেটে খালে থাকলে পারে, তার বেশি নয়। যেকার যোগ, তাতে ক্যাটারিনিকে সাতের উঠে সাফল্য স্বাগতে অনেক দশ মিনিট। নেপালের সাথে ক্যাটারের রিচ মুলরাকের সাথে সামান্তারালে সেট করল ওয়ালার বোটাটাকে। চোখের পশে কাছে চলে এল আরোয়া।

'লাফাও! সহায়ো বলল ওয়ালার। 'আমার ফর ইঞ্জিন! ঠিক তোমার চেয়ে থাকবে আরো।'

ছুটি গিয়ে বোটের কিছু দেখানোর মাধ্যমে পা রাখল রানা, লঙ্গ জাম্প দিয়ে পড়ব। সর্বশেষে আরোয়ার দেখে ফিপি বেগে অনুসরণ করল ও ওয়ালার পরবর্তী ট্যাক্সিতে তাঁকে আপহীল করল না। রানা ভাবলো জোরে পাঁচ আগেই দেখলে উপর নামাল সে হাতে দাঁড়িয়ে দুজন কুড় বাঁধল বোটাটাকে। এই ফাকে পিলাটা পকেট ঢুকিয়ে বাজল আবার ওয়ালার। কালো মেটা সাঁত জ্যাকেটের পিছন থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে বিশাল বুকটা। দুবিশাল ভাবে হঘাট ছাড়ল সে, তের থেকে পড়িয়ের করে চুটে পালান করে।

'কোন তা যেতা মেজর মাসুদের রানা।' দুঃখ নাটির বলল ওয়ালার। 'আমার লেখলখ আকাশের অয়াস গানের আশক্তন দেখে বিষ্টর মজা পাবে, বিলভি মু। একাটার হরদরে বসার সুযোগ দেব আমি তোমাকে।' কেপে কেপে হাসল সে, 'ঘোড় ছাড়ো হে, আমার আগে।'

মই বেয়ে উঠতে শুমে করল রানা। একক্ষেত্রে গানতে পড়ে করেছে ওর দুঃখেরও তালু। ফাস্ট স্টেক মেটে খেলার তাঁকে খেলো বলল ওয়ালার, নিচে নেমে গেল সে হ্রাস করে ধারন ট্যাক্সিতে রানার পাশ থেকে। ট্যাক্সিতের উপর রিয়া একখানে টিয়ারিয়ার মান, লুক-আউট কাকের বাসা-সাবান উঁচুতে। তার দিকে দুটি হাক গড়ল ওয়ালার, লুক আউটের দিকে মুখ তুলতে দুব আকাশের গায়ে কুড়

কিনায়, রানা-২

১৩১
একটুকুরো সিলেট এবং তাতে সর্বালোকের জীলকানি দেখেছ পেল রানা। ওয়াল্টারের দিকে তাকাতে ও দেখল, তিন চোখে চেয়ে আছে নেও।

লোহার মাইলের বার্ক দুটো ধার্প পশ্চিম থেকে ধাক্ষা খেয়ে চুপকা রানা, উঠে পড়ল ব্লিজ থেকে গান প্লাটফর্মে। উপরের, স্টিভারিওমানের চোখের আড়ালে লুনাডার্টা ফের ফের করে আল্লাম ওয়াল্টার। ফুলে ফেঁপে ওঠা ভারতীয় মুক্তি চেহারা ঘেঁষে খাবার দেখাতে, কি এক আকারে মারাত্মক শুক করেছে সে। 'হচ্ছিকি হারেনের ভোজন-কুইক!' বা হাত দিয়ে খামচে ধরল রানার গলার কাছে জ্যাকেট, হেঁটে টানে মেরে আরাহত নামাল মাখাটা নিচের দিকে, তারপর ছেড়ে দিয়ে রানার মাথা এবং কাঁধ দিয়ে গলিয়ে দিল সজোরে হারেনের। স্টেইট-জ্যাকেটের রঙুজ্ঞতন ফাঁকে আটকা পড়ু গেল রানা! মুরে চলে এল ওয়াল্টার ট্রিগারের কাছে। দাড়ির একটা লুপ পরিয়ে দিল সে ট্রিগার পার্ডের চারদিকে। দড়িতে টান পড়ছে রানার মুক্ত সেটে রোইল বিদ্যুতে ভাবে Hotchkins-এর সাইটে।

ফেঁকাতে নির্দরের চোখ রাখার কথা। রানার হাত দুটো ট্রিগারের দিকে বাড়িয়ে আমার পথে বুলে রইল। ওয়েস্টবাইরে তুর্জ রানার মুক্তার তুর্জ হাঁটি করে দুটো পড়ল স্পাংওয়াল-এর হারেনের পিতার। সুইভেল বারের উপর, রানাকে সহ ঘোরাল সে অবশ্য দুটো। ফ্লুটের সবচেয়ে দুরের মাজাগ, ক্যাচা ক্রোকেটের মাথা উপর দিয়ে উড়ে আসছে সী-গ্লেনটা দেখতে পেল রানা।

ফ্যাটিশন থেকে একবার পাঁচ মাইল দুরে রয়েছে। অবশ্য মাঝখানে, কুলিংরের উপর হচ্ছিকির লব্ধ মেটাল সাইটে সম্পূর্ণ উপরে দেখতে আছে সী-গ্লেনটা। স্পাংওয়াল-এর পিছনে চারদিকে রাখার দিয়ে মেয়া সাইটে ওয়াল্টারের ডান চোখে টেক আছে, কুঁচকে উঠেছে চারাপাশে। তার দাঁতের সারি দেখতে পাছে রানা, বা চোখে চেপে বন্ধ করে আছে। দুই নজরের মুখের মাঝখানে মাত্র নয় ইঞ্জি তফাৎ। ওয়াল্টারের ডানহাতটা তিনি দাঁতের দীর্ঘ ধুপের নিচে ঠিক ট্রিগারের উপর।

বন্ধুদের থেকে ডাইভ দিয়েছে সী-গ্লেন ফ্যাটিশনটকে লক্ষ করে। মুখ ঘোরায় সাইটে চোখ রাখল রানা। মুখের জন্য সী-গ্লেনটাকে দেখতে পেল ও। ওয়াল্টার এত তাড়াতাড়ি কাজটা সারাপ চাইলে ভাবিনি ও। অন্যত্র খেঁপে উঠল ও। স্পাংওয়াল-এর মিনিটে চারের রাউন্ড বিক্রিয়া। করদাইটের কাঠে ধরা গ্রাস করল ডাবল উইলেনের পিছন দিকটা। নিশ্চয় মাফিক কার্গোর সাহায্যে অব দুটোকে এমন চমৎকারভাবে বেল করা হয়েছে যে ওয়াল্টার সী-গ্লেনকে দেখার জন্যে তার স্পাংওয়াল-কে ঘোরালে Hotchkins-এর সাইটে রানা ও দেখতে পাছে সেটাকে।

সুখোটিটা দেখতে পেল রানা।

বা হাত দিয়ে হচ্ছিকির ট্রিগার টেনে ধরে ৩-৪ যদি গলি ছোড়ে, ইজেকশনে আউটস্টেট দিয়ে বেরিয়ে তাকে খুলন হয়ে যাওয়া কার্জিড্গুলো। ওর ডান হাতটা মুক্ত না হওয়ার কোন কারণই নেই। হচ্ছিকি মিনিটে একাধিক চারের রাউন্ড গলি ছোড়ে। যেই চত্বার সেই কাজ। ট্রিগার টেনে ধরেই বা হাতটা আউটস্টেটের কাছে তুলল ও। উঙ্গ সাদা গ্যাসের বিফোরেন চোখের পলকে ছিড়ে ফেলল।

১৩২

বিদায়, রানা-২
দিটা। কিছু ছায়া খেয়ে তীব্র বায়ুয় কফিয়ে উঠল রানা। একই সাথে শীর্ষের সট ওজন হারনেসের গায়ে হাপিয়ে দিয়ে দু-মুখে মারোগাটাকে নামিয়ে অনতে টানা করল ও। উল্লাস সীসার দুটি ধারা আকাশের গায়ে সরল রেখা একে চুরু যায়ে। কিন্তু সী-প্লে থেকে অনেকটা দূর দিয়ে।

ওয়াল্টার খুন করবে ওকে—ভুলেই গেছে কথাটা রান। সী-প্লেন্টাকে বাড়চুনা ক্ষুব্ধ পেয়ে ডিউপণ শকি অনুভব করল ও নিজের মধ্যে। ট্রিগার চেয়ে দিয়ে হাফাকের সেটা মেটাল সাপেটে ভাল করা হাইট গেড়ে সেটাকে অন্ধ রাখার প্রায় পেল ও। সবরশিক্ষার দিয়ে রানার করল থেকে ক্ষেত্রে আগের পজিশনে নিয়ে গেল ওয়াল্টার Houthkins-Spandau-কে সাইটে চোখ রেখে খুজতে চুরু করল সী-প্লেন্টাকে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। Spandau-এর তারী বোলালো ঝুঁকিতে ফিরিল বিল। টিনবাজি খেতে খেতে নেমে আসছে সেটা অরোহী দিকে। বাটসের ধারকা গেলো মেয়ে ফাইবনিশের কাঠাকাঁচি নেমে এল তারপর, শুনে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে টিনবাজি খেলো করেস্তা। এরার দুটি চিমিনির মাঝামাঝি দিয়ে তীরে তেরে নামাতে চুরু করল, ফাইবনিশের পিছনের পানিতে অঁধু হয়ে গেল পরক্ষণে। চারিদিকে পানি লাফিয়ে উঠতে দেখে রানার মনে হল একদল নীল তিমি মুখে পানি নিয়ে এককালে পিঁচাম করে যায়ে।

হারনেস থেকে বেরুকরার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে ওয়াল্টার। তার গলাটা দু হাত দিয়ে বেস্টন করে ধরেছে রান। ওয়াল্টার হাটু তুলে তলাপতে মারতে যাচ্ছে বুড়া পেয়ে ডান পা দিয়ে লাভ চালান ও। হারনেসের কঠিন ট্রাইল জ্যাকেটের কেঁদীর মধ্যে আটকা পড়ে আছে দু’জন। লাফফাইট মুক্ত করল ওয়াল্টারকে। পড়ল চঁহ হয়ে, গড়ো গেল খাঁরিক দুর, একটা কনিজের উপর ভার দিয়ে মাথা তুলে তাকাল রানার দিকে। একটায়ে বের করে নিল পিটতাটা ওয়েস্টব্যাড থেকে।

রানার কপাল লক্ষ করে লুগার তুলল ওয়াল্টার। রানার কানে গুলির শক্ত ওঁথা যায়নি এখনও।

ইতোমধ্যে ভয়ঙ্কর অনেক দুটির জোড়া ইন্টারকলক মাল ঘুরিয়ে ফেলেছে রানা মায়াক্রিম ডিশ্রেশনে। ক্ষুব্ধ হয়েছে ওয়াল্টারের দিকে। সাইটে চোখ রেখে ও দেখল হিপনোটাইজড হয়ে গেছে ওয়াল্টার। চোখের পক্ষে আতঙ্ক করাচার করে তুলল জোড়া মাল ওয়াল্টারের মুখটাকে। টিগার টিগে দিল রানা।

রুলেটের ঝোক ঝুঁকিতে দিছে ডেক প্লেটিং। উন্মুক্ত লাল আলোয় উদ্ধার হয়ে উঠল চারিদিক। সেই সাথে কানের পানি ফাটানো বিকট শব্দ যুব বেশি কাছে রয়েছে ওয়াল্টার। মায়াক্রিম ডিশ্রেশনে ওয়াল্টারের দিকে যোগদান স্থির করে পরিবর্তন করা সেখানে মেহেক নিচে পৌঁছছে না ওলিনাল।

চোখ ধারানো উন্মুক্ত উত্তল সুল্টের ঝোগ বয়ে যাচ্ছে ওয়াল্টারের মাথা থেকে ধরিক বারো এক্ষ উপর দিয়ে। যে ফিট দুরার ডেক ক্ষতিক্ষত হজ যাচ্ছে, তুলছে লাল দেখাচ্ছে ইম্পায়রের পাত গরম হয়ে ওঠায়, কিন্তু ওয়াল্টার অক্ষত। মুখুর বড়ানো হাতের আঙ্গুল চুলু চুলু করছে ওয়াল্টারকে। মাথা না তুলে দেহটাকে

বিলায়, রানা-২ ১৩৩
সামনের দিকে হিচড়ে নিয়ে এল সে। নিজেক স্পান্ডাঁর চেতনা ধরল হাত তুলে মুখ করে। চেতনা তানে ওর কলন দে। অন্তরে শক্তি গিয়ে, পিছন দিকে তোলে নামিয়ে তেলেন, সেই সাথে বড়ল বাকের উঁচি গেল আকাশের দিকে মুখ করে। তুলেছে রানা, গান প্লাটফর্ম থেকে উঠে গেছে ওর পা দুটি। হারনেলের উপর বসে অসাহসাবে আন্তরিকটিকার দিকে তাকাল রানা।

ফ্রেন্সিক প্লাটফর্ম থেকে আকাশে উঠেছে হেলিকপ্টারটা। রেলক্টর উঁচু চিত্কার করে উঠল রানা খামখাম বেলায় মত। লুগাট হুলে রানার দিকে লন্ধ স্থির করছে ওয়াল্টার। হিংস জটির মত দীর্ঘ বেরিয়ে পড়ছে তার হাপ্তাে। নিচের দিকে চোখ পড়তেই আত্মকে উঠল রানা।

নিচে সাগর! সাগরের পানি মধুতে রূপান্তরিত হয়েছে! এর ভয়ের অর্থা জানা আছে ওর; মৃত্তি, তাংশক্তি মৃত্তি! ঠিক এমনি সময়ে গজ্জু উঁচু লুগাট।

পাচ

বাতাসের জন্য মাঝের মত খাবি খাচ্ছে রানা। জেলীর মত দেখতে থেকে থেকে হলদেট পদার্থের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে সে। অরোরার গান প্লাটফর্ম থেকে ওগো দেখেই আত্মকে উঠলেছিল ও। স্বান হালানো এবং ফিরে পায়ের মাঝখানে কোন এক সময় ফকুফক তর্ক করে আন্তরিকট ট্যান্ন, সেই সাথে মনে পড়ল এইচ.এম.এস.

স্বার্থের কথা—এই মধুর মধুর পড়ে ডুবতে যাচ্ছিল জাহাজটা। এখন ওকে পেয়েছে নিয়ে যাচ্ছে ধরে বেঁধে সাগরের অতলতলে।

হা করে মুখ দিয়ে আরও খাবি আন্তরিকটন টেনে নিয়ে চোখ সেলন রানা।

দেখল মার্কিনী অফাইডের হলদ আলো, মুখ বা জেলী নয়। অর্থ-চেতন অবস্থায় ভেঙেছিল সাগর ডুবছে কিংবা তা তো নয়—ফ্যাক্টরিশুপে ওর নিজের কেবিনে হয়ে আছে—আলো মেখে হলদ হয়ে যাওয়া সিলিং দেখতে পাচ্ছে মাথায় উপর।

বাজারের জন্য আঁখা করে উঠল আবার ও। মনে পড়ল হচ্ছিলের হারনেলের সাথে অসহায়ভাবে বুঝিল, সেই সময় দেখতে পায় সাগরের সবকিছ এক ধরনের পদার্থের স্রোত। ছড়িয়ে ঠিক পিছিয়ে চোখকে জেলীর মত। অরোরার রেলিঙের নিচে সাগর প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ওরে, কোন কোন টুকরো দুই বর্গফুট। একই সাথে মনে পড়ল ওর দিকে পিছিয়ে তুলে ধরা করেছিল ওয়াল্টার।

মধুর মত হলদেটে জেলীর মত দেখতে—বিপদটা উপলব্ধি করেই এর অস্বীকার অর্থ বুঝতে পেরে অস্তরাতা কেন্দ্র গিয়েছিল ওর। যে বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে ও তার সামনে কয়েক হাজার ওয়াল্টারের লুগাট হাত্রোগীহীন, কিছু না। বাট কেবল বাঙালির উপর উঠে বসল বক্ত, কিন্তু হিসাবের দেখলা না কিছুই। কেবিনটা ক-বন করে ঘুরছে ওর চোখের সামনে। একটা হাত তুলে নিজের মায়ের রাখতে।

১৩৪

বিদায়, রানা-২
ব্যাবহার অনুভব করল ও। মাথা ঘুরে পড়ে যাছিল, দুটো নরম হাত ধরে ফেলে ওইয়ে দিল ওকে আবার। শেষ থাকার চেষ্টা করে, রান।'

নিঃসুর্দ আলোয় দেখতে পারি এক্ষণে রানা রেবেকা। তার গলা ওনে গরে পড়ল, ওয়াল্টার ওলুর কলার সাথে সাথে মাথায় প্রচু যতক্ষণ অনুভব করে ও হরেনেস থেকে ফিরিয়ে আনে দেহটা। রুপ করে পড়ে যায় ও সাগরের পানির উপর বিভাজনের জোতের স্বরের মধ্যে। দুখ যাছিল, সেই সময়ে রেবেকা রেভারের কানাফটানো গর্বন ওনে পায় ও। একে দেখতে পেয়েই গাছিলের মত ডাঁটি দিয়ে নেমে এসেছে রেবেকা রেভারের হেলিকপ্টার। প্রচু শীতলসেই সত্ত্বেও কর্মার অনুভূতি এক স্বীকরণ যতক্ষণ পড়ল ওর দেহ মনে 'কুশারের হরস কার' ওকে ছো মেরে বিশিষ্ট সাতার থেকে হুলো নিতেনই। এক মিনিটেরও কম সময় পানিতে ছিল রানা। এইি নিয়ে দ্বিতীয়বার অবধারিত মুত্তার মুখ থেকে আচরণ নেপুরের সাথে ছিনেই নিয়ে এসেছে ওকে রেবেকা। একপর কি ঘটেছে, স্মরণ করতে পারেন না। রেবেকার প্রতি সত্য করণেই কৃতজ্ঞ বোধ করল সে।

'রেবেকা।' ফের বিপদটার কথা মনে পড়ে মেনে বাকুল হয়ে উঠল রানা।

'কৃতজ্ঞ অজানে কিন্তু আমি? কারা বাজে এখান?'

'কয়েক ঘটন হবে,' বলল রেবেকা। 'শেষ বিকেন এখন।'

'শেষ বিকেন,' প্রতিধ্বনি তুলল রানা। ফ্যাক্টরিপেক রেভারের সম্বন্ধে আর

কোন উপায় নেই অনুমান করে শিউরে উঠল ও। দৃষ্টি অপশন থেকেই গিয়ে পড়ল জাইলর-ওয়াটারের উপর। উঠো বসল রানা। না মতে যেয়েই বাধা দিল ওকে রেবেকা। নাইবার ফলে মাথার বাতাতা এমন বাড়ল যে রানার মনে হলো খুলো ফেটে এখনই হবে টুকরা হয়ে যাবে। চিনতেই পারল না ও নিজের গলার আওয়াজ, 'রেবেকা! ফেটে যাও ভয়েস পাইনের কাছে। ফর গ্যাস নেক, জাকেকে কোর্স অলটার করতে বলল। সরাসরি ভেতরে ফেটে যাছি আমারা। ইতস ডেথ! আই টেল ইউ! মুত্তার মুখে চলেছি আমারা।'

ম্যা আলোয় রেবেকার আতর্কিত চোখ দুটো ছিল বাঁধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে, দেখল রানা। গলার আওয়াজ শান্ত তার, 'কোর্সের কথা ছাড়ো, রানা।

তেমনি মুখ থেকে এনা কথা উনতে চাই আমি। কি ঘটছে এখানে? তুমি আহত হলে কেন?'

'সব কথা পরে ডোল,' বলল রানা। 'কোর্স পায়লাতেই হবে। বরফে আকেলে পড়ল বিপদটার কথা তোমাকে আগেই বলেছি আমি। পানি হলদেটে জোতের মত হয়ে যাওয়া জমাট বরফের পূর্বক্ষণ, ফর গ্যাস নেক। আর বায়েরের ওই হলদেটে আলা...এটা বিপদের দ্বিতীয় পিঙ্গালন্ত, তার সাথে আমারা ফেনের ভেতর দুঃখ।

বুয়াশা ঘরে ফেলেছে ফ্যাক্টরিপেক।'

নিজের গলার বর্ব বাজে আতর্কের সুর্তি আহতের সুন্দর টের পেয়ে রানা নিজে শিউরে উঠলেও রেবেকাকে যেন তা স্পষ্টই করল না। এদিক ওদিক মাথা দেলাল সে। 'তাই যদি হয়, সুবধান হওয়ার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে, তুমি আহত হয়েছ, আমি কারণটা জানতে চাই। পিতারের মুখে দাড়িয়ে থাকতে দেখেছি তোমাকে আমি।

বিদায়, রানা·২ । ১৩৫
কেন? ওয়াল্টারের ডাবল উইপনের উপর থেকে পানিতে পড়ে যাও তুমি। তার আগে আমি দেখি। ওই অস্ত্র দিয়ে একটা ডিকেলেস সী-শ্লেনকের একটা চট্টা ছিটকেও কিছু রেখে যাও। স্প্যানিডাওয়ের গা থেকে একটা চট্টা ছিটকেও কিছু বাক্স ছিটে যাও। বাড়িতে একটা চট্টা ছিটে যাও। এদের সাথে যাও। মূর্তির মত বসে দেখা তো।

রানা অনুমান করল লুগারের ভাস্কুর্ত বুলেট স্পাংডু এর গায়ে নে দিকাও হয়ে অনা কোনদিকে চুরু ছলে যাও, স্প্যানিডাওয়ের গা থেকে একটা চট্টা ছিটকেও কিছু রেখে যাও। বাড়িতে একটা চট্টার মাঝে আছে কাব্য হাটায় ও। বাড়িতের ফলে বাড়িতের মাঝে আছে কাব্য হাটায় ও। বাড়িতের ফলে বাড়িতের মাঝে আছে কাব্য হাটায় ও। রেস্টরাঙ্কের হাত তুলে ধরে দিয়ে দিন্ত ছেড়ে দিন ও। দেয়াল থেকে হাত ছেড়ে দিন্ত ছেড়ে, ডেরি পাইপের মুখ ছেড়ে দিয়ে দিন্ত ছেড়ে দিন। রেস্ট রানার বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করল না এবার। মূর্তির মত বসে দেখা তো।

'জার্কি,' বলল রানা। 'রানা বলছি। বর্তমান কোন গেফ আমি বলছি!' হয়ে এড়িয়ে যেতে পারি অনা একটা কোন ফলে যাও। 'স্টিয়ার,' Jyro repeater-
এর দিকে চোখ রানা—সিকুকুঠা। ফুলশ্রুত এবার!”

দশ সেকেন্ড চূপচাপ। তারপর ক্যাটেন জার্কির গলা পেল রানা, কারে যেন
কি বলছে। আরও খাঙ্কাইর রানাকে উদেশ্য করে বাড়ি করল সে। 'তোমার
অ্যাডভাইজের জন্যে ধন্যবাদ, ক্যাটেন রানা। সার ফ্লোরিকেন্ড ধন্যবাদ
জানান। তোমাকে।' তিনি বলছেন, কাঠিন্য পরিপূর্ণ রেখে দরকার। জাহাজ পাকা হতে বহল তত্বিতে আছে,
থাকবে, ধন্যবাদ।

'পাকা হাট।' রানা শুরু করলে কি হবে, খোয়ার কেন্দ্র যোগাযোগ কেন্দ্রে দেয়ার
শুরু হতে এল বয়েস-পাইপের অশর প্রান্ত থেকে। 'এইট-ফাইভ ডিঙ্গু মুভ
করছি আমি,' রেকেকে বলল রানা। 'জার্কি বলছে...,' কাঠিন্যে শান করে ওকে থামিয়ে দিল রেকেকে।

'আমি জানতে চেয়েছি, রানা, কেন সহায়তা চেয়েছি চিঠিতে কিভাবে তুমি
আহত হবেন?'

বাড়ি উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল রানা। রেকেকে দিকে তাকাতে
দেখল, একটৃটো চেয়ে আছে সে ও দিকে। শুনে করল রানা ক্যাটেন নোরিশের
চার্ট থেকে। ওর একধরনে সার্চ করার ঘটনা, ইলিড স্প্রিকের সাহায্যে কি চেষ্টা ছে
ও, এক কেইপারের পাইকেটের উপর চিঠি লিখেছে রেকেকে, ওয়াল্টার পিঙ্ক
উচ্চে কিছু কিছু অরেরায় নিয়ে যায় ওকে, গান প্লাটফর্মে কি ঘটে, কে সী-শ্লেনকে
গুলি করে নামায় এবং ওয়াল্টার ওকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করে—কিছু
বাদ না দিয়ে সব বললে গলা রানা। একটা কথা ও না বলে চুপচাপ শেষ রেকেকে।

'তোমাকে নিয়ে ফ্যাক্টরিশন নামায় পর,' রানা থামতে বসল রেকেকে।
'জাড়ি আমাকে বলল ওয়াল্টার W/L-এর সাহায্য সব কথা আজিয়েছে তাকে।
ওয়াল্টারের বক্তব্য হলো, ভয়ঙ্কর মারণাত্মক দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়,

১৩৬

বিদায়, রানা-২
নিজের ওপর কট্টোল হারিয়ে ফেলো তুমি। এই রকম নাকি তুমোল খুনে যোদ্ধাদের কোনো ঘটনায় ঘটতেই পারে। যুদ্ধের সময় কিছু মৃত্যু হয় অবশেষে মনে, তা হতাং করে সজিল হয়ে ওঠে, আর কিছু না বুঝেই যোদ্ধা জীবন দিয়ে পড়ে ধর্ষণ করে দেবার জন্য। যুদ্ধের সময় তুমি Spandau-Houchkins অপারেট করেছে সম্ভবত, ডাইভার্সের বিচার, যাই দেখার সাথে সাথে পুরানো সেই মৃত্যু জেগে ওঠে তোমার মধ্যে, তুমি সব ভুলে পড়ে করে দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওয়াল্টার বলেছে, বিয়েতনাম ও কম্পিউটার কন্ফিডেন্সে নাকি একরকম ঘটনা ঘটতে দেখেছে নে।

‘আর এটার ব্যাপারে তার বক্তব্য কি?’ মাথায় ব্যাঙ্গাটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

‘বলছে, Spandau-এর শেল স্পিন্ডার চুটে এসে আগাত করে তোমাকে, বলল রেবেকা। ‘আজাত কারণে গান্টা তুমি তোমাকে দিকে ঘূরিয়ে ফায়ার করতে ওঠতে দেবে। ওয়াল্টারের বক্তব্য, ভাবে তোমাকে বেচে যেতে দেয়ে নে।’

এবং ব্যাপারে তুমি কি ভাবছ?’ চোখে চোখে রেক্ষণ করল রানা।

আলকে দেখাচ্ছে রেক্ষণকাজ কোথায় পাওয়া যায় এবং সঠিক কারণটা এই অর্থের দেখে ঠেলে ও। চাঙ্গুর ফ্রাইং জ্যাকেটে নেই এখন গায়, তার বললের কথায় দাবিটি সময় দুঃখ মিলে সাংগের যে রঙ দেখেছিল সেই ঘৃণার রঙের মালতীর পোশাক পরে আছে রেবেকা। হঠাৎ বাথ হয়ে উঠল রানা রেক্ষণকাজ উচ্চতা শোনার জন্যে। বেন অনেক কিছু নির্দেশ করেছে এই উচ্চতার উপর।

আরও বেন পতিত হয়ে গেছে রেক্ষণের চোখ দুটি। কিন্তু না, রানা জানে, এ গুনের ছায়া বাইরে থেকে আসছে পোর্টহোল গলে। ফ্যাক্টরিপিপ কুয়াশা আলে জড়িয়ে পড়ছে প্রতি মূর্খতে, যেখান থেকে তাকে আর বের করা হয়নি সম্ভব নয় এ যাত্রা।

‘সাউন্ডার্ন ওশেনের অনুভব ব্যত আমার ডাইভার, ওয়াল্টারের, তোমার এবং গল্পজীবন থেকে আমার নিজে নিয়েছে,’ শাপ্তকভাবে বলল রেবেকা। ‘মারো অথবা মরো। সে যথায়, থ্রুস্পন অসিল্যাসের ব্যাপারটা কি বলো তো শুনু?’

‘আমার প্রছন্দের উপর কি হলো এটাট?’

‘না,’ বলল রেবেকা। ‘উচ্চতা সম্ভবত এই যে করে কোনো ধরে বসেছিলাম আমি যাকে সবাই কোনো গ্লাডে খুনে বলে ঘোষণা করেছে তার জেগে ওঠার অপেক্ষায়। ডাইভার্সের বা আমার চূল ছিলের বাকি রেখেছে আমাকে এখানে আসতে না দেয়ার জন্যে, কিন্তু দেখা, চলে এসেছি আমি। তখন আমার…গান প্লাটফর্ম থেকে তুমি যখন পানিতে পড়ে গেলে, মনে হলো কি যেন একটা ছুটকি করতে করতে মরে যাচ্ছে আমার বুকের ভীতর, অনুভব করেছিলাম…’

‘হঠাত ধান্য রেক্ষণের। চোখে নেই রানা দিয়ে। মাথা হেট করে রেখেছে।

‘ঠাকুর মিনিট আড়াই বেচে থাকতাম হয়তো,’ বলল রানা।

‘আস্তর্ক কি জানেন?’ বলল রেবেকা। ‘বরফে কষ্টের নামায় ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম আমি, অথচ সেই বরফের ওপর দিয়ে হেটে গিয়ে তুমি আমাকে চূড়ায় উঠে থ্রুস্পন থাকাকে দেখতে বললে-তোমার নির্দেশের সীমায় ছাড়িয়ে গেল। সেই
আমি কি করে পারলাম... আমার দ্বারা সত্বর হলো কিতাবে তোমার মত একজন দয়াময়াহীন পাদকে পানি থেকে তুলে আনার জন্য না। জানি না।

চাপ দিয়ে উদ্বোধন সরাসরি পেতে ছাইছে রানাঃ 'তুমি বিখ্যাত করে বেন অক্ষেপ হয়ে পিয়েছিল আমার? তিনকলেসে একটা সী-প্লেনকে থলি করে নামিয়েছি আমি।'

এবারও উদিত এড়িয়ে গেল রেলেকা। 'নীল তিমি আমি দেখেছে পাইনি, রানাঃ ফুটের পজিশন চারদিকে প্রচার করার জন্য অমন চেচাচিল আমি রেইডিওতেত।

'হেয়াট?' আরও একটু পরিকার হতে ছাই রানাঃ 'তোমার বাবাকে তুমি! তাকে নরওয়ে কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিতে চাও তুমি বেস্টারাঃ।

'হা, মুদ কষ্টে কলন রেলেকা।

'তার মানে তুমি আপসই সন্দেহ করেছ তোমার বাবার উদ্দেশ্য মহৎ নয়, এর পিছে ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু একটা আছে, তাই না।'

বাপের সাথে মেয়ের সম্পর্ক কি বোঝেনি রানাঃ বা তুলে বুঝেছিল। ও ধামতাই দু'পায়ে তর দিয়ে কার্পেটে দাড়িয়ে রেলেকা। 'বাজে রেলেকা না। ডাডিকে আমি ভালবাসি, তাকে আমি বুঝ করতে চাই। ডাডির যাতে আর কোন ক্ষতি না হয় সেজনেই আমি ফ্যাক্টরিশপের পজিশন জানিয়ে দিয়েছি। নরওয়ের সমস্তীমার ভেতর আছি তো কি হয়েছে? আমার ডাডি জরিমানা দিতে পারবেন, তা সে যে অফ্ফেরই হোক। আদুখানা তিনি এ পর্যন্ত মারেননি জানি, থেএরহামার আমাদের যেকিনি করতে পারে। ডাডি নীল তিমির বিভিন্ন গ্রাউন্ড আবিষ্কারের ব্যাপারে একটু না হয় বেশি মাত্রায় উৎসাহ দেখিযেছেন...'

'কিন্তু সী-প্লেন নামানোর ব্যাপারটা?' বলল রানাঃ। 'অক্ষত দু'জন লোককে খুন করা হয়েছে ঠাঁচা মাথায়, তুলে যেয়ে না সেকথা।'

'সী-প্লেনকে থলি করে নামানো বা তার দু'জন পাইলটকে খুন করার ব্যাপারে হয় তুমি নয় ওয়াল্টার আর তোমারা দু'জনই দায়ী, আমার ডাডি নয়,' বলল রেলেকা। 'গিয়ে যে তোমাকে 'হের ক্যাপিটান' বলে, এখন দেখছি সন্দ কারণগুলো ব্যাখ্যা করে সে তোমাকে।

'কি জানো তুমি পিয়ারা সম্পর্কে?'

'আমার যতটুকু আছে,' বলল রেলেকা। 'একজন প্রথম শ্রেণীর রেইডিও অপারেটর।'

পিয়ারা প্রক্ষে পরিবেশ্যা প্রাকাশ করল রানাঃ বলল, 'কোহলার ওর নাম রেখেছিল মান উড়ল দা ইমিয়াকুলেট হাইভ।

'কি বলতে ছাইছ তুমি?' বাচ্চে পা খুলিয়ে বলল রেলেকা।

'আপসই বললি, আবারও বলতি 'থ্র্পাসন আইল্যান্ড। রু-হোয়েলের বিভিন্ন গ্রাউন্ড একটা কাফার-ভূমা ব্যাপার। আসলে আমি থ্র্পাসন আইল্যান্ড। কি জানো তুমি, রেলেকা? কি জানো তুমি থ্র্পাসন আইল্যান্ড সম্পর্কে? কেন তোমার বাবা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে থ্র্পাসন আইল্যান্ড বুঝে বের করার জন্যে?'

বিদায়, রানা-২
আরও ঘন হয়ে উঠেছে হলুদ আলো। রেবেকার চোখের নিচে আলোটা যেন আরও গরীব হয় তায় ফেলেছে। 'তোমার মুখেই প্রথম দিন। তার আগে থৃপ্ত এই বলােগা আলোকের নামে শুনিনী।'

চারটা হাটে পেয়ে সায়রে ফ্রেডারিক আমাকে এবং গল্পার্থেকে খুন করার সিক্কাখান নেয়,' বলল রানা। 'তাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি চারটা কোন কাজেরই নয়। থৃপ্ত ও আলোকের কোথায় তা যদি কেউ জানে তা তে একমাত্র আমি। চার কোথায় কোথায় সহজে বেঁধে নেই গোপা।'

কাছে সবে এন রেবেকা। রানার মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে বলল, 'প্লীজ, রানা! থৃপ্ত ও আলোকের কথা মুখেও এরনো না! যদিও হয় নেই নামটা, তবু কেন অনেক ছায়া পড়ছে মনের পড়ায়। বরফে ঢাকা সাগরের নিচে থেকে খানিকটা পাথুরে মাটি মাথা তুলে যেন রুক চাইছে আমাদের সকলের, হাত ছিন্ন দিয়ে নিজের দিকে ডাকছে আমাদের সবাইকে। খুন করবে বলে। তাহে পেটের হাত-পা সেয়েদে যাছা আমার। রানা: কি যেন প্রকৃতপক্ষে একটা কুৎসিত আর বীরত্ব ঘটাতে রূপান্তর পাচ্ছি চেয়ে দেখেও।' পদী সরানো পেটের দিকে ডাক বেড়ে তাকাল সে। 'আকাশের চেহারা কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।' শিউরের উঠল রেবেকা। 'মাগো! চারবিদ কেমন যেন অন্ধারে চেকে আসছে।'

'এই বৃহৎসূচিত আর বীরত্ব ঘটাতে সৌভাগ্য ঘটাতে যাছে,' বলল রানা। 'আমি জানি না, এখনও সময় আছে কিনা! হয়তো...হয়তো এখনও যদি তাকে খামানো যায়...'

'কে জানে, হয়তো সেজনেই আমি আমাদের পজিশন জনিয়ে দিয়েছি!' বলল রেবেকা। 'তুমি যে কলান, জানা ছিল না আমার, কিন্তু আমার ইনটিউশন আমাকে বলেছিল ডাডি বোধ হয়।' নতুন একটা ভয়ের ছায়া পড়ল রেবেকার চোখে, চমকে উঠল সে যেন কি একটা আশঙ্কা করে।

'রেবেকা,' রানা বলল। 'বুঝতে পারছ না? এসব দেখে একটা সিদ্ধান্তই পৌছানো যায়, তোমার বাবাকে যেভাবে হেক রক্ষা করতে হবে, তার নিজের করলেই তা।'

রানার কাছে একটা হাত রেখেছি রেবেকা, সেটা নামাল। দু'হাত দিয়ে ধরল সে রানার দু'টো হাত। হাত দু'টো বরফের মত ঠাটা অনুভব করল রানা। 'তুমি, রানা, তুমি বলছ, আমায় ডাডি পাগল?'

'কেন একটা আশ্বাস বা স্বার্থ যদি উৎকট আকারে নেয়, যা তোমার বাবাকে বলে যে তোমার মুখেই প্রথম দিন। তুমি এই বলােগা আলোকের নামে শুনিনী।'

রহস্য কি আঁকার 'হাতে কোথায় কি পারি প্রথম দিন। তুমি এই তোমার বাবার আধিক এমন উক্টাতে হয়ে উঠেছে আমি তো জানি না, আলাদা বাবা। এই 'আঁকার এই এই বলােগা আমায় ডাডি পাগল।' রানা হাসল হাসল। হাসল হাসল হাসল হাসল এক দুতেটি দুতেটি। কারণ তা জানি না।

বিদায়, রানা-২

১৩৯
ফলাফল—মুহূর্ত।

চেয়ে বইল রেবেকা রানার দিকে। পলক নেই চোখে।

'মনে করার চেষ্টা করো, বলল রানা বিছানা থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে। 'এই অভিযানের আগে কি ঘটেছিল? হঠাৎ করে কোন হটনা ঘটেছিল কি না? এমন কিছু বলেছিল তোমার বাবা যা বিশ্বাসকর?'

লাইটার জেলে রানার সিগারেট ধরিয়ে দিল রেবেকা। 'দুর্লভ মেটাল সম্পর্কে ডাইও চিকার পাগল। মুখের কি অবশ্য হয়েছে দেখতেই তো পাছছ। মেটাল নিয়ে গবেষণা করার জন্য স্বষ্ট টালে সে।'

'সে তো পনেরো বিশ বছর আগের কথা।'

'দাঁড়াও,' বলল রেবেকা। 'মনে করার চেষ্টা কর। ধরে, বছর পাঁচঘাঁতে থেকে ডাইও আইনটিককায় ঘোরাফেরা করছে, প্রতিবছর সাথে নিয়েছে আমাকে। এখন যেন দেখছ একক সে কখনই ছিল না। অভিযান পছন্দ করত। উপভোগ করত—যার সাথেই দেখা হত তাকেই জিজ্ঞেস করত আপনার সব জানালিয়া বা আবিষ্কারের কথা।'

'ষষ্ঠীয় আইল্যান্ড?'

'না,' বলল রেবেকা। 'ডাইওর মুখে ষষ্ঠীয় আইল্যান্ডের কথা কখনও গুরুত্ব নি। তবে বড়োটের সাথে লেগেই থাকত মুখে। আমি...'

'কি যেন মনে করার চেষ্টা করছিলেন?'

'সে ব্যাপারটা আইনটিককায় ঘটেছিল,' বলল রেবেকা। 'মাঝে আঠারো আগে নিয়ে নকআরম ডাইও তীক্ষণ উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফেরে। আমাকে বলল, অত্যন্ত পুরনো একটা সিকিং ফার্ম কিনেছি, তার পরাণো সব কাগজের ভেতর থেকে অ্যাডভার্টিজ একটা জিনিস বেরিয়েছে।'

অবিশ্বাসের একটা শিহরণ জাগল রানার মনে। ওয়েস্টার্নাইডের সুপ্রাচীন ফার্ম বছর দুর্যোগে আগেই তো লাম উঠছে। ফার্মটা নিয়ে চড়ে, কিনে নেয় স্টুচকার্ট হোয়েলিং কোম্পানি। ওর সাথে স্যার ফ্যার্সার্ক জড়িত কিনা জানা নেই ওর।

'সিকিং ফার্মটার নাম জানো?

'না। আমার তেমন উৎসাহ ছিল না এবং ব্যাপারে। আমার ওধু মনে আছে সেই সঙ্ক্ষেপে থেকে গৌর্জীর রাত অবধি ডাইও বুলস আইয়রের মত দেখতে একটা জিনিস পরীক্ষা করে সময় কাটায়।'

'বুলস আই?'

'বুলস আই। কামনা বছর কাছের মত, তাতে সাদা, প্রায়-সাদা ডোরা কাটা দাগ।'

'তারপরে...'

'সেই সঙ্ক্ষেপের পর সর্বকিছু বদলে গেল। ডাইও তীক্ষণ বাত হয়ে উঠল। চর্কির মত ঘুরতে শুরু করল এখানে সেখানে। অভিযানের গতি সেলাম আমি তার উত্তেজনায় মধ্যে। ক্যামেনের সাথে সালপরামর্শ করল ডাইও জাহাজের স্টোরগুলো ভরা হলো হাড়াইড়া করে, মাপ নিয়ে গবেষণা চলন তার গৌর্জীর রাত
পর্যন্ত। দেখেছেন সবচেয়ে আমি তেবেছিলাম দক্ষিণে যাবার আর একটা প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে মাত্র।'

'বুলস আইল্যান্ডে আর দেখানি তুমি?'

'না।'

'আসলে কি সেখানে, তোমার বাবা বললেন তোমাকে?'

'না,' বলল রেবেকা। 'গ্রুন সময় কাটায় ডায়িডি আইডিরালিটি ধর্মী দিয়ে, জার্মানীতেই ছিল প্রায় মাসখানেক।'

'পিরো এল কোথায় এই অভিযানে?'

'নোঙর তোলার আগের দিন সে যোগ দেয় আমাদের সাথে। তুমি না বলে পর্যন্ত আমি জানতাম ও প্রথম শ্রেণীর একজন রেডিও অপারেটর, কখনও সনেহ হয়নি।'

'গজাহ্তি কোথায় জানা?'

'একটা সেদের তিতর বন্দী, কেবিনগুলোর অপজিটি,' বলল রেবেকা।

'অণুসন্ধান চুরি করেছি ওর, এখন তাল আছে মোটামোটি।'

'তোমার বাবা কি তেবে চাঁদি দিয়েছে তোমাকে? তুমি আমাদের ছেড়ে দিতে পারে এ ভয় মনে আগেনি তুর?'

'তোমাদের দু'জনের যা অবস্থা, ছেড়ে দিলেই বা কড়ুরু কি করতে পারবে?'

হাল বলল বাবা। 'ডায়িডি আমাকে তোমাদের নার্স নিযুক্ত করেছে। বুঝতে পারছি কিছু এ থেকে? আসলে ডায়িডি আমাকে সেই দিন হিসাবেই বিবেচনা করছে এ ক্ষেত্রেও।'

রেবেকাকে বলল রানা, 'তোমার বাবাকে যেভাবে হোক থামাতে হবে।' এখানে অফিস শেষকে চাপ দিয়ে ঘুম রানা, উঠিয়ে দিল অফিসিং শর্ট।

'একটা কাজ করলেই ওখু তা সম্ভব—ফ্ল্যাটের কম্যুন চুলে নিতে হবে আমাকে নিজের হাতে। রেবেকা, তোমার সাহায্য দরকার।'

'কি করতে চাইছি?' চোখ বড় বড় করে আমন্ত্রণ চাইল রেবেকা।

'ডায়িডি...ডায়িডির কোন ক্ষতি করতে চাইছি?'

'না,' বলল রানা। 'ওয়ান্টার ব্যাপারে অড়িক কোন কথা দিতে পারছি না।' রানা থেকে নেমে নিজেকে পরিক্ষা করার জন্য হাটাহাটি শুরু করল রানা। দেখল, পারছে মাথা ঘুরছে না। 'একটা ফ্ল্যাটের নাইফ আর একটা হ্যাকার চাই আমি,' গীর্ণা নেমে বাক্সেল দেখল ও, যেসব ওদিকে হোয়েল প্রসেসিং কম্পার্টমেন্টগুলো রয়েছে। 'ঠিক জানা তো দরজায় গার্ড নেই?'

'জানি, নেই, রানা!' আচমকা আঁকে উঠল রেবেকা। 'রানা। ধামচি আমরা। ফ্যাক্টরিশিপ থেমে যাছে।'
ছয়

অ্যাটাকটিকার হার্টবিট মহুর হয়ে আসছে, টের পেয়েছে রানাও। 'ইয়া' মুদু শাঁখ গলায় বলল ও। 'তোমাদের ফ্যাক্টরিয়ালের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, রেবেকা, শাসক কষ্ট দেখির তার, ফুরিয়ে এসেছে সময়।'

'কি কলাহ তুমি?'

'সাজার হলদ পদার্থ,' বলল রানা। 'সাউদার্ন ওশেনহানিজেলী, তোমাকে তো বললে নিজিতার সহজ অর্থ হলো, সামনেই অজেয় বরফ।'

'হামি-জেলী—কি সেটো।'

'অতি কুদ্র কোটি কোটি প্রাণী। নাম অন্ত্র্যাকড। এক হাজার, কখনও দুইহাজার ফাদা নিচের পানি থেকে উঠে আসে এরা।'

'প্রাণী? জীবন্ত প্রাণী।' রেবেকা সম্মর্য জানতে চায়।

না, বেঁচে নিয়ে ওঠা। মরে গেছে বললে তোলে উঠেছে পানির ওপর। সেজনেই বলল, সরফের কাছে চলে এসেছি আমরা। শোনে অন্ত্র্যাকড জীবিত কি মৃত লো বড় নয়। কোটি কোটি অন্ত্র্যাকডের মৃত্যুদেহ পানির ওপর ভেসে উঠেছে—কেন? প্রচুর ঠাওয়ায় রেবেকা। পানি হঠাৎ করে অসহ্য শীতল হয়ে গেছে, তাহির ফেল বংশ উজ্জ্বল হয়ে গেছে ওদের। শীতের শেষ দিক থেকে এদিকের পানি যখন গরম হতে শুরু করে, এরা লক্ষ কোটি হারে বংশ বৃদ্ধি করে। ঠাওয়া ফিরে এসেছে আবার।'

'ঠাওয়া ফিরে এসেছে কলাহ তুমি কি বোঝাতে চাও?'

'বরফ, বরফ' বলল রানা। 'বরফ, রেবেকা, বরফ। আমি বরফের কথা বলতে চাইছি। বরফ ফিরে এসেছে। এই একটি কথাই বার বার করে তোমাদের সবাইকে আমি বোঝাতে চেয়েছি। অস্তিত্বের পায়ারটি ওর করল রানা। 'বরফের রাজা সেখানে গেছে আমরা। এই বরফই বড়োর নিখোঁজ জমাত বরফ। আইস পার্ক আইস।' অন্তর্দেহে মাথা বাঁকাল রানা। 'ওও ভাদি।'

'কিন্তু গৃহীতের ওর এখন, রানা।' প্রতিদর্শের সুরে জোর গলায় বলল রেবেকা। 'এসব কি প্রলাপ বক্ত যা উদ্ধৃতি করে আইস? তার তো পাচসো মাইল দূরে থাকার কথা গৃহীতের কথা অ্যাটাকটিকালে মেইনলাইনে।'

'কোর ভেতরের মুক্তি আমং, বললে আগে।' বলল রানা। 'বড়োর আচরণ আমূলসফরিরেক মেশিনের হার্ট—এই হলো সেই হার্ট।' ওর দূরহাতের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে টেরে পেল রানা। 'আবার গান প্ল্যাটফর্ম থেকে সাগরের পানি মুখ্য মত দেখে বুঝলে প্রার্থনা আমাদের ফ্রাইট ফুট বেড়ে ওঠা বরফের জায়গাটিক ডানার আওয়াজ পড়ে গেছে। বড়োর চার্দিকে বরফ এইভাবেই জমাট বদ্ধ। বিশাল দুটো ডানার মত দুইদিকে ছড়িয়ে পড়ে বরফের দুটো শাখা, মাঝখানে একশো

১৪২

বিদায়, রানা-২
মাইনরের মত বাবুধান। বফর জমাট বাঁধতে ওকু করে চোখের পলকে, এক শাখা থেকে আরেক শাখা পর্যন্ত, মাঝখানে তরল পানি বলতে কিছু থাকেই না একরকম; সর্বাধিকের দিকে এগওঁচি বুঝতে পেরেই জাহাজের কোর্স অটায়ার করে নিচুটি ভিজিতে ঘোরাতে বলেছিলাম। অর্থাৎ পুর দিকে সরে যেতে চেয়েছিলাম আমি, পুরস্কার গোলন্দাজ থেকে আরেক শাখার মাঝখানটা শুক করিয়ে হয়ে ওঠার আগে বাংলার শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম। শোনেনিও ওরা আমার কথা। আমারা সেখে হয়ে গেছি, রেবেকা। ঢোক গীলন রানা পরবর্তী দু'দিন। কাপালের নাম মুহুর্ত আকাশের আকাশে। পায়চারি থামিয়ে ফিরে এন রেবেকার সামনে।
‘যা বলছ সব সত্যি?’ গলা কেপে গেল রেবেকার। কোন সেদেহ নেই তোমার মনে?
‘মিথ্যে আমি সাধারণত বলি না রেবেকা। না, একবিংশ সেদেহ নেই।’ বলল রানা। ‘অপেক্ষা করো, নিজের দেখতে পাবে।’

আনায়দি মুখ ফিরিয়ে নিল রেবেকা। ঠোঁট কাঁপড়ে ধরে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে সে।

‘যাবোমিটারের দিকে তাকাও ওধু একবার,’ বলল রানা।

থেকে রানার দিকে, তারপর ব্যারোমিটারের দিকে তাকান রেবেকা। এমনি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাখল কাঁচ। এক পলকে নাম অবিভাজ্য ফুটে ডুবে ঠাল চোখে মুখে। ‘মানু? তিন ঘণ্টায় কৃষ্ণ মিলিরের নেমেছে-এ কিভাবে সম্ভব। বেশরের এরকম দ্রুত-এর অর্থাৎ ...’ ফুটে চলে এল ও রানার বুকের উপর। ‘রানা। যে ঝুঁকা আসছে তাতে আমরা কেন, গোটা দুনিয়া ধর্ম হয়ে যাওয়ার সময় নে।’

ব্যারোমিটার...’ রানাকে দুর্দায় জড়িয়ে ধরে রেখে ধরন্ধর করে কেপে ডুবলে রেবেকা। শনি করে হাসল রানা, কিন্তু সেটা ওর নিজের কানেই কায়রাম মত শোনল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও খানিক দক্ষিণে ছয় ঘণ্টায় ব্যারোমিটারের কাটা নেমেছিল টোয়েন্টি লেভেন মিলিরের। তার তুলনায় এখনকার অবস্থা কতটা ধ্রাপ বুকের পার।’

রানার বুক থেকে মুখ তুলল রেবেকা। ‘ভয় করছে আমার, রানা। নিজের জন্য নয়। ডাঁড়ি আর...ডাঁড়ি আর তোমার জন্য। কি হবে, রানা?’

আচর্য একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা রেবেকার কথা কানে চুকিয়ে।

‘ওয়াদার আটিম বর্তি তৈরি করা হয়ে গেছে, প্রস্তুতি পর্যন্ত শেষ।’ বলল রানা।

বিক্ষোভের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। কেউ দেখতে উৎসাহী হলে সে দেখতে পাবে দৃশ্য থেকে ধরে আসা উম্মত ঝড়

প্রস্তুতের সাথে চূড়ান্ত শক্তিপরিকায় নামছে। ধৃংঢতর শুর হবার অপেক্ষা ওধু

‘রানা।’ দুর্দায় দিয়ে রানার দু’কাঙ্ক খামচে ধরে তীব্রভাবে ঝাকুনি দিল

রেবেকা; ‘কিছু একটা করো। তোমার শান্ত গলা থেকে এনে সব ভয়ঙ্ক কথা

ক্ষয়বে বেরুচ্ছে। কিছু একটা করো। তোমার মত মানুষ এই পরিস্থিতিতে চুপাচ

চুপার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি ভাবতে পারি না। তুমি না একজন দুর্ব্য

বিদায়, রানা-২
স্পাই?

হেসে ফেলে রানা। 'স্পাই তো কি হয়েছে? আমার কথা শুনবে কেন ওয়েলার? এ শব্দ আমার নায়কের বাইরে, রেবেকা।' অসহায় দেখাল রানাকে।

'কিছু করলে না? কিছুই নেই করার?' কাঠা কাঠা শোলাল রেবেকার গলা।

'নিজেকে বাচাতে কথাও তাচ্ছ না তুমি?' কেপে উঠল আবার ও। 'আহাজ দাড়িয়ে পড়েছে—অথচ বাতাস নেই একটি, পাতি নেই। রানা!'

'নিজেদের আমরা এমন একটা যুদ্ধের ভেতর আক্রিয়তি যে যতটা পুর্বপুরুষ

বর্চেয়ী ভাঙ্গার আর্হাইয়ার জন্ম দেয়,' উত্তরে নৌকা কেটে বলল রানা। 'এখন যে

শায়ত পরিবেশ দেখেছ, একটা প্রচো ঝড়ের সাথে আরেকটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের যুদ্ধ বেধে

যাবার পূর্বক্ষেত্র এটা—দু'বরফের গাঢ়তি বলতে পারে এটাকে। প্রায় এইরূপ

একটা পরিস্থিতির মুখে মুখে হয়েছিল এককালে এইচ.এম.এস., স্ত্রী এই পানিতেই।

একটা দেশীয়ের তার শান্তির শেষ বিদ্রু ব্যাবহার করে, পানি নিয়ে, চেষ্টা করেছিল

কয়েক হাজার মুহুরাট তার হৃদয় তুঝার হয়ে বাচার জন্যে। ঝড় এক হত্ত বা

কয়েক হত্ত চাকে থাকে, ঝড়ে চারশো মাইল ঝড়ে চলে তাদের মহাপ্রবাহীর

তাও নাথ। দুর্যোগ রেবেকা, মিথ্যা আশার তোমাকে আমি দিতে চাই না।

বিষয় করে কিছু করার সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা।'

'তার মানে পাচ্চা আইজার চিন্তার জন্যে হাসিয়ে যাবে?'

পোর্টহোলের ওধারে অস্বাভাবিক নামছে। পাচ্চা আইজার। মাথায় ঘুরে উঠল

রানার? 'রেবেকা!' বিদ্রু তৃণকের মত একটা উপায় দেখতে পেল সে মনের চেয়ে

দিয়ে। 'বোধহয় শেষ চেষ্টা করা যায়! আমি না। ঠিক বুঝতে পারছি না চেষ্টা করে

কোন লাভ হবে কিনা।'

'কি করার কথা তাচ্ছ?'

'ফ্যাক্টরিয়ের সামনে ক্যাচারগুলোকে যদি আনা যায়,' আপন মনে বিড় বিড়

করছে রানা। 'ফ্যাক্টরিয়ের চারিদিকে যদি বরফ জমাটও বেঁধেয়ো, ক্যাচারগুলো

পথ করে দিতে পারে। ওগুলো আর পথ ছোট, অনেক বেশি মোবাইল, জমাট

বরফের মাঝখানে সমান্তরালে পানি পেলেও এবংতে পার্বে, ছোট উক্তরুপলোকে

সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরি করতে পারবে ফ্যাক্টরিয়ের জন্যে।' হঠাৎ চেকিয়ে উঠল

রানা, 'রেবেকা! সত্ত্বা। পিপলেজনাক, বুদ্ধির দরকার হবে—কিন্তু সত্ত্বা,' চোখের

সামনে রানা দেখতে পেল ফ্যাক্টরিয়েকে কিভাবে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে

ক্যাচারদের তৈরি করা পথ দিয়ে। 'কপাল নিয়ে সাহায্য করবে তুমি আমাকে।

পারবে এই কুক্ষায় কুক্ষ করতে?

রানার চেয়ে চোখ রেখে অস্তু মায়ায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রেবেকা। কে

কানে কেন অলেন আনন্দে নেচে উঠল তার মন। হেসে উঠল রেবেকা। 'কিছু

তের না তুমি। ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য বছরের পর বছর ধরে নিজেকে

আমি তৈরি করছি।'

নিজের সী-রুটের জন্যে এসিক ওদিক তাকাল রানা। 'কোথায় জানা? খুললাই

বা কে পা পেলেকে?'

বিদায়, রানা-২

১৪৪
চোখে ধরা পড়ে কি পড়ে না, একটু লাল হলো রেবেকার মুখ। ‘বাড়ীর নিচে তোমার সী-টুই, ধরিয়ে রেখেছি আমি। তোমার সোয়েটার আর শাড়ি ড্রাকার, আয়রন করা আছে।’

নিঃশব্দে চেয়ে রইল রানা রেবেকার দিকে ঝাড়া দু’সেকেন্দ্র। মুদু কীণে একটা হাসির রেখা ফুটল ওর ঠোঁটে। তারপর ছুটল ড্রাকারের দিকে। সোয়েটার পড়ে পরে বলল, ‘গল্লাহীরেক সাথে নেব আমরা।’

‘ছুটি আর হ্যাক-স নিয়ে আসি আমি আগে,’ ছুটে বেরিয়ে গেল রেবেকা কেবিনের দরজা খুলে।

তিন মিনিটের মধ্যে ইমাপাটে ইমাপাটে ফিরে এল রেবেকা। ছুটি পেয়েছে, কিন্তু হ্যাক-স-এর বললে নিয়ে এসেছেন বালিন—তিনি মাছের কাঠাওয়ালা লম্বা, ভারী একটা হাঁড়। ‘এতেই চলবে,’ বলল রানা। তারপর রেবেকাকে নিয়ে নির্জন কবিড়ের বেরিয়ে এল ও। কবিড়ের পেরিয়ে দাড়াল একটা সেলের সামনে।

কবিড়ের জমে শুরু করেছে কুয়াশা। দিনের আলো থাকার কথা পুরোপুরি, কিন্তু নেই কোথাও। তালা খুলে রেবেকা রানার হাত ধরে টেনে চুকিয়ে নিল ওকে অন্ধকারে সেলের ভিতর। ‘গল্লাহীরে, আমি রানা,’ খলল রানা। ‘বদামা কি?’

‘তোমার কথা ভেবে বুক চিপ চিপ করছিল,’ গল্লাহীরে বলল অস্তুকার থেকে।

‘হাজার দাঁড়িয়ে আছে কেন, রানা?’

সংক্ষেপে কি করতে চায় ও, বুঝিয়ে কবিড় রানা। প্রথমে পিরাকে রেডিওরকে কারণ করতে হবে, তারপর ওরা চড়াও হবে প্রিজে স্যার ফেল্টারিকের এবং ক্যাম্পেন হান্নেকে আটক করার জন্য।

‘আর ওয়াল্টারকে,’ বলল রেবেকা। ‘সে-ও তো বিজে থাকে। তুমি যখন আজ়াদ ছিলে ড্যাডি আমাকে হঀকা দিয়ে ওকে অরোরা থেকে ফাইটিসিপ নিয়ে আসতে বাধা করে।’

‘একটা সুখর পেলাম,’ বলল গল্লাহীরে। ‘অরোরায় আর যেতে হবে না কষ্ট করে। রানা, ওয়াল্টার কিন্তু আমার! আমার একার!’

‘কবিড়ের পর সামলাতে পারে তো ওকে? আমি চাই না আর কিছু যুক্ত?’

‘দেখোই, না আগে পারি কিনা!’ বলল গল্লাহীরে। ‘ওর মত জন খানেক ছোকার জমাত আমি, ইচ্ছে করলে মুজুমদাতাও হতে পারি। সে যাক হাজার নড়ছে না কেন?’

‘হাঁনি-জেলী!’

‘মাই গড়!’ গল্লাহীরে আঁকে উঠল। ‘বরফ ঘিরে ফেলেছে নিচ্ছয়ই?’

‘না,’ গল্লাহীরেকে বায়া করে শোনাল রানা ফাইটিসিপকে রক্ষা করার জন্যে কি উপায় দের করেছে ও।

‘ওয়াটার-স্কাই এখনও কি আছে?’

‘স্ক্যাফট,’ বলল রানা। ‘পোর্টোল দিয়ে তাল করে দেখার সুযোগ পাইনি।’

‘ওয়াটার-স্কাই?’ রেবেকা অবাক। ‘সে আবার কি?’

‘কুয়াশায় মধ্যে যেখানে আকাশ থাকার কথা সেখানে সীমা রঙের হায়া পড়ে,’

১০—বিদায়, রানা—২

১৪৫
বলল রানা। 'এর অর্থ নিচে তরল পানি, বরফহীন সাগর, তারই ছায়া পড়ে ওপরে।' গলাভিন্ন বর অনুসরণ করে হাত বাড়াল রানা, ছুরি দিয়ে কেটে দিল তার হাতের 'বাধন। সাময় নষ্ট করছি আমার।' গলাভি, পিঠের দামিড় আমি নিছি। বলে।'

করিডরের আবছাকে আলাউপ্র কর্তব্যক্ষত গলাভির মুখান্ত বীতুক দেখাল রানা চোখে। তখনা রক্ত দেখে রয়েছে তার মুখে সব্বস্বর্ন। 'তুমি আমাদের পেছনে বিপদের পায়ের বাইরে থাকো,' রেবেকাকে বলল রানা।

'অম্বুকে রেবেকা কলল, 'নিজের দিকে দলক রেখো রানা।'

গলাভি তারপর রেবেকাকে পিছনে নিয়ে এক সারিতে এগোল রানা লোকের মইয়ের দিকে। সার ফ্লেডারিকের কেবিনের কাছটা নিঃশঙ্কে পা টিপে টিপে পেরিয়ে গেল ওরা। মই বেয়ে পোঁছার সময় করেকায়ার থামাল। কোথাও কোন পথ হয় কি না শুনল। রেডিও অফিসের নরজাতা বসন্ত দেখতে পেল রানা দুর্দো থেকেই।

কাছাকাছি যেতে দেখল, বড় নয়, কবাট ভেজানো রয়েছে। ছুরিটা দান হাতে নিয়ে কবাট খুলে ধীরেগুম্বুজ ছিড়তে দুকল ও। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে পিরো, বিশাল পিঠা দেখা যাচ্ছে তার। মাথায় সেটে বসে আছে হেডফ্যান।

স্ট্যাপের নিচে, ঘাড়ের পিছন দিকের নরম মাংসের উপর ছুরির ভুট্টা ঠেলাল রানা।

জার্মান ভাষায় বলল ও, 'দা ম্যান উইথ দা ইম্যাকুলেট হ্যাও।'

রানার কথা শেষ হলে আসেই গলাভির মত অজগরের মত পিরোর দানদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের পাশে পরম নিঃশঙ্ক ছাড়তে শূন্য করেছে। ভূত দেখার মত চোখে উঠল পিরো গলাভির রক্তোক বীতুক মুখ দেখে। 'হের ক্যাপিটান।'

আসে চেবরে উঠল পিরো। 'হের ক্যাপিটান। কিছুই জানি না আমি, দিয়ে যেতে করলি। হেডফ্যানলি ব্যারবারস, তার বেশি আর কিছু জানি না আমি। রহস্যটি সার ফ্লেডারিকের, আমার নয়, আমি শুধু জানি, স্নীকুল নীল। স্নীকুল নীল।'

ফি, পিরোতকি? বলল রানা। 'ফি স্নীকুল নীল?' ছুরিটা ঘুরিয়ে পিরোর সামনের দিকে নিয়ে গেল রানা, রেডিও ধরল গলার উপর। হার্ট মুড়ে পিছন থেকে পিরোর পাজায়ের উত্তরা মাংসল ও। তড়কে হড় দাঁড়িয়ে পড়ল পিরো।

এগো, বলল রানা। বিজেটে উঠবে তুমি আগে, ঠিক পিছনেই থাকব আমি।

ওয়াল্টারর দিয়ে গুঁড়োতে শূন্য করে প্রথম বুলেটটা ঠেকাবে তুমিই।'

রেডিও রেডেন্ট বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা। থমথম করছে মুখের চেহারা।

তার পাশ থেকে চলে গেল পিরো। তাকাল না রেবেকার দিকে, কিন্তু মাথাটা তার দিকে ঘুরিয়ে কৃত্রিম করার ভুষিতে দূঢ় হেট করল একবার। পিরোর পিছনেই বলল রানা। শেষ মুর্তিতেও পিরোর দিক থেকে চোখ দরাল না দেখে রেবেকা বলল। 'সাবধান, রানা।'

সায় ফ্লেডারিকের কেবিনে দুকল ওরা। বার বার রানাকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে গলাভি, তুলন বুঝতে পেরে থামছে কখনও। সুরূপে দিচ্ছে রানাকে এগিয়ে যাওয়ার। গলাভির ব্যাপটা দেখে মনে মনে করপানো করল রানা ওয়াল্টারের জন্য।

১৪৬


বিজে ওঠার ছোট সিড়িটায় আর একবার রানাকে ছাড়িয়ে একধাপ বেশি উঠে গেল গলাহার্ড। ‘মেয়ে ফেলো না,’ বলল রানা। ‘কাওকে খুন করার অধিকার আমাদের নেই।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা!’ গায়ে মাখল না গলাহার্ড রানার কথাটা।

নিঃশব্দে বিজে উঠল পিঠা। রানার ছুরি তার গলার পিছনে ঠেকে আছে সারকণ্ড, রানাকে ছাড়িয়ে এবার ইচ্ছাকৃতভাবে এগিয়ে গেল গলাহার্ড। হাতে ভোঁতা কাটাওয়ালা তিনি মাঝের লম্বা হাড়। একটা হেলম ইনডিকেটরের সামনে ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়ালার, কুয়াশা পরিমাপ করার চেষ্টা করছে সে। স্যার ফ্রেডারিক এবং জার্কো স্টারবোড উইংের কাছে, সম্পূর্ণ মনোযোগ বাইরে বোলালো ঘন, ধূসর কুয়াশার পদ্ধার।

‘ওয়ালার, এদিকে তাকাও!’ বা হাত দিয়ে পিঠাকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল রানা।

চর্চির মত ঘুরে গলার স্বর অনুসরণ করে তাকাল বলে রানাকেই পথমে দেখতে গেল ওয়ালার। স্যার ফ্রেডারিক এবং জার্কো চমকে উঠল, আর চমকটা একই অস্থিরতা যে সাথে সাথে ঘুরে তাকাল শিক্ষিতে গেল না তারা।

ওয়ালার তীক্ষ চোখে দেখল রানার হাতের ছুরিটার কিছু সিংহের মত ছুরার ছাড়ন সে, ‘ইউ বাস্টার্ড!’ পকেটে হাত ফুটিয়ে নাগরিকের বের করতে গেল সে, হঠাৎ ডানপাশে আট করে তাকাল গলাহার্ড নড়ে উঠেছিল। দেখল, দাঁত বের করে হাসছে ক্ষতি অন্ধকার একটা মুখ। কাটাওয়ালা হাড়টা মাথার উপর থেকে সবগে নামিয়ে আনল গলাহার্ড। দুটো হাতই পকেটের কাছে ছিল ওয়ালারের, গোছ বাড়ি পড়ল সে দুটোর উপর। নাগরিকের ছিটকে পড়ে গেল। হাত দুটো ঝাড়তে ঝাড়তে কঠিনে উঠল ওয়ালার। বেস পড়ল সে উঘে হয়ে। দুটো হাতের গ্রাহিত সবগুলো আঙুলের চামড়া তুলে নিয়েছে গলাহার্ডের আঘাত! অন্তর্নিহিতে আঙুল ভেঙেছে, অন্যমান করল রানা। পিঠাকে রেখে পিছিয়ে গেল ও তারপর পা তুলে শিকারীর উপর লাগ্নে মালাক সী-বুই দিয়ে।

ধনুকের মত ঝাঁকা হয়ে গেল পিঠার পিঠা ছিটকে গিয়ে পড়ল সে ওয়ালারের মাথার উপর। তিন পা এগিয়ে নাগরিকের কুজিয়ে নিল রানা। ইচ্ছা না থাকলেও গলাহার্ডের শেষ নেবার একটা সুযোগ দেয়া উচিত বলে মনে হলো ওর। কিন্তু গলাহার্ড ওয়ালারকে গোটা তিনের লাভ মাত্রই রানা ইচ্ছে কাটাতে বলল রানা।

রানা কিছু বলতে যাবে তার আগেই ফ্যাক্টারিপের ফরোয়ার্ড রো প্রচুরভাবে বাস্ত করল। ধাক্কাটা কিসের সাথে বুঝল না রানা প্রথমে, পরমুহুর্তে অনুসন্ধান করতে গারল ব্যাপারটা। আলার মধ্যে যে অপস্থিতা অপরিহার্য ছিল এক পকেটে কেটে গেল সেটা। কেউ যেন তেন্টে সরিয়ে নিল ধূসর রঙের কুয়াশার এই বিঘ্নিত পদ্ধার। আলো এখন পরিস্ফুট এবং উজ্জ্বল। পাহাড়ের ঝাড় গায়ের মত কুয়াশার সেলাল দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজের ঠিক পিছনেই। আচমকা বেরিয়ে এসেছে ওরা ধূসর ঝাঁড়া থেকে।

বিদায়, রানা-২
চেয়ে আছে ওরা সামনের দিকে, তৃষিত। সূর্য ঝুলছে রূপচর্চ আঙুলের মত। তার নিচে—গোড়া দুনিয়াটাই নীল, নীল আর নীল।

সাত

বরফের উঁচু পাচিনটার সঙ্গে প্রচুর একটা ধারা খেয়ে আটাটকিটা যদি ধর্ম হয়ে যেত তাহলে এতটা আতঙ্কের কিছু ছিল না। সামনে বরফের বিশাল বিস্তার দেখে ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর সেখানে যাবার অবস্থা হলো এখন সকলের। চারদিকে এই বরফ, এর একটাই অর্থ: ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, বিড়ালের মত ইদূর খেলিয়ে মুখ্য ওদের শিরাক। করবে। পিছনে খোলাটে কুয়াশার খাড়া পাড়া সামনের বায়ুখানা বিপন্তাকে কেরে ইল্লাম মুদ্রিত খাঁস্কাক্ষর করে তুলেছে মুখ্যের মুখোর পরিকার বুলবুল, এত একটা ফৌদ, বড় আঁটির মত প্রকৃতির ফৌদ, যার হাত থেকে নির্ধারী পাওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন এক ব্যাপার। বেলো হিংসা জন্মে মত চার হাত-পা দিয়ে বৈরী প্রকৃতি ওদের ঘেরাও করে ফেলেছে চারদিক থেকে। ঠিক এই বিপন্তার কথাই স্বার ফ্রেডারিকে বারবার করে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিল রানায়। ও জানত। কিন্তু জানা যাক যে আর কারও চেয়ে কম ভয় পেয়েছে ও তা নয়। খালার মত বরফের তুক্করেলা অবিশ্বাস হেঁতার সাথে পরস্পরের সাথে জোড়া নেঃ আইস বেলে পরিষ্ঠ হচ্ছে, এই নাম বেলেটে কিলার। পাক আইসের যামামান অর্থবুদ্ধির মাঝখানের ঠেকাকে সম্পর্ণ করেছে আন্টাকটিকা, অনুমান করলে রানায়। বাম দিকে বরফের খাড়া দৈঘন একটা ব্যারিয়ারের মত দু৷ আড়াল করে রেখেছে, কিন্তু তাঁন দিকে বরফের ওপরের সকল নিচু মাঠ সাগরের গা থেকে খুবার দুই ফিটের মত উঁচু। ছোট উঁচুরো নীল বরফ নিয়ে তৈরি হয়েছে এক একটা স্কুপ, সেই স্কুপের সারিয়লা হলে গেছে দল বেধে দিগন্তেরেখার যতদূর পর্যন্ত দুই পৌঁছায়, তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সমতল মাথাওয়ালা অপেক্ষাকৃত হলকা নীল-রঙ্গ বরফের মূর্তিত্ব। বরফের কিনারা থেকে একশা গজের মত দুরে মন্ত মাঝারোয়ালা একটা কূট্রিম পাহাড়, বাতাসের যথা খেয়ে খেয়ে সৃষ্টিত আর মসৃণ হয়ে রয়েছে। সাদা বরফের লেশমাত্র নেই কোথাও। নীলেরই নামা বিচিত্র সমাবেশ চারদিকে। সূর্যশ্রী তার আলাদা চেহারা হারিয়ে যেখানে বিচিত্র পড়েছে সেখানটা হলকা নীল, যেখানটায় তরাকেভাবে পড়েছে যেখানে রাজকীয় লু। বাম দিকে নীলের মত নীলচে সাগর, তার উপর দাঁড়িয়ে আছে বুঝা রাখা আর বোঝাল বুঝে মেশানো গৌড়িয়ে নীল-রঙ্গ বরফের হিমালঢাল। ওদের পিছনে ঝুলছে কুয়াশার হলুদাত পদা।

ফুরিয় যেন জেন গেছে রানার হাতে। নীল আইসফিন্ড থেকে বরফ ছুঁয়ে আসা বাতাস ফুরিয়ে ফলার মত ঠােটা হিম আর ধারাল। গলায় বেঁধে থেতে খুঁখুঁখুঁ করে কেশে উঠল রানা। আতঙ্কে সাদা পিঞ্জরের মুখাটা কবর থেকে উঠে আসা তৃত্তের মত
দেখাচ্ছে নীলচে আলোয়। স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার বা পিরো, কাউকে পাহারা দেবার প্রয়োজন দেখল না রানা, চারিদিকের নারকীয় দৃশ্য দেখে তিনজনের কারণ আস্বাদে যেন দেহের ভিতর নেই।

'এর কথাই বলেছিলাম,' স্যার ফ্রেডারিককে বলল রানা। 'সাবধান করতে চেয়েছি, কিন্তু আমার কথা শোনানি তুমি।'

লোকটা যে সত্য পাগল, নিঃসরণহে হলা রানা এবার। ওর হাতে একটা পিজল, একটা ছুরি রয়েছে কিন্তু সে-সবকে গ্রহণ না করে সেই কথন সাক্ষাতের সময় মত হয়নি, সুনিশ্চিত বলেল সে, 'রানা, মাই বয়।' বিপদের সময় তোমার জন্য পুরুষরূপে তরস্কা করা যায় একটু না জেনে কি তোমাকে আমি এতদূর এনেছি? হ্যা, তোমার কথা শোনা উচিত ছিল বরং আমার, কিন্তু যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মাথা যাচ্ছিয়ে আর লাভ কি? আমাদের জীবন-মরণ, ফ্যাক্টরিংশপ, বেড়ে আইল্যাভ, থম্পসন আইল্যাভ, আলবার্টাস ফুট এবং এখন তোমার ব্যাপার, তোমার একার ব্যাপার-যা খুশি তাই করা তুমি, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।

ওদলার আর কোন প্রয়োজন নেই, হাতের জেলাতলো ফেলে দাও দেখি ছুড়ো!' আইসফিকারের নিকে মাথা ঝোকাল সে। 'এইমুহূর্তে মাথা যাচ্ছে হবে ওটাকে নিনা,' মুখের পিজলর কিনে ধাক্কা খেয়ে নীল আলার ছটা ঠিকের বেরুচ্ছে, জোনালী দাতার সাথে নীলচে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল চোটি ফাকে করে হেসে ওঠায়। কুৎসিত লাগল চেহারাটি রানার চোখে, সেই সাথে কেসুরা হাসিটা যেন আধারিত করে তুলল পরিবেশটাকে।

বা দিকের পাহাড় থেকে ঢালু হয়ে নেমে আসা বাঁধের সাথে ধাক্কা লাগায় বাঁকুনি খাচ্ছে ফ্যাক্টরিংশপ। নিচেল সাগরে ঠিক এই মুহূর্তে তার বিপদের কোন ভয় নেই। বিপদটা লুকিয়ে আছে ভাসিয়া লক্ষ কোটি ছোড়া, টুকরো, বিচ্ছিন্ন বরফগুলোর জমাট বাধার প্রথম পর্যায়ের ভিতর। পরস্পরের সাথে জোট বিচ্ছেদ চুক্তি দেয়া নেই আর, দেখতে দেখতে বাকি তিনিদেরকে তৈরি হয়ে যাচ্ছে পাচিল, টিলা, চিবি, পর্বতশৃঙ্গী, পাহাড়ের খাড়া গা, সেই সময় চক্ষ ধরে ফ্যাক্টরিংশপের স্তর প্লগে, জোট বরফ চাপ দেবে দু’দিক থেকে, তিনিদিক থেকে, চারদিক থেকে। এই মুহূর্তে সর্বত্র অত্যন্ত প্রশান্ত লক্ষ করছে রানা, সব কিছুই নিঃসরণ, নিত্যক্রান্ত ভাঙ্গে ধুঁ টুকরো বরফের মত জাহাজের গায়ে যাই মারামার সামায়।

জাহাজের বা এখানেও বরফের থাকা ভেঙে পথ করে নিতে পারে, কিন্তু আর মাত্র ফটো দুর্যোগের পর শূন্য-কোনো লেখা হয়ে যাবে সাগর। অন্যন্য ক্ষেত্রে অনেক কথা ভাবছে রানা। বিসিআই...রাহার খান...চাকরি শেষ, সেই সাথে জীবিত। কি হলো এটা-ভাল, না মদ? হাতের অশ্ব দুটো ভুরু কুচকে দেখল ও। যে ঘন ঠাণ্ডা ওদের মূঢ়ের ভাবে পিছিয়ে, তার প্রভাবে অশ্ব দুটোর উপাদান খনিজ পদার্থও শুরু হবে কিন্তু কিছু হয়ে যাবে জাহাজের। চিক একই অবস্থা হবে ফ্যাক্টরিংশপের স্তর প্লগের।

স্যার ফ্রেডারিক ক্যাপ্টেন নেরিশের লেগের পিছনটা পড়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে, ধারণা করল রানা। খুব খুঁতে ব্যক্তি ছিলেন নেরিশ, তার ক্ষেত্রে দেখে তাই মনে হয়। এই বরফের তিনি বর্ণনা দিয়ে গেছেন নিঃশুক্কাবে। নেরিশ

বিদায়, রানা-২

১৪৯
জানতেন এই বরফের একমাত্র অর্থ, মূল্য। কে জানে, দ্বিতীয় অবিষ্কার অব্যাহত একে, তাকে তার স্প্রাইটিলিকে হয়তো এই বরফই গ্রাম করেছিল। চোখ রুজিয়ে দেখতে পাও রানা লোকের পিছনের লেখাগুলো, প্রতিটি অক্ষর যেন আর চোখের সামনে জুতুল করে জুনুল থাকে।

"থম্পসন আইলান্ডের আমি দেখি ১৮২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর, ঠিক দুপুর বেলা। কুঁয়াশা ছিল, ভোসমান বরফ ছিল, উত্তর-পশ্চিম থেকে বাতাস ছিল। ফোর্স একটি ছিল বাতাসের পরিবেশ। দীপটা লম্বা এবং সাগরের ১৫ থেকে খুব বেশি উচু নয়। পরিধার দেখা যায় দীপটার পাহাড়াটাকে, চুড়াটা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। অধিক উচুতে, দুপাশে দুটি বিশাল কাঠ আছে বলে মনে হয়েছে আমার। কাঠ দুটো দেখার উপযোগী নেই, কারণ বরফকে ঢাকা থাকে। দুর্বল হুনা জ্বালাহতের মত তাকিয়ে ছিল নরকবুলা বৈদিক সাগরের মাঝখানে বরফ দিয়ে থেরা আপারচিত বর্তমান দিকে। বিশাল যে গ্রেসিয়ারা থম্পসন আইলান্ডের মাঝখানে চার্লস থেকে থেকে রেখেছে। সেটা জমাট নীলচে ইপ্পারদুর বরফের দীর্ঘ জিতে রূপান্তরিত হয়ে সাগরে নেমে এসে, দুখিনি দিগ্বিজয়ার পর্যন্ত বিনিয়োগ অক্টো বরফের তোপাটার সাথে থেকে নিয়েছে।

নিশ্চয় হিমবাহের প্রকৃতি জিনিসটা চেহারা এমন বীতন্ত্র এবং বৃক্ষে যে দেখে আমার মনে হয়েছে নিজের অনিয়ম সম্পর্কে নিদর্শন সজ্জায় সে, মন তবে আর তার পাশে, ধারে কাছে থেকে কাউকে সে রেখাই দিতে হুস্তত না। দুখিনি সাগরে ভালবাস রয়েছে, সাধারণ আমার কৃত্যের পরিয়োজনার অনেক দিনের হলেও সম্পূর্ণ এই বর্ধনাতীত দুশাতা তাদের তেজের একটা শীতল হিমতক্ষক ছড়িয়ে দেয়, ঠক ঠক করে কীটপতাকা ওর করে সবাই, কেউ কেউ মুখ্যত হয়ে পড়ে। থম্পসন আইলান্ড ক্যাপা সাইয়ার্ড এর যোগে বিষফোঁড়া, তাকে ঘটানো ধরে দেখতে আমরই নামান্তা।"

একটা শীতল আত্মক। শীতকালীন সময় বাড়া হয়ে উঠল রানার দিগবিশাল-শিখায় পর্যন্ত বিনিয়োজন অক্টো নীল আইস ফিন্ডের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে। 'হাও,' শান্ত গন্য বলল রানা সার ফ্রেডরিককে। 'বেশ তা একথা তুমি করবেই,' গলাহরিত দিকে ফিরল ও। 'ফ্রেডরিক, ওয়াল্টার আর জার্নেককে নিয়ে যাও। ফ্রেডরিকের কেবলে প্রিন্টের সাথে বেধে রাখে সবাইকে। পিছনেও, নিপুত্ত আলাদা জাগায়, ওর রেডিও অফিসে-পরে ওর বাছাই হবে ।

লুগারটা নেনার জন্য সামানে চলে এল গলাহরিত। এমন সময় বজ্রপাতের মত কান ফাটানো গর্জন, একই সাথে ফ্যাক্টিবিরোকের প্রতিটি বস্তু থেকে তিন থেকে কিছু করে। বরফের মাঠ কোথাও কোথাও অত্যন্ত চোখ খেয়ে ফাটছে নীল পাহাড়ের দুর্বলী বাবুক, কুঁয়ারো বিভিন্ন দিকে, খুব পড়ছে মাথায় কাছ থেকে অনায়াস, ধীর স্বপ্ন কেদাহ্মায়। রানা অনুমান করল ধূসার ওজন ছিল কমপক্ষে চারণশ-প্রকাশ হাজার টন। দশ হাত দূরতুড়ু উড়তুড় বাদুড়ের মত পেরিয়ে রানার বুকে আছড়ে পড়ল রেবেকা, তয়ে মুখ লক্ষ ও। সমতল আইনফিল্ডের মাঝখানে নতুন ।
একটা পাহাড় মাথা তুলছে, বিস্মারিত চোখে দেখল রানা। চোখের পলকে ঘটে যাচ্ছে বিস্মারিত ঘটনাটা, দ্রুতগতিতে, যেন নিজ থেকে কোন পার্শ্ববর্তী শক্তি প্রচুর ধাক্কা দিয়ে তুলে নিচে নতুন আরেকটা হিমালয়। মাত্র পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ড অতিবাহিত হইতে, এরাই মধ্যে আইফেল টাওয়ারের দুই দাঁড়িয়েছে নবীন হিমগিরির উচ্চতা। পাহাড়টার গা থেকে খেলে পড়ছে আলগা টুকরোগলো, কোন কোনটার ওজন হবে গঠন-উঠাটন। হালকা নীল বাষ্প ঘিরে রেখেছে নবজাত শিক্ষকে প্রতি মুখের বয়স বাড়ছে তারু, যুবক হয়ে উঠছে এরাই নাম রেখে তার প্রহরী। প্রহরী যদি ফ্যাক্টরিসিপ অবস্থায় প্রবেশ টের পায় একবার, যাতে থেকে যদি ছুঁড়ে দেয় বায়নাটা ধরা, গোটা বিশেষ এই রকম জাহাজকে বরফ চাপা দেয়ার জন্য তাই হবে যথেষ্ট। ফ্রেট ভাবছে রানা। ফ্যাক্টরিসিপ বাজার হতে যাচ্ছে দেখলে জমাট বরফের নেমে সাময়িকভাবে প্রাপ্ত রক্ত করতে পারবে ওরা, আয়ারল্যান্ড বাড়ারকে প্রেজেন্ট স্টোররমের খাবার-দাবারও সাথে নেওয়া খাবার কিন্তু জমাট বরফের আর শ্যাকাটান বা অন্যান্য বেচে গেলেও ওদের বাহার কোন আশা নেই। তাদের বরফ শেষ পর্যন্ত জমাট থেকে গিয়েছিল। রানা জানে, ওদের বরফও তাই থাকবে, যতক্ষণ না আলবাটুস মুক্তি সেকেন্ড প্রজেন্ট আইরিশ হতে। গরম ঘোড়া দ্বিতীয় শাখাটা আসার আগেই জমাট বরফের চাপে ঘড়া হয়ে যাবে ফ্যাক্টরিসিপ, তাপমাত্রা সর্বনাশের যোগাযোগে পূর্ণ করবে আলবাটুস ফুট এর বরফ গলিয়ে দিয়ে—নিরুপায় ওরা সবাই ডুববে সাগর। আইটার্কাটককে রক্ত করতে হবে, ভাবল রানা। প্রকৃতির বৃদ্ধির একটা প্রতিস্থাপন শ্রীরা জেগে উঠল ওর মধ্যে। মনে মনে নিজের অংশীদার, যুদ্ধ ঘোষণা করে বলল। নবজাত হিমগিরির কান ফাটানো হয়ে আর বুঝার বিশেষ ধরনের ঘোড়ার আওঘাজকে ছাড়িয়ে গেল রানার চিত্তার। 'পিরো! লিঙ্গলাল দা কাটার্স। পাশাপাশি চলে এসে পিছনের একটা লাইন বারার দাঁড়াক জাহাজগুলো, তারপর এককোথায় সামনে বাড়া ওই পর্যন্ত,' যে পথ ছেড়ে এসেছে ফ্যাক্টরিসিপ সেদিকে আত্তুল তুলে বিশাল-ধূম কুলীর মত বাপ্পারুকে দেখল রানা। 'নির্দেশ পাওয়া মাত্র কাজে খাড়িয়ে পড়তে বলে ওদের। লিড খেলা রাখতে হবে। ফ্যাক্টরিসিপ থেকে তিন কেবল দুর্নীতি পর্যন্ত আসেও ওরা, তাপমাত্রা পিছু হটবে ফুল স্পিডে। আমরা তখন ফুল স্পিডে পিছু হটব বরফের ভেঙে ছুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য, বুথে পেছেছ?'

'ইয়েস, হের ক্যাপিটেন।'

আহত ঘাড়ে হাত বলাতে বলাতে ওয়াল্টার, তার পিছু পিছু জার্কো এবং সার এঙ্গারিক বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। গলাহিড লুগারটা খেলনার মত করে খরছে দেখে নিশ্চিত হলো রানা, প্রয়াজনে গুলি করতে দিয়া করতে না বাইলাদার।

'বুঝ থেকে মূখ তুলে রানার চোখে চোখ রাখল রেবেকা। রানা! কোন সময়ই দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'দুর বোকা,' বলল রানা। 'এখনও তরল পানি রয়েছে কোথাও কোথাও।'

দিনায়, রানা-২

151
আইসফিল্ডের ওপর ওই মেঘগুলোর দিকে তাকাও, কালো ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পাচ্ছ না? ওই হলো ওয়াটার স্কাই। যার অর্থ বরফ ছাড়া খালি চোখে আর কিছু দেখা না গেলেও, কোথাও না কোথাও পানি তরল আছে, জমাট বাঁধের এখানে।

কাজের একটা ফর্ড তৈরি করল রানার মনে মনে। সামনের বরফের কল থেকে ফ্যাট্যাকিশিপার নাক বীরত্বে হবে, পিছিয়ে যেতে হবে পিছন দিকে। ক্যাচারগুলোর সাহায্যে পেলে মুকু পানিতে বেরিয়ে যাওয়ার ঢাকটাটা সফল হলেও হতে পারে। শেষ পর্যন্ত তা যদি সম্ভব নাও হয়, ক্যাচারগুলো তা রয়েছে, আশায় নেয়া যাবে ওগুলো। আকারে ছোট বলে জাহাজগুলো সম্পর্কের পেলেও ছুটে বেরিয়ে যেতে পারবে ফাঁকাফকর গলে। ফ্যাট্যাকিশিপের কাফে তা সম্ভব নয় তার মত শরীরের জন্যে। কিন্তু এসব পরের কথা। এই মুহূর্তে অ্যাটার্ক্টিকার ওপর অনেক কাজ করার আছে। ঠাকুর প্রচুর কথা মনে রেখে একটা স্টিম হোলের সাহায্যে যেন ডেকের পানির ট্যাঙ্কগুলো গরম করে তুলতে হবে, তা না হলে সবগুলো স্ট্যান্ডের টিনের গা বরফ হয়ে যাবে, খাবার পানি থাকবে না কোথাও এক ফোটা। মেটা তার দিয়ে বাধতে হবে জাহাজের পিছনের সমতল মেটাল প্লেটটা, তা না হলে পিছন হিলিয়ার সময় বরফের সাথে সংযুক্তে হচ্ছে খুলে জাহাজের গা থেকে খাবে যেতে পারে নেটা। ফ্যাট্যাকিশিপকে বরফের মধ্যে চলাচলের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু জানা নেই এর, তা করা হয়ে থাকলে প্রেপারের রেড বদলাবার ব্যবস্থা নিচ্ছিল আছে। বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে অনেক একটা রেড যে ডামেজ হবে বরফের গায়ে অনিয়মিত বিদ্যমান হয়ে, তাতে কোন সংবেদন নেই রানার।

'রানা,' রেকেকা চেয়ে আছে রানার দিকে। 'ঠাকুর জমে যাচ্ছ তুমি। কি খাভে?'

তাকাল রানা। 'খাব,' বললে। কিন্তু তার আগে যত গরম কাপড় পরা সম্ভব পরে নাও। বিপদ ঠাকুরে। ছোটে একটা সুরক্ষায় দরকারী জিনিসগুলো ভরে রাখো, হঠাৎ জাহাজ ছাড়া হলে খুঁজতে না হয় যেন কিছু। দামি কিছু চেয়ে একজোনা গরম হাটমোজা আয় বাড়াবার জন্যে অনেক বেশি কাজ দেবে এখন। মনে রেখো।

'বিনা যুদ্ধে জাহাজ তাঙ্গ করার কথা ভাবছ তুমি?'

'যুদ্ধ চূড় হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'তাঙ্গাড়াড়ি! কাজটা সেরেই এসো এখানে।'

বিজে এল গলাহার্ডি। গভীর, কিন্তু চোখাচোখি হতে হাসলে সে। 'খুব অসহায় দেখাচ্ছে ফ্যাট্যাকিশিপ, না?'

'পিছনে গিয়ে ইম্পারেটরের পাটাটাকে কেবল দিয়ে বাঁধা,' হুঙুকার সুর বেরিয়ে পড়ল রানার গলা থেকে। 'মাই গর্দ।' ইকো সাউডিউর ইয়ুরোপের দিকে অবরোধ ভরা চোখে তাকাল ও, নিদ্রন নিন্দে করছে ফিফিউন ক্যাডমাস। এর অর্থ শীতের পাকোট এট বেশি যে এমন কি ট্যাঙ্কশিপার এবং বিদ্যুৎকর্মের চেষ্টা যুদ্ধ ট্যাঙ্কগুলো বরফ রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। রানা গা ভেবেছিল তার চেয়ে

১৫২

বিদায়, রানা-২
অনেক দুঃখ বেগে বাড়ছে ঠাণ্ডা।

ছোট মেঘে রিসিভার তুলে নিয়ে মেন ডেকে নিরদেশ পাঠাল রানা। ‘গেট স্টীম থেকে দিমনস।’ কখনো শেষ হতে না হতে বিজ্ঞান বিষয়ের পাড়ে চুটি শুরু হয়। স্টীম যে উইলটির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে সেটা ঘড়ি মাটিকে গেছে স্টীমের মাথাটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই। তারপর শুরু হবে পাইপটা অগ্নি থেকে মাথা পর্যন্ত কাগজের মত ছিড়ে গেল। যে পেপারকাটি ছুরি দিয়ে কেউ কেটে দিল তিনটি থেকে। আগে থেকেই বরফ হয়ে ছিল পাইপের তিনটে পাগল। স্টীম ধাক্কা দিতেই হবে পড়ছে মাটি।

চিতারের চামড়া দিয়ে তৈরি ভারী সামুদ্রিক কোট গায়ে দিয়ে ফিরে এল রেুেকা দিয়ে। মুখ দেখে আঘাতিত কিনা বোঝা গেল না। সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে মেন সে। রানার গায়ে চড়িয়ে দিল একটি ওর্ডারকাট। চিতারেরই চামড়া দিয়ে তৈরি দুটো হাতমোজা আর কাপড় আনতে ভোরেনি। সেকলো পরে নিয়ে বিজ্ঞানের পেটে উইলের দিকে ছুটল রানা। সাগরে দিকে তাকিয়ে সাগর কোথায় দেখতে পাল না ও শুধু বরফ।

‘গলাহারি’ বলল ও। ‘সব কাজ শেষ নিচে থেকে মেন ডেকে ক্রো-বার, আক্র, বোটুক আর পাল আনাও। ড্রিটা জানা আছে তোমার, সব ক'জন লোককে বেঁকে কাজ করে মেন দেখে দাঁড়িয়ে করবে। পাল দিয়ে ঠেলা দিয়ে বরফ সরিয়ে রাখতে বলে দু'দিকের গা থেকে। তারপর একটি বোত আর ডিমাইট নিয়ে মেম পড়ে তুমি, গিছ দিকে দিয়ে সাগর পরের বিচ্ছেদ যেতে যেতে সফর করতে। ফেলায়ে হেল, আই রিপিট, ফেলায়ে হেল ফ্যাক্টরিসিপের পিছনটা মুড় করতেই হবে।’

‘অলারাইট, রানা।’ সচক্ষে উত্তর দিয়ে দমকা বাণাসের মত বেরিয়ে গেল গলাহারি।

রেুেকা গিছ দিকে তাকিয়ে আছে। ‘কুয়াশা পিছিয়ে যাচ্ছে, রানা। কিন্তু কাঁচাবরগলোকে দেখতে পাচ্ছ না কেন?’

‘পিছিয়ে যাচ্ছ, এর অর্থ ঠাক্কা ছড়িয়ে পড়ছে,’ বলল রানা। রেও তাকিয়ে ফোন করল রানা। ‘পিঠা! আমি জানতে চাই কাঁচাবরগুলো করাছোটা কি?’

শীতল কথার পিরাই, নিম্ব্র, ‘আমার সিগন্যালের কোন জবাব নেই। হের কাপ্তান। ওরা W/1-'তে কথা বলছে নিজেদের সাথে।’

মেন ডেকে থেকে বাধা দিল গলাহারির ডাক। ‘চার্জারের সাইজ কি হবে, রানা?’

সাথে সাথে উত্তর দিল রানা, ‘বিশ পাউডার প্রত্যুক্ত। ফিউজ দেম রাইট আছ।’ স্ট্রাই। পিরাইর কাছে ফিরে এল আবার ও। ‘পিঠা! কিছু কিছু রেনে ফুল স্পীডে গিছ দিকে ছুটতে যাচ্ছি আমারা। আইসার্বের্জ ধাক্লা নেগে চাপ্টা হয়ে যেতে পারে ফ্যাক্টরিসিপ। রাতার কিছু কুলতে পারছে?’

‘সাম্ভব সাব-রিফার্মেশন,’ মেদু কটে কল পিরাই। ‘রাতারের পদ্ধায় আমি কিছু দেখতে পাবার আগেই আমার তার গায়ের ওপর গিয়ে পডেবে। সরি, হের কাপ্তান। এইরকম পরিস্থিতিতে নরমাল ডিটেকশন রেঞ্জে যে কোন অস্বীকার্য বাধা।’

রেুেকা রানার অজ্ঞাতে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিছু থেকে ফিরল সে একটু

বিদায়, রানা-২

১৫৩
পর্যন্ত একটা টুকরো নিয়ে। দুটি কাপ আর একটা থার্মোফ্ল্যাঙ্ক রয়েছে তাতে। বিটের স্টারবার্ড উঁচুঁ-এ রানার পাশে এলে দিড়াল ও। ফাইবারপিক আর বরফের মেমব্রানের মাঝখানে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করছে রানা বুঝে পড়ে।

‘দেখা! বল্ল ও। যেখানটায় বুঝিয়ে পাহাড়টা দেখান থেকে খানিক দূরে সাপরের নিচে থেকে বরফের কুচির একটা প্রশস্ত ঝাঁকি তীর্বেঁকে উঠে আসছে উপরে, প্রায় পাঁচ মিটার পর্যন্ত উঠছে শুখে। চারদিকে ছড়িয়ে নামছে নীল ফুলপীত মত। তারও পিছনে আর একটাও তামর আরও তুরা। খুব কাছেই একসাথে জেগে উঠল আরও কয়েকটা বরফকুতির ঝুঁকি।

‘কি ওগুলো?’ কাপে সুখাযিত কফি টালতে টালতে থামকে গেছে রেকেকা।

‘আপেক্ষা করা যায না আর,’ বলল রানা। ‘প্রেমের রোদে ঝাঁকির পোস্টার নাগালাইতে তালা করের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই টোর।’ তুলনা ও ইতিন টেলিফনের দিকে।

রিভিতার তুলনেই তুলনে এলে গতির কষ্ঠস্বর ‘চীফ ইজিনিয়ার।’

‘চীফ।’ বলল রানা। ‘বিপদে একটা নয়। চারদিকে তুড়ে, কুচি টুকরো, কাদার মত বরফ দেখতে পাছিছ আমি। দশ মিনিটের মধ্যে তোমার কনভেন্সার ইনটেরে দস বস্ত হয়ে যাবে গলায় বরফ আকারে। তার আগে তোমার ইজিনিয়ার থেকে যাত্রকে সম্ভব তার সবসম্ভব শক্তি আমি পেতে চাই। বুঝেছি? একটা স্টীম হোস্নক কাজে লাগাও, কনভেন্সারগুলোর চারদিকে গরম পানি ঘোরাতে থাকো। মেম স্টীম পাইপে কোন কনভেন্সার যেন না থাকে, নিজের সার্ভিসে দেখে না নিতে, তা না হলে বিশ্বাসের পর তোমাকে আর রুক্ষে পাওয়া যাবে না। খানিকক্ষণের মধ্যে আমি মুল্লস্পীডে সামনে এগোব মুল্লস্পীডে পিছু হটব—আকুনি দিয়ে জাহাজকে মুক্ত করার জন্য। সাদাট বরফে ইনটেরে যদি বক হয়ে যায়, আপেক্ষা করার সময় পাব না আমি। পারবে?’

‘পারবো,’ বলল চীফ ইজিনিয়ার। ‘প্রাচ্য মিনিট সময় দিন আমাকে কাপেটন।’

‘পৃচ্ছ মিনিট।’ বলল রানা। ‘এক সেকেন্ডও বেশি নয়। রিভ করব আমি।’

ডেকে পদহার্ডের সাথে যেখানে যেখানে করল রানা। ‘ডিনমাইট আপাতত বাদ দাও।’ টাকলগুলোকে তৈরি করে রাখো, যদি পাও। পৃচ্ছ মিনিটের মধ্যে ব্রিজ চাই তোমাকে।’

কাপে ঢালা কফি ফেলে দিয়ে রানার পিছনে চলে এসেছে রেকেকা। তৈরি হয়ে আছে সে আবার কাপ ভরিয়ে করার জন্য। কিন্তু রানা সময় না পেলে আবার কফি ঠাঁকা হয়ে যাবে তালতে তালতে পোস্টারে করা না দে। রিভিতার রেকে দিয়ে তার দিকে ধুলে রানা। কফি চালে রেকেকা, রানা দেখল ফ্লাক্স ধরা হাতটা কোপছে তার। ‘তুমি চাও কন্টারল নিয়ে উড়ি,’ আদম্য কাশি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। রানার বাতাসের ধারায় ঠেলা অনেক করল মুখে। বাতাসটা এল প্রথমে নয় হয়ে, অল্প কিছু দিকে থেকে। ওভারকেট, কোট, সেফটির শার্ট এবং গেজ তেড়ে করে চামড়ায় ছ্যাকা শিল আলোতে বোঝো। চমকে উঠল রানা। গোলখানায় পূর্ণ হতে যাচ্ছে বড়বোটের আবহাওয়া। বড় হলো সর্বশেষ অষ্ট।

১৫৪

বিদায়, রানা-২
এইমাত্র যা প্রয়োগ করতে শুরু করল বড়ত।

'পাচ মিনিট সময়ও দিতে পারলাম না চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে?' অসহায়তায় মাথা দেলাল রানা। গলাহড়িকে ফোন করল বিজে ফিক্সে আসার জানা। কর্মজীবন না করে ছুটে চলে এল সে। রেবেকার হাত থেকে কফির কাপ নেবার সময় গলায় বলল, 'দক্ষিণের বাতাস, না, রানা?'

উভয় দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। গলাহড়ি নিজেই বুঝতে পারলে। রেবেকা দাঁড়িয়ে থাকে পারলে না, পা দুটো কাপের—বসে পড়তে যাবে তখনই গলাহড়ি দুটো মন্ত হাত দিয়ে তার দু'দিকের কাঁধ ধরে ফেলল, 'বসা চলবে না মায়া।' এই জাহাজকে যদি কেউ বাচাতে পারে তা সে রানা। জাহাজটা যদি মরেও, যুক্তে মরবে, লড়ে মরবে—আপনার কাজ এই লোককে অনুপ্রাণিত রাখা। তবেই সে পারবে।'

ফুলিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ রেবেকা। স্বাভাবিক হয়ে গেল রানা সে যখন উদ্বাদিনীর মত চিৎকার করে উঠল, 'রানা। রানা, আমি বাচতে চাই। তোমাকে নিয়ে আমি বাচতে চাই। রানা! রানা! রানা, আমি বাচতে চাই।' গলাহড়ির শক্তি বাধন থেকে নিজেকে হিতের বিড়ালের মত মুক্ত করে নিয়ে বুঝিয়ের পড়ল রেবেকা রানার উপর। ইস্তিমকারী রোগিনীর মত মাথা, মুখ ঘুমে সে রানার বুকে। 'এদিন চাইনি, কিন্তু আজ আমি বাচতে চাই! রানা! নাট আই ওয়াস্ট লিফট!'

নির্মলার দু'হাত দিয়ে কাঁধ ধরে রেবেকার মুখটা সরিয়ে দিয়ে দিল রানা বুকের কাঁধ থেকে, তারপর সচরাচর চোর মারল তার গলায়। 'ফুট করো!' তীব্রকণ্ঠ বলল ও 'শাস্ত আপ!' মাথা বুকানো বন্ধ করে চেয়ে বইন রেবেকা রানার দিকে। চোখ বোয়ে নেমে আসছে পানি। বিশ্বাস পাখর হয়ে গেছে যেন।

মুদু কণ্ঠে বলল রানা, 'মাথা খারাপ কারা না, রেবেকা। প্রীতি। তোমাকে বলেছি, এখনও নিরাশ হইনি।' কথা কলার সময় ক্যাটেন নোরিশের লগের পিছনে লেখা কয়েকটা শব্দ যেন ওর কানের কাছে উঠার করে গেল কেউ ফিসফিস করে—তাদের ভিতর একটা শীতল হিমালত্স ছড়িয়ে দিয়ে।

সচরাচর কাপা কুপা নিখিল ছেড়ে রেবেকা বলল, 'আমাকে মাফ করো, রানা! তোমাকে আমি আর বাধা দেব না কাজে।'

অভিমান, নাকি আমার প্রকাশ বুকান না রানা। বোঝার সময়ও নেই তখন। সাপের জমাট পিঠে একটা আলোর দেখা দিছে। জমাট বরফের বিশাল দেহ দেহে সুস্থে আহত মোড়া ভাঙছে। সকল আশার অবসান ঘটতে যাচ�ে, ফ্যাক্টরিশিপের আচার্য আর কতক্ষণ তা কলার ক্ষমতা নেই এখন আর রানার। যেদিকে তাকাছে ও, বাতাসের অংশিত থে'র পাচছে। বাতাস আশার সংবাদ পেয়ে যেন নীচেছে উঠেছে জমাট বরফের মাঠ, সেই সাথে চারাদিক থেকে কয়েক রকম নীল রঙের বাস্ত উঠছে, বাতাস তাদের পিঠে নিয়ে ছুটে আসছে ফ্যাক্টরিশিপের দিকে।

'গলাহড়ি!' বলল রানা। 'হুইল!' বলতে বলতে ছুটে ও বিজ টেলিফনের দিকে। 'ফুল অ্যালেগে! পোর্ট টেরাইনটি।' কয়েকচার্ট মাটামারের কাছ থেকে

বিদ্যার্থী, রানা-২

১৫৫
গলাহার্ডি হুইলের দায়িত্ব নিয়ে নিল নিজের হাতে। 'জানি না।' এদিক ও দিক মাথা
দোলাল রান। 'জানি না আদো সাড়া দেবে কিনা ফ্যাক্টরিশিপ।'
ফোন তুলে নিল রানা। 'পিরাো! ক্যাচারগোলার হলো কি? আমাদের সাহায্যে
আসছে না কেন তারা?'
'আমার সিমন্যালের জবাব দিচ্ছে না ওরা, হের ক্যাপিটান,' সেই শীতল,
অবিচিত বরে উত্তর দিল পিরাো।
'সেত্র: স্ট্যান্ড বাই টু রেভার ইমিডিয়েট অ্যাসিস্টান্স ফ্যাক্টরিশিপ ইন গ্রেড
ডেভার।'
রানার কানে তেন্স এল চার্বিটেপ ফ্রুট মেনেজ পাঠাবার শুদ। পনেরো
নেকচেষ্ট পর পিরােলা পল রানা। 'কোন উত্তর নেই, হের ক্যাপিটান।'
'উদ্দেশ্য কি ওদের? তোমার রাধারের অবস্থা কি? দেখতে পাচ্ছ পারিয়ে
ওদের?'
'ইয়েন, হের ক্যাপিটান,' বলল পিরাো। 'ফাইভ রাডার কন্ট্যাক্টস—শিপ
কন্ট্যাইলস—বিয়ারিং এইট-ও ডিচেল। রিসিও ডিচেল।'
নিজের গলার বর চিনতে পারল না রানা। 'কি! অবিনভাবে আঁকতে উঠল
রানা।' ওরা আমাদের ফেলে পালাছে?'
'ইয়েন, হের ক্যাপিটান।'
'কোন কিছুনি?'
'চার-পাঁচ মাইল—সমর্থন।'
'চল্মান?'
'ইয়েন, হের ক্যাপিটান! ফাখি ট্যুলেড নটস, আমার ধারণা।'
তার মানে, মুক্ত পানিতে রয়েছে ওরা।
'মে ডে কল দেব, হের ক্যাপিটান?' অনুমতি চাইল পিরাো, যেন কঠিন রাজে
জানতে চাইছে, এমনই বাতাসিক সুরে গলায়। 'কল্টা ফোর্পার্ডমারও সনতে পাবে,
হের ক্যাপিটান।'

May day সাহায্যের জন্যে একটা জাহাজের সর্বশেষ ব্যাকুল আবেদন!
'হ্যা,' মুদু করে বলল রানা। রিপোর্টের নামিয়ে রাখতে গিয়ে গুলতে পেল ও কথাটা:
May Day! May Day!
শিউরে শিউরে উঠছে ফ্যাক্টরিশিপ, কিন্তু কোন দিকে নড়াচড়া করার সব রাষ্ট্র
বন্ধ হয়ে গেছে তার। স্পেসেক ঘুরিয়ে কোন ফল পাচ্ছ না গলাহার্ডি। তার অসহায়
দৃষ্টি দেখে যা বোঝার বুঝে নিল নিল। বাইকুনি খাইয়ে জাহাজটাকে পিছন দিকে
মুক্ত করার চেষ্টা করে দেখছে, মরিয়া হয় বাম রানা। ইন্জিনরমেক ডাকল ও;
'চীফ। দুঃখিত। ফুল আইস্টার্ন।'
'দি শ্যাফটই...,' রানার নির্দেশ প্রচার করছে চীফ ইন্জিনিয়ার ইন্জিনরমেক, ওনেত
পেল রানা। সার্ভিস নামিয়ে রাখল ও ইয়ারপীন। সেই মুহুর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে
ফ্যাক্টরিশিপ পিছু হটতে শুরু করল। সামনের দিকের পানিতে মৃদু একটা গোত
চৌরা করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছে জাহাজ, স্যোটর সাথে সাথে একটা বরফের
গাউলার অনুসরণ করে আসছে তাকে। জমাট বরফ থেকে পানির টানে খনে এসেছে গাউলারটা।

'স্টারবোর্ড!' চৌঁচাল রানা। 'হার্ড স্টারবোর্ড, গলহাড়ি!' আবার সামনে ছুটল জাহাজ।

পারল না গলহাড়ি। দশ ভাগের সাত ভাগ সাগরই বরফ হয়ে গেছে। ছোট বড় রানার আকারের বাধা তার সামনের পথ বন্ধ করে রেখেছে। অন্য কার্পুনিতে ফ্যাক্টরিশিপের প্রতিটি নাটকনুল নড়ে উঠেছে সশ্বেত। গ্রাউলারের সাথে ধাকাটা গাউলারের মাঝে নিয়ে টিকে যাচ্ছে জাহাজের নাক। পৃষ্ঠ হতলতা বাড়ের মত ওঠে। নেপালের জাহাজকে ভেঙে ভিতরে ঢোলায় গেল নান্দকা, যুগে গেল সেই পর্যন্তে চর্চির মত, একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে বা পাশের হিমগিরিয়ের দিকে লাফ দিয়েছিল ছুটল। মাথার

উপরের রড ধরে প্রায় বুলছে রানা, এক হতে রিসিভার। গলহাড়িকে নিদেশ দিতে দেয়। নিজের কষ্টমর শুনতে গেল না ও, চাপা পড়ে গেল ফ্যাক্টরিশিপের বটম

প্লেটের সাথে ওত পেতে থাকা জমাট বরফের সংখ্যার আওয়াজে। কাঁধ হয়ে গেল রিজের মেজে একদিকে। গাউলার কাঁধ দিয়ে সাজ করে সারে যাচ্ছে দেখে রিসিভার

ফেলে দিয়ে রেবোক্সকে ধরে ফেলল রানা, তীব্রতা রোধ করতে গিয়ে রড থেকে হাতটি একটু জোন খসল না।

নিচের ক্রম উঠে হয়ে ওঠা জমাট বরফকে আটকে গেছে ফ্যাক্টরিশিপ। উঠে হয়ে গেছে সামনের দিকটা। রেবোক্সকে চৈয়ারে বসিয়ে দিয়ে রড ধরে এগোতে গিয়ে থাকে দাঁড়োল রানা।

বরফের এমন উজ্জ্বল আর বোধ হয় কারও দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। প্রচুর তুষারকের বুঝি একটা ভয়ঙ্কর নয়। হিমগিরির চারিদিকটা ছাড়া সামনের বিশ্রাম বরফের মাটি সাংর ফাঁক হয়ে যাচ্ছে চৈয়ারের পলকে, এক একটা ফ্যাক অধ মাইল, সিরক মাইল চওড়া, সেই ফাঁক গলে মাথা তুলছে হিমগিরির একটা নয়, একের পর এক, অসংখ্য। সবচেয়ে কাহাটা ফ্যাক্টরিশিপের চিমিকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে ইতোমধ্যে, আকাশ হোয়ার চেট্যায় উঠে যাচ্ছে আরও।

ইঞ্জিন এখনও মায়া ছাড়ল রানার মনে। প্রচুর তুষারকের বুঝি একটা পাড়া হয়নি। হিমগিরির মস্তের হয়েছে রাখা যখন সমস্ত নয়। ধর্মের হাত থেকে বাচার একমাত্র

উপযোগী তুষার মাটি পলিয়েছিলে যায়া। 'ফুল অ্যাস্টার্ডার' নির্দেশ দিয়ে গেল রানা। কোথায় বাটা শব্দ হচ্ছে বলে দেখা যাওয়ার সাথে সাথেই রানার কানের ভিতর বজ্রপাত ঘটল মেঝ। শেষ দুর্বলতা মুঁড়ে মুঁড়ে পিয়ে কুঁড়ি পাকাচ্ছে ইঞ্জিনরম নিচে, নতুন

শন্দলার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হল। না রানার। মন শাক্ত আর্তনাদ করছে, ফেটে গেছে তার অন্তর্ভাব। একমুহূর্ত পরই আবার বিক্ষোভের শব্দ ভেসে এর ইঞ্জিনরম থেকে।

স্টারবোর্ড উইজ্জ-এর দিকে ছুটে গেল রানা, চলতে টলতে তার

গলে গেছ। রানার আগে দাঁড়িয়ে রেবোক্স।

ফ্যাক্টরিশিপের বহুরক্ষণে, স্টার স্ট্রিং ফোটে চৌচিচ হয়ে গেছে, ফাঁকের ভিতর দিয়ে যুগো পালে গেল ভিতরে, একজন গ্রীজাকে দেখতে গেল রানা, কয়েক বেঁথে আগেও বেঁচে ছিল লোকটা, গীতে হোয়ার মধ্যে

পুঁজে মরে গেছে। মোটা সিলিভার পাইপটা বিষ্কোরিত হয়েছে, উঠে যাওয়ার পর

বিদায়, রানা-২

১৫৭
যে অংশটা রয়েছে তার ভিতর থেকে তীব্র স্মৃতির মত বেরিয়ে আসছে ফুটে তেল।

মেন ডেকের দিকে চোখ পড়তে আতঃকে উঠল রেবেকা, ‘ডিয়ার গড়!'

পলকের জন্য দেখতে পেল রানা দৃষ্টি। আপাদমস্তক তেলে তেজা লোকটা তীর যথাযথ নাট্যবন্ধের মত বনবন করে চুরি করে, সেই সাথে লাফাছে। তিন লাফ দিয়ে বেলিঙ্গ টপকাল। শুনে দেহের ঘুরিতা তিনি হতে রানা দেখল হাত-মুখ বলতে কিছু দেহ। বড় বড় ফোকারা ধুল। বরফের উপর পড়ে গলিয়ে পানিতে পড়েন, কিন্তু তিন ফিটের বেশি হুড়ল না লাশট।

গলহাড়ির বিকট চিত্কার হোন যাড় ফেরাল ওরা। সাথে সাথে দেখতে রানা, আসল বিপদটা আসছে এবার। কাছাকাছি হিমগিরিটা ঝুকে পড়েছে ফ্যাক্টরিশিপের দিকে। ঝুকে পড়ে শক্তিকের মত গলা বাড়িয়ে তীব্র চোখে দেখছে যেন সে।

মাথাটা ভেঙে পড়তে সম্ম নিল। রেবেকার দিকে তাকাল রানা। চয়ে আঁচে হিমগিরির মাঝার দিকে, কিন্তু হিস্টারিয়ার কোন লক্ষণ নেই। নিজের মধ্যে আঁচে এক শাস্ত ভাব বোধ করল রানা। মৃত্যু যখন নিপিত, তাকে সহজভাবেই গ্রহণ করা দরকার।

করার কিছুই নেই। ধস্টার আকার দেখে ওজন অনুমান করার উৎসাহ পর্যন্ত পেল না রানা। হিসেব ছাড়াই হবে যাত পাপাশাই আরো গোটা দশক ফ্যাক্টরিশিপ থাকলেও চলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট বরফ নিয়ে নামছে সে।

ঢোঁট কাঁপছে রেবেকার। ‘তুমি আমাকে শিখিয়েছে…তোমার পাশে থেকে মরতে ভয় করে না অস্মার, রানা।’

‘চুপ।’ দাঁতে দাঁত চেপে ঝুকে পড়ল রানা, কোমর বাকা করায় পিঠটা ওর চালু হয়ে গেছে, মাথা তুলে চেয়ে আঁচে একশো গজ দূরের হিমগিরির দিকে, পাহাড়টার মাঝখান বরাবর দাঁড়ি ওর। পেটটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত, অনেকটা দেখেনা দেখতে। ধস্টা নামতে নামতে চলে ওঠা পেটের সাথে ধাক্কা খেয়ে দিক পরিবর্তন করছে।

দুর্দিনিত পর আকাশ হলো ফ্যাক্টরিশিপ। ধস্টর প্রথম চেটার ফ্যাক্টরিশিপের পিছন দিকটাকে পানির সাথে দেলাতে শুরু করল তুমুল বেগে। সামনের দিকটা পিছলে নামতে শুরু করল পানির নিচের জমায় বরফের চালু গা বেয়ে। দশ ডিগ্রী মত সের এল ফ্যাক্টরিশিপ। এরপর একের পর এক বরফের চেট এসে পড়তে শুরু করল ডেকের উপর।

হিমগিরির উচু হয়ে থাকা পেটা বাঁচিয়ে দিয়েছে এখানে ওদেরকে। ধস্টর দিক পরিবর্তন না হলে এতঃক্ষণে চির থাকত না ফ্যাক্টরিশিপের। বরফের চেটেলোর কয়েকটা মাত্র মেন ডেক পর্যন্ত এল। সুলিভার পাইপ থেকে উষ্ণতেল তেল বেরুনো বন্ধ হয়ে গেছে। গোটা ডেক বরফের কুচিতে তর্পণ।

‘পাম্পেমিশন চাল করে দেব, রানা?’ জানতে চাইল গলহাড়ি।

বড় করে একটা দীর্ঘশাস ছাড়ল রানা, অপরিচিত নাগাল নিজের গলা, ‘দরকার নেই। চারদিকের কঠিন বরফই এখন আটক রাখেন ওকে। ভুবনে না। বেলেটের

158

বিদায়, রানা-২
"পাক আইস মুঠাই ভরে নিয়েছে ফ্যাক্টরিশপকে, গলাহার্ডি।"

"কাচারগুলোর খবর কি?" প্রশ্ন করল রেবেকা।

নেতিবাচকভাবে মাথা দুরিয়ে বিজ মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে গোটা জাহাজের লাউডস্পিকার সিস্টেম অন করল রানা বোতাম টিপে। 'জাহাজ থেকে নেমে পড়ার জন্য প্রস্তুত হও সবাই,' নিদের্দ দিল ও। 'স্ট্যার্টারের সব থাকার ডিকে এনে জমা করতে হবে।' ইমিডিয়েটলি। এই মুহূর্তে ডুবে যাবার কোন ভয় নেই আমাদের। কাজে লাগতে পারে এমন সব জিনিস ফ্যাক্টরিশপ থেকে বরফে নামানো হবে।' বোতাম টিপে সিস্টেমটা অফ করে দিয়ে পিরোকে ফোন করল রানা, উঠর পারার আগে রানা শুনতে পেল May Day, May Day কল বোঝিয়ে যাচ্ছে।

'কোন সাড়া নেই কাচারদের,' উঠর বলল পিরো সংক্ষেপে, 'কিন্তু ওরা যেগোয়োর কাছে পোর্স্টারারের সঙ্গে, হের ক্যাপিটান।'

'গলাহার্ডি পাঠাত্তে তোমাকে বিশ্বে আনার জন্যে,' বলল রানা। 'কি বলছে ওরা?'

'আমাদের জন্যে খুব খারাপ, হের ক্যাপিটান,' উঠর বলল পিরো। 'খুব খারাপ সকলের জন্যে।'

কৃত্রিম খারাপ শোনার অপেকাশ না থেকে রিসিভার নামিয়ে রেখে গলাহার্ডির নিদের্দ দিল রানা বন্ধীদের সবাইকে বিজে নিয়ে আসার জন্যে।

রেবেকাকে পাশে নিয়ে দাড়িয়ে রইল রানা, সামনের দিকে উদাস দৃষ্টি। নীল হিমেরির চূড়ার পিছনে নিপীড় সূর্য রয়েছে আকাশে কিন্তু আধার নেনে আসছে দূর। তীর শীত হল ফোটানার মত লাগছে পায়ে। ফ্যাক্টরিশপের তোরান্ডানো বে-এর সাথে আঁককে আছে একটা প্রাকিমার, তাদের তাহাজাটার রঙিন একাংশের প্রতিবিব ফুটেছে। জাহাজের ভ্যাক ফ্যাক্টরিশপ চা যামের মত সবজাত রঙ ধারণ করছে, সেই রঙ ছড়িয়ে পড়ছে বোটনলোকে চেকে বাছা তারপুলিনে।

বোটলে একটাও অক্ষত নেই, মনে পড়ল রানার। কোয়ান্টার মাটার জানিয়েছে।

থাকার কথায় নয়, বোটলে যেখানে রয়েছে ঠিক তার নিচেই যেতে চাণীয় বিষয়বস্তা।

অনেকক্ষণ কথা নেই কারও মুখে। তারপর শোনা গেল রেবেকার গলায় শক্ত বরফের ওপর দিয়ে কোথায় আমরা হেটে চলে যেতে পারি না, রানা?'

উঠর দিল না রানা। কি যেন ভাবছিল ও। যখন উঠর দিতে গেল, কান ফোটানা শর্কের সাথে দুলে উঠে ফ্যাক্টরিশপ। নিচের বরফ তার গিয়ে ভারসাম্য হিসারি বোধ করছে ফ্যাক্টরিশপকে। কুড় কুড়ি-বড়ি-বড়িওনোর মত শর্ক করে ফ্যাক্টরিশপের একটা ইম্পারের পেট্র ভাঙল।

মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না রানার। বিশ্বাসবোধের কিছু আর অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে যেন। যাই ঘটিক, এখন থেকে সহজভাবেই ধারণ করবে ও, ঠিক করল মনে মনে। বারাবার ওহে মনে পড়ে যাছে হিস্টেরিয়য় আকাঙ্ক্ষা রেবেকার সংশালন—তোমাকে নিয়ে আমি বাচিতে চাই। রানা।"
কাপ্টেন নেরিস এবং তার জাহাজ স্প্রাইটলির কথা মনে পড়ল রানার। ওরা সবাই কাপ্টেন নেরিসকে অনুরণন করতে যাচ্ছে, আর ফ্যাক্টরিশিপও যাচ্ছে ওদের সাথে, স্প্রাইটলির সাথে মিলিত হবে পরপারে।

বৈদ্যুসি কেন্দ্রে উঠল একবার। রোমান্টিক দিয়ে ভিতরে থুকতে শুরু করেছে অসহ শীত। বাতাস বৃষ্টি উঠছে—শীতের এক আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে সকলের ভিতর। একটি আগেই নিবে গেছে আলো।

আট

পবিত্রন সকালে আন্টার্কটিকাকে দেখে চেনাই গেল না। মনে ডেকের তিন জায়গায় ফুটল দিয়ে হাতি নামিয়ে দেয়া চলে। নিদর্শ বুড়ো মানুষের মুখের মত তুরাড়ে গেছে চেহারাটিটাই।

রানার অন্ধকার আর গলাহারড়ির তলাবধানে সারারাত ধরে টোররমের মালপোর বয়ে নিয়ে এসে জমা করা হয়েছে ডেকের উপর। গরম কাপড়, কশল এবং খাবার কোন জিনিসই বাদ পড়েনি। ইঞ্জিনর বিদ্যমান হবার সাথে সাথে মন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইমার্জেন্সী পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করিয়েছে রানা। কলে সাভিজ-পর্ডি ডেক এখন ভর্তি। সকল হবার খানিক পর ব্লিং ডেক মন ডেকের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়ার সময় রানা দেখল তুই আর আর বানানের কুচির একটা পাতলা স্বর জেমেছে সবর। ক্লাস্ট, তুরাড়ে চেহারার জোরা ছুটোছুটি চেঁচামেচি করে এখনও মালপোর তুলছে।

ভোরের প্রথম অস্পষ্ট আলো দেখা দিতেই যুৎসই একটা প্ল্যাটফর্ম ছুঁড়ে বের। করার জন্যে গলাহারড়ি নিয়ে ফ্যাক্টরিশিপ থেকে নেমে নিয়েছিল রানা। সারারাত ধরে চারদিকের বরফ পরিপূর্ণ সাথে জোড়া লেগে জমাট হয়ে গেছে, বরফ এখন কুচি নয়, তুকরা নয়, ঘাটালার নয়, একটা দিগ্বিজ্ঞাত মাটির সাথে নিশে একদের একপ্রাণ হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য মৃত্যু-যক্ষগোল্লা থেকে নিঃশব্দ পায়নি ফ্যাক্টরিশিপ, সারাটিতে তার আর্তনাদ শোনা গেছে। নাটক-বক্তু, কাঠের পাটাতন, তীল প্লট, মাকল, চিনান, ক্রেন, রেলিং—এক এক করে সব তুলে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে।

একশো শহরের মধ্যে চলাচলী একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে ওরা। জায়গাটার নিলামের তালিকা চিহ্নিত করে রেখে এসেছে মাঝখানে স্কুরেলট ফ্যাক্টরিশিপ লয় আইস পোল বরফ গেঁছে। প্রথমে তুলনায় প্ল্যাটফর্মটা দৈর্ঘ্যে বেশি। সূর্যের আলো পড়ে তিন-চারটে রঙ ফুটেছে তার পায়, সবই নীলের রঙকেন। ফ্যাক্টরিশিপ

১৬০
বিদ্যায়, রানা-২
ঝেক প্লাটফর্মে সৌখ্যবার নিরাপদ পথোচ্চ কয়েকটা স্যাগের সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারাবার বিজে ছিল রানা। মালপত্তে ডেকে তোলার ব্যাপারে যখন যেক গ্রুয়াজন নির্দেশ দিতে হয়েছে ওকে, সারাব্যক্তিক নজর রাখতে হয়েছে বরফের যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিমসিরির ধরন নামছে কিনা দেখতে হয়েছে কিছুক্ষণ পর পর সার্চ রাইট জেলে। কাছ ছাড়া হয়নি রেবেকা ওর। বিজে হিটার অন করে বার বার কফিডিল করে খাইয়েছে সারাবার।

রাত থাকে, ঐ দুঃসাহসিক একটা কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে জেদ ধরে করারি, অনেক বুদ্ধিয়েও তাকে ক্ষতিক করতে পারেনি রানা। শেষ পর্যন্ত রেবেকা জ্ঞান তার সংস্কার চায়, ক্ষতি হয় সে। তোলার আলোয় প্লাটফর্মে পৌছে প্রথম ঝাঁটি ছিল গহার্ডের মাঝখানে একটা norse ফ্লাগ তোলা, হাফ-মাস্ট উঠতায়, আনান্তনিকভাবে ফ্যাক্টিশিয়ের মূত্র প্রতি সমান প্রদর্শনের জন্য।

করাইয়া রিপিটারের তেতান কোন ভয় নেই বুদ্ধি পেয়ে আবার সারে কর্টারিক, যোগারূপ আর জার্মানেক নিচের বেষ্টনের তিনবার ভিতর পাঠিয়ে দিয়েছে রানা।

সারে কর্টারিক কথা বলে সেখানে কোনো কথা নয়, কোনো হাসি হাসিল করার। বদমজাতী লোকটার কান ঝালপালা করা একটাকের হাত থেকে অত্যন্ত রেহাই পেয়েছে রানা। মেয়ের সাথে কথা বলা তেদের কথা, তার দিকে চেখ তুলে তাকায়নো তুলে। কিন্তু পিয়রোর প্রতি ক্ষিতিয়া অল্প বিপরীত। কাজের প্রতি এমন আত্মজ্ঞতা আর কাটো মাঝে দেখেছিল রানা।

রাত্তি বলে কোন ভিনিস নেই তার মধ্যে। ফটা পর ফটা ধর্ষের সাথে রেহেজো ম্যানের নিয়ে চেয়ারের বসে সিরামিক পাঠিয়ে যেছে সে। রানা যে চেনের সাথে তারা বার পেরে রেহেছে, যেন যেখানেই নেই সেদিকে। মাঝে মাঝে মুখ তুলেছে সে শুধু রিপোর্ট দেবার জন্যে।

রাত নচার দিকে বিশ্বজনক রিপোর্টটা দেয় সে রানাকে। ক্রিয়ারামার রেইওর মনে কোনও বুল, ক্রারিয়াস হানেন্দে এবং সারস কনভালকে অডায় করেছে রানাকে সহ সার কর্টারিক, পিয়রো এবং ওয়াল্টারকে আটক করার জন্য।

বিপরীত বলে রিপোর্ট বিলিত হবে ডেট্রোইয়ারের সাথে, সেখানেই হস্তক্ষেপ করবে তারা কর্টাকে।

স্কিপারের আবার অপেক্ষায় থাকা ছাড়া করার কিছুই নেই ওদের। পালিয়ে জ্ঞান কথা বলতে ব্যাখ্যাও হাসকর। ঘড়ি গল্পধারি আর রেবেকাকে জানিয়েছে স্কিপারটা রানা। অনেক ওরা যে প্রথম করল সেই প্রথম নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিল সে যবে অগ্রে তুলে, কিন্তু সম্ভাব্য কোনঁ উপর পাচ্ছিল না, এবং পামীনি।

সারাবারের পাঠাছে কেন ওদের অ্যারেটি করার জন্য? ক্রিয়ারামার নিজে শব্দ না করেন? কোথায় সে এনন? অনে তার কাজ গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাস্তে সে?  নানাবিধি পিয়রোর তরফ থেকে কোন সাহায্য পেল না রানা। উদ্ধার করতে বেশ চেয়ে যায় এমন সব দুর্দান্ত শব্দ উচ্চারণ করে বেশাবাবার চেষ্টা করেছিল সে। ঘড়িও কোন স্থায়ী কাজ করেছে না, রানা তাকে থামিয়ে দিয়ে রেহাই পেয়েছে।

১-বিদ্যার, রানা-২ ১৩২
রেবেকা আর গালহাড়কে দুপাশে নিয়ে দাড়িয়ে আছে রানা বিজে। বোধ মাথায় নিয়ে প্রথম দলটা তাড়াহোকের মধ্যে তৈরি করা গাওঁক্ষাক বেরে দেনে যাত্রা ফাঁকপিশে থেকে। রাইনার তেমন বাড়িরঞ্জ, যতটা বাড়িবে বলে ভয় করেছিল রানা।

চার বরফের কুটি নিয়ে উঠে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে অবিচল, ফলে দুইমানো নামের পাহাড়ের দুটি সব অস্পষ্ট, বাইসি নামছে চোখে। কারখানায় এই মুহুর্তে কোথায় জানা নেই ওদের। সারারাতে আইসফিন্টের বিতাবার কেমনেই না চোখেছে তাও বোঝার কোন উপায় নেই। গত চার ঘণ্টা ধরে নতুন উদাসে চেয়ার করেছে পিচো কারখানায় পিচোয়েট করার জন্য।

প্রথম দলটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে অন্যের হয়ে উঠল রানা। রেডিও অফিসে কোন করল ও, পেয়েছে কোন রেডিও কট্টাইক? জাহাজগুলো গেল কোথায়, নিয়ে? নগদের মধ্যে থাকলে হয় রাইনার না হয় রেডিওর মাধ্যমে আমের কোন না পাক তুমি তো পাবেই খোজ?

গলার সবে কোন উত্তে নেই পিচোর, কোন পতনও নেই। 'নে কট্টাইক, হের কাপিটান,' একটি বিষ্টিত পর বলল আবার, 'ধনবাদ, হের কাপিটান, প্রশংসার জন্য।'

'চেষ্টা করে যাও,' বলল রানা। 'আয়াত পাওয়া মাত্র জানাতে আমাকে।'

'তাই হবে, হের কাপিটান।'

রেবেকা বলল, 'তুমি বললে কট্টার নিয়ে খোজ করতে পারি আমি। কোথায়, খি করছে জানতে পারলে নিজেদের জন্য যা করার নিচিত্তভাবে করতে পারব আমরা।'

'না,' মেধে ঢাকা আকাশের দিকে চোখ রেখে-বলল রানা। বড়জোর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত যেতে পারা তুমি, যখন অনুমতি দেব। আমার ধারণা, দমকা বাতাস-বিকেলের মধ্যেও যুগ্ম হবে। খেলাইমার যদি আমাদের আয়াতের করতে চায়, আসক, না কারখানায়র পাঠাক। তুমি কোথাও যেতে পারবে না।'

'এ একটি করতে দাও আমাকে। বলল রেবেকা। 'হাত-পা ওটিয়ে এভাবে বেন না-কেন কোন নাড় হবে?

'বসে থাকতে কে বললে তোমাকে?' হাসতে শুক করল রানা। 'যাও তোমার ফড়িরটিকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামো।'

'ধনবাদ, হের কাপিটান,' পিচোর সুর নকল করে ঠাট্টা করল রেবেকা।

'সাদানন্দ, রেবেকা,' বলল রানা। 'আপে খোজ নাও ফুয়েল ভর্তি যে হামাগুলো নিয়ে যেতে বললেছিলাম সেগুলো প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু

'ফুয়েল ঝাড়,' বিমিত হলো রেবেকা। 'কি হবে ও নিয়ে?'

'তোমার ফড়িরটে বাধনে ফিকার সাথে, বোল্ডার পাড়ে কোথায় প্ল্যাটফর্মে?'

'মাই গুচ্ছ,' রেবেকা উন্মুক্ত হয়ে উঠল। 'এত কথা মনে থাকে তোমার?'

বিছ থেকে বিছানায় নেবার কোন লক্ষ্মী দেখে গেল না রেবেকার। রানার সঙ্গে ঝোঁকে থাকতে পারেনি সে গতরাতে। রানা অনেক বললে কিন্তু পাটাতে পারেনি। হালকা কথাগাত্রের মধ্যে, ঠিক বিছ থেকে বেরোবার আগে মান হেনে।

১৬২
বিষায়, রানা-২
সে জানতে চাইল, ‘স্কিপাররা এলে ডায়্জির ব্যাপারে কি করবে তুমি ভেবেছ, রানা?’

‘না,’ গল্পের হলো রানা। ‘প্রথম সমস্যা বেঁচে থাকা। সেটার সমাধান হলে আর সব কথা ভাবব।’

‘না মানে, আমি জানতে চাইছি শেষ পর্যন্ত তুমি কি ডায়্জিরকে তুলে দেব থোর্সহ্যামারের হাতে?’

কাণ্ড বাকিয়ে শাগ করল রানা। ‘থোর্সহ্যামার তোমার বাবাকে একা নয়, ওয়াল্টার এবং আমাকেও চায়। তুমি তুলে যাচ্ছ, সী-পেলনেক গুলি করে নামানোর সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করবে ওরা দুজন।’

চিত্তিতায় বেরিয়ে গেল রেবেকা।

ফাটল ধরায় যে কোন মহুর্তে হুড়মুড় করে ধসে পড়তে পারে মেন লেক।

রেবেকা নিরাপদে টেক-অফ করতে পারে কিনা দেখার জন্য এমনই মত হয়ে পড়ল রানা যে পায়ংবারে বোঝায় মাথায় মেয়া কুলের দলটা হুড়মুড় করে পিছিয়ে আসছে তা খেলাই করল না ও। নিয়ূত কৌশলে ডেকে ছেড়ে আকাশে উঠল রেবেকা,

নিজের উপর শূন্য দাঁড় করল সে ‘কুটারকে। হাত বের করে কিছু একটা দেখাতে চাইছে রানাকে। যাড় ফেরাতেই সামনে দুজন স্কিপারের মুখে মুখোমুখি হলো রানা। বুল, আর কন্নাতল। বুলের হাতে একটা পিঠুল দেখেই চিনিল রানা, বেরেটা। হ্যানসেন তখনও রিজ ওঠনি, মেন ডেকে রয়েছে। বোঝা মাথায় নিয়ে একজন ক্রু তার সামনে পড়ে ধাঁড়ত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পা তুলেছে হ্যানসেন।

চোখে পরের আঁকা তলপেটে স্ব-বুটের লাথি খেয়ে ডেকের উপর আছড় খেয়ে তিন হাত গড়িয়ে গেল লোকটা। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল হ্যানসেন, চিত্কার করে বলল, ‘চোপ! একটা আওয়াজ মুখ থেকে বেরিয়েছে তো খুব মেরে নাক ভেঙে দেব শালা তোমার। ক্যাস্টেলগিরি ফলাতে এসেছে দক্ষিণ আলাম্বিকে, না?’

অতিক্রম নিজেকে দমন করল রানা। তাকাল বুল, আর কন্নাতলের দিকে।

লোহার ঝিড়ি বেয়ে দ্বিতীয় উঠে আসছে হ্যান্সেন, বুলের পেরেও সেদিকে তাকাল না ও।

বেরেটা চেপে ধরল বুল রানার বুকের মাঝখানটায়। ‘আর সবাই কোথায়?’

‘বলি,’ বলল রানা। ‘শিয়া রেডিও অফিসে। বাকি তিনজন ফ্রেডারিকের কেবিনে।’ গলায় ঝাড় এনে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ও। ‘বুকে পিঠুল ধরেছে, বাহাদুর বুট! কাপুরুষ বাসটার্ড কোথাকার! আমার নির্দেশ যদি শুনতে হাজারটাকে রক্ষা করা যেত তখন।’

‘ধামো! সাদা হয়ে গোটা ঝাঁপা ঝাঁপা ধাঁড়ি থেকে তুষার ঝরে পড়ল বুল মাথা ঝাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলে। ‘ক্যাস্টেল হও আর লাটসাহেব হও, তুমি আর তোমার গোটা ডাকাত পাঁচ আমাদের হাতে বলি, বুঝেছ? আমরা তোমাদের নিয়ে যেতে এলেছি।’

ধামিয়ে দিয়ে বলল রানা, ‘জানি। রেডিও। রেডিওতে সব জানে আমরা।

বিদায়, রানা-২

১৬৩
বিদিয়া, রানা-২

কিন্তু, কুঠিত তোমাদের ভালো দরকার। সী-খেলাটকে ওঁরা অমি করিনি।

‘প্যাচাল বন্ধ করো,’ কুন্নালারের পাশে এসে দাড়িয়ে বলল হানসেন। ‘আমারা নরওয়ের নাগরিক। আমাদের দু’জন যুক্ত পাইলটের রক্ত তোমাদের হাতে নেওয়া হয়েছে। তারা তোমাদের কোন কিছু করেনি, তবে খুলি করো।’ সী-খেলাটকে যদি গলি না করতে, বিশ্বাস করতাম না আমারা। সে যাক, আমারা বেশি কথা বলতে বা চাতুরী না নিয়ে যেতে এসেছি, নিয়ে যাব, তুলে নেব আমাদের রেডিওরের হাতে--বাস।

কুন্নালার বলল, ‘হানসেন, তুমি বুদ্ধি সামরিক থাকে যাও। ব্যাটারা নিজেদের মধ্যে কি মতবেদে আর কে জানে।’

বুল বলল, ‘তার আগে তোমারা দু’জন মিলে বুড়ো শয়তানটিকে আর সবাই সাথে নিচের ওই প্লাটফর্মে নিয়ে যাও, আমি আমার বন্দীদের নিয়ে রওনা হয়ে যাচ্ছি এখনো।’ রানার উদ্দেশে বলল সে। ‘নামে, কুইক!’

প্লাটফর্মে পৌছে বুলের পিঠের মুখে অপেক্ষা করে রইল গলাহারি আর রানা। ওরা পৌছতে ‘কুলারের কলসুতে থেকে নিঃশব্দে নেমে এসেছে বের করে। একটা কথাও বলছে না সে। একসময় তুলা রানার সাথে চোখাচোখি হতে নিজের ঠোঁট কমপ্লেক্স ধরে মাথা নেয়েছে, কিন্তু মাথা নাড়ার অর্থটা বোধহয় হয়নি রানার। দোষিতে অপেক্ষা করার পর হানসেন আর কুন্নালাএল সায় সায় ফ্রেডারিক, জার্কে, ওয়াটার আর পিওসেকে নিয়ে। বুলকে দেখেই সায় ফ্রেডারিক তার উজ্জল নীল রঙের ওয়েলস্ট্রিট জ্যাকেটের হুটো মাথা থেকে নামিয়ে পিছন দিকে সরিয়ে দিল।

‘মনোনীত বুল, মাই বলা’ ভরত গলায় বলল সে। ‘তোমাকে দেখে কিন্তু মেয়ে অপেক্ষা হয়ে আসব। আমারা দেখছে, আমারা দেখাতে পারি না। ঠিক, ঠিক গেছে ওই ছোকরা আর আইল্যান্ডারকে মোটরিস্ট করে।’ শখপুতল হাত দুটো বুলের মুখের সামনে তুলে ধরল সে। ‘দাও তো তোরা চেট্টা কেটে। তাড়াতাড়ি করা, অনেক কষ্ট করার রয়েছে। তোমাদের সাথে নতুন করে একটা চুক্তিতে আসতে হবে, জানি আমি।’

প্রতিক্রিয়া নেই বুলের চেহারায়।

রানা বুলান, হানসেন বা কুন্নালার ফ্রেডারিককে থোরস্যামারের কথাটা বললেন একটা।

‘আপনারা সবাই অভিযান আর্টিস্ট, সায় ফ্রেডারিক—না, আপনি অ্যারেস্ট নন, ক্যাপ্টেন জার্কে। কিন্তু এই বন্দীদের আপনি কোন রকম সাহায্য করতে চেষ্টা করেন না, বুঝেছেন?’

ধীরে ধীরে শখপুতল হাত দুটো টালনেডের কাছে নামিয়ে নিল সায় ফ্রেডারিক। গলার বড়টা চালাচ্ছের মত শোনাল তার, ‘কার হেকম, বেইডার বুল?’

‘থোরস্যামারের,’ কঠিন শোনাল উচ্চারণ করে।

একে একে তিনজন ফ্রিপারের দিকে তাকাল সায় ফ্রেডারিক। ‘হুঁ! তোমরা

১৬৪
আবার নিজেদেরকে পুরু মানুষ বলে দাবি কর। ছিল, লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের। আশ্চর্য! তোমাদের একজনের মধ্যেও বড়টি অভিযানে যাওয়ার যোগাতা নেই। যেই যাকানপথে একটি বিম দেখা দিয়েছে অমনি লেজ তুলে পিছন দিকে দে ছুট। সব বর্বাদ কর দিয়েছে ব্যাটারা। নীল তিমি যে টাকার পাল্টা উপহার দেবে, বেমালুম ঠুলে বসে আছি।'

'আপনি এবং আপনার নীল তিমি—ফুরহ!' বলল বুল। 'থামোকা লেভ দেখেছেন, ওতে কোন কাজ হবে না। নীল তিমি যে ভুঁয়া একটা অজুহাত এটিকে অন্তর্ভুক্ত প্রমাণ পেয়েছি আমরা, আপনার আসল কু-মতলবটা কি জানতে না পারলোও।'

'নীল তিমি ভুঁয়া?' সারা ফ্রেডারিক আকাশ থেকে পড়ল, ফিরল ওয়াল্টারের দিকে। 'নতুন, ওয়াল্টার? ব্যাটারা গাজা খেয়ে কি বলছে শুনতে পাচ্ছ? নীল তিমি ভুঁয়া। একটা অজুহাত।' বুলের দিকে চোখ পাখিয়ে তাকাল সে। 'প্রমাণ? নীল তিমি ভুঁয়া, কি তার প্রমাণ?'

'আপনার মেয়েই তার প্রমাণ,' বলল বুল। 'সে কাহারকাছি নীল তিমির বিড়ি গ্রাও আপনার বিভ্রান্ত করেছে বলে রেডিতে চেয়ে দিলেন আটাটাটি মাতে করে ফেলল, অথচ ফ্রাক্শনের থেকে আমরা নির্দেশ পেলাম হাই স্পিডে যত তালড়াড়ি মধ্য দুঃখ্যাত সবচেয়ে বিপজ্জনক সারাগুলো এলাকায় দুঃখ্যাত করেন—কেন?'

কন্দালেরও কিছু বড়তা রয়েছে, শুধু করল সে, 'নিজের দেশের সমুদ্রসমীক্ষ মধ্যে তিমি শিকার করে কিছু অভিযুক্ত টাকা রোজগার করতে রাজি হয়েছিলাম আমরা, বেলায়েন যাওয়ার ওইটাকেই আমাদের নির্দিষ্ট শীতা। আপনি যখন আমাদের দেশের একটা সী-প্লেনে অক্ষরণ গুলি করে ফেলে দিলেন, সহ্য করার বাইরে চলে গেল ব্যাপারটা। আপনারা সবাই খুনী, একজোট হয়েছেন কোন খারাপ উদ্দেশ্য। তার শান্তি আপনাদের পেতেই হবে।'

রানা বলল, 'গুলি করার ব্যাপারে গলাহিড়ির কোন ভূমিকা ছিল না। ওকে তোমার থেকে ধরে না।'

হ্যানসেন বলল, 'আমরা জানি। গলাহিড়ি, তোমাকে আমরা থেকে চেততার করছি না, কিন্তু তোমার ক্যাডেনকে যদি সাহায্য করতে চেততা করো, কপালে খারাবি আছে তোমার তা বলে দিছি।'

গলাহিড়ি এমনভাবে শঙ্ক কর হেসে উঠল যে হ্যানসেন যেন ছেলেমানুষকে চূড়ান্ত করছে কথাটা বলল। 'রানার কথা বলছ? ও যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। কাজের ওঁকে নিয়ে গেলে আমাকেও যেতে হবে সাথে।'

'আমি...,' শঙ্ক হাটতালে লাগল রেবেকা, বাপের সামনে আমিও রানার সাথে যাব বলতে বাধ্য ছিল তার, হঠাৎ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার সুন্দর একটা পথ দেখতে পেল সে, 'আমি যাব গলাহিড়ির সাথে, যেখানে ও যাবে সেখানেই হবে।'

'আবার কল্পনা বলল, ভুলটা তোমাদের ভাষা উচিত,' বলল রানা। 'সী-প্লেনকে গুলি আমি করিনি। অনেকে ফ্রিডারিক-মানকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো...'

'দেখেছি,' বলল হ্যানসেন। 'সে তোমাকে আর ওয়াল্টারকে দেখেছে গান

বিশ্বাস, রানা-২

*১৬৫*
ম্যাটিফর্মে উঠতে। তারপরই শুধু হ্যানসেনের নয়, অন্যান্য দু’জন অপারেট করার জন্য। স্টিফারিং-ম্যান স্পন্ডাউ-এবং  হট্চকিন্স দুটো থেকেই গলার শুধু শোনার সাধ্য দিয়েছে। অন্যান্য চালান দু’জনই অংশগ্রহণ করে তোমাকে।

এখনও ওয়াল্টার শুরু করল নিজের ব্যাখ্যা। তাতে মিনিট ধরে একনাগাড়ে যা বলল সে তার মধ্যে একটা কথা তাঁর সত্যি নয়। বলল, কর্মকান্ড বা হ্যানসেন কথায় গলা চুরুটাক, কিন্তু বোধ গেল আরেককার কারো কথা বলে করে নি। প্রতিটি শব্দ। ওয়াল্টার থামতে মুদু হেসে বলল বুল, যা বলল তার একটি কথা মনে নেই আমার, ওয়াল্টার। হ্যানসেন আর কর্মকান্ডের দিকে ফিরল সে। তোমাদের?

কিছু মনে নেই, একমোজে বলল দু’জন।

আর একবার বলল তাহলে, বলল বুল, ‘এমন চিত্কার করে বলো যাতে গলার রগ ছিড়ে যায়, তা না হলে ফের সব ভুলে যাবে, ফের তোমাকে কষ্ট করে রিপিট করতে হবে।’

অপমানটা বুঝতে একটু দেখে করে ফেলেছে ওয়াল্টার। আরও শুরু করতে যাচ্ছিল, তিনখন একমোজে হেসে উঠতে যেকার মত চেয়ে রইল সে।

হাসি থামতে বুল বলল, ‘আসল কথা, কারও কোন ব্যাখ্যা আমার শুনতে চাই না। আমরা জানি, সী-প্লেনকে গুলি করেছে রানা আর ওয়াল্টার—এটাই সত্য।’

প্রতিবাদ করল রানা, ‘না। তাতে এটা নয়। আমি সী-প্লেনকে গুলি করিনি।’

ফের সেই তর্ক? বুল দাতে দাত চাপল। একবার বলেছি না, কারও কথা শুনতে চাই না?’ পিওর দিকে ফিরল সে। ‘কোনোর চাড়ে থর্স্টার্মারকে সিগন্যাল দাও। নো ট্রিকস।’ বেরোটা ছুড়ে দিল সে, লুফ নিল হ্যানসেন। ‘এর সাথে যাও, হ্যানসেন। পিওরা, থর্স্টার্মারকে বলো আমি রেইডার মনেকোন বুল, সী-প্লেনকে যারা গুলি করে নামিয়েছিল তাদের আয়েরট করছিল এবং পূর্বের দিকে ব্যবস্থা অনুসারে রোটের তার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।’

পিওরাকে নিঃসরণ, নিঃসরণ দেখেছিল এতক্ষণ। বলের কথার মধ্যে কি সে আবিষ্কার করল সেই জানে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। সায়ার ফ্রেডারিকের দিকে একবার তাকাল সে, ধাঁধা করল খাঁকিমৃত্তের বাদানে দু’বার। তারপর ফিরল রানার দিকে। ‘হের ক্যাপিটান মাসুদ রানা মোর্স পড়তে পারেন,’ বলল সে বুলকে হস্তের হাতে তার। ‘ইচ্ছে করলে হের ক্যাপিটানকে কর্পিটের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে বর্তমান রাখতে বলার আমি কারের মেসেজ পাঠাচ্ছি কিনা।’

বুল ভাবাচাকায় খেয়ে গেলেও মাথা নেড়ে সমায় জানাল পিওরার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের।

রানা দাঁড় বাছুরের মত দুরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে রানার দিকে করল চোখে। তার পাশে খেয়ে এগোল রানা পিওরার পিছ্ব পিছু। কিছু বলতে গিয়েছে বলল না রেবিনা, রানাও সমন করে রখেল নিজেকে।

কোনার উঠে রেডিও অন করে বসল পিওরা। হ্যানসেন দাঁড়াল তার পিছনে।

১৬৬

বিদায়, রানা-২
রুনা দরজার কাছে রইল। ডেট্রয়ারকে সিগনাল পাঠাতে চূর করল যা মায়া উইথ ইম্যাকুলেট হ্যাট।

রেইডার বুল স্কিপার ক্যাচার ক্রোজেট টু থার্স্হামার্স স্টপ
আই হ্যাট দা মেন লু শট ডাউন আইড কিল্ড ইও সি-প্লেন
ক্রু আরাই আরেঞ্জ স্টপ আই উইল মিট ইউ আট বেটে
অ্যাজ অ্যারেঞ্জড স্টপ।

চোলাচুরীর চেষ্টা করল না পিও। থার্স্হামার্সকে টেকই পেতে দিল না সে
নিজের পরিকায়। খুব খুব করছে রানার মন। কেও কেন রহস্য আছে, কিন্তু
ঠিক কেথায় না ধরতে পারছে না। বুলের মেসেজটা পাঠাতে এত কেন আলিহ
পিওর? প্রস্তাবটা প্রের শুনে খুশি হওয়ার ফি কারণ থাকতে পারে তার? ফ্রিডারিকের
সাথে পিওরও এই বড়ুমাটে জড়ত থার্স্হামার তাঁকেও প্রেক্ষাগৃহ করব।
সেক্ষেত্রে কেন? এবং সময় থার্স্হামারের উত্তর আসতে চূর করল:
থার্স্হামার টু রেইডার বুল ক্যাচার ক্রোজেট স্টপ মিট অ্যাট বেটে।
অ্যাজ অ্যারেঞ্জড স্টপ পার্ট অ্যাট ইও মেসেজ নট আরাই আরেঞ্জড স্টপ।
থার্স্হামারের সি-প্লেন বাতাশ অ্যাট ফুয়েল স্টপ ক্রু অ্যান
লাইফ্রেন্ট স্টপ পরিণা আপ্রোক্সিমেট হাড়ে মাইলস ওয়েস্ট অ্যাট
বেটে স্টপ আম সার্টার ফর ফ্যাক্স স্টপ।

নিজের কার্যকে বিশাল করতে পারল না রানা। সি-প্লেনের ফুয়েল ঘের হয়ে
ছেন। কিন্তু নিরাপদ করে নাইফ্রেন্ট! অস্তব! কারণ রানা। নিজের চোখে
ঠিক আছি সি-প্লেনকে স্পেনে Bang-এর গুলি খেয়ে পানিতে পড়তে।
জীবিত রানাকে ধরা দিয়ে কক্সিটে উঠে গেল কুনতাল। 'কি! কি বলছে?'
থর্কটা রাখতে দিয়েছে হ্যানসন্স জানালা দিয়ে ইতোমধ্যে।
'অস্তব!' কুনতাল টেরিয়ে উঠল। ‘নিজের চোখে দেখেছি আমি গুলি খেয়ে… পিওর দিকে চেয়ে আছে রানা। দীর্ঘ বের করে হাসছে সে রানার দিকে
চেয়ে।
‘সি-প্লেন জোড়েনি। পিওর, ব্যাপার হি? সি-প্লেন সিগনাল দিচ্ছে কিভাবে? ’
ঘোড়া টিপে সেটা অফ করে দিল পিওর, কিংস আবার কী-এর উপর হাত
রাখল। তার মানে শুধু রানাকে বেঁধাবার জন্য মরা নেটের চার্বি টিপেতে চূর
করল।

মোর্স সিগনাল। কীলৌর উপর দিয়ে ছড়ের বেঁধে আঁধার চালিয়ে যাচ্ছে
পিওর। দশ সেকেন্দ্রে বুকে নিয় রানা রহস্যটা। পিওরের মেধা সতিহার দৃষ্টি এবং
বিশ্লেষণ করে পডল। না, কোইলারের উপযুক্ত শিষ্য বেটে লেকটা, একটা ট্যাপেটো,
লেস নেই।

সি-প্লেন নয়, থার্স্হামারকে সিগনাল পাঠিয়েছে পিওরই। সি-প্লেনের নামে।
থার্স্হামারের টের প্রায় জালিয়াতিটা।
কলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সব। থার্স্হামার সি-প্লেনের পাইলটদের

কিলাহ, রানা-২

১৬৭
উদ্ধার করার চেষ্টা করছে, তাই সে নিজে আসতে পারেনি ওদের গ্রেফতার করতে। ক্যাচারুলো যখন থোর্স হ্যামারকে সিগনাল পাঠাছিল পিয়ারসের মাথায় সমর্থ তারও আগে বুকিটা ঢোকে। দেস্ট্রিয়ার্টা এখন সাগরের কালাকায় খুঁজছে পাইলট দু’জনকে, যাদের কোন অতিক্রিয়া নেই। পিয়ারসে যে ওখান থোর্স হ্যামারকে থেকে দিয়ে সফল হয়েছে তাই নয়, আসলে সে প্রমাণ করেছে ওয়াল্টার কোন কার্য করেনি, কারণ থোর্স হ্যামারের বৈচিত্র্য লগ সাধ্য দেবে সী-প্লেন থোর্স হ্যামারের উদ্দেশ্যে সিগনাল পাঠিয়েছে গুলিবিদ্ধ হওয়ার অনেক আঘাত থেকে। থোর্স হ্যামার ওদের গ্রেফতার করতে চাইছে এবং পারে যখন একটি মাত্র অভিযোগে: ওরা নরওয়ের সমুদ্র-সীমায় অনুপ্রবেশ করেছে। অপরাধী তেমন কিছু নয়। কিন্তু কুল, হানসেন, রুন্ডাল এরা জানে, নিজের চোখে দেখেছে সী-প্লেনকে গুলি খেয়ে সাগরে পড়তে। থোর্স হ্যামারের সাথে দেখা হলে এরা সত্য ঘটনাটা প্রমাণ করার জন্য কম চেষ্টা করবে না। তখনই হতে থোর্স হ্যামারের রেডিও অপারেটর হস্তান্তর আরও করতে পারে।

থোর্স হ্যামার হল সহায় বিপদ, ভাবল রানা। ওর বিক্রেতা সাধ্য দেবে ওয়াল্টার, সার ফ্রেডারিক, জার্কো, ফ্যাক্টরিসের নাবিক আর তুরা, সাধ্য দেবে অরোহন স্টিয়ারিংম্যান। কুল, হানসেন এবং রুন্ডাল যা বলবে, ওর বিক্রেতা যে যাবে সব। গলহার্ডি একা রুন্ডালের পক্ষ দেবে, কিন্তু তার সাক্ষেত্র দাম কি? ঘটনাটা যখন ঘটত তখন আনা হয়ে পড়েছে। বাকি থাকে রেবেকা। বারের বিক্রেতা সাধ্য দেবে সে, এমন আশা করা উচিত নয়। কী ভাবে দেবাই আর কি, সকলের কথা অবিশ্বাস করে একা রেবেকার কথা বিশ্বাস করবে কেন নরওয়ে বিচারপত্রা?

কর্পোর থেকে নিচে নাম রানা। কুল দাঁড়িয়ে আছে অদূরে। ওকে দেখে এগিয়ে এল সে সামনে সার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টারকে নিয়ে। গলহার্ডি, জার্কো এবং রেবেকাকেও কাছাকাছি চলে এল। কর্পোর থেকে নেমে এল বাকি তিনজন।

‘কেনকে, কুল?’ বলল রানা। ‘এইমাত্র সিগনাল পাঠিয়েছে থোর্স হ্যামার। সী-প্লেনের নাবিক ফুয়েল ফুরিয়ে গেছে, গুলি খেয়ে পড়েছি। তার পাইলটরা বেঁচে আছে, যোগাযোগ রাখতে থোর্স হ্যামারের সঙ্গে।’

‘বিশ্বাস করি না।’ কুল মথা দোলাল এদিক ওদিক। ‘এর মধ্যে কোথাও ঘাপলা আছে। নিজের চোখে দেখেছি সী-প্লেন গুলি খেয়ে।’

‘হ্যা,’ বলল রানা। ‘বিশ্বাস করি না।’

পিয়ারসের চাপালীটা সংক্ষেপে প্রকাশ করে দিল রানা। এই ফাঁকে ও নির্দেশ, ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টারের সৃষ্টিতের শিকার, বাক্যে করে আর একবার বলার চেষ্টা করতে বাধা দিল বুল। ‘কোন ব্যাখ্যা শুনতে আমি রাজি নই। আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। বেড়ে যাচ্ছি আমরা। সবাইকে তুলে দিচ্ছি থোর্স হ্যামারের হাতে।’

পিয়ারসের সিগনাল পাবার পর থোর্স হ্যামার আর তোমাদের সিগনালে কান দেব না,’ বলল রানা। ‘বেড়ে পৌছাতে চাও ভাল কথা, কিন্তু থোর্স হ্যামারের দেখা কবে পাবে তার ঠিক নেই–কারণ, সে তার পাইলটদের খুঁজে না পেলে

১৬৮

বিদায়, রানা-২
দ্বিতীয় কোন কাজের কথা তারই না।

সার স্যাটার বলল, 'ওদের আরও একটা কথা বলো ভাবে চেষ্টা করো, রান। আস্টারটিকায় হত্যাকাণ্ড ঘটলেও কেউ হত্যাকারীকে কারও হাতে তুলে দিতে বাধ্য নয়। এটা আমার মনগড়া কথা নয়, আস্টারটিকায় ট্রিটির একটা ধারা, যে ট্রিটিতে তোমার দেশ লেগে যেতে, রেইনডার বুল।'

বুলের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে তার কর্তব্য পালনে অন্যত্র! 'এসব পাঠ আমি বুঝি না, বুঝতে চাই না। আমি একটা কথাই জানি, বড়টো যেতে হবে! তোমরা সবাই যার যার ছোটকাট জিনিস সঙ্গে নিয়ে পারে, ' সার স্যাটারের দিকে তাকাল বুল। 'আপনি আগে। কিছু নেবেন সঙ্গে?'

'আমার ডেক্স ড্রয়ারে পুরানো একটা চাট আছে, ওটা আনাও। পাশেই আছে ছোট একটা লেদার ব্যাগ। ওই ড্রয়ারেই পাবে একটা ফাস্ট-এইড কিট, হাইপোডারমিক সিরিজসহ। আর লিক্র কেবিনেট থেকে আমার ওয়ারানা চাই। বাস!'

'তুমি, রানা?'

'আমার সেক্সট্যাকট,' বলল রানা। 'আর কিছু নয়।' রানার এই সেক্সট্যাকটিতে ধুমপান আইল্যাঙ্কের আলো ভিজিশন চিহ্নিত করা আছে।

জার্কো আর ওয়ানটারকে হাত দিয়ে দুপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বুক চিহ্নিত বুলের সামনে এসে দাঁড়াল গলাহারি। তার বো হাতের তালুতে বড়ো বড়ো নখসহ আঁচ্ছড়ালা সেখানে যাচ্ছে। 'ক্যাপ্টেন রানার সাথে আমিও যাচ্ছি, তুমি জানেন, রেইনডার বুল,' গলাহারির পলা অস্ত্র গলায়। 'তোমরা সবাই সেইলর এবং তোমাদের প্রতিকের একটা করে জাহাজ আছে। সেই রকম আমারও একটা পালতোলা জাহাজ আছে। এতবড় দুইয়ে আমার নিজের বলতে ওই একটাই জিনিস। একজন ট্রিস্টোন ডা চান্দা সুপারসীর কাছে তার বো তার প্রাণের চেয়ে এতোকু কম প্রিয় না। আমি যাব, কিন্তু সাথে নেব আমার বোটাটিকে।'

এই প্রথম বুলের চেহারার মধ্যে কোমল ভাবের দেখা মিলল। 'এতক্ষণে একজন মানুষের মত মানুষ পেলাম। দুঃখ এই যে, আইল্যাঙ্কের গলাহারি, তুমি একজন মার্ডারের বন্ধু, আমার নও।' একজন সেইলর তার জাহাজকে কতটা তালুবেষ বুল নিজে সেইলর বলে জানে ডাল করেই, অন্যান্যও গলাহারির দাবির মধ্যে আপনির কিছু দেখেছ না। 'তুমি আমার জাহাজে তোমারটা তুলতে পারো।' বুলের প্রতাবে মাথা নেড়ে সায় দিল হ্যানসেন আর রুনভাল। 'না—দাঁড়াও! তার কি দেখার?' ফের বলল বুল। 'এসো রানা কাঁধে করে নিয়ে গেলে মদ্য হয় না, সেক্সট্যাক কোনকম গোলযোগ করার চার পাঁচে না ও।' সঙ্গীদের দিকে তাকাতে হোং হেং করে হাসল তারা।

'ছোট একটা সুতকেস তৈরি করা আছে আমার,' বলল রেক্কা। 'জাহাজ ছাড়তে হতে পারে মনে করে রানা প্রয়োজনীয় জিনিস তরে নিতে বলেছিল। বিজে আছে।'

বুলের চেহারা আবার কঠিন হলো। 'তুমি এখানেই থাকবে, মিস। ক্যাপ্টেন

বিদায়, রানা-২

১৬৯
কাঞ্চন দেনোভাদন জার্কো খুন খুরিয়ে নিল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তুলার কণায় বাণপথ কাষ্ঠরিপুকে দেখল রানা।

‘এত বরফ কখনও দেখি নি,’ মানুষ গলায় বলল জার্কো। ‘তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তাল ঠেকছে না আমার।’

রেবেকার দিকে রানা পা বাড়াতে বলল এর বুকের দিকে অড়াআড়িভাবে হাত তুলে বাধা দিল। সকলের মনোযোগ এখন সার ফ্রেডারিকের দিকে। কি যেন আস্তা করে সে। তার উদ্দেশ্য সংক্রামিত হচ্ছে সকলের মধ্যে। পিএ ফিরে গেল কন্টার। তার পাহাড়ে দিয়ে গেল কন্টার। হ্যানসনকে ক্যাংবের মাথায় দিয়ে ফিরে আসতে দেখে বুলের বাড়োনা হাতকে অর্থায় করে করে পপ এগিয়ে গেল সার ফ্রেডারিক, হ্যানসনের হাত থেকে প্রায় ছিনায় নিল সে ক্যাংটন নেরিশের চাঁটা। কাছাকাছি দিকে কাঠাল না সে। বরফের উপর হাটু গুড়ে বুল সে, চাঁটা খুলে রাখল ঠালু উরুর উপর। ‘একাকী এসো, রেইডার বুরা।’ হুরমের সুরে কাঠে ডাকল সার ফ্রেডারিক। সব কুটা পা এগিয়ে গেল, যেন নৃত্যের মধ্যে লাশের চাঁট সবাইকে। সার ফ্রেডারিকের চারধারে গিয়ে দাঁড়াল সবাই, বুকে পড়ল।

‘হঠনে কখনও থম্পসন আইল্যান্ডের নাম?’ ধমকের সুরে প্রশ্ন করল স্যার ফ্রেডারিক।

রিডার স্বল্ব বাঁকা চোখে দেখছে ক্যাংটন নেরিশের চাঁটা। খাগ করে বলল, ‘হঠনেই। Scotic sea-এর অরোরা আইল্যান্ডের নামও হঠনে আর। দুইশে বহর ধরে চুহাজে মানুষ তাকে আর পায়নি। আসলে এই সব দীপগুলোর অধিক আছে সার মানুষের কলনায়, বাঁধে নেই একটা।’

‘শীতে সবজু হয়ে ওঠা চোখ তুলে সার ফ্রেডারিক আড়া চার সেকেন্ড দেখল ঠাকুকো। পাড়া দিল না সুল সার ফ্রেডারিকের তীর ভর্ত্সনা মাখা দৃষ্টিকে। ‘উঠুন।’ কঠাম শোনাল তার নির্দেশ। ‘টাইম আপ!’

১৭০
বিদায়, রানা-২
চোখ নামিয়ে নিয়ে চার্টের দিকে তাকাল সার ফ্রেডারিক। চার্ট ধরা হাত
dুটা কঁপছে। মুখ শেষে আওয়াজ করছে লোহার চেন্টা।
‘ডাও�,’ রেবেকা টেরে পেয়ে গেছে বুল অপমানকর কিছু একটা ঘটাতে
যাচ্ছে। দীর্ঘ বিরক্তি দেখাচ্ছে তাকে, গায়ে হাত তুলতে পারে যে-কোন মুর্তিতে।
এতো, বন্ধ হয়ে বলল রেবেকা। ‘থম্পসন আইল্যাড সম্পর্কে পরে মাথা
ঘামালেও চলবে।’

আবার যখন মুখ তুলল সার ফ্রেডারিক, সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল তার চোখ
dুটা। সবাই দুটিকেরা আঁচলের মত জলজল করছে মণি দুটো, চারপাশে নীল
বরফের প্রতিমায়। ‘মাথা ঘামালার এই তো সময় রে, পাগলি।’ ধর ধর করে
কঁপছে সার ফ্রেডারিকের গলা। ‘দূর থেকে মাথা ঘামিয়েছি গত তিন বছর ধরে,
আজ এত কাছে এসে মাথা ঘামাব না বলতে চাও?’ হানসনেন আর বুল-র দিকে
তাকাল সে। ‘রেইডার বুল। হানসনে। থম্পসন আইল্যাড আছে। থম্পসন
আইল্যাড করনা নয়। এই যে, এই দেখো তার পজিশন,’ ক্যাস্টেন নেরিশের
চার্টা শুনে তুলে পডঠার মত নাড়ল কয়েকবার। ‘ক্যাস্টেন রানা তোমার
সামনে উপস্থিত, ওকে জিডসে করো। মেজর জেনারেল রাহার খানের কাছে
ওই এসেছ ও। তিনি দেখছেন, নিজের চোখে দেখছেন, বুলে পারে আয়ার কথা?’
গলা চড়ল তার। ‘শোনা! শোনা ক্যাস্টেন নেরিশ কি বলেছে! ক্যাস্টেন নেরিশ
তো আর বাজে কথা বলার মানুষ ছিল না। সেই থম্পসন আইল্যাডের
আবিষ্কার! পুরানো চার্টা উলটে পড়তে শুরু করল সার ফ্রেডারিক।

শুনছে না রানা। শোনার দরকার নেই ওর। ক্যাস্টেন নেরিশ যা লিখে রেখে
পেছন মুখায় গেছে ওর।

‘থম্পসন আইল্যাড খাড়া একটা পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। দূর থেকে দেখে
এই রে। হয় পোড়া কাঠের মত, কঁচলা আর ছাইয়ের স্তুপ পাথরকের খাজে খাজে জমে
আছে। তার ওপর দিয়ে মোটা মোটা লাভভার শিরা উপশিরা নেমে এসেছে, যেগুলো
দেখতে কালো রঙের কাচের মত, কিন্তু তার বেশিরভাগগুলোর ওপরই সাদা রঙের
রঙের ভেজে আছে।’

দীর দিয়ে বরফ ভাঙার মত শব্দ বেরিয়ে এল বুলের মুখের ভিতর থেকে দীর
ঠাট চাপছে সে। ‘রাবিশ। উঠল বলছি। গেট আপ!’

উঠল না সার ফ্রেডারিক। হাত বাড়িয়ে বুলের একটা হাত ধরতে গেল সে,
চোখের করণ আবদ্দরের চাপ ফুটে উঠছে। বুল পিছিয়ে যেতে ভাঙ্গারসান্যা,
হায়িয়ে মুখ খুলে পড়ল সার ফ্রেডারিক বরফের উপর। পড়েও কাঠ হলো না,
বরফের গায়ে সাপের মত হাঠটা নাড়ছে সে, বুলের পায়ের দিকে এগোছে
আঁধানলো। লম্বা হয়ে গেল বরফের উপর শরীরটা। বুক ঘেং ঘেং এগোছে সে।
বিচ্ছাড়িত হয়ে গেছে রেবেকার চোখের দৃষ্টি। সার ফ্রেডারিকের পিটার সফন
ঠিকি গিয়ে আরও চকচকে হয়ে উঠছে। দুর্বলতা শক্তি বেরিয়ে আসছে তার পলা
থেকে। আলাদা নিজের অজানাতেই পিছিয়ে গেল রেবেকা এক-পা; ভয়ে পিছিয়ে
গেল বরফে। মাথারাশে বরফের উপর বলা হয়ে শুয়ে হয়ে এগোছে কেন একটা মন্ত

বিশার, রানা-২ ১৭১
সরীসৃপ, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। নীল জিজ্বি বের করে নিচের ঠোঁটাটা চেটে নিল ওয়াল্টার।

সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। করণা বোধ করছে ও। ধমপসন আইল্যান্ড কাল হয়েছে লোকটার, বেনে কালো একটা দাগ ফেলে দিয়েছে।

এত আসে কথাও একচারণ করল স্যার ফ্রেডারিক যে রানা ছাড়া আর কেউ সবথেকে খুনতেই পেল না, ‘ধমপসন আইল্যান্ড চাই! আমি ধমপসন আইল্যান্ড চাই! দু’চোখ বের নীল পানি গড়ে নিয়ে যামছে স্যার ফ্রেডারিকের। ফিপারদের দিকে তাকালেন। ’তিনি একটা দেখার প্রস্তাব দিচ্ছি আমি তোমাদের, তোমরা যদি আমাকে ধমপসন আইল্যান্ডে নিয়ে যাও। তাকে সাড়া দিল না তার প্রস্তাবে। মাথা তুলে রানার দিকে ফিরল স্যার ফ্রেডারিক। ‘রানা!’ ফুপিয়ে উঠল সে, চিঁদর মাটি হাতে পাড়ে হাতাও করে কেদে উঠল। ‘রানা! তুমি জানো ধমপসন আইল্যান্ড কোথায়? আমি জানি ধমপসন আইল্যান্ড কোথায়! আমাকে নিয়ে চলো সেখানে।’

কথা বলল না রানা। সবাই চুপ। এর কি বুল পর্যন্ত হ’লো হয়ে গেছে স্যার ফ্রেডারিককে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে।

‘ওহ্, গড়্নি। মিশললা তাঙল রেকা।’ ‘রানা।’

‘দাঁড়াও তবে।’ সার্কাস পাড়ি খেলা দেখেছে যেন সবাই, স্যার ফ্রেডারিকের চোখের পলকে তড়ক করে উঠে দাঁড়াতে দেখে তাই মনে হলো সবার। লেদার ব্যাগটা ছোট মেরে কেড়ে নিল সে হ্যামনেসনের হাত থেকে, পিচিয়ে এল করে পা আছিল। বা হাতে তালুর উপর উপজুড় করে ধরল সে ছোট ব্যাগটা। টপ টপ করে পাঁচটা জিন্স পড়ল তালুর উপর। বুলস আইল্যান্ডের মত সেগুলো।

গহতোক্তির ভঙ্গিতে কথা বলে চলছে স্যার ফ্রেডারিক। ‘স্বাভাবিক নীল। হেবনলিম রু, দে কল ইট।’ হাত মেরে চারদিকের বরফ দেখাল সে। ‘এই বরফের মত নীল। আসলে সিলভার-হোয়াইট বলা উচিত রঙটাকে, কিনা নামকরণ করা হয়েছে এর স্পেক্ট্রুমে দুটো স্বাভাবিক নীলের রেখা আছে বলে।’

মনেকেন বুল হ্যামনেসনের কানে কানে কি যেন বলল। এই সময় ‘কলার থেকে নেমে আসতে দেখা গেল ক্রুন্ডলকে। ব্যাপারটা কি ঘটছে জানতে চায় সে।

‘এরপরও অভিযান যেতে আপতি, রেইডার বুল?’ একে একে বললের দিকে তাকালেন। ‘রানা? ক্রুন্ডল? হ্যামনেসন?’ পিউটার ভিক্ন ফুলে উঠল দু’দিকে স্যার ফ্রেডারিক হাসতে শুরু করতে। টাকার অস্থায়ী আমি আর উচ্চারণ করতে চাই না। যে কোন পরিপাক টাকা চাইতে পারা তোমরা। আই রিপিট, যে কোন অস্থায়ী। না দিয়ে করব কি অত টাকা? তোমরাই বলো, কত লক্ষ কোটি ডলার দেখার একজন মানুষের?’

‘কি বলছেন? আমার কথা আমরা বুঝতে পারছি না।’ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে বুল?

‘যাবে তাহলে, তাই না, বুল?’ সানদে হাসছে স্যার ফ্রেডারিক সর্বভাবে মত মাথা দোলায় সে। ‘আমি জানি, যেতে তোমাদের হবেই। নরওয়ের সব বিদায়, রানা-২

১৭২
চেয়ে ধনী লোক হবে তোমরা তিনজন।”

‘ওগোলা দিয়ে?’ বুলস-আইয়ের দিকে জর্জ তুলে জানতে চাইল বুল, অবিশ্বাসে বুজে এল তার পলা।

তুমি কি মুটকি হাসছে স্যার ফ্রেডারিক। ‘হেঃ, হেঃ...ওগোলা কি জানো? সীমিয়াম দুনিয়ার সব চেয়ে দূর্বল ধাতু।’

সীমিয়াম! সীমিয়াম! চমকে উঠল রানা। সীমিয়ামকে স্পেস যুগের মেটাল কলা হয়। প্রথম সীমিয়াম পাওয়া গেলে মহাশূন্য প্রায় রাতারাতি কয়েক প্রতিগম্য হয়ে মানুষের।

এতেকন অনেক কিছুই বোঝেনি রানা, সীমিয়ামের নাম তোই সব পরিকার হয়ে গেল। থিয়য়সন আইল্যান্ডের উপর ফ্রেডারিকের কৌশল তোদোগাল নয়। এ সবাই প্রথম থেকেই ছিল ওর মনে। এখন বেঝা যাচ্ছে, সীমিয়ামে তার সকল বড়নেত্রের মূল। স্পেস-শিপ আর স্পেস রকেটের ফুয়েলের জন্য সীমিয়ামের দৃঢ়তা এক কথায় ভাইটাল। নামহাত্রি পরিমাণে পাওয়া যায় এই জিনস মাত্র তিন জায়গায়: নদর্ন সুইডেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা আর নোভিয়েট ইউনিয়নের কাজকাজ। আলোকলিত গ্রুপের ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপ সহ করার প্রচুর অসাধারণ হয়ে পড়েছে এর। দূর্বল বলেই যে অমূল্য জানা হয় তা নয়, খুব সহজে ইনান্টেক্সি চার্জড ফুয়েল গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায় সীমিয়ামকে স্পেস শিপের জন্য। যতদূর জানে রানা, স্পেস-ফুয়েল হিসেবে বিজ্ঞানীদের স্থপতির ধরন এই সীমিয়াম, তার কৌশল বিভেদ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকাল রানা, ‘তোমার মুখ...সীমিয়াম?’

সীমিয়াম সম্পর্কে জানে তুমি? রানা? পিউটার স্থানে আজুল ঘরে। ঘরের হাবল সে। ‘ইহা, সীমিয়াম সম্পর্কে জানতে গিয়েছি মুখোর হাতের হয়েছে আমাকে—কিন্তু দামটি বেশি হয়ে গেছে বলে মনে করি না আমি।’ সীমিয়ামের জন্যে কয়েক লাখ মুদ্রা করে, প্রাণ্ডুল কিছু না। রানা, সীমিয়াম সম্পর্কে দুনিয়ায় আমার চেয়ে বেশি জানে না কেউ। কেউ বিশ্বাস করবে, আজ কিছু বছর ধরে এই ধাতু নিয়ে গবেষণা করছি আমি?

‘কিন্তু জানলে কিভাবে থিয়য়সন আইল্যান্ডে সীমিয়াম পাওয়া যায়?’ প্রশ্ন করল রানা। ‘নন্দলগলো কোথাকার?’

‘নারিশ ভুপ্প এসেছেন খাঁকিতা,’ বলল স্যার ফ্রেডারিক। ‘তার লগ পড়েছে তুমি, সুতরাং জানা সে একটি বেট পাঠিয়েছি স্প্রাইটলি থেকে থিয়য়সন আইল্যান্ডে। অর্থাৎ ছিল তারা তীরে, হঠাৎ করে ফিরে আসতে হয় তাদের ধাতুর আবহাওয়ার দরকন। এই পাচটা ট্রুকর তিনটে নোরিনের। বাক্স দুটা পিওরের। অনেকেই জানে না, কোহারের মিটিওরের পস হিসেবে থিয়য়সন আইল্যান্ডকে বর্তমান করেছিল। পিওরে ছিল তার সম্পর্কে, কিন্তু সে-ও জানে না দীপটা ঠিক কোথায় অবস্থিত—বেড়ের কাছাকাছি কোথায়, এই তুকু ওখুল বলতে পারে। আসলে, কোহারের সুচোয়ে দেয়ানি জানার।’

রেবেকা মুখ পলায় বলল বাপকে উদ্দেশ্য করে, ‘কিন্তু, ডাইডি, থিয়য়সন

বিদায়, রানা-২
আইল্যান্ড আহিকার করবার জন্য তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ তার কি কোন দরকার ছিল?

বারুদ মাখা ফিতেতে যেন আত্ম ধরিয়ে দিল রেবেকা, স্যার ফ্রেডারিক রোমার মত ফাটল, 'থম্পসন আইল্যান্ড আমার! কোন রাজ্য গতরন্দ করিত সাজেন দেবে অমুক অমুক জায়গায় অভিযানে যাও তা আমি ওনেত রাজি ছিলাম না। আর ওই লঙ্ক আর্টাকটিকা ট্রিট।'

রেইবার বুল, হানসেন আর ক্রুডাল থে হয়ে গেছে। কতবা পালনের পরিদর্শন দায়িত্ব মাখা থেকে বড়ে ফেলে দিয়েছে তিনজনই, লোভে চকচক করে চোখমূখ।

'ক্যার্টেন নোরিসের নমুনা তোমার হাতে এল কি ভাবে?'

রানার দিকে ফিরে হাসল স্যার ফ্রেডারিক। 'জন ওয়েদরবাইয়ের কাছ থেকে এসেছে। একটা কোম্পানি ওয়েদরবাইয়ের সিলিকার ফার্মটা কিনে নেয়, জানে তো? স্টুয়ার্ট আইড কোম্পানি—আমারই কোম্পানি। না, জানার কথা নয় কারও। ভুলে যেয়ে না, আমার জন্য হিল দুনিয়ার একজন অতে বেঁচে আছে, পিয়ারো হাড়া, যে থম্পসন আইল্যান্ড দেখেছে—মেজর জেনারেল রাহাত খান। সুতরাং যা কিছু করেছি, আতত রোনিসের সাথে করেছি। পিয়ারো আমার সাথে যোগ দেয় পরে, আমি জার্মান ন্যায়ভাবে হেডকোয়ার্টারে কোহলারের লগে চোখ বুনি। সে যাক, সব সীরিজীম আমার! এই সীরিজীমের জন্যে আমি পারি না এমন কোন কাজ নেই।'

'দু'জনকে তো খুন করেছ, আরও করতে চাও?'


রুলের দিকে ফিরল রানা। 'লোকটা উন্মাদ!' তীক্ষ শৌনাল রানার গলা।

'তোমাদের উচিত ক্যারের একটা কেবিনে ওকে তালাচারির ভিতর অটকে রাখা। তব তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যেবে তোমরা ওকে নিয়ে, তুলে দাও তোমাদের সরকারের ছবি! দুই নিয়ে আবার বলে রানা,' ক্যার্টেন নোরিসের চার্টথম্পসন আইল্যান্ডের যে পরিষেবা দেখানো হয়েছে তা সন্ধিক নয়, চার্ট ধরে বুঝলে দীপস্তাকে কোনকালে পাওয়া যাবে না। ফ্রেডারিকের দিকে ফিরল রানা স্বপ্নের তরফ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে। 'কথাটা বিশ্বাস করো, স্যার ফ্রেডারিক।'

১৭৪  বিদায়, রানা-২
অত্রিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুনো লোকটা রানার উপর। তাল সামলে
কোনরকম দাঁড়িয়ে রইল রানা। দূঃখিত তুলে বাড়া দেয়ার চেষ্টা করলেও শিকল
পরা জোড়া হাতের আঘাত পড়তে লাগল। ব্যর্থ বুকের উপর বিদ্রুপকের মত দৃঢ়।
ঝাঁপিয়ে পড়েছে বুল আর কন্নকাল, টেনেইহেঁড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল তারা রানার
সামনে থেকে স্যার ফেরাডারিকে। নিজেকে মুক্ত করে রানার দিকে ছুটে আসার
জন্যে হাত-পা ছুড়েছে সে। ‘বেহিমানী করেছো তুমি! ’ চেঁচায় সে বাড়ের মত।
‘তামরার বাহাই বেহিমান! বিগ জন ছিল এক বেহিমান, কাউকে জানতে দেয়ানি সে।
জনও তাই—আর এক বেহিমান তামরার মেজের সেনারেল...’
‘মুখ সামলে কথা বলো।’ হঠাৎ রত্ন চড়ে গেল রানার মাথায়। ‘কথাটা শেষ
করলে জিতে টেনে ছিড়ে আনব।’ বুলের দিকে ফিরল ও। ‘ঠিক আছে, আমার যা
হবার হবে, বেড়েই নিয়ে চলো—ওয়ালস্টোম্যানের হাতে তুলে দাও আমাদের
সবাইকে। নাকি লোভ সাফল্যে পারবে না বলে মনে করছ?’
লুলাঘোর নিজে করে ভাবল খানিকক্ষণ। ভয়েই সন্ধ্যা তাকাল না সে সঙ্গীদের
দিকে, যদি তারা বেড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে কিছু উদারণ করে বসে।
‘বেশ,’ বুল বলল রানার দিকে মুখ তুলে। ‘তাই চলো।’
গলাহড়ির সাথে তার বেটে ফিল রানা কাঠে। বুল হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত
একটা কথায় হলো না রানার সুখে রেবেকার। কিন্তু রোহন হওয়ার পর পদঘাট
জন ঘাড় ফেরাল রানা।
রেবেকা ছুটে আসছে। দশহার দূরে দাঁড়াল সে, কাছে এল না। ‘আবার দেখা
হবে...?’
‘জানি না,’ সতি কথাটাই বলল রানা। ‘তেমন বাবার পাগলামি বুঝি করার
জন্যে জীবনের সবচেয়ে বড় ঝিকি নিয়ে যাচ্ছি আমি, কি হবে শেষ পর্যন্ত জানি না।
নরওয়ে সরকার আমাকে ফাঁসি দিলেও আমি অবাক হব না। সাফ্য প্রমাণ সব
জামার বিরুদ্ধে।’
‘রানা, এখনও পারো তুমি বিপদটা এড়িয়ে যেতে...!’
কি বলতে চাইছে বুলতে পেরে কঠোর হয়ে উঠল রানার মুখের চেহারা।
রাপের সাথে ধম্পসন আইল্যান্ডে যেতে বললেও তো না। তা সত্য নয়। নোরিয়া
চাননি, বিগ জন চাননি, জন চাননি, মেজর জেনারেল চাননি—আমিও চাই না
ধম্পসন আইল্যান্ডের সীমিতমাত্রা কারও হাত পড়ুক।
‘রানা!!!’
‘দুঃখিত, রেবেকা।’
কিন্তু মৃত্যুকে তুমি এভাবে বরণ করে নেবে তাই বলে?’
‘কেউ তা নেয় না। আমার চাইছি না। কিন্তু উপযোগ নেই। চেষ্টা করব
নিজেকে নির্ধারণ প্রমাণ করতে, জানি না কি হবে।’
চিহ্ন থেকে গলাহড়ি কল, ‘হ্যানসন পাগলামি করছে, রানা। বেড়ে যেতে
হচ্ছে বুলে এমনিতেই খেলে আছে...’
‘চলি, রেবেকা,’ বলল রানা। ‘সুরোধয় যদি পাই, দেখা হবে।’

বিলাস, রানা-২।

১৭৫
'আমি চাই, রানা,' আর কিছু না বলে ঘুরে ছুটে গল করল রেবেকা।
দুপুরে ওরা বরফের কিনারায় দেখতে পেল ক্যাচারগুলোকে। আধ্মাইন্টাক
দুরে তখনও। পিরো পিছিয়ে পড়ল, রানার পাশে চলে এসেছে সে। কিছু যেন
বলতে চায় সে।
'কি?' চোখাচোখি হতে জানতে চাইল রানা।
'হের ক্যাপিটান,' বলল পিরো। 'ডেস্ত্র্যারের সাথে কোথায় মিলিত হচ্ছে
ক্যাচারগুলো, জানেন?'
পিরোর গলার মরে এমন কিছু ছিল, বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'মানে?
আগেই তো বলা হয়েছে, বভেঙে। জানো, তবু জিজ্ঞেস করছ কেন?'
'জানি,' বলল পিরো। 'কিন্তু ঠিক কোথায়, হের ক্যাপিটান! বভেঙের
কোন্দিকে?'
'আম্বেরজ একটাই, দক্ষিণ-পশ্চিমে, বলিভিকায়।'
রানার একটা হাত ধরে ফেলল পিরো, যেন নিজেকে সামনে নিল পড়ে যাওয়া
থেকে।
'ব্যাপার কি, পিরো?' পিরোকে ঘন ঘন চোক সিলতে দেখে প্রশ্ন করল রানা।
'আম্বেরজ আর বলিভিকায় চারদিকের পানিতে মিটিওর অনেকগুলো মাইন
ছেড়েছিল, হের ক্যাপিটান,' বলল পিরো। 'বভেঙে আমরা পৌছতে পারছি না। সে
চেষ্টা করলে কেউ বাঁচব না আমরা।'

(তৃতীয় খণ্ডে সমাপ্ত)
বিদায় রানা-৩

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৮

এক

মাত্র একটা আঞ্চলেরেজ বলিভিকা। মাইন যদি সতিই থেকে থাকে, বড়ো যাওয়া শিকের উঠল। পিঠো কি মিঠো কথা বললে? মনে হয় না। বাঘের চামড়ায় মোড়া রেবকা চোখের সামনে আসছে বাঁকার। বরফের মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনামনোভ হয়ে পড়ছে রানা, মনে পড়ে যাচ্ছে সব। শাহীরিক, মানসিক এবং নারীস্বরূপের অজীভৎ তুলে জোর করে ছুটি দেয়া হয়েছে ওকে।

ছুটি? না, ছুটি নয়—ছুটির নাম করে আসলে বিদায় করে দেয়া হয়েছে ওকে বাংলাদেশ কাউচকার ইন্টেলিজেন্স থেকে। বস্তু বাংলাদেশের কর্মার পাত্র ও। তারও আগে দূরে সবে গেছে সোহানা—

ভাবী বেধে বর্তমানে ফিরে এল রানা। সাপর, টরিস্টান ডা চানহা, আলব্যটিস ফুট, রেবকা, ফাইট্রিপ শিপ কাচার, কথোহামারু, ওয়াল্টার সি-প্লেন বরফ, ফের কাচার, ধ্রুপদী, আইল্যান্ড এবং আম্বালা বাড়ি প্রাথমিক এখান থেকে হতাহত করা। বাংলাদেশ রেবকা। বিদায় দৃষ্টিট মনে পড়ে যেতে মেছুর দিয়ে উঠে বুকটা।

আর কি দেখাল হবে? তিমিরিন্তুত বাতাস কানের কাছে ঝড় তুলছে, না, না, না।

কোন বল করলে রেবকাকে হাসতে বললেও, রেবকা আসে না।

আর না বললে সে রওনা হবে সময় ওকে প্রশ্ন করেছি, দেখে হবে না আর?

কাঠামোর সাথে মিলিত না হবার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছে রেবকা, বুঝতে অতুলচন্দ্র হচ্ছে না ও। বুড়ো পরিশ্রম যাকি দিয়েছে তাকে, রানার মত বন্ধী করা না হলেও তার সাথেও খুব একটা মহুয়ু বার্তার কথা নেই না। কিছু একটা কথা প্রেরে রেবকা রানা জানে।

কিন্তু কি করার আছেই বা তার? ফাইট্রিপ শিপের কাছে খারাপ দিটা যদি নেয়, আলব্যটিস ফুট আসার সাথে সাথে মতৃত্ব অব্যাহত রেখেছে যুক্তি প্রেরে কাজের কথা না রেইডারদের কথা বিদায় করবে? স্যার জেড়েরিকের মেয়ে শ্মিল, অবিশ্বাসের জন্যে এর চেয়ে খুব কোন পরিস্থিতির দলকার হবে না।

বিজের অবস্থার কথা ভাবতে না চাইলেও না তেবে পারছে না রানা। ববলে প্রশ্ন হতে তুলে দিকো এ প্রশ্নও এই দিয়েছে। পরিস্থিতিটা নিজের পক্ষে এমন ছুট তৈরি করে ফেলছিল ফেডারিক আর একটু হলেই রেইডারদের নলে ছিড়িয়ে নিয়েছিল আর কি। ওরা একমাত্র হলে ধ্রুপদী আইল্যান্ডে না গিয়ে কোন উপায় ছিল না। সেই যাওয়া বন্ধ করার জন্যে বুকিটা নিতে হয়েছে ওকে।

১২—বিদায় রানা-৩

১৭৭
যেচে পড়ে, বেশ্যায় মুখ্যকেই আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে কিনা কে জানে! কিন্তু ধূঢ়সন আইলায়েড যাওয়ার চেষ্টা নিজের ওপর দিয়েই ভবনের কিছু ঘটে যাওয়া ভাল। দুজনকে কথা দিয়েছে, কাউকে সঙ্গে নিয়েই ধূঢ়সন আইলায়েড যাবে না ও। এদের একজন, প্রতিকৃতি ভোজের জন্য ও কাছ থেকে জাতীয়দিহী চাইবেন না কখনও, তিনি বেচে নিয়ে আর একজনের সাথে যাবেন তুলে আর কোনো দেখিয়ে হবে না, কেননা ওকে তিনি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন নিজের কাছ থেকে দূরে। সুতরাং, এক্ষেত্রের জন্য বালিকার দিতে না হতে পারে। কিন্তু যেখানে মর্যাদা আলাদা জিনিস। প্রতিকৃতি যখন দিয়েছে, প্রাণের বিনিয়োগ হলেও তা রক্ষা করতে হবে ওকে, তাই করছে রানাই। ধূঢ়সন আইলায়েড না গিয়ে যাচ্ছে ও ঘোষিত্যমায়, বেশ্যায় কল্পী হতে, খুনের দায়ে কাঠগড়ায় দাড়াতে।

কোমরের বেলের উপর পিঠে হাতের আঁশুল নিয়ে গিয়ে সেক্সটাইট কেন্দ্র অনুর করে। ধূঢ়সন আইলায়েড রহস্যের চাপিকাটি এই সেক্সতাইট। কিছু না, ফেনেনিয়ারে, মাপ নিদিয়ে করায় খুব কাঠামো উপর হেটে একটা নতুন আচ্ছাদন।

সুতরাং আর নস্তার অবস্থান নিয়ে সাহায্য করে সেক্সটাইট, সুতরাং একটা যদি রানার কাছ থেকে, কাউকে মনে সেদেহ আঁশুল কথা বলেন। কাউকে বুঝতে দিয়েছে খুলে না ও। ধূঢ়সন আইলায়েড দূর্ব্যাঘাত হয়েই ধৃতরাষ্ট্র চিত্রকল।

দ্যানা পরে হাত দুটি এক করে যথাযথ দেখতে গিয়ে যাওয়া তৃষা মুড় মুড় করে তেরে খেলে পড়ল পায়ের উপর। চোখ তুলে তোকাল রানাই। মাত্রে বেশ প্রাণের গরিয়ে পাথাপাশি পানিতে তাও আছে চারটে ক্যানার। চিনিশুলো থেকে সাদাতে পাওয়া বেরিয়ে আসে। বরফ থেকে ওঠা বাপর্য মত। বেড়েরার এইচএমএস ক্যাটের লাগ বুকে রেকর্ড করা আছে, একটা ড্যামেজ শিপকে বেটের বলিকায় নেওয়া ফেলার জন্যে পাঠলো হয়েছিল। জাহাজটা থেকে মেসেজ আসে—

'আন্তর্গতের একত্রিতন সেই শেষ।'

গণিন আরেকজন মাচেঁটি শিপের মাঝে যায় এক হাতার মাইল দূরে, বেড়েরার মরিয়া হয়ে সেদিকে হাঁটে যায় কোহালরকে পাকড়ার করায় জন্তু ওয়েলোয়ের মনে করেছিলেন সাবংসেরনের সাহায্যে কোহালরকে এই সব ধংসকার ঘটে। বলেন, কিন্তু দুটি ধরা পড়ে এরদিদিও।

পিও না বলের রানার কাছেও ব্যাপারটা অজান থেকে যেত। সাবেকরা নয়, মাইনস মাইনের দৃষ্টি পেতে রেখেছিল কোহালর বড়বড়ের এককাল স্বাক্ষরের এবং আঘাতের মানেইয়ারের গোটা উপকূল এলাকায়।

রানাকে এককাল চূপ করে থাকতে দেখে পিও আপন মনে হাসতে শুরু করছে। 'অবিশ্বাস করছেন, হের ক্যাপিটান?'

'ঘড়ি কোথায় রানাই।'

'হের ক্যাপিটান, কোহালর সাথে আঘাতের কোস্টে হাম্বার ফ্যাডম লাইনে মাইন ফেলেন। মিটিনভ একক পাড়ানশেট্ট মাইন ছিল। দৌড়ে বাবার করি আমরা সাথে আঘাতের কোস্টে। তারপর বড়বড়ে আসি। বাকি পয়ংত্রিংটা বাবার করি বড়বড়ে, হের ক্যাপিটান।'

'স্থিতাবদস্ত জানাতে হবে—এখনি।' বলে রানা। 'প্যাট্রিলিংটা সী-মাইন, 178
তার মনে মৃত্যু-জাল ফেলে রাখা হয়েছে বলিভিকা আঘাতেরেন।

‘হাঁ, হের কয়পিটান,’ বলল পিঁরো। ‘ফুকতে গেলে কি ঘটবে বুঝতেই পারছেন।’

একাধিক লা বুকে পড়েছে রানা, বুকটাকে আইসবার্গ ঘিরে রেখেছে ফিতের মত, ক্যাকল ক্যাকল ফিকেরকাকি তুলন পানির অক্তু। হঠাৎ অ্যাটকে উঠল রানা। দ্যোর্সথার্মারের কথা এতক্ষণ মনেই পড়েনি ওর। বলিভিকায় পৌছতে চেষ্টা করবে সে——

‘রেইডার বুলি।’ ডাকল রানা। ‘এদিকে এসো।’

সেদেহে কোচকানা চুরু আর হাতে বেরেটা নিয়ে পিছিয়ে এল বুলি। রানার কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে দাড়িয়ে আত্মন দিয়ে চোখের পাপড়তে জেমে ওঠা তুষার মুছল। পিঁরোর দেয়া তথ্যটা প্রকাশ করল রানা সংক্ষেপে।

‘হ্যানসেন! কুন্ডারালি!’ বুলির প্রতিক্রিয়া দেখে বিকৃত বোধ করল রানা।

‘শোনা দেন যাও, শুরুক্ষি কি বলতে চাইছে! বিদ্বটীয় মহাযুদ্ধের সময় জামান্নী নাকি বলিভিকা আঘাতেরেজে মাইন ছেড়ে গেছে।’

হ্যানসেন আর কুন্ডারালি কাছে এসে দাড়াল। পিছিয়ে এল স্যার ফ্লেমরিকাও।

কিন্তু ওদের দিকে ফিরল না। দুর্নাশার দিকে মুখ তুলে উদাস চোখে কি যেন দেখছে।

‘ঠাট্টা কোরা না,’ পিঁরো গতীর। ‘পেয়টাম্বিটা জীব সী কটাক্ষ মাইন আছে ওখানে।’

‘কিন্তু ওই বাটা ক্যাস্ট্রনকে কথা তুমি বললে কি মনে করে?’ জানতে চাইল কুন্ডারালি। ‘সে কে? কেন সে আগে জানতে এই পার্টির কমান্ড কি ওর হাতে?’

হ্যানসেন বলল, ‘ব্যাপারটা তুমি ঠিকই সেদেহ করেছ, কুন্ডারালি। দুঃখে মিলে ঘড়ন্তল্লর পাকিয়েছে। ওদের একটা কথা আর বিদ্বন্তি করি না।’

‘হাঁ হাসতে শুরু করল রেইডার বুলি। বিদ্বন্তি করা বা না করা কোনোটাই দুর্নীতি নেই। সহজেই আমরা প্রমাণ করতে পারি মাইন আছে কি নেই।’

কুন্ডারালি বলল, ‘কিভাবে?’

সবচেয়ে আগে থাকবে অরো। পিঁরোর কথা যদি সত্যি হয়, মাইনের সাথে ধাক্কা থাকে সে। কথা টাটা মিথ্যে হলে কোন কর্তিই হবে না তার।’

নীল বরফের মাথা দেখতে পিঁরো যেমন হতভাগ্য হয়ে পড়েছিল তেমনি হতভাগ্য দেখাল তাকে। ‘বোকা... বোকার মত কথা বলোনা না! আমি নিজে ছিলাম শিটবড়ে, আমি জানি...’

স্যার ফ্লেমরিকার নিচে মুখের মত দাড়িয়ে আছে, প্রতিক্রিয়াহীন। দুটো মত কাছে তুষারের মূল জমেছে তার, আর সকলের মত ঝড়ে ফেলে দিচ্ছে না সে। আলাইংকে ডাকা হয়নি, এগিয়েও আসেনি সে নিজে থেকে। দুর্নীতি চোখে আছে সে ফিটোতার দিকে।

‘আমরা বোকাহতে পারি, কিন্তু ক্রিমিনাল বা মাইনার নই,’ বলল কুন্ডারালি। ‘ঠিক বলেছ বুলি, অরোকে আগে পাঠাব আমরা, ওতে থাকবে

বিদায় রানা-৩

১৭১
কনিন। তারপর দেখব, কি ঘটে। যাই যাই হোক, আমারা নিরাপদেই থাকব।

'তবে, অরেরার কুড়ির নামিয়ে নিতে হবে, বলল বুল। ‘এই ঝড়ক্ষেত্রে ওদের কোন হাত নেই। মালে ক্যাটারা মরক্ক।’

'আজ রাতে আমারা নেওয়া তুললে সকলে শীঘ্রে যাব বেড়েটের কাছে,’ বলল হাজারসন। 'আক্ষেপিকে ঝোকার আগে কুড়ির নামিয়ে নেব আমাদের ক্যান্টেন। মাত্র দুঃখ্য মাইল দূরবর্তী, ওয়াল্টার একাই ম্যানেজ করতে পারবে ইজিন। আর ক্যান্টেন মিলে রানা থাকবে হইলে।

‘কিন্তু ক্যান্টেন রানার হাতে একটা জাহাজ ছড়ে দিতে মন সায় দিচ্ছে না আমার,’ বলল বুল। 'কত কিছুই তা ঘটতে পারে—ঘুমারুন্তি, কুয়াশার মোটা পদ্ধতি—হঠাৎ দেখব অরেরা নেই কোথাও। চোখে-চোখে যদি কাউকে রাখতে হয়, ওই বাবালী ক্যান্টেনকেই।’

'চোখে চোখে ঠিকই রাখ আমারা আরেরাকে,' বলল হাজারসন। ‘আক্ষেপিকে এপ্রোজক্ট পুটোকে নামিয়ে আমার ক্যান্টেনের হার্পুন প্লাটফর্মে দাড়ি করাতে হবে, দুঃখিত বালি সমাধি না। আক্ষেপিকে ঝোকার সময় অরেরার অথ মাইল পিছনে থাকবে ফার্সন। ক্যান্টেন রানা যদি বেতাল কিছু করার চেষ্টা করে, সেরুপোনের পরিকেতনে হবে অরেরার।

স্থিতিপরের মেজাজ দেখে তর্কর করার প্রবৃতি হলো না রানার। লুপার্টা নেই, কেবল মিছ্রি ও। পিয়রার দিকে ফিরল ও। মনে করতে পারে, ক্যান্টেন কোহার কিভাবে বলন্তকাব্যায় মাইল ছুড়েছিল নি? নিদিলে কোন পাটার্ক ছিল? তীরের কোন জিনিসের বিয়ারিপে সংগ্রহ করেছিল? নানি কেলারা লাইন ধরে মাইল ছাড়ে সে? কৃত্ষব বিন্দুর পর একটা করে মাইল ছাড়া হয়? অর্ডারের হাতে কি এর মনে পড়ে না?

পিয়রাকে বিয়ারিপে দেখল। ‘না। তবে আফ্রিকার Agulhas Bank এ মাইল হাতের সময় হের ক্যান্টিটেন কোহার কুরু হেসেছি। ইনশায়ের একটা পাইলট হাতের কাছে মিটি করে পৌঁছাও পর থেকে মাইল ছাড়া শুরু হয়। হাজার স্লপ মার্কে, তীরের দিকে আকাবাকা লাইন ধরে। হের ক্যাপিটান বলেছিলেন, মাইলগুলোর প্লট আমি হাড়া আর কে জানল না। হের ক্যাপিটান বলেছিল এই পক্ষতিতে মাইল ছাড়ান। আমার ধারণা তাই, হের ক্যাপিটান। আর একটা কথা, হের ক্যাপিটান মাইলগুলোকে হের দেখতে ভাসার উপযোগী করে ছুড়েছিলেন।'

মাইল স্থাপন করার জরামী যুদ্ধবাহিরকের কারাগার জানা আছে রানার।

কোহার নিচুন্ত স্ট্রিং খাল্ট মাইল ব্যবহার করেছিল। এই খাল্টের মাইলগুলোর সাথে ফিট করা থাকে সেলফিং ডেটাইটিক ডিভাইস। মাইলগুলো যাতে তেজে না পারে তাই জন্য এই বাবস্থা। মাইলগুলো। তীরের পানিতে ছাড়া হয়ে থাকলে কোহার নিচুন্ত সেল্ফিংগুলোকে হাওক তার দিয়ে বেঁধে নেয়। বেঁধের দুর্বল সাগর একমিনি তার-টার ছিদ্র মাইলগুলোকে অসম্ভাব্য সুরেঞ্জ করে দিয়েছে, অনুমান করল রানার। তৃতীয় চিত্র করেছে ও। অরেরাকে যদি হাতে পাওয়া যায়... কিন্তু সেই সাথে গলাহার্ডি এবং তার বোটাটেকেও দরকার অর।

১৮০

বিদায় রানার-৩
আইলাভারের দিকে ফিরল রানা। 'পিরা কি বলছে, হুঁচে, গলাহার্ডি? তোমাকে সঙ্গী হতে আর বলতে পারি না। বৃহদেশ পারছ, মুক্তিকা পাগোর ওপর দিয়ে যাবে। কিন্তু তোমার বেটিটা আমার নির্ভর হ'।

মুদু হাসল গলাহার্ডি। 'মাইনগুলো কি Y টাইপের, রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'স্কিপাররা সন্দিহান হয়ে উঠেছে। মাইন টাইন তাদের মাঝায় ঠোকার কথা নয়।'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করছ অকারণ, রানা,' বলল গলাহার্ডি। 'ট্রিস্টান থেকে তোমার সাথে ভাবাকে বেঁধে নিয়েছি আমি। তুমি যেখানে আমিও যেখানে।'

এদিক ওদিক মাথায় নেড়ে অসমতি প্রকাশ করে বলল বুল, 'না। ধু তার ক্যাটনের জন্য একজন নিরীহ লোক মরতে যাবে এ আমি হতে দিতে পারি না।'

গলাহার্ডিও যে বাঙ্গ করতে জানে, হাতে নাতে ব্রাংক পেল রানা। 'তাহলে তো রানাকেও মরতে দিতে পারা উচিত না? তেমার বুল। নিরীহ কিনা আমি না, তবে রানা নিদেশ। সী প্লেনকে জুলি করে যে নামিয়েছে সে রানা না।'

কানাই তুলল না বুল তার কথা। কনভল বলল, 'তোমার ফাঙ্গেনকে আমি ফলা করব, হালানেন। আমার তিনজনই আরোহার বিরাজিত নিয়ে তার কোর্স সম্পর্কে সজাগ থাকব। অসত্তরতার কারণে আমরা কেউ যেন মাইনের সাথে চাকা না খাই।'

'ফাঙ্গকে আমার স্পটার হিসেবে আছে পাঠাতে পারি...,' শুরু করল বুল, ধমিয়ে দিয়ে তাকে রানা।

'ইই বাট্টার্ডি, রেবকাকে এর সাথে জড়াবে না,' হার্ডির মত শোনাল রানার গলা। 'অন্য কারও প্রাণ নিয়ে তিনিমিনি খেলতে খুব মজা লাগে, না? বেড়েরের আবহাওয়া কি রকম, আমি জানি। কুয়াশা, স্কুল বাতাস, হাই স্পীড কারেট, হাই স্পীডে ডিজিভিলিটি অস্বত্ব! রেবকাকে যদি বাণ্ডা করতে চেষ্টা করে, বেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না আমাকে। অত্য জীবিত নয়!'

'তুমি কি বলো, হালানেন?' মতামত চাইল বুল।

হালানেন কাধ বাকাল। উত্তর দিতে পারল না। শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে রানা, বিখ্যাত করেছে তারা ওর কথা।

কনভল বলল, 'তোর আর্পার তো! ক্যাটনের রানা, তোমার পায়াণ হদয়ে তাহলে নরম খানিন্টা জায়গা আছে না হ? নরম জায়গাতুকু বুঝে শুধু মেয়েদের জন্য। নিরীহ মানুষ খুন করার সময় নরম অল্পের কোন ফাঙ্গন নেই, না?'

রানা বলল, 'ফাঙ্গু কথা বলে আমি সমর্পন নষ্ট করতে চাই না। সী প্লেনটাকে আমি গুলি করিনি, কথাটা তোমাদের বিষাদ করবার কোন ইচ্ছাও আমার নেই। তোমাদের কথামত অরোহার দায়িত আমি নেব, তোমাদের আগে দুর্ঘটবলিভিকা আস্কোরেজ, কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' বুল আকাশ থেকে পড়ল। 'দর কাপড়ের অধিকার তোমাকে কে দিছে? কোন শর্ত নয়।' হাতের বেরোয়া রানার বুক থেকে মাথায় দিয়ে তুলল সে।

'রানা হবার আগে রেবকাকে আমি দেখতে চাই,' বুলের কথা গ্রাহ না করে বলল রানা। 'এতে যদি রাজি থাকো, আমি যাব। তা না হলে যাব না।'

বিদায় রানা-৩ ১৮১
সিপাহরা চুপ করে রইল। খুব একটা কঠিন কোন শর্ত দেবে রানা। ধরে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু তা না দিলেও, রেবেকার সাথে দেখা করতে চাইবার কারণ খুব করে বেঁচার চেষ্টা করছে। তখনও একই আয়গুণ, ওদের দিকে পিছন ফিরে, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে স্যার ফ্রেঞ্চারিক।

মুহূর্তক হাসল রানা পিরোর ফ্যাকেস মুখ দেখে। ‘কি হে, ভয় করছে খুব? তোমার কিছু নেই, মাইনের সাথে যদি ধাক্কা লাগেও, বুঝলে, টেরই পাবে না তুমি কি ঘটল, তার আগেই ফিরিয়ে যেতে জীবন।’

জের করে হাসল পিরো। বলল, ‘রেবিওর সাহায্যে যদি পারতাম মাইনগুলোকে ডিট্রেক করতে।’

রানার মাথার দিক থেকে নামতে নামতে বুকের দিকে স্থির হল বুলের বেঁকের নল। বলল, ‘তুমি খুব সাহসী লোক, ক্যাপ্টেন রানা। বিকল্পেন তাই বললে। সাহসী লোকদের আমি পছন্দ করি। সত্যি, সে প্লেনটাকে তুমি গুলি না করলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হত না! কিন্তু…’

‘রেবেকাকে দেখতে পাবি কি পাবি না?’

সন্তোষের দিক থেকে আরেক তাকাল বুল। কেউ কিছু বলল না দেখে কাঁদ ঝাড়াল সে। ‘টি-ই-ই-ক আছে। হায়াবার কিছু নেই যখন এতে আমাদের, তোমাদের ধূসর মিলে বাঢ়া দিতে চাই না। বায়ারটা অবশে অনেকটা ফাঁসির মঞ্চে ওঠা মুহূর্তে অস্যমির পেছন ইঁদু পূর্ণের মত হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালে বলিল্ডাক আঞ্জিওরেজ দূষিতে যাছে তুমি—কে জানে।’

‘কে জানে!’ প্রতিধ্বনি তুলল বলল রানা। ‘সিগনাল পাঠাও। রেবেকাকে আসতে বলনা ফ্যাকিটি শিপের কাছ থেকে।’

বুল হার ছাড়ল, ‘মার্চ—টু দি ক্যাপ্টান!’

বাকি পাখাল গজ দূরত্বে পেরোল ওরা, পৌছে গোল সরাই বরফের কিনারায়। খাদের মূল তুল অরেরা থেকে। সিপাহদের মূল বুল অরেরা থেকে স্পাঁয় হোটকিনস নামক নর্থ নেবে ক্যানটেরে উঠে গোল রেবেকাকে সিগনাল দিত ওদেরকে গাড়ি দিতে রইল কনভল আর বেরোলা। সারা এপ্রোচার আগের মতই মৌন, কনভল বা হানসেন তার মুখ থেকে আধখানা শব্দে বের করতে পারল না। হাত একত্রিত করে লোহার শিকার দিয়ে বাংলা দুজনেরই। পিরোকে বুল বাঁধনি। রানাকে গলাভার্ড বেটি বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে বলে ওড়ে বাংলা স্যার হয়নি। পিরো আর একবার রানার পাশে এসে দাড়াল।

‘হের ক্যাপিটান,’ চাপা কষ্ট বলল সে, ‘সম্পূর্ণ আইল্যান্ডে নিরাপদ একটা আঞ্জিওরেজ আছে, গর্ম পানির ঝুঁপালা আছেও ওঝানে। হের ক্যাপিটান, আপনি জানেন হৃদয় কোথায়…’

‘ফটো আপস’ কনভল গজ উঠল। ‘ফিনসান বন্ধ করো। বিশেষ করে তোমাদের দু’জনকে কথা বলতে মন না দেখি আর!’

নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে রানা। গভীর হয়ে উঠলে ওর চেহারার ক্রম। অরেরা ও ফাররেসনের ডেকে ফ্ল্যাড ও সার্লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হেভার তাকল স্কুয়ান করা হচ্ছে দুটো জাহাজেই, ডাবল গান নামিয়ে ফাররেসনে তোলার

১৮২

বিদায় রানা-৩
নন্দ। কুমারের কথাবার্তা এত দূর থেকে ঘনতে না পেলেও, তাদের মনোভাব বৃদ্ধি পারা যাচ্ছে। কাজের ফাকে ছাড়ে চোখ তুলে দেখেছে তারা রানাকে, মাথা নাড়ছে, পরস্পরের সাথে বাক্য বন্ধনহীন হচ্ছে। কেঠার মুখোমুখি হয়ে চোখে শোন দুটি। রানা যে খুনি এ বাণারে তাদের মনেও কোন সন্দেহ নেই।

কান পেতেই ছিল রানা। মোটারের শশ পেল। ‘কন্টারকে দেখতে পাওয়া গেল আরও খানিকপর। তিনটি ভঙ্গিতে অনেকটা আড়াআড়ি ভাবে ঝড়ের বেগে উড়ে আসছে রেবেকা।

রানার মাথার উপর দূষণ কন্টার। মাথার ওপর পিঠে তুলে নাড়তে লাগল কন্টার। অন্ত দূরে লাভ করল রেবেকা।

ঠাং পঞ্চ শীতে অনুভব করল রানা। ভয় হলো, পায়ের দিক থেকে বরফ হয়ে যাচ্ছে শরীর। ‘কন্টারের ইজিত বন্ধ করে দিয়েছ রেবেকা। অপেক্ষা করছে সে রানার জন্য। স্থায় কেক্টালিক পাড়ারার কাছে। পাড়ারার করেছে ওয়ালটার, পিঠো। কন্টারের হাতটিতে করছে কাছাকাছি থেকে। জমি যার ভয়ে থামত পাড়ে না কেউ। রানা অনুমান করল, ফ্লাঙ্গিয় পয়েন্টের বিশ ভিভি নিচে একন তাপমাত্রা।

‘আধুনিক সময় দেখা গেল তোমাদের,’ কাহার এসে কল কন্টার। পিঠে নেড়ে ‘কন্টারের দিকে এগোতে কল রানাকে। ‘তুমি বেরিয়ে এলে সবাই উঠবে গিয়ে ক্যাপার। ‘কন্টার নিয়ে পাল্লাবার চেষ্টা কেরো না। অবশ্য পাল্লায় যাবে কোখায় তেবে পাছিয় না—এদিকে পাল্লাবার কোন আয়োজন নেই।’

‘কন্টারকে দিলে এগোল রানা। গ্রাম ঠাঈয় টন্টন করেছ পা দুটো।

কেবলের তিতার জমজমাট উত্তাপ। ক্যাপারের দের থেকে আলো এসে পড়েছে রেবেকার মুখে। পরস্পরের দিকে ডাকাল ওরা। কথা নেই মুখে।

কোন কথা কল না রেবেকা। রানাকে কি বলবে ভিজ করতে পাওল না হঠাৎ।

চর্চা রইল ওরা একজনের চেছে আরেকজনে। দুলিয়ার অবশিষ্ট সব কিছু কন্টারের বাইরে পড়ে আছে, ভিতরে থুঁত ওরা দুঃখ। কতক্ষণ কাটল, বলতে পারেন না দুর্লভের কেউই।

'এর চেয়ে ভাল ছিল 'কন্টারকা যদি তখন বরফে পিছলে পানিতে পড়ে গিয়ে সব শেষে করে দিত।'

মাথা দোলাল রানা। ‘জানী না,’ বলল ও। ‘তবে আগামীকাল সকালে সব শেষের ঘটনা ঘটে যেতেও পারে।’ মিটিবারের মাইনফিল্ড সম্পর্কে সব কথা কল রানা। চুপ করে রইল রেবেকার খানিকৃষ্ণ। তারপর রানার দুঃখান পরা হাট দুটো ধরল, চেপে ধরে রাখো দুঃখ হোক দুঃখ।

'কে তুমি! বললা তো, কেন তোমার জন্যে এমন অহিয়তা আমার।’ রূপ্য আকাঙ্ক্ষা বেরিয়ে আসতে পথ খুজছে, চর্চা হয়ে উঠল রেবেকা। ‘তুমি শুধু বলে দাও কি করতে হবে আমাকে, রানা। সাউথ আটলান্টিকে বিখ্যাত করে না, কিন্তু আমি জানি, আমার কাছ থেকেও তোমাকে ছিনেছে নিতে পারবে না।

ঝুঁকে পড়ে রেবেকার চোখে তুমি কে রানা। দিনের দুর্দিন ওই সূর্যের উদ্ভাস মুসএর জন্যে জল জল করে উঠল রেবেকার চেছের জমিতে, দেখতে গেল রানা।

কিনায় রানা-৩ ১৮৩
'না!' থাটি টেঁচিয়ে উঠল রেবেকা, সরিয়ে দিল রানাকে ধাকা দিয়ে।
'তোমাকে ওরা মুক্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে না!' 'কন্তারকে ধরে টুটিয়ে সুইচের দিকে রুদ্ধ হতে বাধ্য হলেন। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব আমি, রানা।'
খুল করে রেবেকার হাতটা ধরে ধীরে নেড়ে ইঙিতে দেখাল রানা কন্তালকে। বেরেটা হাতে নিয়ে দরজার নিচে দাড়িয়ে আছে সে।
'বিশ্বাসা নিয়মে, রেবেকা। ওরা কোন সূচনা দেবে না আমাকে।'
'কিন্তু কেন ওরা তোমাকে বাধ্য করছে...'।
'তোমার বাবা এসেছে জন্যে দায়ি, রেবেকা। ওদের দোষ দিয়ে লাভ কি?'
'জানি,' বলল রেবেকা। 'কিছু সব দোষ তুমি ডাউনিংর ঘাড়ে চাপাতে পারে না।'
'কি জানি, হয়তো সত্যি পারি না,' বলল রানা। 'হ্যা, কয়েক কিছু আইনাকক কম দায়ি নয়।'
'বোধ না, বোধ না!' রানার মুখে হাত চাপা দিল রেবেকা। 'ও নাম আমি গুনতে চাই না।'
'তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বলা হল না,' মুদু কষ্টে বলল রানা। 'সময় ফুরিয়ে গেলেন।'
'কাল সকালে আমি আরো বলব উপর থাকব,' বলল রেবেকা রুগ্ন্যাস।
'আমি না বল্লে জাহাজ যদি ভেঙে যায়, চিন্তা করো না। তোমাকে আমি তুমি নেব নেব ভোলো মেরে।'
মুদু হালনা রানা। 'তা সত্যই নয়,' বলল ও। 'ভেঙে পড়া সে সাগর ফুটেছে, যাতে পড় না যায় তাই কন্তারকে আঘাত বেইড়ে ফেলা হবে। তাঁহার, কাচারের তেক দেখে এমনিতেও টেক-অফ করা অস্ত্র, রেবেকা না, তুমি কোন রকম মুক্তি নাও তা আমি চাই না।'
রানার কাঠে কপাল ঠেকিয়ে ধরণর করে কেঁপে উঠল রেবেকা। 'কি করতে বলো তাহকে আমাকে তুমি? তোমারা নিয়ে বলিত্বিকার দিকে যাচ্ছে তুমি, দেখে আমার মনের অস্ত্রা কি হবে? তুমি...আমার ডাউনিং, রানা—তুমি কি মনে করো? চিকিত্সা করলে ডাউনিংকে সুস্থ করা যায়?
'সে কথা তা জমালদের মত অনুসরণ হয়,' বলল রানা।
নিচে থেকে পিছল মেনে ইঙিতে করল রানাকে কন্তালকে। রেবেকার চোখের কথা থখনক করেছে। অতিমানী বাঁচা মেয়ের মত কাপাচে ঠেকে। 'সুজি ওয়ালের কথা মনে আছে তোমার, রানা?' মাথা ঝিাকাল রানা, আছে।
'ওর আশা কিন্তু আছে আমাদের সাথে,' বলল রেবেকা অনুদিক মুখ ফিতিয়ে নিয়ে। 'সে তোমাকে পাহাড়ে দেবে।' অনুষ্ট, প্রায় শোনা যায় না রেবেকার গলা।
'আমি জানি! সে জানে কতটা তালাবেস ফেলেছিলাম তাকে, সে পারেল আমার জন্যে সব করবে।'
রেবেকার কাঠে মুদু আশ্বাসের চাপড়ে মেরে লাফ দিয়ে বরফের উপর নামা রানা। লাইনকলী হয়ে অরোরার গ্যাঙ্গল্যান্ডের মাথায় উঠে যায় ফিরিয়ে পিছন দিকে
তাকান। পার্সপেশি উইভোর ভিতর বাঘের চামড়ার খানিকটা শুধু দেখতে পেল ও।
ছোট একটা কেবিন সার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার, পিরো, গন্ডারি আর
রানাকে বস্ত করে রাখা হলো। অন্তর্গত নামক রাতের বেশ খানিক আগে।
বাঁড়ানের দেজ বাড়ুল। রাত হতেই নোঝার তুলল স্কিপাররা।
যাত্রার এটা নতুন পর্যায়। রওনা হলো ওরা। বলিভিকা না মৃতু—কোন দিকে
কেই জানে না।
ভয় ছিল রানার, স্কিপাররা চোখের আঁখল হলেই ফ্রেডারিক ওর বিরুদ্ধে
ফেটে পড়ে আবার। কিন্তু কোন শব্দই করল না সে। রাতটা কাটন উদ্ধেরর
মধ্যে, পাগল ফ্রেডারিক কি না কি ঘটিয়ে বসে তৈরি। লোকটা মড়ার মত চুপচাপ
থাকলেও, রানার চোখে সে একটা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা মাত্র বাক্স,
নেট দখল করে লয়ে হয়ে পড়ল সে, মুখটা চেবে দিল বুঝ দিয়ে।
গলাহরিকে নিয়ে মেঝের উপর হুলো রানা। ওয়াল্টার আর পিরো আরেক ধারে
বসে ফিসফিক করতে লাগল। ওয়াল্টার রানার সাথে বাক্স বিনিময় করার চেষ্টা
করল একবার, ‘গো টু হেল!’ বলে তাকে নিরাশ করল রানা। ডোরার মাঝখান চড়ে
অরোরা প্রতি বার্তা করে উঠে যায় যায় অনেক দীর্ঘদৃষ্টে, কিন্তু সামনে নিচে
ঠিকই। রুদের স্বানাটক করা হবে কিভাবে, ভাবতে চেষ্টা করল রানা একবার।
ওয়াল্টার স্বচ্ছন্দ জেগে আছে, কিন্তু কথা বলেছে না আর। পিরো কথা বললেও,
জেগে নেই। কাজে যেন মরিয়া হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে সে, বলিভিকা
আক্ষরেজে ওত শেখেতে আছে মৃতু।
সামনে আম্বুশ, সেদিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ওদের—রানার নিজের অনুভূতিটা
এই রকম। এক সময় প্রচু বিরক্তি বেদ করল ও নিজের উপর। রাতটা এভাবে
অবাক করার কি মানে? তোবে কোন কিনারা করা যাবে?
এরপর ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কিন্তু জেগে বহল ও সারাটা রাত একটা দূষণের
ভিতর। সেই একটাই স্পষ্ট, যুরে ফিরে বারবার দেখতে লাগল: কেউ নেই ধূলর,
নিচিচ্ছহীন বরফের মঞ্চ। পিছনে একটা কালো পাহাড়ের প্রায় মসৃণ বাড়া গলা।
ঈশ্বর একা পাহাড়ীর মাঝার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদৃষ্টে আছে। মাথার কাছে
তুষারের বিকাশ কেড়ু, বাতাসের বেগ বাড়তে সেই হিমবাহটা হঠাৎ নেমে আসছে
এবং। রানা চুপচাপ, কিন্তু জানে, নিরাপদ দূরত্বে। সেখানে যাবার আগেই হিমবাহ নেমে
এসে চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে ওকে...
থামিয়েছে আরেকটাকে, আরেকটাকে ঝামে আরেকটা ক্যারার, একটা থেকে আরেকটায় বরফের উপর দিয়ে হেটে চলে যাবে কুসরা।

কেবলের দরজা খুলে তিতে দুল কন্ঠাল আর বোঁটে, শেষীবজল একজন লোক। বেরোটাকি রানার বুক ফক্ষ করে ধরল কন্ঠাল। নিজ শব্দে হাসছে সে।

‘বোঁটের দশ মাইলের মধ্যে চলে এসেছি আমরা। আমাদের বদুক পিরোস কথোটা সত্য কিন্তু প্রমাণ করার সুযোগ দিচ্ছি আমরা তোমাকে, ক্যাস্টেন রানা।’

‘এই শেষ বার বলছি, কন্ঠাল শোনা,’ পিরো তীর গলায় বলল। ‘জায়গাটায় মাইনের ছড়াছড়ি—’

‘পুরানো কথা,’ সেন্দ্রী চাবি দিল কন্ঠাল। লোকটা এগিয়ে গিয়ে স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টারের শিক্ষার তালা খুলে দিল।

স্যার ফ্রেডারিকের চোখ দুটোকে ঝুলুন কলার দুটো দুকরোর মত দেখাচ্ছে, এই প্রথম কথা বলল সে, ‘কন্ঠাল। ঝুঁকি আমি শেড করি প্রথমে রানার, গলা দিয়ে বরফ ঢোকার হাফ তন। তারপর তোমার সাথে হবে আমার বোঝাপড়া, মনে রেখো।’

‘ডেকে উঠতে হবে তোমাদের সবাইকে,’ কাথ আক্ষেপে বলল কন্ঠাল।

‘তার আগে, ক্যাস্টেন রানা, তোমাকে কয়েকটা কথা বলে বাধি।’ স্পান্ডাউ-হার্চকিন্স নিয়ে ফারগুসন আরেরার কোয়ার্টার মাইল পিছনেই থাকবে সারাক্ষণ। ডেকে উঠতে খেতে পাবে, লুকাবার বা পালাবার পথ নেই কোন দিকে।

একটা ওপনওয়াটার পাথোজ চলে গেছে খুব বলিভারা আক্রমণের দিকে ঐকেবেকে, তাও প্রায় অর্ধেকটা বরফ অর্ধেকটা পানি। চারদিকে ভিড় করে আছে হলরস্থী আইসবার্গ।’

‘তুমি বলে চাইছ, পালাবার কোন পথ খোলা নেই,’ বলল রানা। ‘সেকেন্দ্রে যাতে পালিয়ে না যাই তার জন্যে সাবধান করে দেবার দরকার হয় না। সে যখন, কন্ঠাল, মাইনের সাথে যদি ধাক্কা লাগে, বোঁটালো বাবহার করতে পারা যাবে?’

‘যাবে,’ বলল কন্ঠাল। ‘গতরাতে ঢোক করে দেখো রেখোছি। গলান্ধিলের বেটাটাও পাবে তুমি একাধাব্রে।’ গলান্ধিলের দিকে ফিরল সে। ‘এদের সাথে তোমার কিন্তু সত্য গলান্ধিলের উত্তর নয়। তুমি কোন অপরাধ করেনি।’

‘ক্যাস্টেন রানারও যাওয়া উচিত নয় এদের সাথে, কারণ সে-ও কোন অপরাধ করেনি,’ পদার্থভাবে বলল হালরাইড।

‘বেরিয়ে যাও সবাই তাহলে,’ বলল কন্ঠাল।

যা দেবেছিল রানা, লম্বতে একটা ছোট আইসবার্গের গায়ে দেবে আছে আরেরার ঝাঁপ পাটায়, লম্বতে দিকে ফারগুসন। আইসবার্গের গায়ে মানুষ সমান উঁচু কয়েকটা বরফের পিলার, তাতেই দেবে রাখা হয়েছে জাহাজ দুটোকে।

স্পান্ডাউ-হার্চকিন্স এর মুখ আরেরার দিকে হে করে আছে। গান প্লাটফর্মে দাড়িয়ে আছে দুজন লোক আরেরার ভিতরে, যে কোন মুহুর্তে নির্দেশের জন্যে তৈরি। ফারগুসনের পাথোজ কন্ঠালের চিম, আক্রমণক্ষেত্র দুর্বল এখনও ত্রোঙেট মুক্ত অঞ্চলকে পালিয়ে ধরে চেড়ের সাথে দুলতে দুলতে এগিয়ে মাচ্ছে। হঠাৎ উঠতে যাবে, অক্ষাংশ ঝাপটা লাগায় চোখ চুটিয়ে ফেলল রানা।

১৮৬ বিদায় রানা-৩
তুষা রাখে গেল ওভারকোটে, হাতে, মুখে। গােড়তে ঝাড়তে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। পিছন থেকে বন্ধু কি যেন কলতে দাড়িয়ে পড়ল আবার। কিন্তু তার দৃষ্টি তখন দূরে, হ্যাতে দিয়েছিলেন। ডেকের উপর হেলিকপ্টারটা মধ্য ফড়েরে মত বসে আছে, বরফ আর সাগর থেকে হঠাৎ করে উঠেছে বাপ, সেই সাথে কুঁয়ার পর্দা, তুবু লালচ গোলাপিটকু পরিশাস্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। করপিট বসে এদিকেই চেয়ে আছে রেখেছে, অনুমান করল রানা।

কি এক আশ্চর্য বুকটা একবার কেপে উঠল রানার। বন্ধু দেখে কি যেন কলতে ধাষ করা টপকার ডেকে নেমে এল আবার ও। সামনে প্রকাশে মিলিগের মত একটা আইসবার্গ দেখাত। এই হলো বেড়ে। এখন অনেক দূরে, পরিশাস্ত দেখা যাচ্ছে না ধীরের কিছুই। দুটা চাটা পিলারের মত ঝাড়া শুক দেখে যাচ্ছে, মাঝায় সাদা মুকুট। সাগরে গিল্লি গিয়ে সববোধ ধরে ফেরতে করছে। খোলা পানিপট, রানা অনুমান করল, আড়মাইল চওড়া, আইসবার্গের মাঝখান দিয়ে একবার চলে গেছে প্রাণুরূপে ধীরের দিকে।

‘ওপারটা,’ বন্ধু বলল, ‘নেমে যাও ইংলিনরামে।’ ব্যাংকসিটাতে আইসবার্গের উপর দিয়ে ঘেরা যাচ্ছে একজন কুয়ার। উঠে গেল তারা কারণেন। আইসবার্গের উপর রহেন মাত্র দুজন, পিলার থেকে নেওয়ে দুটি ঝাড়া খোলার জন্য। বন্ধুরলের সকল স্বাগত ফেরার পিন্টা, পিন্টা আর ওয়াক্টারকে একটা কেমনে রেখে ফিরে এল।

‘আরো একবার তোমার হাতে, কাপটো রানার।’ বলল বন্ধু। আর্টে ধীরে এগোতে হবে তোমাকে।’ করফের দিকে আড়মাইল নিদের্শন করল সে। ‘তা না হলে বড়সড় একটা ধাষ লেগে অস্থির ঘটতে পারে। বলিডিয়াস পৌঁছে তীর থেকে আড়মাইল এদিকে নেওয়ার ফেলের বুটামি, আবার আমি উঠে আসে এই দেও।’

ফারসনের বেয়ার দিকে ফিরল বন্ধু। একটা হাত তুলে নাড়ল। খান প্লাটফর্ম থেকে একাটনের নতুন দূর্ঘন্ন তাড়ানো গানার দুঃখের একজন উপর দিল সাথে সাথে, মাঝার উপর হাত তুলে নাড়ল সে-ও। ‘ওপারটা,’ বন্ধু ফিরল রানার দিকে।

বিজ্ঞ উঠে এল ওয়ার। আর কোন কথা না বলল বন্ধু আর তার বেঁচে দেরপন পিছিয়ে গেল লোহার মইয়ের কাছে, নামতে শুরু করল ওদের দিকে মুখ করে। হ্যাস্টার চেপে রাখল রানা অতি কর্ম। দুটা অ্যাট-এয়ারক্রাফট গান পালার দিছে, তুবু হয়।

৩টা হাত একটিরত করে চাও তৈরি করল রানা মুখের সামনে। ‘কুটো অক্ষর! টেছিয়ে বন্ধু ও আইসবার্গের উপর দূর্ঘন্ন তাড়ানো লোহার দুঃখকে। তারপর ঘটা রাজিয়ে নিদের্শ দিল। ‘দো আহেড।’ অরো ধীরে ধীরে সবে এল আইসবার্গের গাথে থেকে। এগিয়ে চলল বেড়ের দিকে।

ক্ষমণ অনস্পৃষ্ট হয়ে এল বেড়ে। ভিষাল মেশের মত ঘন মুখার একটা পর্দার আর্ডালে পড়ে গেল ধীরে। প্রাচ মাইল পেরিবার পর আবার সবে গোল পর্দা। বেড়েকে দেখা গেল পরিশাস্তার পাহাড়ের ঝাড়া গায়ে তুষার জমতে পারেনি, কিন্তু চোখের করছে ভিজে শীতলস্রষ্টা খালো গা। পাশে আকাশ থেকে নিশ্চিত

বিদায় রানাঃ ৩

১৮৭
কমলা রঙের রৌদ্র মেঝের ফুক গলে পাহাড়ের খালা গায়ে চোড়া ফিতের মত ঝুলে আছে। জোড়া অগ্রভাগের মাথা ঠোঁটকে রেখেছে আকাশের গায়ে, তিন হাজার ফিট উপরে, ডান এবং বা দিকে। মাথা দুটির নাম Christensen এবং Posadowsky। পাহাড়ের বী দিকার রঙ ব্যাসট রকের মত গাড় নয়, জমিতে নাটিয়ের রঙ ওখানে সালফিয়ের মত হলুদ। জোড়া হুমচি গ্রিসিয়ার থেকায় নেমে এসেছে বিশাল একটি জমিত বরফের দেয়াল। দেড় হাজার ফুট উপরে, পাহাড়ের খালা একটি কোনাকুনি বাক নিয়েছে যেখানে, সেখানে অধিক উঠে গেছে সাগর থেকে নির্মীত বরফের পাপা, পিছে গ্রিসিয়ার সঙ্গে। পাহাড়ের খালা, চোখের কান তেরা রঙ লেগেছে বক্স। এখানে সেখানে পাখারে বেচে সাইরেজের মাথা বেরিয়ে আছে বিশাল এক একটি আঙুলের মত। দেখে মনে হয় সাদা-কালো রঙের শেষ দৈর্ঘ্য আঁকানাটির মুটু ধীরে ধীরে তোলা যাচ্ছে।

বোঝে দাঁড়িয়ে আছে বাতাসের দিকে কাঁধ দিয়ে। তার গায়ে আলো নেই বনলেই চলে। জোড়া শুরুের কিনারাগুলো হলকা কমলা রঙ মেঝে আছে মেঝের কাছ থেকে ধার করে। বেলির বউর্ডপে ছো পাখর বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভিড় করে আছে পদার্থ সাইটিং ইন্সটার্সেস, ফলে তীর্থীক দেখায় পাওয়া যাচ্ছে না। বনিত দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে মাথা তুলে, দাঁড়ালার ভুক্ত প্রকটি হয়ে আছে একটা চালানো। 

শত শত মাইল দূরের থেকে ধরে আছে একরের পর এক চেট, গায়ের সাথে ধর্ম থেকে হ্রাস হয়ে ভেঙে পড়ছে চারদিকে। বাতাস প্রাপণ চেষ্টা করছে তাকে টলান, এমন বাতাস যার গতিবেগ পরিমাপ করা অনেকের সন্দের অভিজ্ঞতায়। রাতে সেই একই জায়গায় এই ভাণ্ডারে দাঁড়িয়ে আছে বোঝে। সেই কবর থেকে বোঝে রাতে।

ছুইলে গলা হতে। টোপের ফাইভ ফ্যাম, ইকোসাউরের দিকে চোখ রাখতে দেখতে পেল রাত। পোটিতে বোঝে সূন্ধর অন্ধ এবং দিকটি রূপ পরিমাপ করে নিল। এই জায়গাতেই সামনের সব ফটেনসেনের দল ইলামেরী ডিপার্টমেন্ট একটি উৎসাহ বেক করে না রাত। এই কবর তা কি আর অটুটু আছে, যে মজবুত করেই তৈরি করা হোক না ডিপার্টমেন্ট। টোপের দিকে, একটি দূরে, বলিলীকে আক্রমণের ফটেনসেনের জাহাজ কিভাবে এগিয়েছে। মনে পড়ে গেল রাত। তোফে যাতে সেই পাস্ত্রী অবলম্বন করতে হবে। মস্ত বেঙ্গে আধিকুষ করতে তীরের দিকে এগিয়ে হবে, তা না হলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ফুটে আসা বাতাস আর চেটে আক্রমণের দিকে হবো।

গলার্ডেকে নিদর্শ দেবার জন্য মুখ খুলতে যাছিল রাত, এমনি সেই ঘটন বিস্ফোরণ। এক পলক আরোহারের পোটটি সাইড়ি ছিড়ে ফেটে উড়ে গিয়ে ফাঁক হয়ে গেল।

কান ফটানো শক্ত আর প্রচু ধামায় ভাবাচাকা কেবে গেল রাত। প্রথম ক’সেকেন্দ্র বিচ্ছিন্নই হলো না ও, ২য় টাইটা ঘটেছে। অরোহার ধেক, বোঁজো, বীম, রিভেট সর টুকরো টুকরো হয়ে শুনো ছুড়িয়ে পড়ছে, সশব্দ পড়ছে সেগুলো পালিয়ে। দলা পাকানো ধাতব পদার্থ ইন্ডিয়ান আইসাইটের নিকটস্থ তীরের মত

১৮৮

বদায় রানা-৩
বিদেশের ইম্পারিয়াল দেশায় তেজ করার সময় কর্মশ অর্ডানাদ করে উঠল। দেয়াল হুঁড় বেরিয়ে এল জিনিসটা, রানাআর গলাহাটির মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল এক দিমায়ে। বেরিয়ে যাবার পথটা যদি এদিক ওদিক নেদিকেই হোক আধ ফুট সরে ফেল, একটা মাথা সাথে নিয়ে যেতে পারত।

কাথ হতে শুরু করেছে অরোয়া। দেখে হুঁড় হুঁড় করে পাপি উঠতে উঠতে ঢাকা পড়ে গেল সবটা, বরফের ঠাঁই ছুটে এসে ধাক্কা মারতে শুরু করল রেলিঙে। আর সেকেন্দ্র মধ্যে মড় মড় করে তেঁতু গেল লম্বা রেলিঙের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত।

'কুইক!' চিকার করে উঠল রানা। 'হোয়েল বোট! গলাহাটি, খুব ডাডাডাডি তুঙ্গ আরোয়া!' হুইল চেয়ে উঠতেই ধাকা দিয়ে মইয়ের দিকে চোলে দিল গলাহাটিকে রানা। 'দেরি হলে আটকা পড়ে যাব ফীদে!'

মাছ বেরে নাগ, মেন পিছলে নেমে এল বিক্ষ থেকে ওয়া ডেকে। 'ওদের নিয়ে এলো।' গলাহাটিকে বন্দ ডেঙে তাদের পানিতে ভাসান বরফের উপর দিয়ে ছুটল রানায় হোয়েল বোটের দড়ির ঢোলার জন্য থামে মইয়ে পিছলে শব্দ হলো। দেখলে, ওয়ালাটার এক হাতে একটা বেঁধে, অপর হাতে একটা ঢেন্নিফু ছুরি, যাদের উপর চেল এসেছে প্রায়। চেলা যাচ্ছে না তাকে, তাদি খোখা মাটালের মত তলছে। রানাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, কাঠকুটি শুরু করল দড়ির ঢেন্নিফু ছুরি দিয়ে।

গলাহাটি ধাক্কা দিতে দিতে ডেঙে করে বের করে আলু সার ফয়েদারিক আর পিয়ের্স। ইটু সমান পানি তেঁতু হোতে আসছে সার ফয়েদারিক। তেজের কোন চিতকে নেই চোখে, উঁকিরুকি মেরে দেখতে চেয়ে করছে কাচারওলোকে।

পিয়ের্স অবস্থা সবচেয়ে কাহিন। সবার আগে হোয়েল বোটে উঠতে চায় সে। সেটার কচে একটা চাইছে সে ওইটুকু পানিতে। বরফের টুকরোর ধাক্কা থেকে পাছে ভাঙ্গা হয়ে তবে ইংলিশ করল রানা গলাহাটিকে।

গলাহাটি টেনে তুলল পিয়ের্স পানি থেকে, টেনে চিহ্ন আনতে শুরু করল হোয়েল বোটের দিকে। কাঠকুটি এসে গলাহাটিকে হাতের ঝুড়া মেরে মুক্ত করল সে নিজেকে, লাফ দিয়ে পড়ল এক সেকেন্দ্রের দেরি না করে। মুখ থুবড় পড়ল হোয়েল বোটের উপর।

সবাইকে তুলে দিয়ে হোয়েল বোটকে তেঁতু ডেঙের বাইরে করে দিল রানা, সক্ষের শীতোষ্ণ দিয়ে নিজের ও লাফিয়ে উঠে পড়ল বোটে। মাথার উপর বুলকুটি আরোয়া, নেমে আসছে ক্রুট।

বেঁধা তুলন নিয়ে বাইরে শুরু করেছে গলাহাটি। ওয়ালাটার হাতেও একটা বেঁধা। মতো একটা আইনবার্গের পাশ থেকে সরে যাচ্ছে বোট অরোয়ার কাছ থেকে। আইনবার্গটা দুলতে দুলতে অরোয়ার দিকে এগিয়েছে। ওটাই বীচার ওল্ডার। অরোয়ার ডেঙে গিয়ে ঠেকল, ঠেক দিয়ে রাখল মিনিট দুইয়েক। ইতোমধ্যে নিররগণ দুর্দান্ত সরে গেল বোট।

কাথ হয়ে পড়ল অরোয়া আইনবার্গটির গায়। কান ফাটানো শুধু করে খাঁটি তার বরফের, তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল বড়ুটা, প্রতিটি ভাগ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বরফের উপর আঁধান জুলু উঠল দাঁড় দাঁড় করে।

বিদায় রানা- এ 189
উঠে দাঁড়িয়েছে ওয়াল্টার। কাপছে ঠক ঠক করে। 'গেল!' একটা শব্দ দিয়েই বুঝিয়ে দিল সে কোথায় গেল তার।

বাকি তিনটে কাচার দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফারওসেনের বো হোয়েল-বোটের দিক থেকে সরে চলেছে সাগরের প্রবল চাপের মুখে।

হাই টিলার থেকে পিছন দিকে তাকাল গলহাড়ি। ক্যাচারগুলোকে দেখছে।

'রানা, পাল তুলে দাও,' বলল সে। 'ফারওসেন ফিরে যাওয়া সবে এখনও। আড়াআড়িভাবে এগোবার মত যথেষ্ট চড়া প্যাসেজটা।'

গলহাড়ি যেন বোতাম টিপে জাগিয়ে দিল সার ফ্লেডারিকের ভিতর ওএ পেতে থাকা উন্মাদ পটটাকে।

তিন

ফার্স্ট-এইডের বাক্সটা ফেলেন এক লাফে উঠে দাঁড়াল সার ফ্লেডারিক, ওয়াল্টারের হাত থেকে হঠা মেরে কেঁদে দিল ছুরিকা, মুঁত করে সরে পিছে দাড়াল গলহাড়ির সামনে, ছুরিটা চেপে ধরল তার কুলনালীর উপর। 'পিছিয়ে যাবার কথা ভূলে যাও।'

হঠা ছাড়ল সে। 'বোট যাবে আঞ্চলেরেজ। তীরে নামছি আমার।'

চোখ বড় বড় করে সার ফ্লেডারিকের দিকে নয়, মাথা তোলা শুঙ্গের দিকে চেয়ে আছে রানা। এ পর্যন্ত একটাই মাত্র দল বেড়ে তীরে নামে পেরেছে, লার্স বিল্টেনসেনের নেতৃত্বে। সে সময় এমন দুর্ভিক্ষ আবহাওয়া ছিল যা আর কখনও পাওয়া যাবে না।

'তীরে নামছি।' বলল রানা। 'ফ্লেডারিক। কথাটা না বলে পারছি না, তুমি আমি একটা পাগল। ই কাস্ট ল্যাভ অন বেড়ে।'

বেড়ে তীরে বালি নেই। কেখো যদি পাঠার আয়গো খানিকটা থেকেো থাকে, কয়েক হাতের বেশি চড়া হবে না সেটা। প্রায় সাগর থেকে উঠে এসেছে পাহাড়ের গায়ে, কাঁধ যদি থেকেল থাকে, সাগরের নিচেই তলিয়ে আছে সেটা। বেড়ে স্বপ্ন নয়, বেড়ে পাহাড়।

পাগারের মত মাথা অঁকাল সায়র ফ্লেডারিক। 'না! আমি যা বলছি তাই হবে। ওয়াল্টার! মরা বুঝার দিক থেকে চোখ ফেরাও।' রেঁটা তুলে নাও হতে, কড়া নড়লেই মাথায় বসিয়ে খটম করে দেবে।' গলহাড়ির গলার চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে, বুকে গড়াইয়ে নামার আগেই ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে শুক হয়ে যাচ্ছে ধারাটা। রক্ত-লাল চোখে গলহাড়ির চোখে তাকাল আবার ফ্লেডারিক। 'তীর! তীর! তীরের দিকে যাব আমি। কানে যাচ্ছে কথা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল গলহাড়ি। রানা দেখতে পাচ্ছে, সার ফ্লেডারিকের চোখ দুটোটার ফুটে উঠেছে খুলের নেশা। গলহাড়ির নিরাপত্তার কথা চেনে নিতকৃত ভাঙ্গল ও। 'পারবে তুমি বোঝি নিয়ে যেতে, গলহাড়ি?

'বোঝি নিয়ে যাওয়া সমস্যা নয়, রানা,' বলল গলহাড়ি। 'ওখানে পোছুবার

১৯০

বিদায় রানা-৩
পর িওটটাকে পাথরের হাত থেকে রাচানো সমস্যা।

‘যা বড়!‘ জেলিয়ে উঠল সার ফ্লেনাাঁরিক। ‘পাল তোলা। একাড়ি পাল তোলা। কিন্তু একটা করে বসার আগেই রোধ দিতে চাই আমি।’

‘কিন্তু তা সম্ভব নয়।’

‘সম্ভব!‘ জেলু করে উঠল সার ফ্লেনারিক। ‘তুমি তোঁহে থকিসন আইল্যাম্বলকে লুকিয়ে ফেলতে পেরেছ নিজের পকেটে? ঠুল। তুমি জানো না, রানা, থকিসন আইল্যাম্বল আমার সামনে রয়েছে, তাছে আমি দেখতে পার্ছি মনের চোখ দিয়ে। তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি-যাচ্ছি আমার সেই থকিসন আইল্যাম্বলেই।

হাসবে কি কাছের বুঝতে পারল না রানা। নিজের গলাই অপরিচিত শোনাল ওর কাছে, ‘কিলে চড়।’

‘এই হয়েল বোটে চড়।’ শষ্ক করে পা ঠুকঁক সার ফ্লেনারিক পালাবার।

‘নারিয়ের চারটা আছে আমার কাছে, এই যে।’ নিজের উইল্ডবোরার দোকান মারা সে। ‘বারবর’র নার ইক্স মাত্র পার্টিয়ালিজ মাইল দূরে থকিসন আইল্যাম্বল। ব্যাটিনসনের দলটা বাদে দুটি ডিপা রেখে গেছে। ডিপা থেকে প্রেরণীয় রূদ্রে তুলে নেব আমারা। ধৰ্মহারার পৌষুবার আগেই কেটে পড়ব বাদে থেকে।

কোন বাধা মানব না সায় ফ্লেনারিক, বুঝতে পারছে রানা। তার স্বরের কাছে বুঝিয়ে তুচ্ছ আজ করছে সে। ছুত ভাবে রানা। কোকট ওকে বাধা করত পাল বাদে থেকে পার্টিয়ালিজ মাইল উর্বর উত্তর-পূর্বে যেতে, কিন্তু ওখানে ওর পালে না থকিসন আইল্যাম্বল। থকিসন আইল্যাম্বল কোথায়, এককালে একে আজ। রহস্যটা নিজের কাছেই চিবিকল জমা রাখে তার চয় ও।

‘ফোরসেইল তোলা।’ ব্লুকম জানি করল ওয়াল্টার।

গল্ফান্ডির দিকে চেয়ে চোখ টিপে ইসারা করল রানা। এখিনে গিয়ে ফোরসেইলদের দিফসড টেনে খুলে শুরু করল। উতুড় দাঁড়িয়েছে গল্ফান্ডির।

টাইয়েরা পা আটকে হাল গোঁড়ে সে প্রয়োজন মত, দু'পাশের বরফের মাঝখান দিয়ে এখিনে গিয়ে যাচ্ছে বোট্কে। পাল তোলা হত গতি বেড়ে পল বোটর।

ফ্লাম থেকে ছুটে এল আগের লা একটা রেখা। স্পাঁড়াউ বুলেট ছাড়ছে ওদের দিকে। লাফিয়ে পালাবার উপর স্তুপীকৃত তুনার চোল সার ফ্লেনারিক।

ঝাড় তিন মিনিট অর্ধেক, অশিরায় গালাগালি করল ক্ষানারওকালের। মার্ক্সমান তত বড় এক্ষণেই হোক টার্পনের হিসেবে হয়েল বোট্কে অত্যন্ত নিয়ে। নীল উইল্ডবোরার ছড় মাথার পিছনে বুলে পড়েছে, ক্যান্সিলার উদ্দেশে হাতের ছুরি নাচিয়ে লাফ-ঝাপ মরছে তুষারের উপর সায় ফ্লেনারিক।

‘আয়! আয় শালারা।’ কোনের পর্দা কেটে যাবার অবস্থা তার চিত্কারে। ‘সাহস থাকে তো এগুলো এসে ধান তা মাইনের সাথে।’

কেউ লক্ষ করেনি, কখন উঠে বসেছে পিরো। তার গলা ত্বে যাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ‘তের কাস্টান’ কেহলার আমাদের এই অবস্থার কথা তেমতি যেন মাইনের হেঁচ্ছিল, মাইন কুলছিল, বল্লিকা আর আসতে হবে না ওদের।

বিদায় রানা-৩

১৯১
ফ্রিত থেকে ফ্রিতর ছুটছে হোয়েল বোট। Spandau-Hotchkins-এর গর্ভন কোথায় হারিয়ে গেছে বোঝার কোন উপায় নেই। ছুটি তীরচিত্রায় অন্ডায় পড়েছে না গলাহারি। সরফরার দুঃখের আঠাহাকাফ পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলছে সে বোটের। সাগরের রঙ গাছ নীল দেখাচ্ছে, যতই তীরের দিকে এগাছে ওরা। কাছাকাছি থেকে পাহাড়ের চোখের আরও গুঢ়। ফুলের ফেছে আছে কোথাও গা, কোথাও বাতাস খানি তুলে নিয়ে গেছে বিশাল হাল, কোথাও হিমালয়ের ভজা লেগে মূষুন টাকের মত হয়ে রয়েছে উপরটা। হোয়েল বোট তোরের তানে পড়ে যেতেই এক গলয়ে তীরের কাছ থেকে দূরকূল করে দূরতাল এক কেবলর মত। ললা একটা দুরানিম্যে দিয়ে গেল বোটেরকে কয়েকটা চকচক কানো পাথরের ঠিক মাঝখানে। গলাহারি দাঁত তাঁত দেখে হাল থাকায় প্রাপ্ত। হাতের ফুলের ওঠা পেশীর উপরে জেগে উঠেছে নীল শিরা-উপশিরাটলো। ধনুকের মত আবর্তনের আকার নিয়ে ফ্রিত ফেরত আসছে দুইটি তীরে ধাক্কা থেকে। ঠিক তখনই চোখে পড়ল রানার সমতল টেলিটপ রকটা। এগিয়ে আসছে দুটিটা, উমাচিত হচ্ছে সেই সাথে সমতল পাথরের লন্তা, অশ্বশক্ত মেঝে, সাগরের পিঠ থেকে বড়ুটের আঘাত নিচে, কোথাও জেগে আছে পাথরের উপর ইঞ্জি কয়েক।

চিত্র করে সাধারণ করতে যাচ্ছিল রানা। কিন্তু ওষ্ঠ পাথরের নীল থেকে বেরিয়েই দেখতে পেলেছে গলাহারি টেলিটপের মত সমতল পাথরের মেঝেটা, সাথে সাথে ঠিচিয়ে উঠল সে। পাহাড়ের গায়ে দুই আছে পড়ল বজ্চুপারের মত ওরুগুলোর পাথরে, গলাহারির কঠিনত্ব বেছে এল বহ্দূর থেকে। ক্ষীণ, অস্পষ্ট শোনালা তার চিত্র।

'পৌঁছুলি আসু—রানা।' যায় ফিকিরে ফশা তোলা, মাথায় ফেনার মুকুট পরা একটা দুই বেছে নিল গলাহারি। চিলারের পাশে নিচু হলো সে বসার ভঙ্গিতে। যেতের সাথে তেসে যাওয়া বরফের তুকরোর দিকে চোখ তার। থেকে থেকে দেখে নিম্ন সমতল পাথরের মেঝেটায়। মেঝেটা খানিক দূরে থাকতে ই পাল চুলে হটিয়ে রাখল রানা। যেতের এমনই টান, গতি কমল কিনা বোঝা চলল না। হাত নেড় ইশরা করল সে রানাকে। বৃষ্টির পাল রানা, আড়াআড়াভাবে শক্ত মেঝেতে উঠে যেতে চাইছে গলাহারি। গলার সাগর, তারপর পাথরের মেঝে, তারপর তীর, তীর থেকে মাত্র প্রস্তর হাত দূরে পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর।

হাল যুরুক্ত সম্ভ নষ্ট করতে চাইছে গলাহারি। বাইচাই করা নির্দিষ্ট চেউটার পৌঁছুতে কয়েক সেকেন্দ্র দেহি এখানে। চেউটা থেকে এসে মাথায় তুলে নিল ওদের, প্রথম ধাক্কাতে গতির সাগর থেকে সমতল মেঝের বর্ধায় পেরিয়ে গেল বোট।

'জাম্প!' কারের ভিতর বসপাত্র ঠাট্টাল গলাহারির চিত্র। 'জাম্প! আউট! আউট! আউট! তীরে বেন কিনারা না ঠেকে বোটের, ফর গডস নেক!'

লাফিয়ে সন্নতপ্য সবার আগে রানা। স্টার্ন টপকে, প্রায় একই সাথে তীরে নামল গলাহারি। বার্ক তিনজন এক সঙ্গে আছে পড়ল উপাদন হয়। চেউট বোট নিয়ে উঠে এল তীরে। ওরা দুজন তৈরি হয়েছিল, দু'দিক থেকে ধরে বোটেরকে শুনো চুলে নিয়ে পিছিয়ে এল তাল সামান্তে সামান্তে।

লা একটা বারান্দার মত তীরটা। ডেভেটে এটাই একমাত্র লাভিং প্লেস।

১৯২  বিদায় রানা-৩
জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে তিনিদিন থেকে পাহাড়ের গা। বাতাসে ও সাগরের সরসের আক্রমণ থেকে মুক্ত এলাকা। পাহাড়ের গায়ে একটি ব্লাস্টফাস্ট পুঞ্জ রাখা হয়েছিল চলাচল বছর আগে, ব্লাস্টফাস্ট এখন সেই বছর ঝড়, কিন্তু মরচে ধরা লোহার দড়ি এখনও আছে। তার নিচেই পাথরের গায়ে খোদাই করা কয়েকটা লাইন, ইংরেজী ও নরওয়ের ভাষায়। চেটিয়ে পড়তে শুরু করল সারায় ফ্লেভারিক।

"কার্লসেন Harald Horntvedt, Norwegia-এর মাঝারি নরওয়ের নামে বেরিয়ে আসেন প্রথম ১৯২৭ সালের মাসের মাসে লিখেন এবং এই আয়োজন নরওয়ের জাতীয় পতাকা উদ্ধোন করেন নরওয়ের দাবি এবং সাবেক মাত্রাত্ব।"

হেং হেং করে হেংসে উঠল সারায় ফ্লেভারিক। "ব্লাস্টফাস্ট হাঁটারাম!" তারপরের সাথে বললেন। "ওই পথে এলেন, তার এক বছর পর বিস্তারে পাতিয়ে দিলে এ অবিকার, কিন্তু কেউ তুলেও ফ্লেভারিক কথা মুখে আননি।"

প্রথম কাজ ডিপোটেকে তুলে দের করা কঠিন করল রানা। তাদের মাঝার তুলনায় আয়োজনের ওয়াটর-মার্ক দেখে বুঝতে অধুনাধুনি হলে না জনোলামাত্রায় তৌটি তৌটি দের মাঝারের বাস। বিপরীত করান আয়রন ফিরে আসবে, কেউ বলতে পারে না।

বোর্ডের একটা টুকরো পথে চোখে পড়ল গলাহার্ডির। লোহার শির দিয়ে পাহাড়ের বাঁ দিকের গায়ে আটকানো, যেখানে একুশটি ফ্লেভারিক পানির তেমন গেছে সরাসরি। বোর্ডের একটা মাত্র শব্দ লেখা: Roverhuller। আরে তিনটা সম্প্রদায়ের। জনিতক নির্দেশ করছে সেদিকে থাকা পাহাড়ের মাঝারের তৌটি একটা পথ ছিল, একবারে উঠেছে প্রাচীরের পাশ দিয়ে। বরফের আর পাথরের টুকরো হাড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আর কিছুই। দুটি দিয়ে অনুসরণ করে গিয়ে একসময় রানা তাও আর দেখতে পেল না। টাওয়ার অত লতাসের মত বিশাল একটা আলগা। পাথরের তুলনায় অন্য কোথাও থেকে তুলে নিয়ে এনে কেউ মনে জড়িয়ে প্রাচীর নিয়ে গিয়েছে পাহাড়টির গায়ে, সেটা আছে ওই পাহাড়ের গেটে, যুদ্ধে আছে। কিন্তু এক আকৃতিতে নিয়ে।

"গা বেঁচে উঠে হবে দেওয়া হেংসেরে হেংসেরে হেংসেরে বলল রানা। 'রোভারহালেট নিষ্যাট পরে কোথাও আছে'-এখনও যদি বাতাসে তাকে টিকিয়ে রেখে থাকে দরাই করে। পাথরের টুকরো ওপরে ওইগুলো পাথরের বারাটিকে তোলে অন্তত। ওঠে সরা কিনা আমি না। বে আমি আর গলাহার্ডি একবার চেটা করে দেখতে পারি।"

"ক্রমনা দা।" আপনি জানান সারায় ফ্লেভারিক: 'পাথরের টুকরো আগাড়ের মাথায় কোথাও থাকলাম উঠেই, কিংবা বসা দেখে দেখে পথটা-এই মতলব একটেছ, রখিয়ে। উঠতে যদি না পারি, যাইতে তৌটি তৌটি মাঝে তুলে ধরের দিনের দিন, তুমি জানো।"

"আমি কোথায়?" বলল রানা। 'আমি আরও জানি, ওয়ু তোমার জন্য আমাদের এই অবস্থা। নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, ফ্লেভারিক।'

'আমার মাঝার যদি এক কিছু হয় থাকে, এখনও সম্পাদন করে। কাচারতলায় ফিরে বর্তমানে সেই নাও।'

ফেলগুলোতে পালনি সারায় ফ্লেভারিক রানার কথা। কি বুঝি এটেছে কেনা বাখ্যা কর্ম-কলায় রানা-৩ ১৯৩
কেটে শোনাল সে। 'আমাদের পাচজনকে একত্র বোধার জন্য মৈথুন দড়ি আছে বোটে। তুমি, রানী, সবার আগে উঠবে, কেননা তার সহযোগী বৃদ্ধ তেমনি মাথা খেয়েছে বেরুলছে। একে পিয়ারা, তেমনি আর গলাহারিদের মাঝখানে। তার পা যদি ফেলানো দুজন বলি তখনকে তাকে ধরে রাখার জন্য। তারপর আমি, এবং সবের ওয়াল্টার।'

উদ্ভিদ মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল গলাহারি। 'বালাবাবু জোরের বোটে ঘুর করলে সাপর কিন্তু উঠে আসবে তীরে, তা বলে রাখি। বোটিটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে।'

হাসতে ঘুম করল সারা ফোডাকিএর। 'গলাহারি, তেমনি আর আমার দুইটি এই বোটের বাপারে সমান সমান। ওটা হালানা নামেই নব চেত হয়ে যাওয়া।

এক কাজ করো, ঘোড়ার কাছে চেললে নিয়ে নিয়ে ওর ওপর পাখের চাপিয়ে দাও অনেকগুলো। পঁখটা যদি খুব দুর্বল না হয়, তুমি আর রানী মিলে কাঁধে তুলে নিয়ে মেটে পাখের পাছাড়ে। সব নয়, একথা বলো না। দুইসহ রয়েছে- খ্রিস্টেনেনের লোকেরা লোটা একটা ডিভিয়াপুত্তোলে পেলেছিল।'

কিন্তু তারা এই পরিমাণ বরফ পায়নি পথের কোথায়, তাকরা রানী। বরফ কেটে এগারার জন্য কোন কথা নেই ওদের।

মাথায় একটি রুদ্ধ এল রানীর। 'বোট থেকে রো-লকনেলো নিয়ে এসা, গলাহারি,' বলল রানী। 'গলাহারি ইতেমগুলো বোটের উপর পাখের চাপাতে ঘুর করেছে। ওপরের পাখর খোদাই করতে কাজে লাগতে পারে ওদলো।' ওয়াল্টারের দিকে ফিরে গলা নিচু করল রানী। 'তেমনি রেখো হাতকড়ি কাজ দেবে।'

ওয়াল্টারের প্রকোপ দেহের ভিতর এখন ভয়ে কুঁড়ে ছোটে হয়ে গেছে কলেজটা পাহাড়ে চড়তে হবে ভেবে। পথের অমুখে রেখার দিকে অসহায় দৃষ্টি তার।

'একজন যদি পিছনে পড়ে, তার সাথে বাকি সবাই যাবে,' বলল সে। 'তার চেয়ে দড়ি না বাধালে হয় না?'

'না! জান নিন স্যার ফেডারিক। 'দড়ি নিয়ে এসা, গলাহারি।'

ঘোড়ার খুরের মত দেখতে ছয়টা রো-লক নিল রানী গলাহারির হাত থেকে; দগ্ধ না না ধানলেখনকে বরফ করে ফেলত, এত ঠাঙ্গা হয়ে আছে লেয়ার দ্রুমটা। 'দুইটা সমবেদ্য তৃষ্ণ ফিট লম্বা। প্রতিটি গিট বাধার পর টেনে পরীক্ষা করল গলাহারি।

রানীর হাত আগের মুহুর্তে পিয়ারা ওয়াল্টারকে কুটি মেরে বদলে দিয়ে রানীর সামনে এসে দাড়াল, কুশি গরে ভঙ্গিতে না হল। সে রানীর দিকে মাথা না দিল। পরিক্ষা বোঝা গেল, সে ডাকে এ যাত্রায় কারও রেহাই নেই। 'হেব কাপিটন, আমি আপনার সাফল্য কমনা করি। আমার নিজের জন্যও তাই কমনা করি।'

কাঁধ ভাঙ্কিয়ে যুক্ত রানী, এগোল। অনুসরণ করল সবাইও ওকে। প্রথম ত্রিশ ঘিঁষের পর পথটা চোখে হয়ে গেছে। প্রায় খাড়া হলেও ঠিক বিষঃজ্ঞকবর্তী চলে না। একটা খাম বাপারে অবক্ষ বোধ করতে লাগল রানী, পিয়ারা হাপারের মত
হঠাৎ হয়। এক সময় মাধ্যম উপর হাত তুলে গামল রানা, নির্দেশ দিল, ‘টপ!’ এই প্রথম যাত্রা ফিরিয়ে পিছন দিকে, নিচের দিকে তাকল ও।

এইভাবে হইসে করে চড়ন দিয়ে উঠে মাধ্যম রানা। পাড়ের গায়ে এলি নিয়ে দিল নিজেকে ও, তা না হলে কাট হয়ে যেত শরীর, খেসে পড়ত নিচে। ঠিক পাচার ফিট নিচে পাড়ের কোথা থেকে পিলারের নারী দাঁড়ানো আছে। হেডালামের রোদা থেকে আরও খাঁচা দূরে নেই। রা, স্তিম্য ঢাকা পড়ে পেছে হেডালামের আড়ালে। পাড়ের নে-কোন একজনের একটা রুটি দিয়ে নিয়েই মর্মান্তিক পরিদৃশ্যের শিকার হতে হবে সবাইকে। সাগরের দিকে যায়, আসবার ছাড়া পথে কিছু চেয়েই পড়ল না। শেষ পাত্রে ছুটে গেল ও দূরটি, তারপর আরও দূরে। তিনটি ক্যাচারকে দেখা যাচ্ছে। কমলা রঙটা চেয়ে পড়ে পুকের দিয়ে অকারণ দুলে উঠে জমিপায়। ওই রঙটাই মেজে রেখে করে। সময় হয়ে চেয়ে মুখে রানা। কোডের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফারফাঁক আর চিমে, গলা পানি-পটার মুখে। হেডাল রঙটি নিয়ে ওই পথ দিয়ে কিভাবে যাবার কথা ভাবতে দ্রাক্ষাকর ওর মাথায় দুঃখ হল না।

পাড় মিনিটের বিরতি। কথা বলার পর্যালোচনা করার ঝাঁকি। তারপর আবার একুশু উপর ওঠ। পশ্চিম দিক। পাড়ের খুঁশ কমতে কমতে শুরুর পায়ের পৌঁছে গেছে। নামান দিকটা আরও খাড়া, আরও সরু হয়। তুষের ভাস্ক পাড়ের গা অত্যন্ত পিছিয়ে। পাড়ের গায়ে বাতাস ধাঁধা খেলে ফিরতীকৃত আলাদা উড়িয়ে নিয়ে চাইছে ওর গায়ের কাপড়। আবারও এখন আরও পরিস্কার, যার অর্থ রানা বুঝল, অত্যন্ত লক্ষ্য। আরও কয়েকশো ফিট উঠে ওরা নিষ্ঠেজ। বাতাস গায়ে অট্টালকে যেভাবে চাইছে বারার। ঘুরে চেয়ে দেখে মেজে উইল্ডিসপেন গা কাঠে কাটলে ফাঁশুড়ে রুক্ত রক্তে বরফ পড়েছে উঠে আসা প্রথম ঠাঁড়া বাতাস; রানা নিচে বাসাই যার খড় ফ্যাকস নাসিকে নিয়েছে মুখের উপর। ওয়ালারের দাড়িতে বক্সের কৃষ্ণ। তার নিঃসন্ধান ওগোল, বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িতে আটকল পাখার বুক ছেটে বাক্সের রূপান্তর হয়।

থেকে থেকে উঠে যেতে লাগল ওরা। একটা বোঝালের কাছে পৌঁছে পাখের চিতক চিতে হয়ে আছে। প্রকাশ পাড়ের ব্লকদার পাশে কোথায় হাঁটে নেই সেটা। নিচে থেকে বিপাক বুঁইতে মত এতকে দেখেছিল রানা পাড়ের গায়ে। এখান থেকে উপরের বাকি পাড়ের গায়ে বুকারের ঘন জ্বালায়। একটু একটু করে এগোল রানা। তারপর, স্থান দেখে পেল ও, ছুই ইংরাজি তুলারের ভিতর থেকে মাথা বের করে রয়েছে স্টিলের মাধ্যমে দিনাবিন্তা অংশ। মাঝার উপর সাইনের কাঠামো দেখেছে পেল ও, ওর মাথার উপর বুকের থাকা বিশ ফিট পাড়ের একটা খুঁকু ছাড়িয়ে চলে গেছে।

'ওয়ালার! ডাক্তার রানায়। রেকোটা পাঠাও হতে হবে। বরফ নিচে একটা ইসারের মই রয়েছে এখানে, যার মেরে মুক্ত করা যায়, যা কিনা দেখি।'

পাড়ের বোঝাল পা দুকিয়ে পরিস্কার করে নিল রানা। ওয়ালারের হাত থেকে মুখের নিয়ে এক একজন সময় নিয়ে প্রচুর। সবাই ভয় করতে, নড়তে গিয়ে এই বুঝি পা ফসফাল। নিচের দিকে চেয়ে চেয়ের উচ্চতা টেরেছিল পেল না।

বিদায় রানা-৩

১৯৫
রানা এটি উপর থেকে, সমতল দেখাচ্ছে সাগরের পিঠ। যদিও হাতে নিয়ে তুষাছারের উপর অাযার করল রানা ভোরে। আর একটি হলে চিযরে বিরিয়ে যেত, সেটা হাত থেকে। তুষাছার আঠাল বেধে শুক লোহা হয়ে গেছে। আবার যা মারল সে। স্টেইলের ধাপ নাড়া খেয়ে খড়ে উড়ে হয়ে গেল রানা চোখের সামনে। স্বপ্ন হয়ে চেয়ে রাইল ও মাইটার দিকে না ছুঁড়েই এই অবস্থা। প্রচোদ পীত ইম্পাটিকের কাচের মত ভস্মুর করে তুলেছে, বুদ্ধে অস্পষ্ট হলে না ওর।

একটি একটি করে মুখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। 'ফ্রেডারিক! এরপরও কি সন্ধ্ব বলে মনে করো? সকলের প্রাণ নিয়ে তোমাকে জুয়া খেলতে দিতে আমি আর রাজি নই!' পিউটারের স্বচ্ছন্দের মুখো ভিজে গেছে স্যার ফ্রেডারিকের। মুখোশের দিকে চেয়ে পড়তে পিউরে উঠল রানা। লোকটা খোদ শয়তান। কিনা কে জানে! কষ্ট দিয়ে মারার উদ্দেশ্য নিয়েই যেন ওদের পিঁছ লেগেছে, তার আগে একটি ক্রম করে নিচ্ছে মাত্র।

'হয় ওঠা না হয় ফিরে এলো এটার ওরপর।' হাতের ছুরিটা দেখাল স্যার ফ্রেডারিক রানাকে। 'রেঞ্জ দিয়ে রো-লক্ষ পাথো বরফে, ওজুরো ওরপর পা দিয়ে উঠে যাও-রীতে!'

'রানা!' গলহারি ফক্ত বলল, 'আমাকে উঠতে দাও। আমি...' কিন্তু ইতেমঘাটেই কোন থেকে দুঃখ বিষম কুলতে ওর করে দিয়েছে রানা। হাতের দিকে তাকালে লক্ষ করল ও, কাপছে একটি একটি।

রানার দিকে হ'ল করে চেয়ে আছে পিঁছো। লবহ হয়ে গেছে তার মুখের আকৃতি। 'যাবেন না, হের ক্যাপিটান?'

জবাব দিল না রানা। মাঝখান থেকে আর যেখানে হোক, নিচে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সন্ধ্ব নয় ফ্রেডারিকের, জানে ও। উঠে অভ্যাস করলে এমন কিছু করে করবে লোকটা, পোষণই মরবে তাতে। এখানে দাড়িয়ে মারার চেয়ে উঠতে চেষ্টা করতে গিয়ে মরা তবু ভাল বলে মনে হলো ও রো। মৃত্যু অনিবার্য, এ যেন পদ্ধতিতে বেচে নেবার বাণ্যা মাত্র।

'হের ক্যাপিটান, দোহাই আপনার, আমার যাড়ে পড়বেন না।' উপরের প্রথম রো-লক্ষ বর্তমান। বিয়ে তার উপর রেখের বাড়ি মারোল রানা। যোড়ার 'খুব আটকে গেল বরফে। হাত দিয়ে টেনে পরিভ্রমণ করে নিল রানা দুঃখে স্টেইলের উপর দাঙ্গাল এক পায়ে। যানা ফিরিয়ে তাকালে ওর আর সাগরের মাঝখানে এক হ্যাঝার ফিটের মধ্যে কিছুই দেখেন না রানা। খুব সাবধানে, যোড়ার খুবটায় মাত্রাতিয় চাপ না দিয়ে আরেকটা পাথো শক্ত বরফে।

রো-লক্ষ দিয়ে ধাপ তৈরি করে বারো ফিট উঠে গেল রানা। এরপর বুরুজ পাখার বিশাল দেহের শুকরু। কোঁচের মত বরফের ভিতর পরিহার দেখতে গেল রানা ইম্পাটিকের খুটিনলা। বিস্তারননের ঋত্বর সেখানে রেখে গেছে পাখার গায়ে মরেল সহায় এবং নিরাপত্তা দাখা সত্ত্বেও প্রতিটি বস্তা উপরে হেলার বাণ্যা নিঃসংদেহ রচনাস অভিক্ষ্য ছিল, ভাবা রানা। রো-লক্ষের উপর দাঙ্গাল জুতাই একটা জায়গা বেচে নিতে চেষ্টা করছে রানা আরেকটা গাথার জন্যে। কি
চার

ঢাকায় রানা-৩

১৯৭
কিছুদিন এই চাপ সহ্য করতে পারবে হাতটা, তারপর অবশ হয়ে যাবে! কৃষ্ণের কাছে মুখ তুললে রানা। কাছতে গুরু করেছে হাতটা। পা দুটো এখান শুদা নয়, পাখার কিনারায়, হয় ইন্দিক পক্ষ খুললে বরফের উপর ঠেকে আছে। হাতের উপর একটা খুঁটির অতিপূর্ণ অনুভূতি কাটেছে ও। কোন কোন পা তোলা কি ভাবা সত্যি কুড়া পালন না রানা। মাথার উপর আঘাত খুঁটি, কিন্তু সেটা ধরতে হলে আঘাতকে নাক দিতে হবে। ডান পা তাঁজ করে হাতের উপরের খুঁটির দিকে তুললেই আঘ মিনিটের উপর লেগে গেল। হাতের তিতের সেইভাবে যেতে চাইছে লেজার খুঁটি। বা পা-টা রঙের গায়ে দেঁতে আছে। ডান হাতের উপর ভর দিয়ে উঁচু হতে ও। হলে বাড়তেও মাথার উপরের খুঁটিতার নাগাল পাওয়া গেল না।

ডান হাত দিয়ে ধরা খুঁটিটা চোখের সামনে। বাগান উন্নত করে আঘাত নেওয়া। মুখের গিয়ে নিয়ে গিয়ে সরল ধরা গেল। খুঁটিটা দিয়ে কামড় ধরলে। থাক তেমন কঠিন ঠেকল না ইস্পাত টা। কেন, বুঝতে পারল না রানা। খুঁটি ছড়া দিয়ে ডান হাত রাখা ও পাশের পাখার উপর আঘাত আছে। তারপর ডান হাতে পাখার গায়ে চাপ দিয়ে বা হাত ছুঁড়ে দিল মাথার উপরের খুঁটির দিকে, সেই অঞ্চলে ছড়া দিল কমড় ধরা খুঁটিটা। হাতের আঘাত খুঁটিটা গায়ে চোখের মুখ বন্ধ করল ও, চোখের পালকে দেয়ালে টাঙ্গোন লয়া ক্যানেলারের মত সটান বুলে পড়ে শরীরে।

বরফ আর পাখার গায়ে দেঁতে আছে নাক-মুখ। বার করে সশস্ত্র দিয়েছে রানা। জিতে যাবার আশা মাথা তুললে বুকের ভিতর। বরফের গায়ের সাথে সাটিয়ে ডান পা তুলতে শুরু করল ও। যেটার উপর ইটু বেঁধেছিল সেটায় ঠেকা পাশেরঞ্চল।

খুঁটিটির উপর পাখারের দিয়ে দাঁড়াল রানা। বা দিকে দেখা যাচ্ছে ইস্পাতের সহায়, উঁচু গেছে আরও উপরে। খুঁটি আর সহায়ের পার্থক্যবিশেষ ধরতে পাল্লাও। খুঁটি গায়ে বন্ধ করের পাতলা কলান, তার নিচে ইস্পাত নয়, চামড়ার আকস্মিক। ইস্পাতকে মুড়ে রেখেছে চারদিক থেকে। খুঁটিটলোর গায়ের চামড়ার এই কেলে পরীক্ষা রেখে সেখানে স্থিতিস্থাপন, রানার এ যাত্রা বেঁচে যাবার একমাত্র করা ওই চামড়ার খোলাটাই। কৃত্রিমতায় ছেয়ে গেল রানার মন। অভুত ঠাও খুঁটিটলোর কোন কুঁই করতে পারেনি, কিন্তু উম্মূখ বলে হুঁটিটকে উড়িয়ে দিয়েছে চুক্ত করে।

খুলে থাকা পাখাটার উঁচু পেটেতে পাশ কাটিয়ে এবার উঁচু যেতে শুরু করল ও। পা রাখতে আর কোন আসলিই হচ্ছে না। কাপালের ঘাম জমতে সহ্য পাচ্ছে না। বরফের কণায় হচ্ছে বেরোবার ক্ষেপ সাথে সাথে। মিনিটের দিকে কোন দিকে যাত্রা খানি দিয়েছিল না রানা। তারপর উঁচুতে শুরু করল অবার। খুঁটিটলো এখন আর সকলরূপেই নেই, তির্ক একটা ভাইতে উঁচু গেছে। মিনিট দুরের পরই ছোট একটা উপত্যকার কিনারায় হাত ঠেকল ও। নিজের দিকে থাকিয়ে কাটতে দেখতে পেল না রানা। পাখার খুলে এটা দেখা অনিচে হচ্ছে দৃষ্টি। উপরকার থেকে উঁচু গেছে একটা পথ আবার, চূড়া পর্যন্ত। পাচ্ছে ফিট পর্যন্ত পরিসর দেখে যাচ্ছে। দেখতে না পেলেও গলাধারির হাত-ডাক কানে আসছে ওর। চেষ্টা করল।
পাল্টা হাড় ছেড়ে জবাব দিতে, কিন্তু চেষ্টাই করে, বৌছান না আওঁজ নিষি পর্যন্ত। শরুরকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখা হাওয়া অনাদিক। মিনিট পানোর মত চিত হয়ে ওয়ে বিশ্লেষ নিন্দা রাণা। তারপর চালু পথ বেরে উঠে গেল ও, টেনে তুলল নিজেকে চূড়ার উপর।

কিন্তু থেকে পক্ষাশ গজ দুরে, নায় সমতল একটা পথের শেষ মাথায়, কাঠের ঘরটা দিকে আছে একদিকে কাঠ হয়।

বেশ বড় ঘর, পানরা জন লোকের অনায়াসে ধরতে পারে। পাশেই অতিরিক্ত দুটা আলাদা ঘর, একই চালের নিচে। কাঠের হলেও, চারকানায় চারটা আর ধানিক পর পর প্রত্যেক দেয়ালের সাথে তিনটে করে ইম্পার্টের মোটা পিলার পাখরের গাথা। দোহরাটার কেরেও ইম্পার্টের। সামনেই একটা লোহার ফ্লাগস্টাফ। মাঝখান থেকে মচ্ছে গেছে, মাঝখান নুয়ে পড়েছে পাথরের উপর। পাকা বা দড়ির কোন চিত পর্যন্ত বাক্সি বাক্সি।

অনুমান করা যায় কেউ নিসই দোহরাটার ভিতর, তবু নেক সন লুদ্ধরাটা কাছে ধরকে তাল হত বলে মণ হলো রামায়। রোডারহালেটের দিকে দীর্ঘ পালে এগোল ও, জানালা নেই বলে ঘরটাকে আরও গতীর নির্দেশ দেখাছে। পিছনেই বিদ্বেষ বিদান নিসটেনে পালিয়ে। সমস্তের দরজাটাকে ভরে রেখেছে চারটি বড় বড় ব্লাইডিং ব্লাইড। তালা নেই। বেল্টিউলাউয়ালা কালো ঘিড় চকচক করছে। বোট চেলে সরিয়ে দিয়ে কবাটে ধাঁকো দরজা খুলল ও। তিন্তের আঁধার অন্ধকার।

মানুষের লাশের ভেতর উঠল ওর মনের পর্যায়। দু’একটা থাকা বিচিত্র নয়। ফার্মেন্স আইন্টে সাজে জেনম কার্স রস আঘাতের চলিয়া সালে দেখতে পেয়েছিল একটা লাশ, মানে পড়ে শেলওয়ালার হাতে ধরায় ছিল একটা বোটল, দু’চোখে স্বর্ণ আতঙ্ক, একটা বিরাট পাখের ছাপ তার কাছে এসে থেকেছে।

মাথা থেকে বেড়ে ফেলল রানা ভয়া। পার বাড়িয়ে তিতের চুকলে ও। পরিদৃষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিছুই। অতুল একটা গদ্দ শেল ও নাকে। ঠাও বরফ মত।

চারিদিকের দেয়ালে বরফের স্তর জমে আছে। প্রথম ঘরটার মাঝখানে বড় একটা স্টেড শেল রানা, পাশেই থাকের সাথে বুলে একটা নোটিশ বোত। তাদের দেখা:

'এই রোডারহালেট পথ হারানো নামুকের জন্যে। এখানে খাবার, কাপড়, পাণ্ড এবং আরও সব প্রয়োগী জিনিস পিছনের ওদম সংরক্ষণ করা হল। দয়া করে ব্যবহার করার পর যা বাচে আগের মত যাত করে রেখে যাবেন।'

বাকি দুটা ঘরেও চুকলে রানা। দুদমর্গীয় ঢোকার সময় মাথা নিষি করতে হলো ওকে। ইম্পার্টের পাত দিয়ে মোড়া একটা কাঠের বাঁশের পিঢ়ো বাগ, কশল, কেরোলিন ল্যাম্প দেখল। নিসটেনে প্রথমে চেয়েছিলেন বেড়ে একটা ওয়েডার-স্টেশন স্থাপন করবেন, কিন্তু ইম্পোর্ট তিনি তাগ করেন এখানকার এই বুনো পরিবেশ দেখে।

একটা রাকে ঘিড় মাঝারো আইন-আখ্রে, পিটন, স্ব এবং পুরুষনো আমলের ভেতর হাঁটুনো দেখল রানা। গৃহ্যকর্তা হাঁটুনোর সাথে একটা কোন ছড়ি কুল্লী। আলাদা দড়ি পাওয়া শেল আরেক রাকে, সর্বমোট দু’হাজার ফিটের মত লম্বা হবে।

বিদায় রানা-৩

১৯৯
অনুমান করলো।

দড়ি, চারটে আইস-অ্যাক্স, একটা সেরাইনের আর কয়েকটা পিতন নিয়ে দোচালা থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্রথম কাজ দলের বাকি সবাইকে উপরে রাখা। মুটি গেছে একটা মই তৈরি করা যাবে পরে, আপাতত দড়ির সাহায্যেই উঠতে হবে সবাইকে।

কিন্তু দড়িয়ে সাগরের ক্যাচাগুলোকে দেখল রানা। আরওলোর কাছ থেকে দুরে সরে গেছে ক্রোজেট। যদিও দৃষ্টিতে চেয়ে রানি ও। ক্রোজেট মূত করেছে কিনা বুঝতে পারছে না এতদূর থেকে। গলাহর্ড হলে ধরতে পারে ব্যাপারটা। রানা ও ধুলো দেখতে পাছে আরওলোর চেয়ে ক্রোজেট বরফের দিকে বেশি এগিয়ে আছে।

এই নভেম্বর একটা জিনিস চোখে পড়ল ওর। একটা ছুইলের এদিক ওদিক ছুটে যাওয়া সেলাকের মত কয়েকটা ওপেন-ওয়াটার প্যানেজ বরফের মাঝখানে দিয়ে পথ করে নিয়ে জুভেটের উত্তর-পূর্ব দিকে। জাহাজ হয়তো চুকতে বা বেরুতে পারবে না, কিন্তু একটা হোলের বাস্তবে বেরিয়ে যেতে পারবে।

কুঁকে পড়ে নিচে দিকে তাকাল রানা। পাহাড়ের ফোলা পেট অনেক নিচে। পাথরের উপর একটা ফাটলের নিচে হাপুনটা চুকিয়ে আটকে নিল ও। দড়ির একটা প্রতি বীতে তা সাথে।

নামকত, নামকত পাহাড়ের গায়ের সাথে লেটে থাকা বিশাল বাল্যের মত পাথরের পিঠে পৌঁছা রানা। ওর ডাকে অনন্দে অধীর গলায় সাড়া দিল গলাহর্ড। আরও খানিক নামকত রানা। দড়ি বেঁধে আইস-অ্যাক্স ধরিয়ে দিল গলাহর্ড়ের হাত। তারপর চূড়ায় ফিরে এল।

আইস-অ্যাক্স দিয়ে দুটিগুলোকে পুরোপুরি মুখ করে ফেলল গলাহর্ড বরফের মোড়ক থেকে। পনেরো মিনিট পর রানার পাশে চলে এল সে। ক্যাচারের বরফ বৃষ্টি ঘনত্বে নে রানার কাপানে। হাসছে একরিশ পাটি দীঘি বের করে। 'রানা, ভিয়ার বয়া!' আনন্দে উত্তেজনায় কেপে গেল তার কর্ষ। চুলতে দেখে হেঁটেছিলাম, হারানাম বুঝে এখানে। বাঁচিয়েছে কে জানে? সেই ছোট পাখিটা, সুর্খি ওয়ান্ডরের আঁধা। আর ওই মেয়েটার ভালবাসানা।'

সাগরের ভেতারিক উপরে উঠেছি প্রথম জানতে চাইল, 'ওটাই দিপো? রেনি। বেশ।

পিওরোকে আগের মতই আচর্য রকম ফ্যাকাসে দেখল রানা। ওয়াল্টারের দিশেহোরার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওর তিনজন এক সাথে এগোল কাঠের ঘরটার দিকে। গলাহর্ড অনুসরণ করতে মেয়ের দিকে তার কাছে হাত রাখল রানা।

'ক্যাচাগুলোর দিকে তাকাও একবার,' বলল ও। 'বিনিক্উলার ফেলে এসেছি ফ্যাকাস শেষে দুরের কিছু দেখতে পাওয়া না। ক্রোজেটকে চিনতে পারবে তুমি। কান্না রঙ আছে ওটার ডেকে। আমার যেন মনে হচ্ছে বরফের সাথে লাগতে চাইছে ক্রোজেট।'

কিন্তু দড়িয়ে সাগরের দূর প্রায়ো তাকাল গলাহর্ড। অনেক, অনেককা চেয়ে রানি ও। রূপধর্মে অপেক্ষা করছে রানা। চেয়ে আছে ও গলাহর্ডের মুখের

২০০

বিদায় রানা-৩
দিকে।

'আচর্য হবার কিছু নেই এতে, এক সময় বলল গল্পহারি। অরোরা যা করেছিল, কোনো একটা লেগে থােকে। একটা স্ট্রি প্ল্যাটফর্ম দরকার ওরের, যতদূর মনে হচ্ছে। একটা আইসবারের সাথে বীধা হচ্ছে আহাজাটাকে।'

'তুমি বলতে চাইছ?'

'তাছাড়া আর কে কারণে স্ট্রি প্ল্যাটফর্ম দরকার?' জিজ্ঞেস করল গল্পহারি।

'রেবেকা টেক-অফ করতে যাচ্ছে 'ক্লার্ন নিয়ে।'

'না!' প্যাথ চিত্রকার বরিয়ে এল রানার গলা চিরে। 'মাই গড, আস্বাহত্যা করতে চাইছে ও।'

পীর্চ

অসুরবে সত্বর করার চেষ্টা একবার করবে রেবেকা, এ সন্ধ্যে আগেই করেছিল রানা। দিগন্তের দক্ষিণ পাইছ একটা অলঙ্কারিক পরিষ্কার দেখে গল্পহারি হয়ে উঠল ও।

কয়েক হাজার মাইলের মধ্যে একমাত্র বড়কাটু উজ্জী মাথা তুলে আছে। এর গায়ে কি তীর্থার ছড় আঘাত হানতে আসছে করনা করতে গিয়ে শিউরে উঠল ও।

'সাইন্যাল পাঠিয়ে নিষেধ করতে হবে ওকে,' বলল রানা। 'ওই ঘরে নিচ্ছই ইমারতির দ্রোয়ের আছে।'

'রানা! ওই দেখো!'

দেখল রানার, কমলা বরের ঠিক উপরেই আলোর মুদ্দ বলক। বুঝতে অসুবিধে হলো না, 'ক্লার্নের রোটার যুরতে শুরু করেছে।'

'কুইক' বলল রানা। 'কাছাকাছি আসতে দেয়া যাবে না ওকে।' হাত বাড়িয়ে কাড়েব ঘরের শিশুর ক্রমশ উঠে যাওয়া হিমবাহ দেখাল ও।

ঘরটার দিকে ছুটল ওরা। স্টেন্টরকম সার গ্রেডারিক ও ওয়াল্টার জিনিসপত্ত চেক করছিল। স্তার তস্ত স্বল্প দেখাচ্ছে সার গ্রেডারিককে। পিরো! সামনের ঘরটার বাকে স্টেট জ্যাবার চেষ্টা করছে।

'ফ্রেয়ার আছে এখানে?

এক নিম্নে সকল সর্বস্ত উবে গেল সার গ্রেডারিকের মুখ থেকে। তীক্ষ চোখে দেখল রানাকে। 'থোর্স্টিয়ামার?'

'না,' বলল রানা। 'ক্লার্নের নিয়ে আসতে চাইছে রেবেকা। বড়কাটু 'ক্লার্ন নিয়ে আসতে চেষ্টা করা মানে মুহুর। সাইন্যাল পাঠিয়ে বারণ করতে চাই ওকে আমি।'

নিশ্চেষ্ট উঠে দাড়াল সার গ্রেডারিক। পিছিয়ে গেল কয়েক পা, ওরের দিক থেকে দৃশি সরিয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল একটা হার্পুন। নিজের মাথার উপর তুলাম সে দেখা অস্ত্রা; 'ওয়াল্টার! এদিকে! তুমি জানো, এই হার্পুন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। রানা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকো তোমরা। কাউকে
সিগনাল দেবার কোনও দরকার নেই, বুঝতে পারছে?

'কিন্তু রেলেকা...

'রেলেকা! রেলেকা!' রানাকে তেঙঘাল সার ফ্লেডরিক। 'রেলেকা একা আসছে তেঙঘে, আমার বলিক্ষায় জাহাজ বা ম্যাট নিয়ে আসতে পারবে না ওরা। তাই আসছে কঠিন নিয়ে। কিন্তু আমি তো আর ফ্লেডরিক হতে চাই না।

'ফ্লেডরিক হবার ভয়ে নিজের মেয়েকে মরতে দেবে তুমি?'

'পাইলট হিসেবে সারা পুরুষীতে রেলেকার জুড়ি নেই।' বলল সার ফ্লেডরিক। 'ওর কথা তো তামাকে দুর্দশা করতে হবে না। নিজেকে সে কথা করতে জানে।'

'বেভেরে আলাওয়াকে চ্যানেল করতে পারে এমন পাইলট জন্মানি। বলল রানাও। মাথা ঠাড়া করে চিতা করে, ফ্লেডরিক। রেলেকা মরতে যাচ্ছে, তিনি মি. ফর গডস সেকে।'

রানাকে আরেকটা হার্পণ টেনে নিল ওয়াল্টার। সাউদার্ন ও শেখনের সবচেয়ে নিপুণ হার্পণের সে, রেইডার বললে কথাটা স্বীকার করতে গোনেছে রানাও।

কাঠের বাজকোলার দিকে পা বাড়াল ও। ওয়াল্টার নড়ে উঠল কখন, দেখতেই পেল না। হার্পণের তীক্ষ মাথাটা রানার মুখের কাছ থেকে তিন ইঞ্জি দুরে কাঠের দেয়ালে দেখে গেল। বলল করে তাকাতেই রানা দেখল, দাত বেরিয়ে পড়েছে ওয়াল্টারের—হাসছে নিঃশব্দে।

গলহার্ডির মুখ থমথম করছে। কিন্তু মাথা ফ্লেডরিক প্রশংসার চোখে চেয়ে আছে ওয়াল্টারের দিকে। ধীরত থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানাও, ওয়াল্টারের নেপুটা মুখতের জন্য হলেও আচ্ছা দিয়ে গেছে ওরে।

'বিনকিউলার দিয়ে হিপাসিয়া নিচ্ছই দেখেছে আমাদের ওপরে উঠুতে,' বলল গলহার্ডি। 'তারা জানে আমার এখানে আছি, এই ঘরটার ভেতর।'

'এবং তাদের কাছে অন্ত্র আছে, কথাটা তুলে যেয়ো না, ফ্লেডরিক,' বলল রানাও।

হাসছে গুরু করল সার ফ্লেডরিক। বলল, 'এই ঘরটা কোথায় ও জানালা নেই। নাকি আছে, রানা? জানালা আছে, গলহার্ডি?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না সে। 'এই ঘর থেকে কেউ নড়ে না—বুঝেছ? ওয়াল্টার—' আবার শব্দ করে হাসল সে। 'আচ্ছা, মজা করার জন্যে সাধারণ অন্ত্র বাদ দিয়ে হার্পণ বায়োহাইডের করলে কেমন হয়?'

কথা বলল না কেউ। খানিরপর নিঃকুঠিতা বাঙল ওয়াল্টার।

'পুরু মজা হয়, মাইরি।'

'সামনের দরজা খোলাই থাকবে,' বলল চলল সার ফ্লেডরিক। 'মাথায় ওপর হেলিকোপ্টার এলে আমরা শুনতে পাব। নিচু দিয়ে উড়ে আসবে রেলেকা, আমার ধারণা। তবে, গোটা বীটা একবার না দেখে লাড় করবে বলে মনে হয় না। রেইডার বুলাই থাকবে কাছপিটে, কোন সন্দেহ নেই আমার। পিপল থাকবে তার কাছেই। তা থাকে, সে তাও আর আগ্রাহে জানছে না যে হার্পণ গাছা হবে তার বুকে। নির্মা কালোকাল লোককে পিপল দেখিয়ে নত করতে আসছে সেসব...'
মাথা সমান উঠতে হারিন তুলে ধরল ওয়াল্টার। ছুড়ে দিল সেটা রানার বুকের দিকে। 'মাই গড! আই লাইক ইট! আই লাইক ইট! সার ফ্রেডারিক, ব্যাপারটা তার পছন্দ হয়েছে আমার।' শেষ মুহূর্তে ছোড়েনি সে, ছোড়ের ভঙ্গিটা নকল করেছে মাত্র।

'গোনো, ফ্রেডারিক,' বলল রানা। 'তোমার হাতে ইতিমধ্যেই রক্ত লেগেছে। পরিস্থিতি আরও জটিল করতে চাইছ তুমি। তুমি তুলে যাচ্ছ থোর্স্টায়ারের কথা। ছেন্ট্রিয়ার আসবেই, সময়ের ব্যাপার মাত্র। দীপের কাছে না এসেও তার ডেক থেকে শেল ছুড়ে এই লট্টাকে উড়িয়ে দিতে পারে সে, যদি চায়।''

'যদি চায়, পারে,' বলল সার ফ্রেডারিক। 'হয়তো চাইবেও। কিন্তু সে যখন চাইবে অমারা তখন এখানে থাকব না। ততক্ষণে আমারা হোয়েল বেটি নিয়ে থম্পসন আইল্যাডে পৌঁছে যাবি।'

'তুমি ইতেম করলে হোয়েল বেটি নিয়ে কেপ টাউনে যেতে পারে,' বাঙ্গ করে বলল রানা। 'মাত্র থোর্স্ট্রার মাইল উন্মুক্ত সাগর পাড়ি দিতে হবে তোমাকে।' উদ্যোক্তি হয়ে গড়ল রানা ঘঠিং করে। 'থম্পসন আইল্যাডে ঘাড় যাবে? থম্পসন আইল্যাডে কোথায়, ভানো তুমি?'

'নোরিশের চার্টে দেখানো হয়েছে, কোথায়। ওসুর পুরানো পদ। নতুন করে ভাততে চাই না আমি।' বলল সার ফ্রেডারিক। 'ঠাঁচ নরম করল তালা, তাকাল গলার্ডিটের দিকে, হাসল পরম বুকুর মত।' 'গলার্ডিট, তোমার কি যে? তোমার হোয়েলের বেটি নাকি সত্যি তারি কাজের। পারবে কেপ টাউন অব নিয়ে?

'কৌশলটা কাজে লেগে গেল। মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠল গলার্ডিট। হোয়েলের বোটের প্রস্তুতি উঠতে মনে কোন অভাই নেই তার।' সত্বে চুক্তরের সাথে লড়ার জন্য একটা হাফ ডেক তৈরি করে নিতে হবে বোটে, তাহলেই সত্বে। শ্যাকেটন সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁছেছিলেন সাতশো পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দিয়ে সাধারণ একটা বোট নিয়ে…

'ধোকার মত কথা বলো না,' ধমক মেরে গলার্ডিটকে থামিয়ে দিল রান।

'ফ্রেডারিক…'

এমনি সময়ে সকলের কানে চুক্ত বোটের আওয়াজ।

'কারমা!' ছুকার ছাড়ল সার ফ্রেডারিক। 'ইধার আও। শুনতা হয় বেঁকুন্নকা বাঁচ্ছ। ইধার আও।'

স্টোরমে ঢুকে পিচাই থম্পসন দাঁড়াল। ওয়াল্টারের হাতে হারিন দেখে চোখ পিট পিট করল সে খানিক, ঠোটে একটা প্রথম ঝুলছে, কিন্তু তা বেরুবার আশেই মাথার উপর চলে এন হেলিকপ্টার। চাতের ঘরটাকে কঁপিয়ে দিচ্ছে রোত্রের প্রচু শক্ত। খানিকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দূরে সের মেটে লাগল শব্দটা, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল, এবার সাগরের দিক থেকে।

মাথার উপর ঝুলছে আওয়াজটা। শীতের সূর বদলে গেল। নামছে রেবেকা।

রেবেকা একাকি। নাকি বুলে আছে তার সাথে? শক্ত হয়ে উঠল ওয়াল্টারের খাড়া শব্দটা, পরমুহূর্তে ছুটল সে। স্টোরমের দরজা তখন পেরিয়ে যানি সে,

বিদায় রানা-৩
গলহার্ডির দিকে আড়чатে তাকান রানান।

ওয়াল্টার চলে যাওয়ায় সায়ার ফ্লেডারিককে কাবু করা সহজ, হার্পুন তার হাত থাকলেও। আর পিছা তো নিরন্থন-বোমার চাইল গলহার্ডকে রানার চোখচুল্লি হোলো ওয়াল্টার। পর্যালো বিদ্রুপে ছুটে সায়ার ফ্লেডারিকের উপর পড়ে গলহার্ডি, তিনিয়ে নিল সে হার্পুনটা বৃদ্ধি বৃদ্ধির হাত থেকে। রাক্ষী থেকে একটা আইন-আয়ত্ত তুনে নিয়ে ওয়াল্টারের পিছু পিছু দরজা টপকে টাংসরফ থেকে বেরিয়ে গেল রানান।

বাইরের ঘরে বেরিয়ে রানার দেখলেও ওয়াল্টার ছুটে মায়ার ভিত্তে মাধ্যম উপর হার্পুন তুলে দাঁড়ায়ে আছে। হেলিকোপ্টারটা মাটি থেকে পানেরা ফিট উপরে বুলড়ে ঘরের সামনে, একটি তেরাস ভাবে দরজার দিকে তাক করা নাক্তা। নেমে গেছে বুল। কেবিনের দরজা খোলা রয়েছে, দরজা থেকে কেয়েক ফুট বাইরে ফ্লে বায়ুহানো ছবির মত মাটিতে দাঁড়ায়ে রয়েছে রেইনার বুল, হাতে বেরিয়ে।

হার্পুন ছুড়ল ওয়াল্টার। পিকম্পের আওয়াজও প্রায় একই সময়ে শোনা গেল। কিন্তু মাটিতে ভাইভ দিয়ে গড়িয়ে চলে গেছে ইতোমধ্যে ওয়াল্টার লাইন অত ফায়রের সামনে থেকে।

তীব্রভাবে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যে বিদ্য হতে মায়ার হার্পুন, হাতে কন্ট্রার নামে কয়েক ফিট। হতে পারে রেবেকা দেখতে পেয়েছিল হার্পুনটাকে, আরবা বাটাল কন্ট্রারকে নামান। দড়ির নেজসহ হার্পুনটা ছুটে গেল ঠিকই কিন্তু বার্ষ হলো বুলকে গাথতে। হার্পুনের কোলের মাথা আর ঘাড় ঘূর্ণায়মান রোটের গিয়ে ধাক্কা মারল। হার্পুনের লেজের মত লম্বা দড়িটা কেবিনের দরজায় সাথে বাড়ি খেল। রোটের রেলে ভাগার প্রচুর শব্দ দুর্কল কানে। পরের ঘটনাগুলো চোখের পলকে ঘটল। বুল পিকলা ছুড়ছে এলাপাতাড়ি, পরমহৃদয়ে রানার দেখতে পেল ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুটাহীন বুল, হার্পুনের লেজটা নির্পুন কয়েদায় এলাকার কাছ থেকে দড়ি আলাদা করে দিয়েছে। মুটাকে কেনাও পড়তে দেখল না রানাও। রোটের রেলের উপর পড়ে সেটা কয়েক হাজার টাকা হয়ে গেছে এক নিমিটে। কবর্দ বুল সংকীর্ণত হতে দাঁড়িয়ে আছে তখনও দরজা উপর। 'কন্ট্রার আবার কফুট নামে নিচে, এবার মুখ খুবঠা পড়ল লাশটা। পিকম্প পড়ল আগে, ঠিক যেখানটাতে মাথা থাকার কথা।

ছয়

কন্ট্রারটা, সেই সাথে রেবেকা শেষ হয়ে যাচ্ছে চোখের সাজান। কাত হয়ে গেছে যন্ত্র। একটা মোটামুটিতে রেটার মাধ্যম থেকে বের গেছে, ঘুরছে এখনও আপন। মাটির সাথে ঠেকেই 'কন্ট্রারকে উল্টে ফির। নাক মাটিতে রেবে খাড়া হয়ে দাঁড়াল যন্ত্র। তারপর থীরে সুখে আছাড় খেলে দুরে গিয়ে।

ধাপস্থতের দিকে দৌড়ুল রানান। পার্সেলকের ওদিকে, কন্ট্রারের উপর সুখ

২০৪

বিদায় রানান-৩
ধৃত পড়ে আছে বাখের চামড়াটী। রেবেকাকে দেখা যাচ্ছে না। আইসে-আক্র নিয়ে জানালা তেঁতু তিতের দুর্বল রানা। শটল বক্ষ করে দীর্ঘ বাখের চামড়া দিয়ে মেঝের আলাদা দীর্ঘতা দূরীতে তুলে নিল ও। আনন ধরায় আগে রেবেকাকে নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সেফটি বেলের কথা মনেই পড়ল না। ঘুরতে গিয়ে টাঙ্গাব পড়াই থাকতে হলো ওকে। বেঁটি খোলার জন্যে রেবেকাকে নামাটে হলো আবার ভর্তৃনীতের উপর।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সায়ে ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার। পিঞ্জা এবং গলাহর্ড।

ওয়াল্টারের তালতে খেলনার মত দেখেছে বেরোটাকে, সেটা লুকচে নে শুনে ঘুরে দিয়ে। দলার্তী পিচে পড়ে আছে বুলের ধড়।

রেবেকাকে বুকে করে নিয়ে ওদের সামনে তামাল রানা। 'স্টোভটা জ্বালাও,' পিঞ্জাকে বলল সে। 'আয়ত মারাত্মক কিনা বুঝতে পারছি না ঠিক।'

সায়ে ফ্রেডারিক প্রতিক্রিয়াহীন। 'দেখে তো মন হচ্ছে না নিয়মায় কিছু!'

'ইউ কেফ রাইডেড...' এক করল রানা。

কিস্ত তাকে থামিয়ে দিল সায়ে ফ্রেডারিক। 'ওয়াল্টার!' বলল হম্ফরিক সূরে।

তোমার হাতের বেতিকে ওখ লোফালফি খেলার জন্যে নয়, দরকার মনে করলে যো ব্যাবহার করতে হবে। ঢালাও অতের দিয়ে রাখিয়ে তোমাকে, রানা বা গলাহর্ড

খুব কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা করে, আঁধার করে দেবে তুমি ওদের বুক।

'সায়ে ফ্রেডারিক?' পিঞ্জা উত্তর দিল। 'হেলিকোপ্টারে একটা রেডিও আছে।

গিয়ে দেখে আমি আমি উদ্ধার করা যায় কিনা?'

'দাঁড়াও,' উভয়ে বলল সায়ে ফ্রেডারিক। 'আত্ম এখনও থাক ধরেনি, আর ধরিয়ে বলে মনে হয় না, এত বাড় হবার কিছু নেই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বুলের লাশের সামানে গিয়ে দাঁড়াল সে। ডানার পায়ের বুটের জঙ্গি দিয়ে চেলা মেরে লাশটাকে উল্টে দিল। মৃদু মৃদু হাঁসে ঠেঁট টিপে।

'গলাহর্ড!' সায়ে ফ্রেডারিকের সাথে গলাহর্ডের উপর ঝাড়েল রানা। 'তুমি জানলেও রানার দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করছ স্টোভটা জ্বালাবে যুব জানতে চাই আমি।'

দাঁত বের করে আপন মনে হাঁসে সায়ে ফ্রেডারিক। রানার গলাগাল তাকে

উত্তর দিলে পারেনি। 'জানালাতে কিনামা নিয়ে গিয়ে ঘুরে ফেলে একান্ত নিচে,' ওয়াল্টারকে বলল সে। নাও, পিঞ্জার তত্ত্বক আমার হাতে থাকে।

'ইতসুত্ত করছে ওয়াল্টার! সায়ে ফ্রেডারিক তার দিকে হাত বাড়াতে এক পা পিছিয়ে গেল সে। 'ফেলে দেব নিচে?'

'ফেলে দেব নিচে। তেজ়স সায়ে ফ্রেডারিক। 'তা নয় তো কি রোস্ট করে খানে? যাও, তাড়াহুড়ো করো।'

নাও না ওয়াল্টার।

'কি হলো? দাঁড়িয়েই আছে কিসের অপেক্ষায়?'

এদিক ওদিক মাথা হোলাল ওয়াল্টার। 'না। প্রার্থনা ইত্যাদির ব্যবসা কিছু একটা করতে হবে। কাটান্ট হয়তো পারবেন প্রার্থনা।'

'ক্রিস্ট!' ফেটে পড়ল সায়ে ফ্রেডারিক। 'তুমি, ওয়াল্টার? একজন কাচার

বিদায় রানা-৩

২০৫
স্কিপার? তোমার মুখ থেকে কথা থাকিল আমি! প্রার্থনা! হোয়েল প্রার্থনা! এসব কেউ বিষ্ণুর করে আজকেই?

ওয়ায়টার মুখ করে বলল, 'ওই অবস্থা যদি আমার হত?

'ভুলে যাও। রায় ঘোষণার সুরে বলল সায়র ফ্রেডারিক। আসি এখানে উপস্থিত থাকতে কোন প্রার্থনা আওড়ানো চানবে না।

ওয়ায়টার পরাজেশনে নিয়ে জিজ্ঞাসা কাজটি করতে তা দেখার জন্য ওয়ানে আর দাঁড়ানো রান। রেকেকারে নিয়ে ভিড়ের চুকল ও। গলাহার্ডি ক্ষঞ্জন বের করে দিতে তাদের জিজ্ঞের নিজ অঞ্চল দেহী । খাসপ্রশাসন ঠিকটাকে চলে। হাত দিয়ে হাতনে অক্টো পোড়া পোড়া পোড়া পোড়া রাহাও। গলাহার্ডির সাথে একমত হলে সেঃ ধটনায় ভয়ানক চাকু কল জান হারিয়েছে রেবেকা—আঘাত পেয়ে নয়।

শুটারম থেকে কাঠে একে আওন জুলাল গলাহার্ডি। শুটার আগেই ধরিয়েছে। 'দেয়ালের বরফ গলে করেক ঘটা সময় নেবে,' বলল সে।

প্রথম মিনিটের মাধ্যমে চোখে মেলাল রেবেকা।

'রেবেকা!' অক্সিটে ডাকল রান। রেবেকার প্রতিক্রিয়া বিস্মিত হত হলো ওকে।

ফুড় উঠে বসে দুহাত দিয়ে রানার গলা পোঁচিয়ে ধরে ফুধিয়ে উঠল সে।

'রানা! মাই ডারলিং! মাই ডারলিং!

তাহাত দিয়ে ধরে রেখেছে রানা রেবেকাকে। মুদু ধাকা দিয়ে নিয়ে নিজেকে মুক্ত করে একটু পিছিয়ে গেল সে হঠাৎ। 'মিনিকিউরটা কোথায়?' জানতে চাইল রেবেকা।

'ফ্যাক্টরি শিপ থেকে এসেছি ওটা।'

'জানি,' বলল রানা। 'তোমার গলায় বুলতাষ, নামিমে রেখেছি।'

'আমার কাপার, রানা? আজন ধরেছে?'

'না, তা বিনয়, তবে আর কখনও উড়তে পারবে না সে।' সংক্ষেপে বুলের সুরুতা সন্ত্রাস দিল রানা।

ফ্যাক্টরি হয়ে গেল রেবেকার মুখ। 'তার মানে এই ঘুের থেকে কোথাও যেতে পারব না আমরা।'

'না, দামরার চোকাঠ টকে আপনার দিন সায়র ফ্রেডারিক মেয়েকে। 'যেতে আমার পারব, ঘুের ছেড়ে খুব তাড়াতাড়াড়ি চলে যাব। 'কাপারের কথা যদি জিজ্ঞেস করা, না, ওটা আর উড়তে পারবে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু পুরোটা না হলেও, ওটার অংশবিন্যাস, যাবে আমাদের সাথে।'

রেবেকা হাতে তোলে দুকুল ওয়ায়টার।

'নতুন কোন পাস্কিমি মাথায় এসেছে?' জানতে চাইল রানা গ্রন্থীর গলায়।

'একটা কথা পরিস্কার জেনে নাও, রানা,' বলল সায়র ফ্রেডারিক। 'খ্যাত আইল্যান্ডে আমি যাচ্ছি। যাচ্ছি গলাহার্ডির ওই হোয়েল বোট নিয়েই। সাথে বাচ্চা তুমি—আমরা সবাই যাচ্ছি, মেটিক্ষায়। নেভিগেশনের জন্যে তোমাকে আমার প্রয়োজন। আর গলাহার্ডির দক্ষ বোট চালায় জোন।'

গলাহার্ডি ফিরল শুটারম থেকে।

'গলাহার্ডি,' বলল সায়র ফ্রেডারিক। 'তোমার হোয়েল বোটে হাফ-ডেক

২০৬ বিদায় রানা-৩
জোড়ার জন্য মালমশলা পাওয়া গেছে। রাজ্যের আলুমিনিয়াম রয়েছে এখন আমাদের হাতে। কতকগুলো আমাদের সময় লাগবে তোমার, বলো দেখি?’

কাঠ নামিয়ে রেখে সরক্ষণের জন্যে বাতার দিকে স্বাভাবিক গলাহার্ডিটি। ‘একদিন, সময়ত। আবহাওয়া খারাপ থাকলে দূর্দিন, খুব খারাপ থাকলে কতদিন জানি না। আলুমিনিয়াম তেঁনের নিমিত্তে নিয়ে যেতে হবে, বড় সহজ হবে না কাজটা।’

দু’চোখ ভরা অবিশ্বাস রেখেছিল। ‘তালিতা!’ মুদু অথচ দুর্দিন গলায় সে বলল।

’ওদু তোমার জন্যে আমাদের সকলকে এত দুর্দশা পোহাতে হচ্ছে! থম্পসন আইলিয়ডের ভূত তুমি এবার যাড় থেকে নামাও। থম্পসন আইলিয়ড দিয়ে কি হবে, প্রাণ যদি হারাতে হয়? আমরা ফিরে যেতে চাই নিরাপদ আশ্রয়ে।’

আলুমিনিয়াম ফেটে পড়ল সার ফ্রেডারিক! কোটারের রেডিও হাতে নিয়ে এই সময় ঘরে দুকল পিও। ‘তচ্ছু, পিও, আমার মেয়ে কি চাইছে? নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাইছে। বলি নিরাপদের কিছুটা ঘটেছে কোথায়, আমি? এখান থেকে মাত্র পয়তাত্ত্বিক মাইল দূরে থম্পসন আইলিয়ড, তা না? নিরাপদে যদি হাজার হাজার মাইল পড়ি দিয়ে আসে পরি, এই পয়তাত্ত্বিক মাইল না পারার কি আছে? আর অভাবে দেখচে কোথায়, নাই আমার শিক্ষিত মানুষ, সাথে রয়েছে টিনের খাবার, লুক রয়েছে তাদের পরিবর্তনের অমালিয়ে এসব কিংবা সুবর্ণ নয়, মিস রেকেরা সাউনা?’ নিজের মেয়েকে ব্যাঙাজুর ভগিনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। পর মুরুটে থেকে উচ্ছ বলল, ’থম্পসন আইলিয়ডের এত কাছে আগে কখনও আসিনি। এত কাছে এসে সেখানে ফিরে যেতে হলে আত্মহত্যা করা আমি।’

চাকুরি করে নিয়েছিল রেখেছিল। বুঝে পারছে, কিছুতেই কিছু হবে না, বাপ তার যাবেই, অক্ষত চেষ্টা করলে থম্পসন আইলিয়ডে যেতে।

বান ভাবছে ঢিক আছে, না হয় রওনা হওয়া গেল বোট নিয়ে, কিংবা ফ্রেডারিক যখন নিদিত্ত জায়গায় থম্পসন আইলিয়ডকে খুঁজে পাবে না, তখন কি হবে? এক কাজ করা যায়, থম্পসন আইলিয়ডকে যখন খোঁজাখোঁজ হবে ও তখন খোঁজাখোঁজের কথা নিজেদের পাতিয়ের এমনি দিতে পারে রেডিওটা এক ফাকে হা করে। খোলা সাগরে ছোট একটা হোয়েল বোট নিয়ে কোথায় পালাবে তখন ফ্রেডারিক?

আল্লাহ আর ধরে না পিওর। ‘একটু অচ্ছড়ো লেজনি রেডিওয়। ব্যাটারি আর এরিয়ালটা এখন ওই খুঁজে আঁলনেই হয়,’ পেশে দাড়ালে সায় ফ্রেডারিকের দিকে তাকাল নে। ‘’সোনের প্রেমের কাছে থেকে অনেকক্ষণ হয়ে গেল থোর্স্ট্যামার কেন্দ্রস্থল পাচ্ছে না। থোর্স্ট্যামার ওদের খুঁজেও, কিংবা পাচ্ছে না। একখান সময় তাকে ফের সিনার দেবার। তা না হলে খুঁজে পাওয়া যাবে না মনে করে সে রওনা হয়ে যাবে যে কেন মুহূর্তে ক্যাচারদের সাথে এখানে মিলিত হবার জন্যে না।’

’ও ক্যাচারদের সাথে না, আমাদের সাথেও।’ গলার ভাবে বলল ওয়াল্টার।

’না! পিও, যেভাবেই হোক, যেখানে আছে সেখানেই বার্তা রাখতে হবে থোর্স্ট্যামারের। অক্ষত আর তিনটে দিন।’ মাথা বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল সায় ফ্রেডারিক, ’তোমার পক্ষে সন্ত্র, তাই না, পিও? চাইলেই তুমি বেঁচের কাছ’

বিদায় রানা-৩ ২০৭
থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে থোর্স্যামারকে। তিনিন্দন পর বড়েটে গোটা ফ্লীট
নিয়ে এলেও অপরিহার্য আমাদের সুবিধা নেই, আমাদের সুকুল পাবে না আর।

’কাচারা আমাদের উপর সারাক্ষণ নজর রেখেছে,’ বলল রানা। ’কি করছি না করছি সবই দেখতে পাবে ওরা। হোয়েল বোট নিয়ে রওনা দেব। বিন্ডিওলারের
tাও ধরা পড়বে।’

’গো হেয়াটি?’ বলল সার ফ্রেডারিক। ’দেখলই বা! ওদেরকে বলিষ্ঠতা
অ্যাক্সেরেজে তো আর আসতে হচ্ছে না! মইন, মইন! তাহাটা, আহাওয়া
জন্মান্ত রূপ নিয়ে যাচ্ছে। ওই আবহাওয়াই আমাদের আড়াল করে রাখতে। বড়েটে
তাল আবহাওয়া একটা অসাধারণ ঘটনা, ঠুমি জানো, কোহলারের রিপোর্টেও তাই
আছে।’

’হ্যা,’ বলল রানা। ’একই অস্বাভাবিক ধম্পসন আইনগতেও।’

’আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কোরা না, রানা। তাতে সফল হবে না ঠুমি,’
বলল সার ফ্রেডারিক ’কুয়াশা থাক বা না থাক ঝড় উঠুক বা না উঠুক, তিন
দিনের দিন রওনা হব আমরা।’

এরপর তর্ক করা হয়। পিরো বললেন যে ব্যাটারি আর এরিয়ান নিয়ে এলে
কিদ করল রেখতে। আলো ফিকে হয়ে এল, বরফের চোদা চোদা সাদা ফিকে
ঝালানো চার দিনের ভিতরের আওয়া আর অ্যাডকুর যোগ হলো। অলেক্সান্ডার শীতল
বোটারের সাথে। শক্রমিন্ট এক সাথে গা ঘুঁটায় করে গেল ছুঁয়ে যে বসল
স্ট্রোক করে, ওঘুঁ ওয়ালটির ছাড়া। রানা ও গলহার্ট কাঁধ থেকে নির্মাণ
দৃশ্য সবে বসছে চে। পিলো জী-পেন কুইল্ডের নকল প্রতিনিধি সেজে টোকা
মাছের রেজিওন। পীতরাবারের ময়স হয়ে পড়েছে চে। সীমিত ব্যাপার আর কল্যানের
ভিতর থেকে বেরীয়ে আছে রেোরকার মুখ্যত।

থেকে থেকে তালা আঙুল থেকে বেরীয়ে যাচ্ছে দুর্বল সিনানাল। তের মনে মনে
দ্য মান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যাম এর অস্বাভাবিক নেপুজ্যার কথা সীমাকর করল
রানা। ক্রিক শেফাদের সাথে তা বসল করে ইল জ্যামসেন্টে সুইচ, থামল, কাজ পালন।
রেজিওন ডায়ালের মুখোমুখো নড়েছে, ভাঙ্গানো হারমোনিয়া বাজারার তম।

’অবাব দিচ্ছে থোর্স্যামার?’ জিজ্ঞেস করল সার ফ্রেডারিক।

হাত তুলে চুপ করে থাকতে বলল পিরো। কেন্দ্রীয় বার্নিটের হলদ আলো
পড়ায় ও চোখ জোড়াকে দেখাচ্ছে দুটো গোলার গোলের মত। হ্যাতে বেঁধে উঠল
পিরো, তার বা হাত আলো আলো চলে গেল সুইচের দিকে, ভাঙ্গানো হ্যামসেন্টে
কী-র দিকে। এর পরে সিনানাল আরের চেয়ে থেমে থেমে, ছব্ধরী ভঙ্গিমাতে
বেরীয়ে গেল। স্টোক জানলেও একটু নড়লেই কামড় দিছে ঠায়ার বিক্রিয়া দাত, তবে
পিরোর কাপালে কিছু বিদ্যুৎ হলদের থাম কুইল্ড উঠেছে। চোখে পালা নেই কারও,
চেয়ে আছে তার দিকে। হ্যাত করে হেসে ফেলে উত্তেজনার অবসান ঘটাল চে।
থোর্স্যামার কাছে—সুইচ অন করে রাখে, চাবি নামিয়ে রাখো সুইচ অন করে রাখো,
চাবি নামিয়ে রাখো!—তার মানে সার্বভৌম যোগাযোগ চাইছে চে।
পাইলটদের লাইফ-জাফটের প্রজিশন জানতে হলে যা একই দরকার।’

’ঝুঁ বেশিক্ষা চাবি নামিয়ে রাখোনি তো আবার?’

বিদায় রানা-৩

১০৮
ওকুন্তু দিল না পিরো সায় ফ্রেডারিকের কথায়। অফ করা রেডিওর চাবিতে টোকিয়া দিয়ে সিগান্যাল পাঠাবার অস্তিটা নকল করল সে ঘাড় ফিরিয়ে রানার চোখে চোখ রেখে। হাসছে।

'Q Q Q ...Q Q Q ...আকাশ হয়েছি আমি...' পিরোর আঙুলের দিকে চোখ মেজে চড়িল রানা।

চোখকের একটা অনুহাত, নয় কি, হের ক্যাপিটান? মাত্র তিনটা লেটার।'

যে দাঙ্গায় যেখানে দেখিয়ে পেল রানা। ঘরের ভিতর জমাট বাঁকা উঠে উঠে, রানার ফ্রেডারিকের অত্যন্ত জুড়ান দুটি চোখ, রেবেকার মুখের বির্ভ চেহারা, ওয়াল্টারের সদা সতর্ক, সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টি আর তার হাতের পিঠের অনড় তাকিয়ে থাকা—অস্বাভাবিক এর। সামনে ছোट উপত্যকার প্রতিটি অনুতে জিজ্ঞাসিয়ে বসছে অশ্রব্যী ঠাকু। আরও একটা দিনের অবসান ঘটছে আটলান্টিকের পথে আকাশে। আলার আত্তা এখনও ঠের পায়ার যায়, হব, মান। বিনিকিউয়ার তুলন রানা ক্যাশারোলা দেখার জন্য।

আছে, বেলা গেল আলো সুলতানে দেখে। সে আইসবার্গার গায়ে নেওয়ার সাথে তার উপর আলার প্রতিকলন পড়েছে ক্রোসেটের।

চারদিকে তীক্ষ্ণ এক প্রতি নেইশুক্ত। তারা বাগ্য আসছে অনুমান করল রানা, ঘটনা নন্দের কম নয় গতিরৈ। কিন্তু আর গানহাতি যত তাড়াতাড়ি ঝড়তা দক্ষিণ পশ্চিম থেকে আসে বলে আশায় করেছিল তত তাড়াতাড়ি আসে বলে মন হচ্ছে এখন। দেরি করে আসছে, অধিক লক্ষণ পরিকার, এর সত্যতা অর্থ একটী হতে পারে। যখন আসে বর্ধন একটা রুপ নিয়েই আসবে। প্রকাশ সাগরে হোয়েল বোঁট নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে পিশকের উঠল রানা। ফ্রেডারিকের পরিকল্পনা আমার বীজেস্ক হয়ে দেখা দিল ওর চোখে।

পরবর্তী সকালে ওদের যুথ ভাঙাল সায় ফ্রেডারিক। স্টোভাটকে মাঝখানে পরে সবই ঘুমিয়েছে ওরা, পাল্লাবর্ড করে পাহাবা দিয়েছে সায় ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার, পিরো। ফ্রেডারিকের ল্যাম্প জেলে খাওয়া দাওয়া পাট চুকিয়ে নিয়েছিল ওরা সায় ফ্রেডারিকের হেড গলার তিনটে গান শেনার পরপরই। গলা যাই তোক, উমায়াদ চুক্তমিয়র ভিতরও সংগীত রস আছে কুড়িতে পেরে বিমিত হয়েছে রানা। গান তিনটের দুটো থেস্তাতন আইল্যাটকে নিয়ে লেখা। অন্টার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা, কুকুরের লেজ। কুকুরের বাছার লেজ সেল্যাজ করার চেষ্টা যে হাস্যকর এবং চূড়ান্ত বোকামি, তারৌ ব্যাখান। থেস্তাতন আইল্যাট রূপকথার সেই জায়গা, যেখানে আছে দূয়োনারী আর তার কন্যার যুথ তা আত্তা। সেই প্রাণ দুটোকে পাখারা দিয়েছে তোরানীর একাহার একটা রাস্কস-স্তন্ত্র, যুথ আলাক্ষেদার জাগিয়ে সাথে করে আনত হবে রাক্ষসদের নামালের বাইরে—প্রথম গান দুটো এই কাহিনী ব্যাখা করা হয়েছে। কুত্তো ও বিদ্ধত দেখালেও তাল যুথ হয়নি রেবেকার।

লুমর হচ্ছে সম্পূর্ণ করি কি যেমন বলেছে রানাকে। মাঝখানে একটা শিক পায় রানা, মনে হয়েছিল গ্লিসিয়ার বুঝি নেমে আসছে ঘরের উপরে আসলে তা নয়, মোয়ালে সাটা বরফের ডুবে চুড়া পড়ার শন্ধ ছিল ওটা। সায় ফ্রেডারিক সকালে যখন যুথ ভাঙাল, ঘরটা তখন উঠে।

১৪—বিদায় রানা-৩

209
'ক্ষুদ্র কমিয়ে হেঁচামুখ লুকি লুকি আলুমিনিয়ামের টুকেরো বের করে তীর নামাতে হবে,' নিজের পরিকল্পনাও প্রকাশ করল সার ফ্রেডারিক। 'আজকের দিনাখোলা সৃষ্টিতেই এই কাজেই বাঁচ হবে। আসমানের গল্পার্থি আর রানা তোমার হাফ-দেক জ্যাঁড়ব, বাকি আমরা সবাই খুঁষাকার এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস নিয়ে নামার কাজ বাঁচ থাকব। পরেও রোনা হব আমার বা আমার বা আমার অনুরূপ করি, মন্ত্রা কর রোনা।'

'আবহাওয়া অনুমতি দিক বা না দিক,' বলল সার ফ্রেডারিক, 'মন্ত্রা করে ফেলো, পরেও রোনা হচ্ছ।'

'রোনা হচ্ছি, এবং ক্যাচারদের Spandau-Hotkins-এর মুখে পড়ছি,' বলল রোনা।

'থাক, থাক রোনা,' হেঁসে উঠে বলল সার ফ্রেডারিক। 'অত বেঁকা বলে প্রমাণ করায় চেষ্টা কোন না নিজেকে। আসলে অক্ষে বেঁকা তুমি না বলি না।'

তার মানে, অন্যান্য বোলা পানিপথিতে নজর এড়ায়নি ফ্রেডারিকের, ভাসক রোনা।

নিজের নেপথ্য রেখে রোনা, 'রোন আর গল্পার্থির সাথে থাকব আমি। কোটারাটা আমার অরামায়, আমার অনুষ্ঠানিতে ওর গায়ে কাওকে হাত দিতে দেব না আমি।'

কি ভাগ্য, ফাড়ি বোঝাড়া না দেয়া, টিকে শেল দায়িত্ব! রোনা তখন অন্য কথা ভাবছে। দ্বিতীয়ে মিলে আলুমিনিয়ামের পাত নামায় কিভাবে? বিশেষ করে এই বাতাসে? পৌঁছা ফিট নামার আগেই বাতাস ওদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর রুটি, সেখানে তো আরও সমস্যা।

সার ফ্রেডারিক মেন রোনার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল, 'কমিঙ্গরম্যা ভাল করে দেখোনি তুমি, তাই না? একটা উইন্স মেশিন আছে দেখেছে? স্পষ্ট বোঝায় যায় নরওয়েজিয়ানরা এই ঘরের বড় অংশটা ওই মেশিনের সাহায্যেই ওপর তুলেছিল। প্রচুর দড়িও আছে বাধা-ছাদার কাজের জন্য। ওই যে, খানিকটা মাত্র রেখে দিয়েছি,' অঙ্গন বাড়িতে দেখাতে সে। আকাশের পাশেই দুইটা বড় আকারের কয়েল দেখল রোনা, বরফের পাতলা ক্ষুব্ধ গলছে গা থেকে।

বোটার দেবো এবং স্ট্যান্ডার্ড দেবো শেদিংয়ে নিল গা। অইস-আইস দিয়ে ক্ষু পেরেক ক্ষুদ্রাকির বলেন তুলে নেয়া হলো। উইন্স মেশিনটা বলার, ওয়াইটার, বেরিটা হতে সার ফ্রেডারিক পাখারায়। 'কমিঙ্গরম্যার ছাল থেকে ওরা হাড়তে শুরু করল, রেবেকার মুখের দিকে ভয়ে তাকাতেই পারল না রোনা। গল্পার্থি হল্কা সুরিকা করে তার মুখে হস্তিফোটা চালিয়ে খানিক চেষ্টা পর সে-ও থেমে গেল। রোনার মত তারকে মন হলো, রেবেকার বুঝি করে ফেলোবে।

কিন্তু নিজেই সামলে নিল রেবেকা, ধীরে ধীরে ঝাঁটাহিক হয়ে উঠল সে।

দুপুরের পর গল্পার্থিতে স্মরণ নিল রেবেকার চেয়ারটা ভেঙে ঘরের আউট ফেলনে হয়, বেরে ওঠে পরে প্রথম এই রেবেকাকে হাসতে দেখল ওরা; একা আইস-আইস চেয়ে নিল সে, বলল, 'আমাই তাহলে কমিঙ্গর সারই,' বলে করপিটের চেয়ারটা ভাঙে চলে গেল। পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম কিংবা অলুমিনিয়াম নামাতে
গিয়ে বিকল হয়ে গেল উইল মেশিনটা। ঘরের সামনে সারি ফ্রেডারিক বা ওয়াল্টার, রানা দেখল। বোট তোলার জন্যে বাচাই করে রেখেছে সারি ফ্রেডারিক খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাস্ত।

সকালেই গল্পটিকে প্রথম করে জেনে নিয়েছিল সারি ফ্রেডারিক, বড়ো থেকে থুপ্পাসন আইন্যাটের পয়সাতের মাইল পেরোতে কি রকম সময় লাগবে। গল্পটি বলেছিল ট্রুস্টেন ডা চাঁদায় থেকে আরো মাইল দূরের নাইটেস্কে পৌঁছাতে একটা হোয়েল বোট সময় নেয় চার ঘণ্টা—সম্ভবত থুপ্পাসন আইন্যাটে পৌঁছিয়ে সময় নেবে এক দেড় দিন। সাগর পিছন থেকে ধাক্কা দেবে বোটকে, বাতাস ও।

কিন্তু থুপ্পাসন আইন্যাটে ওদিকে যা পয়সাতের মাইলের মধ্যে নেই জানে বলে রানা সারি ফ্রেডারিককে দশ দিন চলার মত খাবার পানি সাথে নেবার জন্যে প্রয়োজিত করেছে। রানার ধরায় বাতাস ঠেলে বড়োতে ফিরে দিয়ে দিন দশক লাগবে। সাথে কাটারের রেডিওটা নিয়ে যাচ্ছে পিছু। থুপ্পাসন আইন্যাটের খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলে কাটা হবে না সারি ফ্রেডারিক। তবে, রানা আশা করছে, হাতাখানের প্রচুর বাতাসের চাপ সহ করে হবে হয়ে দৌড়ার পর সকলের মনসিক ও শৈলীর অংশে একে দৌড়ালে যে আক্রমণকারী করার সুযোগ পেলে হাসি ফুটে উঠবে সকলের মুখে—যদি খুর্দিয়ামার ওদের খুঁজে পায় কিংবা ওর পেয়ে যায় খোর্দিয়ামারে। পোষা বাগরাজাই মুখিন্ত হেঁ, যেভাবেই চিত্ত করা যাক না কেন—বুঝেও করার কিছু নেই ও।

'কপ্তান থেকে শেষ হলটা ছাড়িয়ে নিয়ে গল্পটি হাসন রেকার উদ্দেশ্যে।
সি-এলিফ্যান্টের চায়াড়ার চেয়ে হাফ-ডেকের জন্যে অ্যালুসিনাম অনেক ভাল।
'বুঝেছি,' কৃষ্ণন বাঙ্গের সাথে বলল রেকার। 'বড়ো থেকে কেপো তোমার এপিক ভয়েজের কথা বলার সময় এই ছিল আমার মনে।'

বাগরাজার কথা হলেও রানা পরিকার বুঝতে পারছে, ইতোমধ্যেই মনে মনে প্রন্তিত নিতে শুরু করেছে গল্পটি, বড়ো থেকে বলে হলেও ট্রিস্টেন থেকে কেপোটাইনে একটা অভিযান যাবার জন্যে। রেকার কথা হলুদতে গভীর হয়ে গেল তার।

'আপনি জানেন না হয়তো, মায়মি, হোয়েল বোট ট্রিস্টেনেই প্রথম তৈরি হয় সি-এলিফ্যান্টের চায়ামার দিয়ে। তিন কি চারাট সি-এলিফ্যান্টই বড়োটি একটা হোয়েল বোটের হাফ-ডেকে তৈরি করার জন্যে।'

রেকার সহজে ছাড়বার পার্থিয়া নয়। 'বড়োটে তুমি সি-এলিফ্যান্ট পারে কোথায়?'

বলিডিকায় প্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকে সাগরে কাট হয়ে যেতে থাকা ছোট হোস্টের দিকে আঁধুন তুলল গল্পটি। 'বাজি রেখে বলতে পারি, মায়মি, বেশ কিছু সি-এলিফ্যান্ট পানেন ওদিকে।'

'কেন প্রথিন নেই, বড়োটে, গল্পটির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে সবিস্ময়ে ফল রেকার। 'প্রথিন, পোকা, শেওলা—কিছুই নেই।'

বিদায় রানা-৩

২১১
'ভুল, ম্যাম,' বলল গল্পহার্ডি। 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি? পেসুইন?
কিন্তু আমি তো পরিক্সায় দেখতে পাচ্ছি।' দীপটির দিকে তাকাল সে আবার। 'ওই তো, অনেকতলো হেটে বেড়াচ্ছে। আংশেরভেজ ঢেলার সময়ই ওদের গড়
পেয়েছিলাম আমি।' হাত নেড়ে হিমবাহের পিছন দিকটা দেখতে চাইল সে।
'দীপের নিরাপত্ত অংশে সীললাম আছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি।'

'আর তাগা যদি খুব ভাল হয়,' বলল রানা, 'দু'একটা রুন সীলল চাও পড়তে
পারে। বটেই ওদের আতত্ত্বীয়র।'

'কি সুদর চাওয়ার দৃষ্টি ওদের, তাই না, রানা?'

'সেই আর আদর মাথা।' 'আর যে ওফাঁ ওফাঁ ওফাঁ ওফাঁ। বলল গল্পহার্ডি।

সশন্ত হেসে ফেলল রেবেকা। 'তেমাদের জোড়া মিলেছে ভালে। কোন
বাপারেই মুখতদা দেখলাম না।'

কিন্তু প্রিয় প্রিয় তেমন তেমন সরিতে জায় গল্পহার্ডি। বলল, 'ম্যাম, ওথানে যদি
অ্যাডেলিক পেসুইন থাকে, তাহলে রানাকে আমার নেভিগেটর হিসেবে দরকার
হবে না। আর আদিটি সামান্যের Adelic সেরা পাইলট। ট্রিস্টাইনের লোক
আমারা জানি ওরা সূর্য এবং নক্তি দেখে পথ চলে। কপটাটাইন যদি সত্যি যাই,
পাইলট হিসেবে ওদেরকেই আমি বেছে নেব।'

'দূর!' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রেবেকা। 'এতটা বোঝ হয় সত্যি
নয়।'

গল্পহার্ডির পক্ষ নই রানা। বলল, 'Mc Murdo Sound-এর
আমেরিকানরা ভেবেছিল অ্যাডেলিকের নেভিগেশন আসলে পালগল ছাড়া আর
কিছু নয়। বাপারেই মিলে প্রমাণ করার জন্য তারা একটা পরীক্ষা বাবদ
kরে। পাচ্ছ পেসুইনের পায়ে আডাক মারিয়ে ছেড়ে আসা হয় দু' হাজার মাইল
দূরে। এক বছর পর আবার দেখা যায় তাদের Mc Murdo-তে। হেসে না।'

তর্কশীল দিয়ে নিজের লেপার্ড-সীর কোটে টোকা মারল গল্পহার্ডি। 'ভয় যদি
পাচ্ছ হয়, ম্যাম, এই চাঁদার ভেতরের ওনাকে ভয় পাওয়া উচিত। বিশ্ব বর্ণের
মত গায়ের রঙ, আর মাধ্যমে তিন প্রকাল সাপের মাথার মত। এই রাত্রিতের ধাঁড়ি
ভদ্রলোক।'

'এখন যদি ওর তেতর রয়েছেন, তিনিও!' হাসছে রেবেকা। 'দূরা করে
থামবে? দু'জন মিলে যেখানে জান দান করেই। কাজ আজকের মত সেখ, আবার
কাল দেখা যাবে। এখন আমি চাই রানা আমাকে প্লেসিয়ারের চাল বেয়ে ওপর
নিয়ে যাওয়া খানিকটা।'

বিদ্যুৎ আলুমিনিয়ামের শীলটা দেখিয়ে গল্পহার্ডি বলল, 'লুটের ওপর এটকে
রেখে তেমাদের জন্যে ক্রীম্পন আর আইস-আক্র এনে দিচ্ছি।' মাথা তুলে
হিমবাহের ক্রীম উপরে উঠে যাওয়া গায়ে ছুড়ানা বেল্টারগোলার দিকে তাকাল
সে। 'খুব বেশি ওপরে উঠতে পারবেন না, ম্যাম।'

'খুব বেশি ওপরে উঠতে চাই না,' উত্তরে বলল রেবেকা। 'এই যে, সব সময়
পাহারার ভেতর আটক পড়ে আছি--এই অনুভূতিটার হাত থেকে একটু রেহাই

২১২

বিদ্যায় রানা-৩
চাই শুধু। পাচাটাকে বলতে পারো, তাকে আমি সহ্য করতে পারছি না?’

দীর্ঘ কথা করে হাসতে হাসতে চলে গেল গলাহাড়। মাথা থেকে দুটি লিখনি নামিয়ে দিল রবেকা। লেখায় চুল বেরিয়ে পড়ল, ছাকা পড়ে গেল দু’দিকের কাঁধ। নিজস্ব রোদে সোনালীর রঙ ফুটেছে চুলে। ‘রানা, বাপারটা কি? এমন চপলচাপ কেন তোমারা?’

ওয়াল্টারকে ইশারায় দেখাল রানা। ‘ওর হাতের লিখনি কেড়ে নিতে বলো?’
‘জানি না, বলল রবেকা। `সত্যিই কি কিছু করার নেই?’
‘আচ্ছা,’ বলল রানা গভীরভাবে। ‘লিখনি কেড়ে নিলেই হবে না, ওটা দিয়ে গুলি করতে হবে তোমার বাবাকে। দু’এক হাজার মাইলের মধ্যে পাঞ্জাবার দেখার সেই যখন!

‘আচ্ছা, জনতে পারো যে!’ বলল রবেকা। ‘থম্পসন আইল্যাড কি…

দীর্ঘঘাট খাঁসিপর বলছি তোমাকে থম্পসন আইল্যাড সমর্পণে।’

গলাহাড় রানার জন্য একটি আইস-আক্রান্ত এবং ওদের দু’জনের জুড়োয় লাগানোর জন্য থম্পসন নির্দেশ দিয়ে এল পাশ্চ মিনিট পর। রানা এবং রবেকার চেহারা দেখে কি বুঝল সেই জ্ঞানে, প্লেনিয়ারে ওরা সম্পর্কে ঠাট্টা করে কিছু করতে নিয়ে, বলল না, প্রীতির হয়ে উঠল ওদের মতই। কিছু না বললে ওরা দু’জন উঠল না ভুলানো উপরের দিকে করলে।

মাথায় ওপর স্তন্দুলসেন প্লেনিয়ারের প্রকাও মুকুট। আচ্ছা এক মহিমা মহিমাজ্ঞ্জ। শৃঙ্গে জাড়ানো মেঝের দিকে চোখ পড়তে আবার মন পড়ে গেল রবেকা, ঝুঁটা আসতে দেরি করছে। সূর্যের বিপরীতে চলে এসেছে নিচু মেঝের একটি কূর। দক্ষিণ পশ্চিম থেকে গুলিয়ে পুললাম কোনও জ্যোৎস্ব ধীরে ধীরে দেখাতে যাচ্ছে তার। তার থেকে সাইক্লোন এলে, বোত ও টেজর আসবে ওই একই দিক থেকে, থম্পসন আইল্যাডর দিকে ওদের অতিথিতে উত্তর সাগরে আরও জাতির অস্থায়ী মেয়েকুটি হবে। সেদিকে অস্বাভাবিক গুরুত্বকে নিচু মেঝের বিশাল বায়ুক্ত। আর তোরে একটি আসা তুষ্ট করা, একটারা গজ দু’জনের জিনিসও তখন দেখতে পাওয়া যাবে না।

আধ মাইল উপরে উঠল আদর পর সামনে একটা বরফের বড়ো মূর্তি হচ্ছি ওরা, দু’জন ফিট খাড়া উঠে গেছে। দোলন মানুষ সমন্ব উঁচু একটা নিচু কলো পাচাটের গায়ে হেলান দিল ওরা। রেকেকার বিনকিউলোর গলা থেকে নামিয়ে দিল রানা। উপর থেকে নিচের দুশাল্লো অড়তু সুদর। ক্যাচারিনের অনেকগুলো লগর করল রবেকা, তারপর বিনকিউলোর গোলার গ্যাস উঁচু প্রশ্নের বক্তব্য আর সাগরের দিকে। সে দিকটা অনেকথেন ধরে দেখল রবেকা, যাত্রু ডুঢু লিখে যায়। হিসাবের গায়ে দৃষ্টি আটকে যায়। দু’দিকের নিম্নদিক সীমানায় চোখ রুইয়েই সম্ভট থাকতে হলো তাকে।

“ওয়াল্টারকে আমার মাঝে এর কথা হয়? রবেকার চোখে চোখ রেখে বলল রানা।

সভ্য এর নাম দুর্লভ প্রকৃতি এখানে দুর্লভ, যেকে থাকার জন্য সারাস্থান যুদ্ধতে হবে, তাই না, রবেকা? কিন্তু রোমাঙ্গ কোথায়, ঠিক কিনা। মাটির অভ্যেস যখন করেকিন পেটে কিছু পড়ে না, অমরা বোত নামাজার সিদ্ধাস্ত

বিশারদ রানা-৩

২১৩
নেব। একজন চাইব একজনকে তীরে ২ ‘কতঃ শোষ পর্যন্ত, যদি মর দুজনে এক সাথেই মরব এই শর্ত একমাত্র হয়ে বেট নামার। এই রকম প্রতিমাত্র কয়েকবার করে মৃত্যুর মুখেরমুখী হওয়া। তারপর আসবে শীতকাল। তৃষার চেয়ে খেলে বেড়াকে, এক্সিনোমের মত বরফের যে তৈরি করব আমার। হেটে চলে যাব পাট মাইল, লম্ব মাইল—বরফের গায়ে গর্ত খুন্ডে তার তেতর নামিয়ে দেব সুতো বাঁধা কড়শি। বেড়ানোটাও কয় উত্তেজনায় হবে না, ক্ষুদ্র করে চলে যাব না না এক শিকো দেড়শা মাইল জমিতে লাগে ওর ঵র্তে দিয়ে।'

‘ফেরার সময় যদি পথ হারিয়ে ফেলি…’

‘বরে বোধ যায় ছোট শুষকর জন্য মন্ত হায়ারকার করে উঠবে…’

‘তারপর অসাধু দুর থেকে পুনর পাব ওর কান্ন, শীঘ্র অনুসন্ধান করে ছুটে আসব আমার। ধাড়িয়ে ফেলতে তুলে নেব বুকের ধনকে। চুম্বকের চুম্বকের তার দেব…'

রানার অবাক হয়ে চেয়ে আছে রেবেকার মুখের দিকে। অভিজ্ঞ এক তূক্তা ফুটে উঠচৰ্চ তার দুখচৰ্চে।

‘কিন্তু না,' রেবেকা বলল। ‘বেড়াতে পালিয়ে থাকা আমার ইচ্ছা নয়।'

‘কেন কি হলো হটায়ঃ’ আরও অবাক হয়ে বলল রানা। ‘বেশ তো এগোম্বর ভবিষ্য পরিকটনাতায়।'

‘না, রানা, এখনে আমার আজমের সিংহ ফলে না।'

‘আজমের স্বপ্ন কি সেটা?'

‘বলব।’ রেবেকার মুখ উদাসিত হয়ে উঠল। ‘সব মানুষেরই নিজস্ব একটা রহিয়া স্বপ্ন থাকে আমারও আছে। সাফল্য ওসেরের রেবেকাকে দেখে কেউ করনাও করতে পারবে না তার স্বপ্নে কি অভিজ্ঞ রকমের নিরীহ আর কাশ্মীরি।

কোথাতে পারি, হেসে উঠবে না তোর।'

‘হাসব কেন? ’ মুখী, ভরটি গলায় আতরিক ভঙ্গি দিল রানা।

এরপর রেবেকা যা বলল, হেসে উঠতে আন্দোলনের দুলতে শুরু করল রানার বুকটা।

‘চোখ বুকের দেখতে পাই আমার সেই খাদ্যের সাদার কান্নাটকে,’ রেবেকার চোখে ভল লাগার নেশাঃ নেশার ঘরে চোখ দুটোর কেমন যেন চুলু চুলু ভাব।

‘তাদৌর দেখতে পাওয়া যায় সজ্জ গম্বরের চাঁদা, বাতাসের সাথে দুলছে, মথার ওপর মেঁষের ছাতা আর তার নিচ দিয়ে থাকে খাদ্যে পাথিরা, চিন্দ্রা, বক্রা উঠে যাচ্ছে নদীর দিকে, তারপর পাকা গম্বরের ভারে নুয়ে পড়ে গাছগুলো, সোনা রঙে ধারিয়ে যাচে চোখে, কৃষ্ণের মশাল জুলন রাতঘাত কাজ করবে খেতে, মদ খাবে, গান গাইবে গলা হেড়ে।’ চিহ্নিম একটা খাদ্যাঘাত, নিজস্ব প্রহর, সময় এসে আসে গাই-গাও, ইস-মেরুর আর পাখি-পাখালির মাঝে খুনসুটি করে। জোড়না বিঘানা খেতে চাঁদকে সাথে নিয়ে হেটে বেড়াতি জোড়নার পিছু পিছু, বুকটা কাঁপিয়ে দেবে কোলিয়ের সেই পরিচিত কুঠো ডাক…’ খের থাক করে কেঁপে উঠল রেবেকা।

‘কি যে আন্দসো কি যে আন্দসো সে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, রানা।

মুখ্য চোখ রাখল রানা রেবেকার চোখে। ‘তুমিঃ তুমিঃ আমার মনের কথাটা।’

২১৪

বিদায় রানা-৩
বলে ফেলেছ, রবেকা…

‘তাই?’ আনন্দে প্রায় নেঁচে ওঠার উপরন করল রবেকা। ওর দুঃখায় দুঃখাত রাখল রান্না ঘরে ফেলার জন্য। ‘গোলার বরা দান আর গম, পুকুর ভরা মাছ, শিশির বেগা জেত আর গোলার বরা গুরু, তোমারও কি ঝুল এটা?’

চোখ বুজে এল রান্না। ‘হা, আমারও। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, বিরাট একটা খামার, আমার নিজের, সেখানে ফসল ফলাফল, প্রকৃতির সাথে মিশে আছি। হায়া সুনিন্দা শান্তির নীড়…

’নীড়?’

’নীড়!‘ রান্নার বুকে মাথা রাখল রবেকা আলতো ভাবে। দূরে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘রান্না, আর বোনে না। তোমার ঝুল আমার ঝুল এমনভাবে মিলে যাবে দেখে তব করছ আমার, আদৌ কি…

রবেকার মুখে হাত চাপা দিল রান্না।


নাকি... সত্যি নতুন করে ভাবতেও উৎসাহ বোধ করে না ও। কিন্তু ঝুল একটা যে সংস্করণে কবেছেন বাবা রেমুজ তার সেদেহের অবকাশ আছে বলে মনে করে না ও। ক্লান্তি, নার্ভিসেস ফেটে সব মিথ্যা। হাতেন্তে প্রমাণ করেছে ও নিজের কাছে, এখনও রেজিডেন্স পাওয়ার অটুট রয়েছে ওর মধ্যে। ও যদি চায়, স্যার ব্রেডারিক, ওয়াল্টার আর পিরোসকে গলাহারি অকালী ছাড়া একই শবে ফুল দেখাতে পারে। কিন্তু কিছু লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হবে তেমনিই কেন পদক্ষেপ নিচ্ছ না ও। পিকনিকটার একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু রান্নার কাছে ওটার নিতান্তই ব্রেডারিকের জন্যে একটা ছেলে ভুলার ললিপপ ছাড়া কিছু নয়। সে এবং আলটার ভাবে, রান্না ওদের কথায় কাজ করছে পিন্টনের ভয়ে, মনে মনে হাসিয়া পায় ও। তিন সেকেন্দ্র মাত্র, পিকনিকটার নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারে রান্না।

কিন্তু ওই ব্রেডারিকের কথায় উত্স, ওটা নিয়ে ঝুল আছে সব, কেড়ে নিল হিস্টরিয়াল হয়ে পড়বে না, আরও ভয়ঙ্কর কিছু করার কথা ভাবে—হয়তো সেবে আত্মহত্যা করে কবে উমাদল লোকটা। ও তা চায় না।

আর রবেকা চেয়ে আছে দূর দিগন্তে।

সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটা করল রান্না, ‘থম্পসন আইল্যান্ডেক বঁজাহি?’ মাথার উপর ঘাড় উঠিয়ে দিল ও।

পাথরের পায়ে একটা গতের ভিতর বরফের পুরু প্লাটার, তার উপর বিকিডিয়ারটা নামিয়ে রাখল রবেকা। একটা কাঁধ খামচে ঘরে আছে সে রান্নার।

স্বাদ গোদা নেওয়া উত্তর-পূর্ব দিকটা দেখাল রান্নাকে। ‘ওদিকে নেই দুইটা, তাই না, রান্না? চারটা তাহলে মিথ্যা?’

‘হা,’ বলল রান্না। ‘ওদিকে নেই থম্পসন আইল্যান্ড। কিন্তু তার মানে এই নয় যে চারটা নকল। দুইটাকে দেখতে পাওয়া যাবে না এখান থেকে, আহবাওয়া

বিদায় রান্না-৩

২১৫
পরিস্ফার হলেও। দেনিয়ারটাই বাথা দিচ্ছে দৃষ্টিকোণ।'

সৃষ্ট, সাগর আর বরফ থেকে উঠে এনে নৌকালী, সবুজাত আর দুধের সাদা রঙ একে খেলা করছে রেবেকার চোখ দুটোয়। 'তুমি বলতে চাইছ, থেমপসন আইল্যাভ বেল্টের দক্ষিণে, উত্তরে নয়।'

'হ্যা, রেবেকা। উত্তরে নয় বা উত্তরে উত্তরের-পুরুষে নয়। চার্টা নিয়ে। দক্ষিণে, বরং ভ্যা উচিত। দক্ষিণে, তার মধ্যে একটুখানি পুরু। তোমার বাবার চেয়ে অনেক যোগাযোগ মানুষ আর একটা হোয়েন্ট বেল্টের চেয়ে ঢের উপযুক্ত আনুষ্ঠানিক জাহাজ বেল্টের উত্তরে, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমের মিলিয়ে ইঙ্গি সাগর চেয়ে ফেলেছে থেমপসন আইল্যাভের থেকে। দলাফার্ল কি তা তুমি জানেন?'

'কিন্তু তাই বলে দেখিয়ে! দেখিয়ে! কিছুতে তা সম্ভবই কিভাবে।'

'বসা,' বলল রানা। 'কাহিনীটা দীর্ঘ। কিন্তু তার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমারে—লীলায়ম। তোমার বাবার কথাও মনে রাখতে হবে। এবং মনে রেখা কাহিনীটা তোমারে বলছি এই কারণে যে একমাত্র তুমিই।'

'একমাত্র আমি বিশ্বাস করি যে সীওনতাকে তুমি গুরুত্ব করোনি,' রানার কথা কেড়ে নিয়ে বলল রেবেকা, কঠিন অফট শেনানি তার। 'ওদুই এই জন্য যারা হয়েছে?'

'হ্যাং-না,' বলল রানা। 'আমাকে তুমি নির্দেশ দিতে ভাব ওঠু সেখানে নয়। রেবেকা, তোমাকে আমি তাল দেখেছি, সেটাই সবচেয়ে বড় কারণ।' কেমন যেন আমন্ত্রণ হয় পড়ল রানা। এর আগে আর কোথায়, কাকে, কবে ও বলেছিল ট্যাকটি—বুঝ, বেশি দিন অপেক্ষা করা নয়।

'কিন্তু থেমপসনের আইল্যাভ সম্পর্কে কেন তুমি বলতে চাইছ আমাকে?' রানার চিন্তায় বাধা দিয়ে রেবেকা বলল। 'হেদয়রের এক আবেগের সঙ্গে থেমপসন আইল্যাভের মত জানা একটা অভিষেককে না জানলেই কি নয়? আমি তোমাকে আপেগ বলেছি, রানা, ওই দীপটাকে আমি ঘৃণা করি, তার চেয়ে বেশি করি ভয়। কেন জানি না, মন বলছে ওই তোমারকে আর আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তাহাদা, রানা, তুমি তুমি যাই যাচ্ছ কেন, স্বার ফ্রেডারিক পাউলের মতে অম্মি।'

'ঢুলে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'থেমপসন আইল্যাভ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে কিনা জানি না, রেবেকা,' রানা অবাকাতিব গভীর। 'তবে এটুকু জানি যে খোলা হোয়েন্ট বেল্টে আমার সবাই মাত্র পড়ে এক হ্যারে মধ্যেই।'

'মার্ট এক হ্যাত,' বৈশাখিয়া ছায়া ফেলল রেবেকার নীল মুখে। 'আমি আরও কিছুদিন চেয়েছিল তোমার ঝঙ্ক।'

ঠাণ্ডা করে রেবেকা? মনে মনে আহত বোধ করল রানা। কিন্তু রেবেকার চোখের দিকে তাকাতে ঢুঁত করে উষ্ঠ ওর বুক। রেবেকার অতঃপূর্ব কান্না, তারই জোভাটা দুঁজাড়া চোখের কোণে। আরও কাহাকাহি হলো রানা, ছুমু খেলা ওর ঠোঁটে। 'হয়তো তাই,' বলল ও।

'গলাঠিকি কি তাই বিশ্বাস?'

'না ও মনে মনে একটা সাধ লালান করে যে একদিন খোলা বোট নিয়ে শ্যাকোলাটন, এমন কি বাউটের ব্লাই-এর চেয়েও বড়ো অভিযানে রেবেকার ওর এই একান্ত সাধ ওকে অন্ধ করে রেখেছে। সাগর ওর বদ্ধ মনে রেখা কখাটা, শক্র

২১৬

বিদায় রানা-৩
নয়। থৃদ্রুপাল আইল্যান্ড মাত্র পয়তালিশ মাইল, ওর কাছে এটা কোন দূরত্বই নয়।
‘কিন্তু থৃদ্রুপাল আইল্যান্ড কি সত্যি পয়তালিশ মাইল এখান থেকে? নিষ্ক্যানি
তা নয়। চাত অপূর্ণি তাকে পাওয়া যাবে না।’ রেবেকা ফিরল রানার দিকে।
‘রানা! কেন, কেন তুমি ডাইভিকে নিয়ে যাচ্ছ না ওখানে? দীপটা পেতে দাও
ওকে।’ জানি, পেলে ওর চরম সর্বাপরই হয়তো ঘটে যাবে। আমি বলতে চাইছি,
ডাইভিস সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যাবে তার এই মহা ইচ্ছাতী পূরণ হওয়া মাত্র।
কিন্তু তবু, এতদিন লেকের জীবন ওর হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না খুন করার জন্য।
থৃদ্রুপাল আইল্যান্ডকে না পেলে কাউকে ও বাঁচতে দেবে না, রানা।
‘আর পেলে?’

রানার প্রশ্নটা সেই, মুহূর্তে বৃষ্টি পারল না যেন রেবেকা। সদ্যান্ধী দৃষ্টিতে
চেয়ে বলিল ও রানার মুখের দিকে। তারপর, ধীরে ধীরে বলল, ‘হ্যা, পেলেও সেই
করণ পরিশিষ্ট যেন বহুল। যখন দেখে যে সীজিয়াম নেই দীপটীয়া, তবে চূর্মরায়
হয়ে যাবে তার রজন রোঁজ।’
‘সীজিয়াম রজন শ্বেপ নয়, রেবেকা।’ ভাবে শোনাল রেবেকার কানে রানার
গলায় আওয়াজ।
‘রোজন...শ্বেপ...নয়? কিন্তু আমি নিজের কানে পনেহ ডাইভিকে তুমি সীজিয়াম
সম্পর্কে কি বলেছ।’

‘বলেছি, নেই,’ বলল রানা। ‘কিন্তু নিজে বিশ্বাস করি আছ। নেই বলার
কারণে তোমার বোধ উঠিয়ে। তাকে নিরাশ করার জন্য বলেছিলাম। রেবেকা,
সীজিয়াম আছে বিশ্বাস করি বলেই তোমাকে কথাটা বলছি।’ মুখ কিন্তু দূর হলো
রানার গলা, ‘কে মতেই থৃদ্রুপাল আইল্যান্ডকে বুঝতে পাওয়া চলবে না—নেভার।
বর্তমান দুনিয়ায় সীজিয়ামের অর্থ কি তা তুমি জানো। রীতিমত আঘাতবাদ যুদ্ধ
বেধে যাবে দীপটীয়া দখল করার জন্য।’

‘তার মানে,’ অতীকে উঠল রেবেকা, ‘নিজের এবং আরও পাঁচজনের জীবন
উৎসর্গ করার নিজের দুঃখ তুমি?’

‘হ্যা,’ বলল রানা মুখ গলায়।

‘কিন্তু...’

‘শেষ চেষ্টা হবে আমার মৃত্যুর চেয়েও জটিল অবস্থায় নিজেকে সংশয়ে দেয়।
যদি পারি।’

‘মানে? ঠিক বুঝতে পারছি না...’
‘যদি তাকে পাই বলল রানা, ‘বোর্খামারের কাছে আত্মসমর্পণ করব।
থৃদ্রুপাল আইল্যান্ডের প্রস্তাব হলো...’

রেবেকা মুখে হাত চাপা দিল রানার। ‘রানা, আরেকবার ভেবে দেখো।
সততায় কি তথাক্ষর আমাকে বলতে চাও তুমি? ঠিক জানেন?’

হাসল রানা। ‘তোমাকে বিশ্বাস করি আমি রেবেকা। সততায়। বড়বারের দক্ষিণ
দক্ষিণ-পূর্বে, ঠিক পয়ন্ত্রী মাইলের মাধ্যমে রয়েছে থৃদ্রুপাল আইল্যান্ড।’

বিদায় রানা-৩

২১০
সাত

সাড়া দিতে কয়েক মিনিট নিল রেবেকা। শঙ্খগুলো শোনা যায় কি যায় না। 'তুমি জানো কিভাবে?'

'আমার সেক্টরের ভেরিনিয়ার স্কেলে ছোট একটা দাগ আছে, নখ দিয়ে তৈরি করা। সূর্য আর নকশের আঘাত বীরিংয়ের জন্যে ব্যবহার করা হয় স্কেলটাকে, জানো তো? নখের দাগটাই থম্পসন আইল্যাম্বারের ল্যাটিচাইড। ওদিকে কেউ কখনও খোজেনি থম্পসন আইল্যাম্বারকে।'

'কিন্তু কেন...'

'মাত্র অন্য কিছুদিন হলো, আশ্চর্য একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি আমি,' বলল রানা। 'আন্টার্কটিকা মহাসাগর সম্পর্কে এটা আমার দারুণ একটা আবিষ্কার বলে বিচিত্রেন করছি আমি। আন্টার্কটিকার ঠাণ্ডা বাতাসে আলোক রশ্মি বেছে যায়। শুধু যেকে যায় তাই নয়, আলোর ওপর আলোর ছায়া পড়ে দৃষ্টিভঙ্গি ঘটায়! যেকে যাওয়া বা ছায়া পড়ারও নিদর্শি নিম্ন আছে, কিন্তু বাপারটা এমনই জটিল যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আলো মেন এখানে কোন ব্যাপার মানে না। বাতাসের মেজাজ, মেঘের ধনু, সূর্যের ঘনত্ব, সাগরের গতি–এইরকম অনেক বিষুব ওপর নির্ভর করে আলো কি পরিমাণ বাকি হবে বা কোন আঘাতে ছায়া ফেলবে।

আলোর নিজস্ব প্রকৃতি একটা বড় ব্যাপার। মেটি কথা, এই অবস্থায় যে জিনিসটিকে তুমি দেখতে পাও, সঠিক জায়গায় স্টেটাকে দেখতে পাও না। আলোর কার্যজিতে কাছের দূরের, দূরের কাছের–নানান রকম দৃষ্টিগৃহীত হয়।'

'তোমার কখনই হয়তো ঠিক...'

'আলো অনন্ত ভাবে বেছে যাওয়ায় তার ভেতর দূরের জিনিসের পজিশন এবং আকার বদলে যায়। অন্ত ভাবায় সেক্টরটি মিঠে হয়ে যায়। বাকি আলো, সূর্য এবং নকশাদের পজিশনও বদলে যায়। কতটা ভয়ঙ্কর তাপমাত্রা, বুঝতে পারবে? নাকিমাত্র সূর্য এবং নকশা দেখে জাহাজ চালায়, দিক নির্দেশ করে। কিন্তু আলোর খুঁজে বাণচাল হয়ে যায় সব। আমি আবিষ্কার করছি, ড্রেম দরূর দূরে উত্তর দিকে একশো দশ মাইলের ব্যবধান স্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয়ে আছে। সুতরাং আমার হিসেবে বলতের পয়তাল্লিঙ্গ মাইল উত্তর উত্তর-পূর্বে নয়, লীটাকে পয়তাল্লিঙ্গ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্বে পাওয়া যাবে।'

'বিমূর্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রাইল রেবেকা। 'যা বলছ তার মধ্যে বাস্তবতা কতটুকু জানি না, যদিও তোমার কথা মেনে নিচ্ছি আমি, রানা,' বলল সে। কিন্তু যা বুঝতে পারছি না আমি–কেন, সবাই যখন ভুল করছে, এমন কি নোরিশ নিজেও, যখন তিনি প্রথম থম্পসন আইল্যাম্বারের পজিশন চিহ্ন করেন, ভুলটা স্থায়ী হলো না–আমি কলে চাইছি, থম্পসন আইল্যাম্বারের পজিশন যাই হোক, সেটা যদি ভুল হয়, আলোর কার্যজিতের কারণে সেই একই ভুল করে আর সবাই কেন

২১৮

বিদায় রানা-৩
ওনার পৌঁছতে পারেনি?

‘চিন্তাটা আমাকেও বিচিত্র করে,’ বলল রানা। ‘তুমি যা বললে চাইতে...আসলে তুমি ধরে নিচ্ছ পুরানো দিনের একটা সীলারের পক্ষে সম্ভব ছিল নিঃসৃত, নিঃসৃত দিক চিহ্নিত করা। সেই সাথে ভাবছ, তা না হলে বেড়ের পরিবর্তন জানা গেল কিছুই।’

‘কিভাবে?’

‘বেড়ে কোথায় এ বিষয়ে নানা সীলার ক্যান্টেনের নানা রকম ধারণা ছিল। আমি একটা ম্যাপ তৈরি করেছিলাম তাতে সাতজন ক্যান্টেনের নির্দেশ মত বেড়েক এক্ষেত্রে স্তর জাগায়। বেড়ের পরিবর্তন নির্ধারিত নয়, বেড়ে থেকে খস্পনস আইল্যান্ড পয়তালিশ মাইল দূরে বলাটা বুঝতে পারে, কি পরিমাণ জটিল ক্রটি অনুষ্ঠান করতে পারে? Captain Bouvet De Lazier, বেড়েকে যিনি আবিষ্কার করেন, কোথায় তিনি প্রথম দেখেছিলেন বেড়েকে জানা তুমি? ক্যান্টেন নোরিশ খস্পনস আইল্যান্ডের যে পরিবর্তন চিহ্নিত করে গেছেন তার খুব কাছাকাছি কোথায়ও।’

‘তার মানে দাড়াছে, বেড়ের পরিবর্তন নিয়ে প্রমাণ করে ছাড়ছে!’ হেসে উঠল রেবেকা।

হাসল রানাও। বলল, ‘হ্যা, তাই। দেখো না, বেড়ে গীর উইচে নয়, কেপ তার্ডে আইল্যান্ডের সঙ্গে চিহ্নিত গ্রামিয়ায়?’

‘আমি। প্রশংসার সুরে মন্তব্য করল রেবেকা। ‘কিন্তু পুরানো দিনের সীলার সম্প্রে কি মেন বলল যাচ্ছিলো তুমি?’

‘চোকতাপূর্ণ দুটো জিনিস: ওয়ার্ডবাইসের পুরানো বেড়েকরমে আমি বেশ অনেক দিন কাটিয়েছি সাউন্ডার্ন-ওয়েনের সীলারকলার লগ আর সাইটিং রিপোর্ট চেকআর বিচেক করার কাজে। সংক্ষেপে বলল, একটা সীলারের অক্ষাংশে দশ দিনই এপিয়ে থাকার মধ্যে একটুকু অবরোধ হওয়ার কিছুই নেই—আবারওয়ায় সূর্য এবং নক্ষত্র ববচ্ছে অনুশীলন থাকলেও। নাকানিচুরানি খৌখ্যাত আসলে তাদের গ্রামিয়া। ভুলে যেয়া না, এমন যে নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলোর মধ্যে ভুল মাত্র কনভার্স কমারার কাছেই থাকত তনমাটিয়ার—

গ্রামিয়া নির্ধারণ করার জন্যে কে মাত্রক একটা শিকার। নেপোলিয়নের মুতার মাত্র চার বছর পর ক্যান্টেন নোরিশ আবিষ্কার করেন খস্পনস আইল্যান্ড। অনেক ভাবনা-তিতা করে নিশ্চিত থাইছিলো আমি, যে কোন পুরানো হোস্ফেল্ডের অবস্থানকে অপার করে কমে দশু এক ভীতি এবং অর্ধেক গ্রামিয়া বাড়িয়ে ধরতে

হবে—মনে করুন, নিঃসূচি মাইল।’

‘আল্ট্রোস ফুট আবিষ্কার করতে চাও এই প্রতাব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভকে দেবার সময় এ কথাটা কেন তোলানি?’

রাগ করল রানা। ‘অ্যাডমিনিস্ট্রিট অট্টহাসি হেসে বিদায় করে দেয় আমাকে,’

কল রানা। ‘ওদের সবাই সিরিয়াসলি নির্যাসিত আমাকে, অথচ...’

আর্থোস? হাসলো যে?

সিরিয়াসলি নির্যাসিত মানে বন্ধ পালং বলে মনে করেছিল। বর্তমান ছিল ওদের

বিদায় রানা ৩-৩ ২১৯
একটাই, আগে প্রশাসন করে। যার কাছে গেছি, তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে শহ তিনটে—প্রশাসন করে আগে। হাইভ্রোডাফলিক ডিপার্টমেন্ট আমাকে পরিকার তাধায় জানিয়ে দেয়, আমার অভিব্যক্তির গোটা ব্যাপারটা একমাত্র ভয়ের যে সাইডার ওগোপ এবং আঁকাটিকের ওপর এ পর্যট যে ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে সবগুলোকে পড়ায়ে ফেলতে হবে—এতবড় ক্ষতি নাকি বুঝার করা সম্ভব নয়। ওদের শেষ কথাটা পরিকার মনে আছে আমার: অনুমান বলা নিষ্ক্রেড় জ্ঞান, মি. রানান্ত-আমরা নিঃসৃতাল জ্ঞানের পূজীবী।

‘কিন্তু আসব প্রথ হলো আর সব লেঝ্টাইটের মত তোমার নিঃসৃতালও যখন মিথে দিক নির্দেশ করছে তখন তুমি জানলে কিভাবে থম্পসন আইল্যান্ডের আসব

প্রশন?’

‘সুর্যের হব্ধে, নক্ষত্রগুলোকে চারটে আলাদা আলাদা লেঝ্টাইট দিয়ে জরিপ করার মধ্যে দিয়ে, বাকি আলার কৃষিকে চারভাগে ভাগ করে একটা স্থিতীশল
সততা পৌছুবার জন্য,’ বলল রানান্ত। ‘ক্যাপেটেন নেরিস কিন্তু…’

‘রানান্ত! হঠাৎ রানান্ত ধ্যানের দিয়ে দৃঢ় বলল রেবেকার। ‘রানান্ত! লুক!’

অদের মাথা থেকে কম করেও চারনো ফিট উপরে যে পাথরার গায়ে হেলান
dিয়ে চারিদিকে আছে ওরা, সেটার মাথার উপর বরফের বুলত একটা ধনুর মত
বাক্সা ব্যালকিন। বেলিংহাইম ঐ ব্যালকিনের দিকে রেবেকার তোলা আঙুল অনুসরণ
করে তাকেতেই কিনারায় দেখতে পেল রানান্ত সারের মত সামুদ্রিক লেহাউয়ার
মাখাটা। ব্যালকিনের যে দু’প্রাত দেখা যাছে না সেদিকের কোথাও দিয়ে যদি নামার
রানান্ত না থাকে, এই মুহুর্তে বিদেশে কোন ভয়ে নেই ওদের।

‘ফিরে গিয়ে ওদেরকে সাবধান করে দিয়ে হবে,’ বলল রানান্ত।

‘প্রকাও মাথা আর বিশাল দুটো কাঠ আঁইছ করছে দৃঢ়, যেন নিচে নামার
পথ বন্ধন্তসে। অক্ষ্যাং আকাশ চূড়ায় প্রেসিবারের শৃঙ্খলের কোথাও থেকে সাদা কি
যেন একটা বিচিত্র হলো।

প্রথমে ভাবল রানান্ত, বরফের চাঙ্গ-টাঙ্গ হবে বোধ হয়। ‘দেখো, রেবেকার! সী-লেপার্ডের ওপর কি যেন খেল পড়ছে!’

পর্কৎ চুনীটা বুঝতে পারল রানান্ত। বরফ নয়, প্রকাও একটা পাথি-গলাটা
লম্বা হয়ে বেরুয়ে আছে সামনের দিকে। সী-লেপার্ড তার লন্ধা হতে পারে না,
ফ্রাঙ্ক ভাবল রানান্ত, ব্যালকিনের উপর অনেক কোন শিকার নিক্ষুটই আছে, নিচে থেকে
দেখেতে পাওয়ার কথা নয়।

‘আলবাট্রাস’ মুখ বিস্ময় রেবেকার কষ্টবর।

তীরবর্গে গোতা খাওয়ায় মুঠো ডাইভ-ব্যান্ডের মত সী-লেপার্ডের মাখার
কাছে চলে এসেছে পাখিটা। শেষ মুহুর্তে পাখা ভাঙ্গ করে, কাত হয়ে সাপের মত
মাখাটায় যাতে ধাড়া না লাগে চেটু করল সে। কিন্তু তলক্ষণে দেখি হয়ে গেছে।
আলার একটা ঝলক দেখা দেয়, একটা পায়ের ধারা নিচ্ছিয়া হলো উপর দিকে।
ফড়ড় করে কাপড়ের ছোঁয়ার মত অক্ষ্যাং গেলে গেল পালক ছোঁয়ার শব্দ। সেই
সাথে আলবাট্রাসের ধর্মবর সাদা পাখার নিচ থেকে ছাল উঠে ফেই দেখা গেল
টকটকে লাঙ্গ মাংস। এতদূর থেকেও রানান্ত পরিকার দেখতে পেল পাখিটার গলার

২২০
বিদায় রানান্ত-৩
পেশী টানাটান হয়ে উঠিয়েছে, প্রাপ্ত চেষ্টা করছে সে নিজেকে শুনে তুলতে। হয়তো পারত, কিন্তু বরফের গা থেকে বেরিয়ে থাকা মালিকানাট কাজারের মত লম্বাটে আলু আকৃতির একটা বরফের সিঁড়িয়ে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। আহত, তাই নিচে থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। ব্যাকানি থেকে খেল পড়ল সে। পাথরে পাথর বাধিয়ে চেষ্টা করছে নিজেকে থামাতে, পারছে না, সবেগে নেমে আসছে মসৃণ গা বেয়ে। অপোর্টাল স্কুপের মত সংস্কৃত পড়ল সে ওদের থেকে হাত পেনেরো দূরে।

দেড়ি শুরু করল রেবেকা। হামাকানি দেয়ার ভুঁইতে দেহটা তুলে ফেলেছে ইতেমধে আলবােটিস, গলাটা নায় করে দিয়ে চেষ্টা করছে দুপায়ে ভর দিয়ে দুঃখান্ত। বা দিকের ডানায় লম্বা ফত, মাংস তুলে নিয়েছে সী-লেপার্ড থারা মেরে।

ঠাঁচ থেমে ঘাড় ফেরাল রেবেকা। রানা, কিভাবে বাধা করা যায় ওকে...’
রানার মুখের তার, আর ওর হাতের আইস-আঞ্জ দেখে থেকে গেল সে।

’না, রেবেকা,’ মুখ কেটে বলল রানা। ‘এক মিনিট আগে ও ছিল একজন আড়ঙ্কারায়, এখান থেকে সাউথ পৌল গিয়ে ফিরে আসতে পারত আবার।
এখন একটা পাকরের রুপ ছাড়া আর কিছুই নয়।’ এগোল রানা আইস-আঞ্জটা হতে নিয়ে। ‘ওকে এখনে এই অন্য স্থান ফেলে গেল ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরাবে ও, কিন্তু আমি যদি উচিত কাজটা করি, কষ্ট না পেয়ে মুহূর্তে ও শান্তি পাবে মরে।
মরতে যাচ্ছে ও, তোভাবেই হেকে। সরো দেখিয়ে।’

যুক্তি বুঝতে পেরেও মনে নিতে পারছে না রেবেকা, হমাকানি বাখা ঠমল করছে দুঃখচেয়ে। চোখ ফিরিয়ে আইস-আঞ্জ নিয়ে এগোল রানা।
গলা ছোট করে ঘাড় ফেরাল আলবাটিস, সাগরের যায়তের, মিন্তিভরা চোখ রাখল রানার দুঃখচেয়ে। আইস-আঞ্জটকে নামিয়ে ফেলল রানা শীতের পাশে, ফিরল রেবেকার দিকে। এসে গিয়ে অধ খেলা ডানাটা পরীক্ষা করল সে।

আরও কাছে গেল রানা। শত্রুশালী ঢোঁট থেকে মারাত্মক একটা ঠোকর অশা করল ও। তার বদলে মাথা দোলালে আলবাটিস, একবার রেবেকার দিকে আরেকবার রানার দিকে ঢেচে।

’গলাটা নিয়ে ফিরে আসব আমি,’ বলল রানা। ’ড়িড়ি দিয়ে বেঁধে নিচে নামানো হয়তো সম্ভব। তীর থেকে কল কিছু মাছ ধরে দেয়া যাবে ওকে, যদি পাওয়া যায়। চেলাটা, এখানে আর থাকার উচিত নয়।’

তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করল ওরা।

আলবাটিসকে বুঝতে চেয়ে খুল গলাহার্ড সে কি উৎসাহ। ’ড়িড়ি? দূর, দূর! দোচালার সামনে পান্থরের উপর ওটা কি দেখেছ?’

মাছ ধরার জালা। স্কটা গুটিয়ে নিল গলাহার্ড। পিঞ্জর হাতে নিয়ে দেখল-ঝলদ, কিন্তু ফোড়ন কাটল না ওয়াল্টার।

আলবাটিসকে জালে তর নিচে নামিয়ে আনতে না আনতে সূর্য দূরে গিয়ে ছাড়েল দিল সন্ধ্যাকে। শুরু হলো, বেড়ে ওদের দ্বিতীয় রাত।

পরদিন ভোরের প্রথম আলোয় স্যার ফ্রেডারিক আলুমিনিয়ামের শেষ কিছু নামানো ব্যবস্থা করল। গলাহার্ড, রেবেকা আর রানা নিচে নামতে শুরু করল।

বিদায় রানা-৪

২২১
চিঠি করা যাকে পরিচিত নিচে গল্পবিধি চিত্রকর ছাড়ি, ‘দেখো- দেখা! ক্যাচারগুলো বেট নামারেছে।’

গোটা দলটা মুহূর্তে শিরা হয়ে গেল। গোটা দলটা যায় ফরান রবেকার, রবেকার, পা ফেলতে যাওয়ার ভয়ে হাত দুটো কাপছে তার। রানার কোমরের সাথে বাড়া একটা দড়ি, অপর প্রাণটা রবেকার কোমরে। রানার খুলি নিচেই রবেকার। সে যদি পিঁউয়ায়, রানার কোমরে হেঁচা টান পড়বে, আর একবার টান পড়বে—

বিনিমোক্ত চোখে তুলে দেখে রানা। ‘মথা খারাপ! কি করছে ওরা?’

রবেকার মাথার উপর থেকে ওয়াল্টার বলল, ‘নার্স কুন্নাল ওর নাম। বদলা নিতে আসছে, উপর দিকে তাকাতে দেখল রানা ভুক নাচাচ্ছে ওয়াল্টার। কুলকে খুন করিনি আমার কেউ, কুন্নাল, তুমি কার উপর প্রতিশোধ নেবে?’ চেয়ে আছে সে ক্যাচারগুলোর দিকে।

তীরে, তীর-কলা পাড়ের রাজ্যে শাগর তাঙ্গে তুমুল বেগে, সেদিকে আগু বাড়াল গল্পবিধি। বলল, ‘সাধারণ ওই বেটি নিয়ে এখানে কেউ আসতে চাইলে তার জন্যে আমার কেন্দ্র দুর্গন্ধ প্রকাশ করতে পারি।’

‘আগামীকালে কিন্তু ওখানকার অবস্থা ওই রকম থাকবে, বলল রানা।

‘আরও খারাপ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।’

‘কিন্তু আমাদের কাছে ট্রিস্টান হয়েছে বেটি রয়েছে, রানা।’

ধীরে ধীরে যাহ ফিরিয়ে আরেকবার তাকাল রবেকা নিচের দিকে। রানা
ফেনার মুক্ত মাথায় নিয়ে তীব্রক্রমে চুটে আসা দেওটা দেখেই আঘাতে উঠল
সে, ‘মাই গড! ’

সন্ত্রু দেখাল গল্পবিধিকে, আথাস দেবার ভঙ্গিতে বলল, ‘খোলা সাগরে
তেমন কোন অন্ধুর্ধে হবে না। টেউয়ের মাথা থেকে ওঠা-নামার সময় বীর্মুখি খাবে
ঠিক, কিন্তু বোল্টা একই ছোট যে দুটো টেওয়ের মাঝখানে লম্বা হয়ে থাকবে না।
তাতে সুবিধে অনেক।’

কুন্নালের কাচার চিমের গায়ে চোখ রাখল রানা বিনিমোক্তারের মধ্য দিয়ে।

‘রওনা হয়ে পড়ে বেটি।’

চুল্লো দেখাচ্ছে বোটাকে। কিন্তুর মত ছোট দুটো খানা দেখা যাচ্ছে বোটের
দুপাশে, বৈঠা চালাচ্ছে পানিতে। টিলারে পাড়ানো লোকটা কুন্নাল হতে পাড়ে,
কিন্তু নিঃসর্গ নয় রানা। ‘ক্যাচারের বা পাশ থেকে সব যাচ্ছে বোটিটা, হঠাৎ
ফেনার কুপে ঢাকা পড়ে গেল, তারপর বেরিয়ে এল আবার। পরবর্তী ফেনার মাঝে
ফের হারিয়ে গেল সেটা। মাঝায় থাকতেই দেখা গেল আবার তাকে, নিচ থেকে
কেউ খেল ছুড়ে দিয়েছে শুনা। পোচাটা কিন্তু দেখা গেল পানির উপর, বোট থেকে
চিঠিকে পড়েছে।

‘খেল কেম! ঘোষণা করল রানা।’

গল্পবিধি বলল, ‘এক্ষুণি পানি থেকে তুলতে পারলে ভাল, তা না হলে পাচারকেই
বরফ। ’

বিনিমোক্ত দিয়ে দেখতে পাচ্ছে রানা, চিমের চিমান দিয়ে ভোরা বেরুচ্ছে যন

222
বিদায় রানা-৩
হয়ে! তেকে আলিপের মত দেখা যাচ্ছে কুদের। পানি থেকে তোলার চেষ্টা করছে তারা বোটারান্দের।

'আর দেখচে হবে না,' বলল ওয়াল্টার, 'নামা! নামা! অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের।

হোয়েল বোটারান্দে সেই জায়গায় একই অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। উপর দিকে তাকাতে রানা দেখল দীর্ঘ দড়ির শের মাথায় বুলছে আলিমিনিয়ামের শেষ। প্রাক্তন চুড়া থেকে নেমে আসছে দুলতে দুলতে। বোটার দিকে এগিয়ে ওরা। তিনজনের মুখ বুদ্ধি পাথরে পড়ার পদে ছটি একটা মাথা জেগে উঠাল হোয়েল বোটার বিপরের পাশ থেকে। নরম, আলোকাচ্ছন্ন দুটি চেখ, চেয়ে আছে ওর দিকে।

'রস সীল!' অন্ধুটে বলল গলাহায়ি।

আকৃতিকার দূরত্তন্তম এবং সুপরিম এই প্রাপ্তিকে রানার বা গলাহায়িকে কেউ দেখেনি এর আগে। না, শেষে। রেবাকা পা বাঁধতে অতকে উঠল গলাহায়ি।

কিছুদিন পূর্বে কোড়ে রেবাকা, ছোট প্রাপ্তিতে সান্নে তার বাড়িতে দেখা হাতে উঠল পড়ল। পিচ্ছ তে রেট ফাঁদ, পাটির চেয়ে পেটের কাছে বসিয়ে পাড়া।

আনন্দে কাচকরে রেবাকার চোখ দুটি, যাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল হাজি রানার। 'রানা! দেখো, কি রকম বিখ্যাত আমার ওপর!'

'ওটো ওপর দুর্বলতা,' বলল রানারা, 'মানুষকে ক্ষুদ্র বিখ্যাত! গ্রামীণ সীলারারা কিভাবে সেদের শিকার করত, জানেন? হয়ে হয়ে মাথায় মুখার্য মেরে।' সীলারারা মাথায় মুদু মুখ জেরে দেখাল রানার।

রেবাকা ছেড়ে দিতেই ছোট প্রাপ্তি নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে দেহে রানার কাছে, তারপর গলাহায়ির কাছে গেল। ভেজা পাথরে পিছনে পড়ল না দেখে অবাক হলা রানারা, আর কোন সীলার পাথরের তলায় ফাঁদ দিয়ে মেড়া থাকতে দেখেন ও। দু'হাত একক্রমে হেঁটে নিল আবার সেদের রেবাকা। 'এমন সুন্দর প্রাপ্তি আর কোনও দেখিনা আমি,' হাসল সে। মাথা মিছি করে চুমুর খেল, রানার চোখে দূষা উল্লিখিত হয়ে উঠল অন্য এক তাপচ্ছ দিয়ে। রেবাকাকে কোন পিচ্ছ নিয়ে আসে করতে দেখেছে চেয়ে ওঠে।

'ওকে সাথে রাখলে হয়,' বলল ওয়াল্টার ভুরু নাচিয়ে। 'খাবার-খাবার যত বেশি সবস্ত সাথে থাকা খাবা বেকি।'

প্রথমে রেবাকা ধরতেই পারল না বদলতা। তারপর, কি যে হলা, হটাৎ সব চুলে টীক চিপক করে উঠতে, 'ওয়াল্টার! এর গায়ে যদি হাত দাও... এর গায়ে যদি হাত দাও...,' কি বললে ঢুঁজে না পেয়ে ধরতে করে কূলতে লাগল সে উত্তামজান।

প্রথমে বললে ফেসেল, রানাকে অনুরোধ করব ও ফেনে তোমাকে খালি হাতে খুন করে।

রেবাকার কাথে এপকর একটা কিছু ছিল, ওয়াল্টারের হাতের পিঞ্জল আপনি উঠে তাল রানার দিকে। রানা একচুলও নতুন, তবু পিছিয়ে যেতে যেতে সাবধান করে নিয়ে বলল, 'কীট বাক! কিছু হতে। নিজেই তুমি একে খুন করবে, রানা, যখন

বিশায় রানা-৩

২২৩
খাবার বলতে ধাকবে নিজেদের মাংস আর ওই সীল।
'আর একবার বলো কথাটা।'

এক পাঁ সামনে বাড়ি রানা। তাতেই অবশ্য খাবার হয়ে গেল ওয়াল্টারের।
পিতলধরা হাটা নড়ে গেল দৃঢ়। রানার দিক থেকে নল্টা যুক্ত রেবেকার দিকে।
'নিচে করো ওকে, রেবেকা। তা না হলে গুলি করব আমি তোমাকে।'

মদুর শক্তে হেসে উঠল রানা। বলল, 'দুটো কারণে তা তুমি পারবে না,
ওয়াল্টার। এক, গুলি করার তিন সেকেন্দ্রের মধ্যে মূর্ত ঘটবে তোমার। দুই,
ফ্রেডারিকের মেয়েকে গুলি করতে হলে ফ্রেডারিকের অনুমতি নিতে হবে
তোমাকে।' কথা শেষ করে আরও এক পা সামনে বাড়ি রানা।

ফ্রুট পিছেতে গিয়ে হেটে খেল ওয়াল্টার। মাথার উপর দু'হাত উঠে গেল তার, বেঁচেছে গেল শীর্ষটা, কোনমতে তালটা সামলে নিল। রেবেকার গুলি
করতে হলে সত্যি অনুমতি লাগবে, কথাটা বেসামাল করে তুলল তাকে। রেবেকার
দিক থেকে আবার রানার দিকে পিলিত ধরল সে। 'ঠাটা নয়, গুলি বেরিয়ে যাবে
কিন্তু।'

অট্টহাসিটা দমন করা হলো না রানার পক্ষে।

মাথার উপর এসে পড়ে আলুমিনিয়মের শিটটাকে ধরে নামান রানা আর
গলাহারি। কাজে হাত দিয়ে গিয়ে দেখা গেল মাত্র চারটে শীট দিয়েই বোটের
সামনের আর পিছনের হাফ-ডেক তৈরি করা যায়। মাঝামাঝি যা সাথে করে নিয়ে
এলেন ওরা তাই দিয়ে আলুমিনিয়ম ফোঁকা করে, সাইকে করে বোটের ব্যান্ডাস
আর কাঠের পাঁজরের সাথে আঁকানো হলো। সারাসি কাজ করল ওরা।
বোটের দিকে হাফ-ডেকসহ তৈরি হয়ে গেল বোটি। কিন্তু গলাহারির মন্তপূর্ত
হলো না কাজটা।

আবারও আরও খাবার হওয়ার আগেই ঘরে ফিরে যেতে চাইছিল রানা।
সূর্য বেরুলেই না ওদের সামনে। মেয়ের ভিড় সারাসি ধরে তেলে গেল চোড়া
শূন্যের দু'পাশ দিয়ে। থেকে থেকে তুরল কালোবালো ঝোলা হাওয়া শুক্ত দুটোকে দেখে
ফেলল। মহুরের জন্য বিরাম নেই রেবেকারও, চোর বলতে যা নামানো হয়েছে
সব সে স্থান থেকে সাজিয়ে রাখার পার্থক্যের কারা পা দেখে, সাগরের ফেনোমাহা
জিনের নগালের বাইরে। সীলটা তাকে বললে আন্সার করল সবকর্ম।

রানা চিন্তিত হয়ে উঠলেও, গলাহারি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চোখ রেখে দীর্ঘনিক্ষেপ
ধরে গতির প্রকৃতির আবারও যায় দেখে নিয়ে ফের কাজে হাত লাগাল। সিয়ারিং
লাইন আর রাস্তার তৈরি কাজে আরও একটা ব্যাপ করল সে। গড়রের ভিতর
দিয়ে একবার মানুষ করল সাপ্লাই লাইনটা। ঠিক মত কাজ করলে কিন্তু পরীক্ষা করল
ভাবাবার লুক তুলতে মন নিয়ে। কোন কিছুতেই তাড়াহুড়ো নেই তার।

গলাহারি কাজ করলে আর পাহাড়ের দাড়িয়ে ঠাণ্ড হচ্ছে ওয়াল্টার। এই অবসরে
রেবেকাকে নিয়ে রানা রক্ষায় মাছ ধরার চাপ্তা করল, সাথে শিও সীলটা। কোডের
মাটি নল্টাবিয়া মাছ ধরে তোলার সময় তার সে কি আলো, সে বেশ এক খেলা
পেয়েছে। গলাহারির কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে ছোট-খাট একটা স্ত্রী জমিয়ে ফেলল
ওরা মাছের। বোটে তেলা হলো সেগুলো অন্যান্য সাপ্লাইরের সাথে।

২২৪

রিদায় রানা-৩
গত বাক্যে স্যায় ফ্রেডারিক আলবার্টসকে সাথে নিতে রাজি হয়েছে, তাঁর
একমাত্র কাজ গল্পহাতির বক্তব্য: উম্মতে পারলে স্টেট বার্ড আলবার্টস মাত্র খুঁজে
বের করার কাজে অমূল্য অবদান রাখাতে। গল্পহাতি নিচ্ছয়া দিয়েছে, বড় জোরের
এক হালকার মধ্যে সেপ্যারে পাঠিয়ে গেছে তাঁর নিয়ম। আলবার্টস যে খুঁজে
বের করতে নিজেদের চেয়ে কম্পানি আইল্যান্ড তাকে নিয়োগ দেয় জিনিসপত্র
শেখতে পাওয়া সম্ভব। কয়েকটা জিনিস কি কি? কুয়াশা, তুষার কপাল, মেঝের আর
বরফ। একবার অধিক নয় কি কম্পানি আইল্যান্ড ওদের চেয়ে আর আর রাখতে?
তবে রানার মন থেকে সন্দেহ করে যে তিনি দুর হয়নি, গল্পহাতি কম্পানি
আইল্যান্ডকে খুঁজে বের করার চেয়ে পাঠিয়ে দেয়। মেঝে রুখাম হয়েছে ওর।
কাফি পরিমাণ খুঁজে বের করে ফেলে কিভাবে নামানো হবে
আলবার্টসকে। এই ভাবে বিশেষ করে পাঠিয়ে, তাঁরর দুর্বল মনের সাথে
জিনিসপত্র রুখানো সে বলে দেয় ও। একটি একটি করে দুঃখ দিয়ে নামিয়ে আনা হলো
তাকে তীরে।
বেলের দিকে ফিরতে ওর। কাজ সেরে চেয়ে আছে গল্পহাতি ওদের দিকে।
‘দেখছি কি?’ সেকারা জানতে চাইল রেবেকা। বোটের সামনে থেকে।
‘দেখছি আর ভাবছি, পাথর কিনা! পাথর কিনা এমন সুন্দর পরিবারটাকে
নিয়মান্ত্রণ কোথাও পৌঁছে দিতে।’
মুক্তি হাসল রানা রেবেকার পাশ থেকে। নাবিক হিসেবে গল্পহাতির নিজের
উপর আর্হ আলকাশুদ। তাঁর লজিজেনস সম্পর্কে জানা আছে ওর। লজ্জা তাঁর
পেচলের বাক্কার কিন দিয়ে বাক্কার নিচ্ছে দেখে, ফটায় বটায় পাঠিয়ে তাথ দিয়ে
সাগরের উপর অনুভব করে, সাগরের লঙ্কা করে এবং এই ধরনের স্পোরিয়া
অভ্যন্তরে নিয়মগুলোর মাধ্যমে স্থিত করে সে তাঁর বোটের কোর্স। মানুষের
তুরি একটমিট ঘূর্ণ থেকে তাঁর কাছে, কাজের একটি ব্যাক্তিফের যে সাহায্যে
জনকদের—সুর্দীর নয়, কৌশল অবশ্যই পরিমাপ করে সে। তাঁর হিসেবে রানার
যন্ত্রের মতই নিয়মিত এবং নিষ্পুঞ্জ।
ফের পাহাড়ে চয়ন সময় বাতাসের ধাক্কায় যেন ওদেরকে পড়ে যায়, তাকে
বাতাসের ঘায়ে মরিয়া হয়ে উঠবে। হতে পা বেঁধে দিয়ে শীর্ষে সেটে থাকার কথা
পাথরের খাড়া গায়ের সাথে, পিছন থেকে বাতাসের এমন চাপ। বিপন্ন এই মধ্যে
নিহত। আগম মোটাশ না দিয়ে ঠাইত করে বাক্কার নিচ্ছে তীর বাতাস, চাপ কমে
যাওয়ার সাথে সাথে ওদের শীর্ষের ধরে পিছন থেকে কে যেন টান ছাড়ছে। বারবার
করে সারাবার করে ফিরতে রানা প্রত্যেকে।
মাথার দিকে বাতাসের বেগোয়ার রূপ মূর্তির আডাল পাওয়া দেখা, এই সাথে
ঝড়ের পূর্ব লঙ্কা ফুটল স্যায় ফ্রেডারিকের দু'চোখে। পিউটার খুঁজে রেখে আর
ভাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়ে তো বাড়িয়েই। কথা বলার মতে মাননীয় আস্ট্রেল কুন্টাকে
দেখা, তাঁকে না বিশেষ কেউ। দুটো ঝড়ের ভয় পাচজনের মনে। একটি বাইরে
তৈরি হচ্ছে, আরেকটা ঘরের নিচে। স্যায় ফ্রেডারিক সম্ভা-নোজ্জের পর ক্যাটেন।
নোরিশের চাটুর বেশ করে স্টোয়ের সামনে বসল বাকি সবাইকে নিয়ে। কারও সাথেই কথা বলল না সে। কারও দিকে তাকালো না। মাঝেমাঝে উঠে দরজা খুলে বাইরের দেখে নিয়ে ফিরে এল, প্রতিবার বাড়ি চেহারার ধরনকে তাকে।

ঘরটা একবার খোলার সময় রান্নার চারে কাচারগুলোর আলোর মুড়া বল্ক ধরা পড়ল, উঠেছে আর নামছে। রাতটা কালো অর্ধকাল, তার সাথে মিশেছে নিচ থেকে উঠে আসা হাস-হাসের ফোটার মত তুলে তোলে ভাইরের অবিস্মরণ শক্ত আর সাড়ের একটানা চোখে তোলে। মাথার উপর ক্লেশাচর্চাকে খেলে ছিড়ে ফেলে তাঁকে চাইছে বাতাস। স্যার ক্লেশাচর্চার সাথে দরজা পর্যন্ত গেল রানাখাঁ। সামনের দেশালের সাথে জড়োতে হয়ে আছে আলব্যান্ডাস। গল্পবিড়ালকে তাকে পাঠিয়ে স্টোয়েরমাত্র বিপরীতে পাঠিয়ে দিল ও। কোডামা বাবাকে করে বলল না যে আগামীকাল বেড়ে তারা করা সোনা কিনা, বুদ্ধি কারুরই বাকি নেই।

মাঝরাতে ঘড়ি ঘুম ভেঙে গেল ওর। এ থাকায় স্লিপিং ব্যাগে ভোরে আছে।

স্টোয়ের মুখু আলো ওয়াল্টের কাঠামোটা খুন পরিষ্কার। দাড়িয়ে জাগায়। কালো একটা গল্ডের মত দেখাচ্ছে। কোটের অনেক পিছনে যেন মনো দুটো।

সবই ঘুমিয়ে, কিন্তু পিঠল উপর ফেলে তার ওপর একটা হাত চাপা দিয়ে বসে আছে সে পরাইলে। পিশাচ্ছ খাড়া রেখে। ভুজ না শয়তান, কেননা দেখাচ্ছে চিঠ করতে পারল না রানাখাঁ।

ওর দিকে পিছন ফিরে খুলে আছে বেরিয়ে। স্লিপিং ব্যাগের ফ্লেপে ছুটেলে থাকার চেয়ে খুব আর আছে যেন কেমন হয়ে উঠেছে স্টোয়ের হলুদ আলোয়। পিশাচ্ছ পাশ ফিরল ইতুলতাকে করতে করতে, তেমন কি এক দুই ঘটনা স্বর হতে পারল না তা দেশাখাঁ

ঘুম করে উঠবে রুকুটা পিটারার স্থিনের দিকে চোখ পড়তে। ভাঙ্গামী, বেখানী, মূল পীলে ধাতব মুখুটার মধ্যে এমন কিছু আছে, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল রানার। কোন কোন চিন্তা নেই মুখে। কোথাও একটা পালফের নেই। একটা রোগ কামছে না, চোখের পাতা পলক ফেলেছে না: কেমন যেন টানাৎ, ঠাঙ্গাঃ মূলে যেন একটা মুখ, তার কাজলে যেন ফুটে আছে সেই মুখ মুখে।

শুনতে গল্পবিড়ালও পেয়েছে, উঠে বসছে সে-ও। দুজনেই বুঝতে পারলে ঘটায়াটা কি? ঘরটাকে বেধে বেধে যে ইস্পাতের মোটা জুড়েছে তার একটা ছিটে গেছে। স্যাপা জুড়ের মত তোতা সারাখাঁ বাতাস পড়লে। সেই সাথে মোটা ভালবাসের ওঝরের মত করে ঘরটাকে পেটিয়ে নেয়ার প্রথম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিবাহধীন।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে নিলেখে বেরিয়ে গেল দুজন, হামাড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল ওয়াল্টের দিকে। আসে করে কথা বলল রানাখাঁ, যেন আর কারও যুথ ভেঙে না যায়। 'কিসের শক্ত, জানলে?'

পিশাচ্ছ খাড়া করে বলে থাকার কারণটা ওয়াল্টের আর কিছু নয়।

উঠতেনা তবে একবারে বেঁচে তার মুখে।

'দেখো, রানাখাঁ, দলের লোক না হলেও সোজাসুজি বললি কথাটা তোমাকে, বাতাসের এই চাষাচ্ছ মোটেই ভাল ঠেকছে না আমার। সকালের মধ্যে পুরুরা।

226
বিবাহধীন রানা-৩
ঝড়টা হয়তো পৌছে যাবে । হা ঈশ্বর! সাগরের চেহারাটা দেখার সাহসই হচ্ছে না আমার।

‘তোমার বসকে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করে।’ বলল রানা । তীরে দেউ-ভানা বিভ্রমের শক্তিতে উঠিয়ে নিয়ে আসছে বাতাস । ঝড় না এলেও খোলা সাগরে দু’দিনের বেশি বাঁচব না আমরা এই রকম অবস্থায়।

‘রানা! পাশ থেকে মাথা উঠু করে বলল গলাহরি। ‘নতুন একটা স্টীলের তার বাঁধতে হবে—এখনি!’ ফিসফিস করে কথা বলল সে। ‘আরও একটা যদি ছেড়ে। কিছুর থেকে সোজা নিচে খেসে পড়বে ঘরটা’। আরও খাদে নামল তার গলা, প্রায় শোনাই যায় না। ‘আখানে থাকার চেয়ে সাগরে থাকা তবু ভাল মনে করছি আমি।’

‘কিছু করতে চাইলে আর দেবি করার কোন মানে হয় না! ’ ওয়ালারের কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে দু’জন। স্টোয়ার্ডেমে মেটা দড়ির একটা কুওলি পাওয়া গেল, মেটা দিয়ে বেঁধে আলুমিনিয়ামের পাত নামানো হচ্ছে তীরে।

দুর্গা ঝুলন্তেই ওদের নিঃশ্বাসকে বরফের কণা করে দিয়ে চলে গেল হিম বাতাস। কলাল পর্যন্ত নামিয়ে নিল ওরা উইজবেকারের হড়। বাতাসের সাথে রয়েছে তোষার কণা, চোখেমুখে বিখ্যাত বর্শার মত। অক্ষরের মত কোনমতে হাতে হাতে ঘরেরু কোনোটার দিকে এগোল ওরা। ভাঙ তারটা আচার্যদের জন্য।

সামনের দুটো তারের একটা গেছে। গলাহরিকে সেটা ধরতে যেতে দেবে না রানা। ওদিকে রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে গলাহরিরও ওই একই ইচ্ছা। দু’জনেরই ধারণা, তারের চাবুক কিছু টেরে পাওয়ার আগেই মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে যাবে।

উপায় বের করে ফেলল গলাহরি। আগর দিকটা নয়, ধরতে হবে গোড়ার দিকটা, যেদিকটা ঘরের আরেক কোনার পিলারের সাথে বাঁধা আছে এখনও। গোটা ঘরটা একবার চকর মারল ওরা। পাওয়া গেল তারের গোড়াটা, সেখান থেকে কাটাটা চর করে দু’জন মিলে। দু’জনের চারটে হাতের শেবী ফুলে ফুলে উঠেছে। প্রাপ্ত শক্তি তারটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে ওরা, সেই সাথে এগোচে একটু একটু করে। বাতাসের প্রকোপে সেটা মাটিতে পড়ছে না একবারও, ভাঙনের লতা জিকের মত লক্ষ করছে শুনো। গলাহরিকে ছুড়িয়ে এগোল গেল রানা। আধ হাত আধ হাত করে আরবে আনল ওরা তারটাকে।

মজুরুত করে বাধা সমন্বয় নয়, তাই মাটিতে নামিয়ে সেটার উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখল আপাতত। পাথরে গাঁথা আয়রন পেলের সাথে হাত থেকে নেমে আসা বোহার পিলার দড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়ে ইঁপিয়ে উঠল ওরা। হাতে দাঁড়ানো হলেও গিট বাধতে বিশেষ অসুবিধে হলো না গলাহরি। ঘটাখানকের পর ঘরে ফিরল ওরা।

স্টোয়ার্ডের কাছে সেই জায়গাতেই বসে আছে স্যার ফ্রেডারিক। পিচু উঠে বসছে। রেবেকারও ঘুম ভেঙে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে শক্ত হয়ে। ওদেরকে দুকতে দেখে আশাভক্ত হলো সে।

‘কুরুপিরিটা মাথা থেকে এখনও কি নামেনি, ফ্রেডারিক?’ প্রশ্ন করল রানা ক্ষোভ এবং ব্যাঙ্গের সাথে।

বিদায় রানা-৩ 2২৭
'না,' মুদু করে বলল স্যার ফ্রেডারিক, যেন মোহাবেক বললা হোক কথাটা যা বলা হবে স্টোন চুড়াই। 'নামেনি। মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ তুমি, রানা?'
'তুমি পাওনি?'
স্যার ফ্রেডারিক হাসল মুদু শুনে, 'পেয়েছি, রানা। তবে প্রকৃতির এই রূপসম্পূর্ণকে নয়।'
'তবে কানে?'
'আমার মনে,' ঠোঁট বুঝা করে হাসছে স্যার ফ্রেডারিক। এরপর কথা কল্পে শুরু করল যখন অন্য প্রসঙ্গ, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, রানা? আমার মনের একটা দিক আছে, যে দিকটা অভিযান ছাড়া আর কিছু বোঝা না। কল্পে পারে দু’ভাগে বিভক্ত আমার মন। একটা অভিযানপ্রিয়, আরেকটা…কি বলব? ধরা, আরেকটা লেগী।'
অবাক চোখে দেখছে সবাই স্যার ফ্রেডারিককে।
'সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনের উচ্চাশা, তোমার যায় লেখা বলুন, দেখি আমি নিজেই মাঝে মধ্যে হতভাগ্য হয়ে যাই—কি পরিমাণ লেখা যে লুকিয়ে আছে এর পরতে পরতে, তোমাকে এটাকে দেখাতে না পারলে ঠিক বুঝে না মুখের কথা। তোমাদের কথা ভেবে এই মনটাকেই আমরা ভয় হয়, রানা।'
এক্ষেত্রে বুকল রানা, লেখকের ভয় দেখায় চেষ্টা করছে ওকে।
'কি বললে চাও?'
'থম্পসন আইল্যান্ড। ও মাই থম্পসন আইল্যান্ড, আই লাভ ইউ!'
'আমরা সবাই যদি ঠিক করি, যাব না, কি করবে তুমি, ফ্রেডারিক?'
রেবেকাকে একবার দেখে নিয়ে প্রস্তাত করল রানা।
'এটা আমার হাতে থাকলে তোমারা কি কেউ যেতে অনুগ্রহ করার সাহস পারে? আমি তো মনে করি না।' ওয়াল্টারের হাত থেকে ছোট মেরে বেরোনী কেড়ে নিয়ে দেখাল স্যার ফ্রেডারিক রানাকে। 'আমরা সবাই যাব, রানা। রক্ত ঝরবে, কিন্তু কে তো এখানে নয়।'
'গালি হয়ে গেছে তুমি!' অনিষ্ঠাসত্বেও চেষ্টিয়ে উঠল রানা। 'আমাদের না'হয় বাধ্য করলে পিছনের মুখে যেতে কিন্তু সাপরিকে নত করবে নাকি ওই দেশিয়ে?
বোঝ নামিয়ে দু’ধারে এগোতে হবে না এই অবস্থায়, পরের চেয়ে এসে পাঁচারে আছে তাকে বুঝে সেটাকে, মনে রেখো।'
'আমাকে থামাবের বুথা চেষ্টা করছ কেন?' স্যার ফ্রেডারিক মুখ হেসে বলল।
'পিছিয়ে আসিনি কবরে কোন কাজ নেমে, না জানলেও এতদিন ধরে দেখে তোমার অনুমান করে নেয়া উচিত ছিল। ঠাঁক হোক বা না হোক, চেয়ে থাকব বা না থাকব—তার হলেই আমরা রোখা দিশি, রানা।'
'শোনো।'
'একটা ভেতরে বাঙালীর কথা আমি আর উনতে চাই না!’ মুরুঁরে তীটিস হয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিকের চেহারা। রানার দিকে চেয়ে আছে, যেন দাত দিয়ে ছিড়ে খবে ওর কঁচা মাসে। 'থম্পসন আইল্যান্ড আমার, আই লাভ ইউ!' উমাদের মত চেঁচিয়ে বলল সে।

২২৮
বিদায় রানা-৩
তর্ক করা বুঝা। কিন্তু তোমার হতে তীব্র নামার পর স্যার ফ্রেডারিক রুকসে পারল হাতের কাঁটা, অথবা বুঝে চর্ম না।

এক ধারে বোটিকামকে সরিয়ে রেখে তার ওপর মালপত্তি তোলা হয়েছিল গতকাল, সব চাপা পড়ে গেছে তুষার; বোট আছে মনেই হয় না। চেনা গেল শুধু দু'পাশের উচু বিনায় দেখে।

পাহাড়ের গায়ে বিধৃত হচ্ছে সাগর। চারপাশের যেদিকেই চোখ পড়ে, দ্বারস্থের বানাক আয়োজন ছাড়া দেখার নেই কিছু। অনুকূল পরিস্থিতিতেই বোটা এখন যে করম তালী, বিশেষ করে স্টার্ন পিলোল রেডিয়ো ফিট করায়, কম করেও ছুরহুর লোক লাগার কথা ওইকে পানিতে নামানার জন্যে। স্যার ফ্রেডারিক আর পিঠের ক্যুচির কিন্তু যেদিন রাজ্য নয়। গলহাড়ি রেলেকার সাথে হাত লাগিয়ে আলাদাভাবের অপটনা তৈরি করেছে রেডিয়োর সাথে জাল দিয়ে খানিকটা জায়গা মিলে নিয়ে। রাতের সেলা খুলে সীলটা ছিল রেলেকার স্কৃপিং ব্যাপে। এখন সে রেলেকার কোটির ভিতর দেহ নুকিয়ে রেখে করে রেখেছে মুখটা। স্যার ফ্রেডারিক ভুলু কুঁচকে তাকিয়েছে বার কয়েক, কিন্তু উঠতানা করেনি তাকে নিয়ে।

‘এ অসম্ভব!’ বলে রানা। ‘এমন কাঁচা কাজ পাগল ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়, ফ্রেডারিক। এবং সম্ভব, চলা ওপরে ফিরে যাই।’

‘শান্ত আপ, ডায়েম ইউ!’ ধম্য মারল স্যার ফ্রেডারিক। ‘আমার আমার উন্নতায়ন নষ্ট করেই না তুমি বলে দিয়েছি, ধীরে ধীরে আইনার উদ্দেশে রওনা হচ্ছি আমি, আজই। এতে কেনও ভুল নেই।’

সময়টা মধ্য-সকাল কিন্তু অনেক এখন আছে। ওপর আকাশ দিয়ে ভেঙে যাওয়া পুরু, যেখানে সিলিং এত নিচে যে দেখে মনে হয় পাহাড়ের চূড়ায় ঠেকে যাবে। বাতাসের সাথে জুড়েছে নতুন আইনবার্গ, ভিড় করে আছে এখানে সেখানে—তবে খোলা পানি-পথ সম্পর্কে অবস্থানে হয়নি তাতে।

রানা অনুমান করল গলহাড়িও বিধৃতমস্ত হয়ে পড়েছে অভিযানের নিরপেক্ষতার কথা ভেঙে, যদিও তার মুখ দেখে কিছু বোঝার উচ্চ নেই।

‘যা অবস্থা তবে পানিতে বোট নামানার একটাই উপয় আছে,’ বলে ওয়াল্টার। ‘প্রাপ্ত ডেডিট এবং জাহাজের একটা মজবুত বিনায়।’

সবকে গুরুতে সীল উইকেরেকার ফিদেটা মুখের সাথে বাড়ি খেল স্যার ফ্রেডারিকের। ‘ডেডিট! মাই গড়, ওয়াল্টার, ডেডিট দিয়ে দোমাকে, এতক্ষণ না তাপ্তি কেন?’

‘ডেডিট দিচ্ছেন?’ সনেই কুঁচকে উঠল ওয়াল্টারের ভুরু। স্যার ফ্রেডারিক তিই কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, ভুলব সে। ’ফলবাড়ির সাহায্যে জাহাজ থেকে ফেলিয়ে নামানা হয় বোটকে… হয়তো তার খেয়াল হলো,’ বোকার মত কথা বলেছে স নিজেও। স্যার ফ্রেডারিককে ডেডিট কাঁচে বলে বোঝাতে যাওয়াটা চূড়ান্ত মাত্স্যকর।

‘ওই দেখো।’ স্যার ফ্রেডারিক মুখ আর হাত তুলে দেখাল। ‘কি ওটা?’

ডেডিট তৈরি হয়ে গেছে খাপা যাদুকরের কথায়, এইরকম একটা আশা নিয়ে

বিদায় রানা-৩

২২৯
সবাই তাকাল খাদ্য পাহাড়ের গা বেঁধে উঠে যাওয়া পথটার দিকে।

'বুলাত পথার?' বলল সাহ ফেডারালিক। 'যাও, ওপরে ওঠো, ওয়াল্টার। বুলাত খন্টার দুপাশে লোহার খুঁটির সাথে দড়ি বেঁধে বুলিয়ে দাও দুটো গাঢ়। হবে ডেরিটের দুটো খুঁড় পড়া আয়রন রোপের মত কাজ করবে উঁচু পেটা। আমরা শুধু খোয়ারেটর চারদিকে গাঢ় দুটো বেঁধে শুনে তুলব বোটাকে, ছুঁড়ি দিয়েই বুলতে ওযারহার্ডের নিচে গিয়ে থামবে। ওখান থেকে দড়ি ছেড়ে চেড়ের মাঝায় নামায়। কি বলে? একবারের জলবে টরমল?

অনন্তর। মনে হলো রানার। 'বোট পানি হোবে, সাথে সাথে সে তাকে তুলে আছাড় মারবে পাহাড়ের গায়ে।'

ওয়াল্টারের হাত থেকে কেবল নিয়ে রানার দুঃখের মূখখনে তাক করে ধরল সিলটা সার ফেডারাল। 'বুলে নাও যে-কোন একটা,' ফুসে উঠল মুরুটে লালটা। 'তালে তালে চলো, তা না হলে থেকে যাও এখানে, শরীরে আধ-জুন বুলেট নিয়ে।'

অস্থায়ীভাবে রেবেকার দিকে তাকাল রানা। থাকায় মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে, কষ্ঠ বলার শক্তি নেই। কাঠ বালার রানা। কাছ কিছু নেই ওর।

উত্তে শুরু করেছে ওয়াল্টার বিপজ্জনক পথ ধরে পাহাড়ের উপর। বাকি সবাই দেখছে আর অপেক্ষা করছে। দড়ির দুটো গাঢ় নেমে এল দুঃখিত থেকে বাকিষারই। গল্ফহার্ডের আগে রানা খোয়ারেটের সাথে মৌমৌ সে দুটোকে। ওয়াল্টার নেমে আসবে, পিছের সাথে নিয়ে ওরা তিনজন বোটাকে কাঠ পর্যন্ত তুলে দড়ি টেনে খাটা করল। রুল সীলটা কাপিড়ে অর্মিতি না নিয়ে কখন একে উঠে পড়ছে বোটে। পাহাড়ের খাড়া গায়ের বিপরীতে মাথা সমান উঠতে বুলে রহস্য বোটটা, ওরা হেঁড়ে দিতেই শুনে ডেসে পাকাশ ফিট পর্যন্ত চলে গেল সোজা দ্বিতীয় ক্রফ পর্যন্ত, যোটা তীরভূমিকে উঁচু দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সোজা ওযারহার্ডের নিচে স্থির হলো আরো বোট। একটি একটি হলো ক্যানসাস সাইড ছিড়ে হয়ে যাবে। ওয়াল্টারের কাঠের উপর তার দিয়ে সাহ ফেডারাল আর পিছো উঠল। ওরা দুঃখ মিলে টেনে তুলল ওয়াল্টারকে। তারপর গল্ফহার্ডে এবং রানাকে। রেবেকার আগেই কাঠে তুলল বোটে নামিয়ে দিয়েছে রানা। ক্রফ-সাইডের সাথে থাকে ধাক্কা না লাগে বোটের তার জন্যে বুলা ঠেকিয়ে রাখল ওরা পাহাড়ের গায়ে।

ইংরেজি ইংরেজি করে সামনের দিকে এগিয়ে নিল ওরা বোটটাকে সরাসরি চেড়ের উপর না পৌঁছানো পর্যন্ত। রানা এবং গল্ফহার্ড স্টার্ন এবং ফরওয়ার্ড থোয়ারের দড়ি ছিল দিয়েছে একই সাথে। সিগনালের জন্যে চেয়ে আছে রানা আইলায়ারের দিকে। হোয়েল বোটের নিচে ফুসছে সাগর চেউ উঠছে যখন, ছুঁই ছুঁই করছে বোটের তলা, তারপর নেমে যাছে বিশ প্রফিশ ফিট নিচে। গল্ফহার্ডের পেশী টান টান, বাতস আর সাগরের দিকে তীরে নজর তার। 'ছাড়ো।' চেঁচিয়ে উঠল সে।

সাধকে পারিতে পারল বোট। ভাইট দিয়ে টিলারের দিকে চলে গেল গল্ফহার্ডি। তাল সামলাতে সামলাতে মেইন সেইলের ওটানো পাল খুলে ফেলল রানা। চশমের মত টানছে বোটকে বোটের ভিতর চকে যাওয়া একটা অনন্যক টানেল,
চকচক করছে সাদা বরফ খানিক ভিতরেই। দাড়িয়ে পড়ছে আইলাভার স্টার্ন ডেকিংয়ের উপর, টিলার হেডে ডান পা রেখে সামাল দিছে সে বেটিকে।

হাতের চোখে কম যায় না গলাহাতির পা, টানেলের হাতে পাশ রেখে বেরিয়ে গেল বোট। গলাহাতিকে কিছু বলার জন্যে মেইন-সেইল বাধাবাধির কাজ থামিয়ে ঘাড়ে ফেরাল রান। চোখাচোখি হতে দিগন্তের দিকে পড়ে ফিরল ও, গলাহাতিকে সেদিকটা দেখেই চায়। মুখতরের জন্য স্থির হয়ে গেল আইলাভারের পা। ধূসর বোড়া। আকাশ সুস্পষ্ট। কোনো মাটি অতিক্ষুদ্র বিদ্যুতের দিকে উঠে এসেছে সবুজ মেঘের নিচ পর্যন্ত। বিদ্যুতের আওতার ফুলকর মত ছুটছে যেন, যদিও এতদূর থেকে সীক্ষক বোধ করে না ওই ছোটোছুটি।

ছেড়ে বাঁটা মাথাটা ওদের মাথার ওপর চলে এসেছে, বোড়া গেল প্লেসিয়ারের মাথার সমান উড়ে ছেড়া আর তারি মেঘের ভিড় দেখে। দু’পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাছে পাঁচে রঘুরঘুরঘুরের মেঘমালা। উপর দিকে চোখ পড়তেই সাধারণ হয়ে গেল ওরা। সবসময়ের আর হলচে রঘুরঘুরঘুরের ভিড় নামছে হিসাবের মাথা থেকে। ছেড়া মেঘের চেহারা চেহারাকেন্দ্র কোনো উপযোগ নেই। প্রতি সেকেলে একদল চড়াও হচ্ছে আরেকদলের উপর, ভেঙেচুরে নতুন আকৃতি নিচে নিজেরা, আরেকদলের পিকাহাতে হচ্ছে পর্যন্ত। মাথার উপর মেঘের রাজ্যে ঘটে যাছে গ্রামে আলোড়ন।

মধ্যবর্তী ফার্নাক খুরায় খুরায় লাইটেমের মত যুগে মেঘের টুকরোগুলো। বান্ধকে চোখে আকাশ উঠে পিকো। নিজের আয়তনের ভিতর টানার সাথে মেঘের ফুটছে মাইলখানেক দীর্ঘ একটা মেঘের তারী পদ্ধতি প্রস্তু আর মাইলের বেশি। আর সেই সাথে বিপুল বেগে বীপিয়ে নামছে সাগরের গায়ের দিকে।

হলকচিক্কে গেছে ওরা। বিশ্বারির চোখে চোখে আছে সবাই। আকাশ যেন বাঁকর সাজে সাজে সাজে চলছে যেদিকে দু’চোখে যায়। জন মেঘের রক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে সিক মাইলের আধামাইল দীর্ঘ একটা পাঁচে কুঁড়িতে হত। চারিকের যুগ ঘূরছে নাগো মেঘচাট। সাগরের পানি আর বরফ তুলে নিচে, ছুড়িয়ে দিছে ঘূর্ণনের মাঝামাঝে চারিকে। কাছে দূরে যেদিকে চোখ পড়ে, মেঘ নেমে আসছে উপর থেকে রুদ্রমূর্তি নিয়ে। সাগরের গা ফুঁড়ে খাড়া যেন উঠেছে পানির একশো দেড়শো গজ চোড়া পাহাড়, বীরু হয়ে যাছে মাথার দিকটা বিশাল সাপের ফণার মত।

ফুটন্ত আকাশের আগামের আঁকলে অত বড় আর এত কাছের বড়ো গায়ের হয়ে গেছে। যদি যে থাকিন্তে হয় রানা। চারিকের এই আলোড়ন, ওদের নিয়ে প্রকৃতির নির্মম কোম্পুক বলে মনে হলো একবার, পরমুখতে ধারণাটা বাতিল করে দিল ওঁ। প্রকৃতি এই মুখতে এখানে মহাবধির মহাকৃত্ত্বে—অতি অগ্নিপতি, কুম্ভিকাকৃত বোঝাটা দেখে পাওয়ার কথা নয় তার। যদি দেবো ওরা, প্রকৃতির অপ্রসঙ্গেরই তুবোবে, নিজেকে তার দীর্ঘ মনে করার কোন কারণেই থাকবে না।

নিজের তত্ত্ব চেপে রাখার জন্যে যেন অনেক কয়েক কাছের কথা পাড়ল গলাহাতি, ‘কোন ফর থম্সন আইলাভার?’

‘স্টিয়ার’ ঘুরের গোলা ভিজিয়ে নিতে জেট করল রানা ফের একবার ঢোক গিলে। ‘স্টিয়ার নব্বই-ইন্স বাই এ হাফ ইন্স’ হুকুম করল ও।

বিদায় রানা-৩ না ১২৩
আট

টিলার ছেড়ে বিদিন প্রায় উঠলই না গলাহারি। ক্যাস্টেন নোরিসের চার্টে চিহ্নিত থম্পসন আইল্যান্ডে। পৌছতে সময়র যে হিসেবে করেছিল ওরা তা ভেঙে গেছে। চার ঘণ্টায় আঠারো মাইল-ট্রিস্টান থেকে নাইটসেল, সেকেন্ডে বড়ে থেকে থম্পসন আইল্যান্ড আড়াইগুণ বেশি দূরে, দশ ঘণ্টার জাগরায় ওরা দেখেছিল পূর্ব এক এবং আরও অর্ধেক দিন, সাগর আর বাতাসের দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু সব ভগুল করে নিয়েছ তাঁতান। বড়ে বার হয়ে যাওয়ার পর থেকে সাগর আর তাঁতা, উজ্জল বাতাস নরকের অস্থায় তুলে করে ফেলেছে ওরে। সাগরতে বহবার যে গলাহারির নীলপী অব্যাহতি সালিল সমাধির খুল্ল থেকে ওদের বাঢ়িয়েছে, কলে পারবে না রানা। কিন্তু দৈর্ঘ্যের পালা দেখেছে ও, কম করেও আট দশবার প্রায় পানির তলায় দিলে যাওয়া বেটাটাকে ঠিক যেন আলুমজীর বলে ফের চুক্তের মাথায় তুলে এনেছে সে। বেশ কয়েক বারই ঝড়ের সুখে মুখের ঘৃতার হয়েছে বেটাটকে গলাহারির। প্রতিরোধ যুক্তি না নিয়ে উপায় ছিল না তার। বাতাসের সুখমুখি হওয়া মানে পলকের মধ্যে হোয়েল বোটের বো শুন্যে উঠে যাওয়া, তা গেল এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই পানির তলায় গেলে যাবে বোটের তিন চতুর্থাংশ। কিন্তু চুক্তের মাথার বিপাল মুক্তি বোটের উপর আছে পা পড়েছে দেখে যুক্তিটা না নিয়ে কোন উপায় থাকে না। চুক্তের হোয়েল বোটের উপর ফলেই মুখের ঘৃতে দূরে যাবে বোট। সুযোগ এবং সুবিধায় মত আবার অনেক পরিবেশে নির্গতি কর্তৃকে সেট করেছে বেটাটকে গলাহারি। গোটা ব্যাপারটাই চলেছে অনুমানের উপর। থম্পসন আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে বোট, না অন্য কোন দিকে যাচ্ছে বোট পারে না।

কয়েক ঘণ্টা ধরে আনুমানিক হিসেবে কোথে রানা ভাবছে চার্ট অনুমানী থম্পসন আইল্যান্ডে যেখানে থাকবে কথা সেই জাগরার কাহারকি আছে হোয়েল বোট। সেক্টরটি বদলার কারণ মধ্যেইকীলিন সময় প্রায় হয়ে এসেছে ওর। কিন্তু চুক্তের দৌড় পালন হোয়েল বোটের বাঁধি ফেলে সুযোগ আর সিগমোরেখা দেখে দিক, অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমা নির্গতি করে অস্থায় একটা ব্যাপার। ঝড়া বাতাসের সাথে ভারী নেমে মিলেছ চার্টের মাথায় উপর বিরতি, সুরের দেখা পাওয়া এক অস্থব ব্যাপার। হোয়েল বোট এই মুখ্তের ঠিক কোথায় অবস্থান করে জানা সহজ নয়, জানা গেলেও মন্দ নেই। তবে, সার ফ্যাডারিকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারে ও, থম্পসন আইল্যান্ডে যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। নেই যে তা দেখেনো সম্ভব।

সার ফ্যাডারিক, ওয়ালস্টার, গলাহারি এবং রানা মোটামুটি সূর্য এখনও। দুইটি বিকাশের কথা নিয়ে। বোটের সর্বক্ষণী উত্তর-পশ্চিম অবস্থা কালাধ ফেলেছে এবং, মুখে কথা নেই অনেক আগে থেকেই। যখনই এটা-সেটার সাথে ধাক্কা আছে।

২৩২

বিদায় রানা-৩
তার শ্রীপ্রিয়ব্যাগ তখনই বায়ুয়া করিয়ে উঠছে সে। ঝাকুনি আর হাসা অর্শা মিনিটে কয়েকবারই খেঁতে হচ্ছে তাকে। বেটিকে একটানো দৃশ সেকেন্ডের জন্যও গির রাখতে পারছে না গলাহর্ডি।

পিয়া আরও নকল লাইফ-রাফট সিগনাল পাঠিয়েছে থোর্স্যামারকে থোকা দেবার জন্য। বেবেট তাপ্ত করার পরদিন সে দাঁত বের করে নিঃশব্দ হাসির সাথে রানাকে জানায়, ‘ক্যাবরগুলো ঢেকেছিলাম আমাদের এক্সপ্রিয়ের ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে, তের ক্যাপিটান। অবশ্য আমরা টিকে নেই বা টিকতে পারব না বলে আশাসূত্র দিয়েছে তারা।’

‘থোর্স্যামারের উত্তর?’

‘ডেন্ট্রায়ার বলছে, আমার প্রধান কাজ লাইফ-রাফট খুঁজে বের করা। বারবার জোর দিয়ে ক্যাবরগুলো তাকে জানিয়েছে যে লাইফ-রাফটের সিগনাল নকল, কিন্তু থোর্স্যামার তা বিশ্বাস করতে রাজি হচ্ছে না, হের ক্যাপিটান।’

টিনরের এবডাউখেয়ডো ঘ্যাটিংয়ের উপর দিয়ে বল করে এগোল রানা পিয়ার ঝুঁপির দিকে। ডিজাইন যাবার ভয়ে ওখানে রেখেছে রানা ও সেক্সট্যাঙ্কটা। হত দুলে গলাহর্ডেকে ইংরেজির করে কিছু বলল ও, স্টিয়ারিঙঃ, হয়ে বসে আছে সে নির্বিকার। তার ডান কাঁধ আর বাহুতে তুষার জমে আছে। হুড়ের চারদিকের কারিনেস পুরু বরফের রেলিং তৈরি হচ্ছে একটা। মূষটা আরও বড় প্রায় উজ্জ্বল সবুজ রঙ ধারণ করছে। নিঃশব্দে হেসে জবাব দিল সে।

ফরয়ির্ড থোয়ার্টে বড়দুড় করে উঠে বসল স্যার ফ্রেডারিক। শুনা সাগরের দিকে দৃষ্টি ছড়িল সে। দৃষ্টির সীমানা মাইলজানকে মাটি। ‘সময় হয়েছে, রানা? সময় হয়েছে এখন পর্যন্ত সূর্য থেকে রেখে দুরকার?’

থায়ম রানা, বিভিন্ন দেখিয়ে সময় দেখাল। ‘আরও পনেরো মিনিট পর।’ ওদের গলা শুনে বিনিময় ব্যাগের ভিতর থেকে মাথা বের করে তাকাল ওয়াল্টার। ‘থম্পাণ্ড আইল্যাপের গা মেষে গেলেও এই অবস্থায় তাকে আরম্ভ দেখতে পাব না।’

‘চোপ রাও।’ ধমক মারল স্যার ফ্রেডারিক। ‘কাছাকাছি আছি আমরা, এতে কোন সঙ্গেই নই।’ চক্র মেরে যদি পনেরো দিনও খুঁজতে হয় খুঁজব, তাকে পেতেই হবে তবু। পাশ্চিমার বরফ কি, আয়? উড়তে চাইবার কোন কন্ধ দেখতে পাচ্ছ ওর মধ্যে, রানা না?’

বোর ঢেকের উপর পাটাতলাঁ আঁকড়ে হবে তাল সামলে আছে আলবাউটস। দিনে দিনে শক্তি অর্জন করছে। মাছ ধরে ওকে আর সীলের বাচ্চাটাকে আঘাতের রানা। রানা উত্তর দিল না দেখে ওয়াল্টার বলল, ‘আড কাছাকাছি থাকলে নিশ্চয়ই উড়তে চেষ্টা করতে, কিন্তু তার কোন কন্ধ নেই ওর মধ্যে।’

অস্থির মরে স্যার ফ্রেডারিক বলল, ‘ব্যাটাঁচেলের আরামের জন্যে অনেক বেশি করা হয়ে গেছে। এত আরাম আয়েশ ফেলে উড়তে চাইবে না, এতে আর অবকাশ হবার কি আছে।’

কেস থেকে সেক্সট্যাঙ্কটি বের করে ডিজে ওঠা আইসিস্টা মুখু৷ রানা। তুষার কপা আর বৃষ্টির হালকা একটা স্বর্ন ঢেকে রেখেছে সূর্যকে। অ্যামিডশিপ থোয়ার্টের

বিদায় রানা-৩

২৩৩
উপর দু’পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তাল রাখার চেষ্টা করছে ওঁ। দিগন্তের ফুট দুলতে শুরু করল চোখের সামনে।

যখন চোখ থেকে নামাল রাণা। ‘আশা করা বোকামি, ফ্রেডারিক।’

পিঁপিল ধরা হাতটা কেলের উপর থেকে তুললে রাণার দিকে তাক করল সার ফ্রেডারিক। ‘চেষ্টা চালিয়ে যাও। চেষ্টা চালিয়ে যাও।’

রেবেকার দিকে ফিরল রাণা। বাপের দিকেই চেয়ে আছে সে। মুখের চেহারায় ভয়-আতঙ্ক কিছু নয়, অসহযোগ একজন ভাব ফুটে উঠেছে ওঠু। বাপকে সুরি করে তেলার কোন সত্যি নেই তা পরিষ্কার বুঝতে পেরে হতাশ হয়ে পড়েছে যেন।

কাঁধ বীকাল রাণা। ‘কি করতে বললে আমাকে তুমি, ফ্রেডারিক? একটা সূর্য আর একটা দিগন্তের সাথে করব নাকি?’

রাণা! সার ফ্রেডারিক হঘিরির সুরে বলল। ‘সময় অপব্যয় করার চেষ্টা করছে তুমি। এর পরিস্থিতি কি হতে পারে তুমি করলাম করতে পারছ না। সব প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা আছে। আত্ম অপন গড়ে তোমার মুখ থেকে সব আমি বের করব।’

রাণা।’ একটা কাঠামো গর্ভগামি। চেয়ে আছে সে আকাশের দিকে। উড়ু ধ্বংসচৌকির মাঝখানে একটা ফাঁক তার তীর্থ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ‘সূর্যের নিচে চলে আসছে একটা বক্তা কুইক।’

ঝট করে চোখে লাগাল রাণা আইপিএলটা। একটা আঙুল ওর ভেরোলিয়ার স্কেলে। খরাইজন গ্রাস সিধে রাখার জন্যে নড়াই করছে ও, এই সময় অপম্পট একটি আলো পলকের জন্যে দেখা দিল। হাতের আঙুলগলো মাইক্রোমিটার আবার উপর কিছুকল করে খেলতে শুরু করল। পরক্ষণে মেঝের মিশিল ঢেকে দিল সিখে।

আকাশের দিকে মুখ সার ফ্রেডারিকের, হাত দুটো মাথার উপর মুঁড়িবদ্ধ, গাল পাড়ছে মেঝেতে। ‘মর! মর! মর! জাহানামে যা! জাহানামে যা! একটু সময় দিতে শালাদের এই কার্যটা! দেখে নেব…।’ রাণার দিকে নামাল মনোযোগ।

’পেছেছে…’

ঘায়া,’ বলল রাণা। ‘কি একটা সংগঠন করা গেছে। খুর খারাপ নয়, বর্তমান অবস্থায়।’


তুলেই গেছে লোকটা ক্যালকুলেশন ছাড়া তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া সত্যি নয় একজন নেভিগেটরের পক্ষে। হিসেব কমার ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল আর সমস্যাপূর্ণ ব্যাপার। তড়াহড়া করলে তুল হবার সত্যি। উত্তর না দিয়ে সেতায়টা থেকারের উপর রেখে হোয়েল রোটের পজিশন জানার কাজে মন দিল রাণা।

চাঁদটা দেখি? ‘

উইলিয়াম থাকে ক্যাপ্টেন নোরিশের চাঁদটা বের করে রাণার দিকে বাড়িয়ে দিল সার ফ্রেডারিক। চাঁদের একটা ট্রেস চিহ্ন আকল রাণা। সার ফ্রেডারিকের ভুল

২৩৪ বিদায় রাণা-৩
বোঝানো ছাড়া কোন উপায় দেখছে না ও। পুরানো চার্টের ভরসা করা বোকামিতে-একথা তাকে বোঝানো অস্বীকার।

'এই যে,' বলল রানা; 'আমারা এখন খশ্চসন আইল্যাবের কাছ থেকে মার্ক এক মাইল উদ্যের রয়েছি।'

চর্কের মত যুরে সাপের দিকে শোন দৃষ্টি ফেলো সায় ফ্রেডারিক গরু দৌড়ে নিহতেই রেখেছি। ফিরল রানা। হাত দিয়ে চোখ চেকে ফুপি ফুপি কুঁড়েছ তখন রেখেছি।

'থাকো তোমার সোনার তরী, ওইদিকে! উলাসের ঠেলায় গান গেয়ে উঠল সায় ফ্রেডারিক, হুমকু করল গলাহাড়িকে।

বেটের একপ্রকার উত্তর দেও চেপাওয়া হেয়ে উঠে দিতে পারে, তবে মূখিতা নিল গলাহাড়ি। সাপার ও বাতাসের বিপরীতে এগেো হুর করল ওরা। প্রীতি দত তা কেবল অনুমা করা যেতে পারে, নিচয় করে বলার উপায় নেই। আঘাতটা অপেক্ষা করল রানা।

থেক্সন আইল্যাব যেখানে থাকি কথা সেখানে এতক্ষণে পৌঁছার কথা হোয়েল বোঝে।

যদি দৃষ্টি যায়, যখন মেহের অন্য পার্শ্বের নিচে ততমূল ও ভূমি তালের মাথায় বিদ্যমান ছোট যাওয়া রাপি বাষি সাদা ফেনা। গোটা সাপর নিঃসরণ সমতল পিপল হাড়িয়ে উঠে পড়েছে প্রিন্স প্রিন্স ফিট শুনো, আলোকিত হচ্ছে আহত বিষাল সাপের মত। চোখের মাথায় থেকে উৎকিং জলাশয় মুখলাহারে বৃষ্টির মত নেমে আসছে নিচে। জলকা, তুষারকা আর কুয়াশা আঠাকে যাওয়া দৃষ্টি বাষি দূর গিয়েই।

'আমার কালকল্পনা যদি থেকে হয়, এই মুহুর্তে পারর কথা থেকে যাওয়া আইল্যাবের কথা মাটির ওপর দিয়ে বোট চালাচ্ছি,' বলল রানা।

কেঠামোর কাঠান লক্ষ করে এক লাফে রানার সামনে চলে এল সায় ফ্রেডারিক। 'আরও একটা নোংরা চাল,' মুখ ডাকে বলল সে। 'ইউ বাউটার!' পিন্টলটা চেপে ধরল রানার বুকের বাঁ পাশে, টিক ফুপি ফুপি উপর।

'না! ডায়ি না!' হিংস বিড়ালের মত প্রিন্স ব্যাপ থেকে নিখোঁজে হাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল রেখেছ। ক্যালকুর মত লাফ দিয়ে চলে এল বাপের কাছে। বাপ হাতের কনীয়ে দিয়ে মেয়েকে ঢেকাল সায় ফ্রেডারিক, নির্ভরবাদে সরিয়ে দিল ঠেলে।

'কি করেছ তুমি থেক্সন আইল্যাব? কেবলা সেটা? কেবলা ফেলে এসেছ কানের পর্যা ফেটে যাবে মনে করে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা। 'এখনও বলে তাহাঁ চাও তো এখনও বলে কেথায়? তেলাকার আমার থেফ আইল্যাব?' বুক থেকে পিন্টলটা সরিয়ে নিয়ে আচ্ছাদকা রানার মুখের একপ্রকার বাড়ি মারুল সায় ফ্রেডারিক সেটা দিয়ে। চোয়াল থেকে ঠোঁটের কোন পর্যন্ত একটা ক্ষুব্ধ হলো। বুক বেগুল কিন্তু চিফুক যেয়ে পড়ল না এক ফোটোগ। ক্ষুদ্র উপর হাত চোখ দিয়ে বাথা সহ্য করার চেষ্টা করছে রানা। দূরেচোখে পানি বেরিয়ে এসেছে। হাতটা চোখের সামনে ধরল ও জমি বেদে গেছে রক্ত প্রচো ঠায়ায়। 'নাই চোখ কান

বিদ্যারানা-৩ ২৩৫
সব তুলে নেব আমি একটা একটা করে। রানার মুখের কাছে মুখ এনে ঝাড়া ছাড়ল সার ফ্রেডারিক। 'কোথায় আমার থম্পসন আইল্যান্ড-বলো। তুমি জানো, একমাত্র তুমিই জানো। যদি দলকার হয় তোমার কলাজ টেনে বের করে আনব গলায় হাত ছুঁকিয়ে।' বিষগত নিয়ে ফেসে ফোস করে দু'বার নিঃশ্বাস ছাড়ল সে রানার মুখের উপর, ক্ষেতের জমটি বাড়া রক্তের উপর তুষারের ক্ষুদ্র কণা হয়ে গেল নিঃশ্বাস দূটো। 'ওহে, মরতে যাচ্ছি তুমি, শুনতে পাচ্ছি? হয় থম্পসন আইল্যান্ড, নয় মুস্তা! বেছে নাও। দিব ইজ ইয়ের লাস্ট চান।' আরার পিঠে তুলতে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল রানার সেই টাইটাসটার্টের উপর।

সেই চোখটা পড়ে জানে না, তবু কি মনে করে সেটা তুলে নিল সারের ফ্রেডারিক। লোকটার উপর রাগ করতে পারছে না ও। নিতান্তই করুণার পাত, রাগ করে নাহি কি। তাছাড়া, রেবেকার চোখের সামনে গায়ে হাত তোলা ও সম্ভব নয়।

সেই চোখের সামনে তুলে রানা যে ফিকটা নেট করেছে সেটা পড়তে ছেল্টা করছে সারের ফ্রেডারিক। কথা যখন বলল, যখন কে বলবে এই লোকই এইমাত্র বাড়ে যে চোখছিল আর হাতের মত হমাঁচিল। হিসিংরোয় কোন লক্ষ দেখেছে না রানা। 'কেন?' জিজ্ঞেস করল সে, 'একজন লোক তার সেই টাইটাসটাটে নথ দিয়ে আচড় কাটতে কেন, রানা? কেন, তোমার? এক বাতার ফেইনেটর তুমিও, তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি—কেন? কি মনে এর? নখের আচড়, সেই টাইটাসটাটে কিছু কি?' রানার দিকে চেয়ে কাপছে সে।

'দেখি তো,' বলল ওয়াল্টার। সারের ফ্রেডারিক সেই টাইটাসটাট দিল তাকে, কিন্তু চোখ দুটো ছিল হয়ে থাকল রানার মুখের উপর।

'কি এর মানে, ওয়াল্টারপূ পড়ে দেদি? আচড়ের পজিশনটা কি এখান থেকে কাঁধারার কোথায়?'

'স্বরূপ কান্টেন তো আর আমি নই,' বলল ওয়াল্টার। 'এ দখলের জিনিস বুঝে প্রচুর সময় দেবে আমার। এটা একটা ফাইন্সি ইউটাইমেন্ট।'

সারের ফ্রেডারিকের অসম্ভব শাস্ত হবার ভীতিক ঠেলক রানার কাছে।

'রানা, এক মিনিট সময় দেয়া গেল তোমাকে, বলো, আচড়টা কি থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন চিহ্নিত করছে?

ওয়াল্টারের মসজ ছুঁড়ে না আচড়টার অর্থ, সারের ফ্রেডারিকও অসহায় বেধ করছে, আর পিতার পক্ষে এ বাপারে মাথা ঘামানোই সম্ভব নয়—ক্রম ভাবে রানা, তার মানে থম্পসন আইল্যান্ডের রহস্য একমাত্র ওই জানে, ওকেই পেশন করে রাখতে হবে বহস্তা। ওয়াল্টারকে বেশি সময় দেয়া উচিত হচ্ছে না—ক্রমান্তর মনে হতেই রানা বলল, 'হাঁ। আচড় থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশনই নিদিষ্ট করছে।' রেবেকা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে রানার দিকে। 'কই নাও, দেখাই তোমাদের।'

লাফ দিয়ে সার ফ্রেডারিকের চোখে আধ সেকেতে আগে পৌঁছে রানা।

'ওয়াল্টার, দিয়ে না।'

236
বিদায় রানা-৩
দেবি করে ফেলেছে স্যার ফ্রেডারিক। কিন্তু না তেরেই ওয়াল্টার দিয়ে ফেলেছে তখন যেন্ট্রা রানার হাতে। হাতে পেয়েই সেটা ছুড়ে ফেলে দিল ও হোলে বোটের বাইরে।

ঝাড়া দু'মিনিট চুপ করে থাকার পর প্রায় বোজা গলায় কথা বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'ফর গদস নেম, সেক্সটাইটের আচড়তা কি মীন করেছে, ওয়াল্টার? ভূমণ্ডল আইল্যান্ডের স্থানীয় পার্জন কি? ভূমণ্ডল আইল্যান্ড কোথায়?'

'কি তাবে বলব? দেবদার সুযােগ পেয়েছি না কি আমি! ওহরনের সেক্সটাইট আমার বাপের কালেও কেউ দেখেছি,' আতুরকার ভগিনীত কথা বললে ওয়াল্টার, স্যার ফ্রেডারিকের কোপালে পড়ে চায় না সে। 'তবে এখান থেকে মোটেই খুব একটা দোর নয় চীপটা, কারণ রানার আঞ্চলের বীজিতের কাছেই দাগটা ছিল।'

অদ্যা উদীনন্যায় পিটল্টা ধরার হাতটা ধরে রাখে ম্যান রানা, তুলি বেরিয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে, ফ্রেডারিকের অনিশ্চিতেরও।

এইমুহূর্তে রানাকে খুন করার আগে নিজেই সে আত্মহত্যা করবে, রানা তার কাছে এই মূল্যবান। 'কোথায় ছিল দাগটা, রানা? দাগ অনুযায়ী ঠিক কোথায় ভূমণ্ডল আইল্যান্ড? হয় নাতি মান, হয় নাতি?'

হাসে চুল করল রানা, 'নিজের চারেককে তাকাও, ফ্রেডারিক। ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর বলো, কি দেখতে পাচ্ছ। কিছুই না, কিছুই চোখে পড়বে না তোমার। চীপটা এখানে নেই, তাই না, ফ্রেডারিক? আসলে, নেই-ই। বুঝলে? ভূমণ্ডল আইল্যান্ড নেই। বিষয়স করে। আমার কথা।' ফ্রেডারিকের মুখের সামনে হার তুললে একটি আই নামে রানা। 'নেই।'

আবার পিটল্টা রানার দিকে তুলল স্যার ফ্রেডারিক। 'আছে। তুমি জানো মাঝে। নিজের চোখে দেখেছে নেরিশ, নেসের জেনারেল রকাতায়...'

'বাজো কথা' গগ্নর হলা রানা। 'কেউ দেখেছি। সবাই তুল করেছিল। সত্যি যদি দেখতে, তো কোথায়? নেই কেন এখন? আসলে, বড় আইসরার্গ দেখেছিল ওরা। চীপ নয়। চীপ হলে সেটা এখানেই থাকত, তাই না? কিন্তু নেই, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ।' হাসছে রানা।

'আছে। তা না হলে সীমিতিয়াম এল কোথেকে?' ছুঁয়ি ছাড়ল স্যার ফ্রেডারিক। পিটল্টা এখানে পিংসুচি জন, তুললে যেয়া না কথাটা। আছে। রানা, আমার সাথে তাঁটি করে তুমি—স্পার্মে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।' পিটল্টা চুঁড়ে ধরল সে রানার বুকে। 'ওখানে আমাকে তুমি নিয়ে যাবে। তোমাকে নিয়ে যেতে হবে...'

থামিয়ে দিল তাকে রানা। 'যার ভেতর রয়েছ, এর চেয়ে খারাপ নড় দেখেছ কখনও আগে, ফ্রেডারিক? আরও ভয়ংকর রূপ নিতে পারে এটা। তোমার মধ্যে বোধহৃদয় যদি এটুকু অবশিষ্ট থাকে, এই মুহূর্তে পিটল্টা বলে থাকি হামাকারে সিগনাল দিতে—যেতে সে এবং এসে আমাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে।

এখনও সময় আছে...'

'নেভার!' চুঁড়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'মাত্র দু'এক মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে দুর্নিয়ার সবচেয়ে দামী লোক হয়ে উঠেছে তুমি। তুমি, এবং একমাত্র তুমি একা।

বিদায় রানা-৩

২৩৭
জানো থ্যাঙ্গান আইল্যান্ড কোথায়।

রানাকেও জানে, তা যদি জানতে পারে ফ্লেডারিক কি হবে ভাবতে গিয়ে পিউরে উঠে রানা।

কীভাবে গলাটা, ‘সীজিয়াম আছে এ বিশ্বাস তোমার না থাকলে সেক্টরটি তুমি ফেলতে না, ফেলতে কি, রানা?’ হঠাৎ আলোকনের সুর বেরুলে গলা থেকে। 'রানা, মাই ডিয়ার বয়,' আমি সীজিয়াম সম্পর্কে জানি, তুমি থ্যাঙ্গান আইল্যান্ড সম্পর্কে জানো। প্রেত একটা রোধক হতে পারি আমরা দুঃখ।' রানার চোখের দৃষ্টি দেখে থাকলে গেল সে।

রানার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কূল হ্যানি ফুটল সায় ফ্লেডারিকের
ঠাটে। 'নিয়ে যাবে না, না?' আবার বলল সে, পিউরটা রানার দিক থেকে থাক।
হাস্তি বিলীন হয়ে গেল ক্রমশ। শরীরের পাশে বুঝলে এখন পিউর ধরতে হাটা।
পিউরটার কিনে তিতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন সীতাস মুখার্জন। চোখের
দৃষ্টিতে পরিশ্রম লেপে নেনা দেখতে গেল রানা। সায় ফ্লেডারিক অত্যন্ত ধীর
ভগ্নে পিউরটো ফের তুলল। এরার থাকার মূখ লক্ষ্য করে। 'আদি মিনিট সময়
দিলাম তোমাকে, রানা। এর মধ্যে ঠিক করে না, কি করতে চাও,' রেবেকার
দিকে পিউর, কিন্ত চোখ দুটো রানার দিকে। 'ওয়াল্টার, যদি দেখে প্রতি পাঠ
সেকেন্ড পর পর ওয়ান, তু করে সিন্থ পর্যন্ত ওনের তুমি। তুমি সিন্থ বললেই আমি
গলি করব।'

ঠিক যেন বুঝতে পারেছ না, বোবার মত চেয়ে আছে রেবেকা বোবার দিকে।
মুখ হীরা হয়ে গেছে ওয়াল্টারের। সায় ফ্লেডারিক, রেবেকা আর রানার দিকে ঘন ঘন
তাকাছে সে।

তুলল হয়ে দাড়িয়ে আছে রানা।

'ওয়ান! সায় সেকেন্ডের মাধ্যমে লঃ ফিততে চিত্তার করে উঠল ওয়াল্টার।
অপরিচিত ঠেকান নিজের গলা ও নিজের কানেই।

'এইটাই আমার শেষ অর্থ, রানা,' সেনার দুটো দাঁতের কাঁক দিয়ে হিসাহিস
শন্দ করে বেরিয়ে এল কথাওলা। 'মেসেন্টার ওপর তোমার দুর্লভতা আছে,
তোমাদের ফিডফাস করতে দেখেছি আমি—তুমি চাও ওকে আমি মেরে ফেলি?'

'কিন্তু তুমি চাও।'

'থ্যাঙ্গান আইল্যান্ডের বিনিময়ে তাপ্ত করতে পারি না এমন কিছু নেই, রানা,'
কথার সুরে ব্যাকুল তার লক্ষ্য করে কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল রানা। 'ও তো
আগাই মেরে, কিন্তু থ্যাঙ্গান আইল্যান্ডের কাছে কিন্তু বা ও মূল। বেচে থাকলে
গায়র গায়র মেরে পার। কিন্তু থ্যাঙ্গান আইল্যান্ড? একটাই আছে, এই
এলাকাতেই, এরার না পেলে আর কখনও পাব না।' মেরের দিকে তাকাল উথাদ
চুড়ামণি।

'শ্রী!'

রেবেকার চোখ দুটো কাপছে, তাহাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার
মধ্যে। আফ্রি মনোবলের সাথে নিজেকে সামলে রেখতে শে। সায় ফ্লেডারিক
গলির। রেবেকার দিকে চোখের বলল, 'দুঃখ কেরো না, বৃহত্তর সাথের জন্যে

২৩৮

বিদায় রানা-৩
ফরার! আগের বারের চেয়ে আরও অতিক্রিয় শোনাল ওয়াটারের গলা।

প্রশ্নটি না জেনে এই উজ্জ্বল সাপের কিছু খুঁজতে যায় অথবা কোনো নামকরণের মাধ্যমে চুকিতে পারে না। বিশেষ ধরনের সাধনবিধান আর মস্তকটি নিয়ে দিন্যায় সরা নারক আর সেরা জাহাজ এসেছে একের পর এক, হাজার
বর্গাইন এলাকা ঝুঁড়ে তন্ত তন্ত করে ঝুঁকিয়েছে তারা থম্পসন আইল্যান্ড। ফ্লাফার, শুনা। খুজে, লগ্না একটি ট্রেন্সটাইন হোয়েল-বোট নিয়ে মোজাুমাজির অর্থ একটাই-কয়েক দিনের মধ্যে মুভত। সেল্টাংটি নেই, কোনো ফিকল করার জন্য একে নিভর করতে হবে গলহাঁড়ির নেভিগেশন মেথডের উপর। কৃত্য ভাবে রানা, বাড়িতে দিকে যাওয়ার জন্যে বলবে সে গলহাঁড়িকে। শেষ চেটা করে দেখা যেতে পারে, রোডারহলেটে যদি পৌঁছানো যায়...কোন সন্ধেহ নেই ওর ওই সময়ের মধ্যে স্কলের শারীরিক আর মানসিক ক্রিয়া এমন পথযাত্রা চলে যাচ্ছে আসার ক্ষেত্রিক বহিঃসেবায় যে সাথে কথালিপী করা কতটা হবে। না, তারপর ও চেটা করে-ওয়াইল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করার। আগের মতই অটল রানা থম্পসন আইল্যান্ডের বাবারের, বীপাটির সমান কাফিক ও জানতে দিচ্ছে না।

'কাউন্ট?' কিন্তু কিছু সত্যিই কি গুলি করবে লোকটা নিজের মেয়ের কেক? ত্রিগামের চেয়ে কে আদ্ভুতের নথিতে সাদা হয়ে আসছে। আদ্ভুতের চাপ বাড়িয়ে উন্মাদিত।

'বেশ, বেশ,' বলল রানা। 'গলহাঁড়িকে নেভিগেট করতে হবে, তার নিজের প্রয়োজন।'

'না!' মরিষা হয়ে বলল রবেকা। 'ওর কথা শুনে না তুমি রানা, গুলি করতে চায় কেমনকঁজ।

'তুমি বলতে চাইছে...' কুষ্টাশীল অন্ধ কিন্তু সার্জন ফ্রেডারিক।

গলহাঁড়ির বিষয়ে বিবক্ষিত চোখ দুটো চোখ অন্য চোখ বিচিত্র নিয়ে নিল রানা। 'স্টিয়ার সাউথ-উয়ে এ লিটল ইন্সট ইন ইট।'

না তাকিয়েও রানা অনুভব করল অন্ধ বসে আছে গলহাঁড়ি চিলারে, চেয়ে আছে ওর চোখে তীক্ষ চোখে। তারপর, একটাই কথা না বলে ধুরেজ নিয়ে নতুন করে সুপ করল হোয়েল বোট। টানা বাতাস পলকের মধ্যে ওরেরের নিয়ে ছুটল ইতিবাদো। ছেট একটা স্টেসেল আরও গতি বাড়িয়ে দিল বোটের। ভৃষ্টিকালী, ফেনারাশি, উত্তকথিত পানি আর কুয়াশার পানি ছিড়েনুড়ে সামনে বেঁধে চলল বোট দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে-থম্পসন আইল্যান্ডের দিকে।

নয়

দুর্গের মধ্যে বাতাসের গতিক্রম ফিল্টে-নেটের প্রত্য বিদ্রীঢ়িনী ধারা হয়ে দাড়াল, Beaufort উইল্ড স্কেলের প্রায় মাথায় কাছে উঠে গেল ইডেনিটর। বেঁচে থাকের

বিনয় রানা-৩  ২৩৯
প্রার্থনা করা ছাড়া দুইয়ে কোন কাজের কথা মাথায় ঢুকল না কাজিতে। বেন্দ্রেই বলেঃ কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোন পত্তির আর রানার প্রাণ চঞ্চরেই ফেল। তিনি দিন কখনও দোকান বেটারা খুঁড়ে খাওয়া যাতে পরের মত ছুটি সামনের দিকে মুরিয়া হয়। বেট পরিচালনা করা বলতে যা বেলায় তার নামকর ছিল না। খামারিত্ব হইতে ধনী নেদরিনি মুহূর্তের জন্যে। নুন ছুটে খাওয়া, একাত্ত ভাবে অন্ত নিতান্ত সামনের দিকে ছুটে যাওয়া।

প্রতিবাদ, ধন্য কিছুই কাজ হয়নি। টিলার কেন মানে বন্দে দিতে চায়নি রানাকে পত্তির। আইল্যান্ডবর জানে টিলার অক্ষর বন থাকা মানে বেড়ায় নিজেকে মুরাত হাতে তুলে দেয়া, সে এখন যা করেছে। বুঝিয়ে কাজ না হওয়ায় সাজি প্রয়োগ করতে হয়েছে রানাকে। আর্নেও পরামর্শ মানতে চায়নি পত্তির। রানাকে সে মুরাত হাতে তুলে দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত নিঃসরণ হতে হয়েছে রানাকে। টানা চেঁপা করতে হয়েছে ওকে।

দায়িত্ব তাগাভানি করে নিয়ে তুচ্ছ স্তরের সিংহাসনে বনে পিছ পেতে দিয়েছে ওরা বাতাসকে। মাথায় পিছনটা ধরে ঘাড়ে চলে উঁচুর ভর করে আছে বাতাস সারাক্ষ। সেই সাথে খুতে বরফের টুকরো, বুঝার আর ফেল ওরে পিছে ঘাড়ে, মাথায় মোটা আতঙ্কের তৈরি করেছে। মাথায় মাথায় পিছে এটে বসা তুলের গ্রাসের ভাটে চেঁপা করে বর্ষ হয়ে তীব্র বায়ুর নিজেকে ফুঁসিয়ে উঠতে আবিষ্কার করেছে রানা। এক্কনাগড়ে দীর্ঘত্বমাত্র আক্রমণগুলো ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। সেনাগণের বুলেটের মান পিছের উপর মুঠবারের উত্তরে মেরেছে বরফ, তুলের আর তীব্র গতিশীল ফেল। অস্থির ব্যাথায় প্রতিবাদ পরামর্শ ধর্মীয় কয়েককে মুরাতকে মেনে নিতে চেয়েছে ও, তারপর হটাই নিক্ষুপি পেতে অজ্ঞান ইয়ে পড়া থেকে জঙ্গ চেঁপা করেছে নিজেকে চেঁপিয়ে রাখতে, তাই সাথে তুলের তোলে পরবর্তী আক্রমণের এই তুলে—এবং আক্রমণে কোনও মিষ্টি হয়নি। বরফের টুকরো, টিলা, গ্রাসের, ছোট বার্গ, ভাজা, পীত ও টুলে দুপাশ দিয়ে সা সা বেগে বেরিয়ে গেছে, তাঁকে করতে সক্ষম নির্ভর আলোয়। আলোর বং সম্পর্কে পরিচালিত মানে পরামর্শ ও দিনের বেলা নিঃপত্ত সবজ্জ সবজ্জ, আর রাতে নিঃসরণ কলো আলকালর মত, এর বেশি কিছু মনে করতে পারে না।

ওদের মুখ, মাটি, থাইরাউন্ড, গ্রাসের এবং কানিঙ্কা সাইডে তুলের পুরুষ অবক্ষণ এটে বনে আছে। বেটের গতিবেগের দূর্বল উৎপাদন তৈরি করার সর্ব রাত্তা বেন। আর খাওয়া দাওয়া ব্যাপারটা করলে, দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। টিলা থেকে বাজার বেস করার চেষ্টাটা করে দুর্বল ভাবে হারিয়ে গ্রাসের উপর ঠেল পড়েছে ওয়ার্লার। গজ বুঝিয়ে টিলার বনে রানা যখন প্রায় মুরাত, কেবলকে অনাজ্ঞা সাধনের সে কি বাকুল প্রয়াস। তিনবার টেরে পেয়েছে রানা কেবল গ্রাসের উপর দিয়ে ঠেল করে এসিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে ওর দিকে, টিলা চেঁপে কেবলকে এবং ফিরিয়ে দিয়ে গেছে শ্রীপ্রতি বাণের তিতর। তিনবারের মধ্যে দুর্বলই কাজ এসে দেখেছে রানা, জননেই কেবলকে।

ছাঁরি ফ্লেডারিক আর ওয়াল্টার ফরওয়ার্ড ডোকের নিচে আলকালরসের সাথে আশ্রয় নিয়েছে। পিশো স্টার্ন সেকশনে রেডিয়ার সাথে। তার খুরিত তিতর।
অন্ধকারে মরে গেছে কিনা বোঝার কোন উপায় নেই—তবে যখন সন্দেহ গাঢ় হয়েছে রানার তারই থোরস্তাহমারকে ধৌতা দেবার জন্যে রেডিওয়ার চার্চ টেলিফটিপ করে জানান দিয়েছেন সে, না, বেচে আছি এখনও। উঁচু লিন পাড়া আর শক্ত গ্যাসটি হারাম করে তুলেছে যুম, সেইসাথে চক্ষু ঠাঁটো ওদের গ্রীষ্ম বায়ুর ওয়াটারফ্ল্যাক চামড়া বেঁধে দেয়া আগে ছুড়ে দিয়েছে সর শরীরে। হয়তো কানা রঘুর সেনা ইংলিটার্স স্টার্ন ডেকিং থেকে একটি থোরার বেঁধে টানিয়েছে রানা। তার নিচে রেবেকাকে হোয়ে রেখেছে ও। টিলার ছড়ে যেই নামে আয়রন নেয় ওথানে। রস শীর্ণের লালচাল গ্রীষ্ম বায়ুর ভিতর থেকে বেরোয়ানি করে একটি, উৎকট ঠাণ্ডা নিজের শরীরের দুর্দম এক টুকরো উন্মোচন দিয়ে সাহায্য করছে সে রেবেকাকে। রেবেকার অবস্থা ক্রমশ বিপদগীর্য হাড়িয়ে আরও খাড়ার দিকে যাচ্ছে। টিলারের দাঁড়িতে নেবার জন্যে গলাহাতিকে ডেকে তোলার সময় গতান্তভাবে ওকে প্রলোপ করতে পেরেছে রানা। ওকে সাহায্য করে পারছে না, সেই প্রস্তুতেই হয় তাহাতে।

এখন এই সাত সকাল প্রায় অচেতন রেবেকার দিকে চোখ রেখে সিকায় নিল রানা, লেখাটোটি ফেলে দেবার সময় ও যা তেজেছিল তা কাজে রূপাপরিত করার সময় হয়েছে: পরিপূর্ণ করু করে রেডিওতার হাত করতে হবে, নিঙ্গান্যাল পাঠাতে হবে থোরস্তাহমারকে।

রানা জানে না, বোঁটের পজিশন জানা থাকালেও দেব্রুকার ওবারকে খুলে বের করতে পারবে কিন্তু। ঝড়ের যা অবস্থা! এই বাতাস থোরস্তাহমারের নিজের নিঃসন্তাপ লওয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু যদি পারে, থুম্পন আইনলেঙ্গের বহল ওর একার মধ্যেই গোপন রাখবে। স্যার ফ্রেডারিকের প্রলোপ করে তুলবে না কেউ। থোরস্তাহমারের কাছে আত্মসমর্পণ লেখা ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে ওর, জানে ও। কিন্তু ভবিষ্যৎ ওই বিপদগীর্য হোক, প্রলোপের ভিতর নিয়ে পথরণ যাএ বেঁধে মহাশ্রমের দিকে এই যা ছুটে যাওয়া এর করাল দাম থেকে মুক্তি পেতেই হবে। এবং যা করার করতে হবে আর সময় নষ্ট না করবেই, দুর্দশ। রানা অন্তর্প্রবেশ করেছে, শরীর থেকে শক্তি বেরীয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, দুর্দশ হয়ে পড়ছে ও। শেষবার টিলারের দাঁড়িত গলাহাতিকে দেবার সময় সাউদার ইস্ট কি পরিসংখ্যান চান্দা আদায় করে নিয়েছে আইনলেঙ্গের প্রচু শক্তি থেকে তা লক্ষ করে আঁকাকে উঠেছিল ও। নির্দোষ এক হস্ত ধরে সাগর আর ঝড়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে একটা অনেকক্ষণের ব্যাপার থাকার মধ্যে দুটো সেদিনে গেছে কেটেরের ভিতর নিঃসন্তাপ। কথাটা দূর করে মন হয় ধোকের জায়গায় দুটো গতির কালো গর্ত ছাড়া আর কিছু নেই। বলার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে তার। টেলিফটিপের ফোন দিয়ে তোলা পদার্থ বেরিয়ে আসছে থেকে থেকে, লালা, থুথু, ফেনা। দুর্দশা পরাহারের উলটো পিঠ দিয়ে তা মুছতে গিয়ে প্রচু বায়ু অনুতে করছে সে মুখরে তক্তল পাদৃশীত-বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায়।

পিটের মুখে ওবারের আটিক করে রাখার গ্রোথামাটা বাতিল করে দিতে বাধা হয়েছে স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার। যা অবস্থা তাতে ওবারের দরকার নেই, সব নয়। কিন্তু শরীর দৃষ্টিতে লক্ষ রাখা বহাল আছে, রানাকে গ্রীষ্ম বায়ু।

১৮-বিদায় রানা-৩

241
থেকে একবার ওধু বেরুতে দেখলে হয়।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী চোখের সামনে বা থাকত না। সাড়া দশটা। আটটা থেকে টিলার বেরুতে গলাধর্ত। সে যখন দায়িত্ব নিয়ে পরিবে তখন একটা সংক্ষেপ সিপাহী পাঠানো ছিল থেকে মারাত্মক বা যৌথায়িক বা ওয়াল্টারের কোনরূপ। সে অনেক সময় সময়ের সাথে দুইদিকে চাইবার কথা নয়। যে বেরুতে আসি রানাক, কাজটা কি হবে ও। পিতৃকে অপারেশন করতে হবে, তাকে বর্ণনা অনেক করে দেখান পাঠাতে হবে ডেক্সট্রয়ারে। বোটের পরিস্থিত জনসাধারণের অস্থিতিশীলতা দেখতে হবে, তারা না হলে বিবাহিত পাল্টে না সে। বেশ দোষ দরকার। সিপাহী পাঠানো মাঝখানে সার ফ্রোঞ্জার বা ওয়াল্টার নক্সা না গলানোই হয় এখন।

নিজের শক্তির উপর ভরসা নেই তেমন আর। কেবলমাত্র তাকাল ও। বস্তু চোখের চারদিকে তুষারের ছোঁট বিষম তৈরি হয়েছে আবার। ক্ষয়িত এক পৃথিবী বার চট্টে উঠতে হয়েছে রানাকে, গলাখাতি আর বেচাবার মুখ থেকেই এই তুষারের সবিত্রী না দিয়েও ওঠলো কদাচিৎ বেধে গিয়ে মুখগোলকে শুধু বরফে পরিপূর্ণ করতে, টেরঘোর পেয়ে না অজ্ঞ এবং তৈরী আর গলাখাতির। বিড় বিড় করে। অক্ষুন্ন কি বলল বেকা বৃষ্টি পারা না রানাকে, ওর নামটা ওধু কানে ধরা পড়ল অস্পষ্টতাভেলে। সাহিত্যের বাক্সা অথবা কোথায় করে দেখি নিল একবার রানাকে। মাথা নেওয়া কি সে বোঝাতে চাইল বলল না রানাকে। ফরাসিয় তোপের উপর সার ফ্রোঞ্জার বা ওয়াল্টারের কোথা চিহ্ন নেই।

সৌধ বাগ থেকে এক ইঞ্জি এক ইঞ্জি করে নিষেধ করে লেখিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানাকে। রেবেকার মুখ থেকে তুষার সরিয়ে বলল করে এপল ব্যাটারায়ের উপর দিয়ে পিতৃদিকে সৃষ্টি দিয়ে স্থান দিয়ে। ভিটরিয়া যাপটি মেরে বলে আছে পাংশুর অবস্থায়, মাতৃ উষ্ণ না ইম্যাকুলেট হেলের চিন্তাতে এক মিনিট সময় লাগল রানাকে। তার মেঝে উঠতে দেখে পাথরের মত শক্ত হয়ে পল্ট ও গ্রাটিংয়ের উপর। খুঁ করে আওয়াজের সাথে একটি সৃষ্টি অন হলো। পিতৃর সাথে দুর্গন্ধ সাজান লাইট আলাদা হুড়কে রানাকে সামনে তার কাঠামোর পারিক্ষেত্র ফুটে উঠল। বলে আছে পিতৃর রেবিয়ে সামনে নিয়ে। যুদ্ধে সংঘটি পাচ্ছে না রানাকে। কিন্তু বলল পড়ার কাছ দুইজন দেখে বুঝতে ভাবি সমুখ না ওর, পিতৃরাও তার শক্তির শব্দ রিপুনে তার চিকে আছে এখন।

সাহিত্যিক কাটাওলা সেরে নিক, ভাবল রানাকে। থেরিয়ারের সাথে যোগাযোগ করলে, তারপর যাতে বোঝায় পড়া যাবে।

ইঞ্জি নামক রানাকে। পাখার জন্য নয়, মনোবলোকের সাহায্যে জিতে চাইছে ও। পিতৃকে সামনাসামনি সাজিয়ে পারের কথা যতবেষ্ট সমুদ্র আছে, কারু করতে হবে তাকে বিজয় দেখতে।

দুর্গন্ধ সিপাহী বেরিতে শুরু করল।

'থেরিয়ার...থেরিয়ার...'

থেরিয়ারের থেকে দেখার জন্য এখন আর পিতৃদের উপপুত্রের কোন

242

বিদায় রানা-৩
দরকার নেই, সিগন্যাল এমনটিতেই অত্যন্ত দুর্বল, থেমে থেমে বেরুচ্ছে—লাইফ-
রায়ফট সিগন্যাল ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।

রিসিভিং সুইচ অন করল পিয়ো। ধো হামারের জোবাল উত্তর তুলে অবার
হলে রানা। পরিকাল, স্পষ্ট—নিচতই সে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

'ধো হামারের টু লাইফ-রায়ফট। পারসোনাল ক্যার্সেন সানকিড টু
লেকটেন্যাট পাইলট মনবি। চাবি নামিয়ে রাখো। তোমার বাটারি শেষ হয়ে
যাচ্ছে। কাছেই আছি আমরা। তোমাদের খুব পাব। চাবি নামিয়ে রাখো।
কীপ ইওর কী ডাউন। উই আর ক্রোজ। উই ইউইল ফাউড ইউ। লেট ইওর
বাটারির রান আউট।'

বিস্ময় ধরনি বেরিয়ে আসছে পিয়োর গলা থেকে। ক্ল করে আরও সামনে
ওঠলো রানা। পিয়োর পিঠের কাছে পোঁছুল। নিঃসরণ আটকে রাখতে গিয়ে বুক
ফেটে যায় দশ হাতে রয়েছে ওর। বা হাত বংকা করে পিয়োর চিবুকের নিচে উইভ
পাইপ মুক্ত করে ধরল। ধানালীর সিতর মিলিয়ে উত্তর হলে বাতাস বেরুতে না
পারায়। রান হত দিয়ে রানা ট্রান্সমিটিং কী লক করে দিল। কোথায় জেন গুলপাল
দেখা দিয়েছে, মনে হতেই ঘাড় ফিরিয়ে পিয়োর তাকাল ও। কুনিউ ও ইটুর উপর
ভর দিয়ে প্রথমে একটা পাহাড়ি তৃণকক্ষের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে বো
থেকে ওয়াল্টার, মূঠাই ধরা ফেনসিং নাইফের বীট।

শরীর ঘুরিয়ে বাইরের দিকে ডাইভ দিল রানা। কিন্তু দুর্ভূতা কম নয়, উঠে
দাঁড়িয়েছে ওয়াল্টার, ওর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল রানা। সুযোগটা পেয়ে
এক নিম্বে বুঝি দিয়ে মেরে রানার মাথাটা ঘাটিয়ের সাথে জেরে দিতে চাইল
সে। রানা পা তুলল রানার মধ্যে উপর। বিদ্বাহ বেঁচে গড়িয়ে একশেখে সের গিয়ে
গেটা শরীরবাক ইটিয়ে কুলিই পাখিয়ে ফেলল রানা। জোড়া পা বেরিয়ে এল
রকেটের বেঁচে, আঘাত হানল ওয়াল্টারের বা পায়ের উপর। হুমকি করে পড়ে
গেল ওয়াল্টার। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আবার। রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে। হিংস
বাইসনের ফল মাথা চিত্র করে ছুটে এল ওয়াল্টার। ছুরিটা ধরে রেখেছে সামনে।

এক পা তুলল কালোতে কিছুকের ভঙ্গি প্রতি একটা লাডি মারন রানা
ওয়াল্টারের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়াল্টার। পরম্পরা অনুরূপ করল অন্ধকার
বেঁচে কি যেন এসে লাগল তার চোয়ালে, তারপর নাকে, তারপর চিবুকে। চোখে
অন্ধকার দেখেছে ওয়াল্টার। বুঝতে পারলে, মারাত্মক মাসুল রানা। কিন্তু এর বাধা
লাগে কেন? কান্তু, দুর্বল, মুক্ত-পাতলা একটা লোকের মায় এত জোর আসে
কোথেকে? ছুরি! ছুরিটা কই? কথন বন পড়ে গেছে হাত থেকে! দরকার রক্ত ঝরছে
নাক দিয়ে।

ছুটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে ওয়াল্টার। প্রায় অচেতন অবস্থা।

'রানা।' অনুরূপ শন্ত করল রেবেকা ঘ্যাটিংয়ের উপর চলে পড়তে পড়তে।
ক্ষত হয়ে পিছিয়ে এল রানা। ঘুরতে যাবে, দেখল ছুরির বীটা মুক্ত করে ধরে
মাণ। তুলতে চেষ্টা করতে ওয়াল্টার। লোলাটিয়ার একগুলোমি দেখে অবক হলা
রানা। কিন্তু সেদিকে যেয়াল না দিয়ে চট করে চলে এল রেবেকার পাশে।
সুযোগটা নিল ওয়াল্টার। ফস্তা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়েছিল ততটা দুর্বল

বিদায় রানা-৩

243
সে নয়। ফুট উঠে দাঁড়িয়েছে সে ক্রেনসিং দুর্বিহারী হতে নিয়ে। এগিয়ে আসছে রানার দিকে।

কোনও সুযোগ দিল না তাকে রানা। রেবেকাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে তাকে। হেলান দিয়ে সরে গেল একপাশে। দুর্বিহারী চলাচল ওয়াল্টার। কিংবা কেই অজানা কোন তাকে হাতে তুলে ফেলল রানা ওয়াল্টারের পিঠের উপর। মোটামুটি হাতের রঙে টান পড়ায় দুর্বিহারী ধরা মৃদু আলগা হয়ে গেল ওর—ছেলের হাতের মোঁয়ার মত ওটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল রানা পানিত। তারপর ন্যাঙ মেঝে ফেলিয়ে ফেলে। এটি উপর চড়ে বসে চিবুক ধরে টানের শুরু করল পিছন দিকে।

ধুনোর মত বাঁকা হয়ে মাছে ওয়াল্টারের পিঠ, ছড়াদাঁড়া টান পড়ায় করিয়ে উঠল সে। পিছনে টানে গিয়ে হাত দুটি ধরি করে তেঁতুল রানার। এরকম দুটি করে তেঁতুল নিয়ে বিশ্বাসরূপ কিছু থাকবে না বুঝতে পাশে ও। মুখের ভিতরের দেখা যাছে ওয়াল্টারের, দুপালটি দুই অংশের মধ্যখানে দুই ফক্ত ফাক মৃদু হয়েছে। আতঃপুরুষ ফেটে বেরুক্ত হচ্ছে তার দুংখের দিকে।

একটা সত্য কথা বলে দেখি? গলায় বর্ণ কিছুই উড়ে করল রানা, ‘চলছি, এদিকে।’

টিলায় ছেড়ে উঠে এল গলাহর্দি ঘাটিয়ের উপর।

‘ওয়াল্টার! বাঁচতে যদি চাও সত্য কথাটা বলে ফেলা, তাহাতাহাতি! সী-প্লেনটাকে কে পথি করে নামিয়েছিল? কে? কার অধিকারে?’ রানা দেখতে পাওয়া রেবেকাকে, বিকাশিত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছে সে।

ক্রিক!

শব্দটা অন্ধে ধীরে ধীরে পিছন দিকে তাকাল রানা। সায়ার ফ্রেডারিককে বাকা বোকা লাগছে। কোনাকোনি চিনেন তার ফুট উঠেছে তার। চেয়ে আছে হাতের পিঞ্চের দিকে। মিসফাহারের কারণে বুঝতে পারছে না সে। আছে না বুলোটলো ডাকে করে নেয়া হয়েছে। তেল বরফ হয়ে যাওয়ায় ফায়ারিং মেকানিজম কাজ করেছে না, অনুমান করল সে।

‘ফ্রেডারিক!’ ওয়াল্টারেরে ছাড়ল না রানা। ‘ফেলে দাও তোমার হাতের খোঁজনাট। ওটা এখন আর কোন কাজেই নয়।’ ওয়াল্টারের গলায় আরও সিক ইক্ষু পিছন দিকে চেনে আনল রানা। ‘বলো, ওয়াল্টার, সবইকে শোনাও সত্য ঘটনাটা। কে গুলি করেছিল সী-প্লেনকে?”

‘আমি। আমি গুলি করেছিলাম। সায়ার ফ্রেডারিক আমাকে অড়াই দিয়েছিলেন।’ নিচ গলায় বলল ওয়াল্টার, কিন্তু পরিষ্কার করতে পেল গলাহর্দি, রেবেকা। ওয়াল্টারকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রানা গল্পের টলে। একটা ভাঙ্গার গল্পের তখন তুলে নিয়েছে বেটিটাকে। ডান দিকটা কাঁপে হয়ে যেতেই তার হাতের ফেলে মেরে ফড়ে দেখল রানাকে। হামাতুড়ি দিয়ে এগোল সে নিরাপদ অবস্থায় নেবার জন্য—সায়ার ফ্রেডারিকের দিকে।

সায়ার ফ্রেডারিক এখনও পুরোপুরি সতেজ, ঝোঁ তাকে কাবু করতে পারবেনি।

বিদায় রানা-৩

২৪৪
নষ্ট পিকলটা বস্ত্র করত্বা পালন করছেন, মুদু কষ্ট করল সে রানা উঠে রহতে। মৃত্তের জন্যে আমি ভূলে গিয়েছিলাম যে, রানা, ধ্রুপদ আইল্যান্ডের রহস্য একাকী তুমিই জানো। তোমাকে সংবাহন করে দিচ্ছি, বুঝাচ্ছি, মাথা গরম করে না, তাতে শিক্ষিত ক্ষয় হবে ওহু। তোমার সব শক্তি চাই আমি ধ্রুপদ আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্যে।

'ফের সেই ধ্রুপদ আইল্যান্ড? ফর গডস সেক, ফ্রেডারিক! আমারা কোনদিকে চলছি তার ঠিক নেই...নিজের মেয়েটা মরতে চলছে...'

'কিন্তু তুমি তো না।' বলল সায় ফ্রেডারিক। 'এখন আমি শুধু একা তোমার বাপারেই মাথা গাঢ়চিচ্ছ। তুমি আর আমি, আমরা দুজন! আবিষ্কার করব ধ্রুপদ আইল্যান্ড!'

ফ্রাত একটা হিসেব করতে পরে করছে রানা ইত্যাদি। কার্টেন নোরিশের দেখানো চাট ধ্রুপদ আইল্যান্ডের পজিশন থেকে বেট যদি সোহাসুজি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে থাকে।

'বেটের ছেড়ে পাগলামির চড়ান্ত করেছ তুমি' বলল রানা। 'শোন, লাড়া হত কি? ধ্রুপদ আইল্যান্ড পেয়েছি কি লাড়? দুনিয়ার সব সীমিত যদি ধাকতও সৈন্যের ছাড়েন। পাতে তুমি ছোট এই বোট করে সবটা সরিয়ে আনতে? ধ্রুপদ আইল্যান্ডকে ব্যাপি যদি পাও-ও, সীমিত উদ্ধার করার জন্যে তার পজিশন রাখতেই হবে তোমার।'

লোকটা যে সুখ অবহেলায়ই পুরো উম্মাদ তা বোঝে গেল তার শান্ত সলামে।

'ভুল করছ, রানা। ধ্রুপদ নে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে জাহাজের বরাদ একটা ফ্লোট। কারো উদ্ধারের অপেক্ষা করে হবে না আমাদের,' আরোপুত্তরের সাথে হাসল সে। 'প্রথম, কোনো বেছে নেবে—লাইনার, ফ্রিগেট, টায়াবর, যে কোন একটা নিতে পারো।'

বিচিত্র বোধ করল রানা। সেই সাথে প্রথম ক্রু দ্বিতী। নিঃশব্দে রেবেকাকে তুলে নিয়ে স্বপ্নক্ষেপের কাছে এসে দীর্ঘভূষে। একটা বাংলে রেবেকাকে ঘুরিয়ে দিয়ে নিজের ভূলকে একটা গল্পের কাছে থেকে টিলারের দায়িত্বে নেবার আগে খাঁকি বিশ্বাস না নিলেই নয়। নিজের জায়গা হেঁটে নড়ল না সায় ফ্রেডারিক, রানার দিক থেকে তার চোখের দৃষ্টি সরল না। সোনার দুটো পাঁচ বিভক্ত হেঁটে, নিঃশব্দে হাসছে সে। হঠাৎ আরাস্তা হয়ে এল রানার সামনেটা, হাত যুদ্ধ গেল সায় ফ্রেডারিক। একবার মনে হলো চিত্তার করে গলার রঙ ছিদ্রচূড় গল্পহরিত। কুয়াশা নয়, বুঝিয়ে মত ফোটা ফোটা পানি লক্ষ-কোটি তীরের মত উঠে যাচ্ছে। বাতাসের আচ্ছাদন গতি বেড়া যাওয়ায় দম আকাশে এল রানার। ডান হাত দিয়ে হাতাড়ান্তে ও, রেবেকার স্পর্শ পেয়ে তাকে টেনে আনল বুকের কাছে। পরমহুর্তে জান হারাল।

বারবার যত্তে জান হারাল এবং ফিরে গেল, প্রতিবাদ রেবেকাকে বিদ্রোহ করতে জন্যে ও। চোখ মেলেনি রেবেকা একবারও। জান যত্নকৃত রইল, রেবেকার কথাই তাকে রানা। রাতের কথা ভেবে শিউরে শিউরে উঠল।

নড় আর জলাঘটীস গল্পহরিতকেও অত্যন্ত করে ফেলেছিল। রাপারটা টের
পেল রানা গলহার্ডি যখন বিকেল উত্তর যেতে ওঠে টিলারের দায়িত্ব নিতে কলার জন্য ডেক থেকে চুনতে ডাকতে এন। কথা কলার সময় শহর আচ্ছন্ন গলায়, পারলাই না শেষ পর্যন্ত। ভুতে পাওয়া লোকের মত আত্মবিশ্বাস চোখে সাগরের দিকে চেয়ে হাত তুলো ঝাড়, বাতাস আর বিপদ দেখার চেষ্টা করার মানুষকে। ট্রান্স আইল্যান্ড আর আসমানের কোথায় করো তুফান। ডেক না মেঠে মেঠে করো কিনা কিনা করো কোথায় তুলো ঝাড়। কি হবে টিলারে গিয়ে? গ্রিপিং বায়ের ভিতর তুমি একটু আরাম। যাক না টোট পড়লে ইম্পা ভেসে। কি লাগ। এমন তো নয় যে জানা নেই কি আছে ভাবা। এইভাবে স্বয় থেকে মরা তুলো। আয়ূর শেষ কিছুদিন সময় কেন আর তাকে কথা কোথায় করো দেয়া?

হাতে রেল নির্মাণ যেকেনার একটা হাত। চাপ দিতে মুটি মুটি করে ভাঙল পাতার উপর বালু হয়ে এটে মেলে তুলারের পাতলা আকার মেলে। সবেগ হলে, তারপর সবে চুক্ত হলো, মেঠে মেঠে নেই। তীর একটা বায়া অনুভব করল রানা বুকের মাঝখানে। প্রমমে নেরে তিনের চিঠিবিশিষ্ট চিঠি করে বিড় বিড় করে কলন, যাও, আমিও যাও। কোনটা বলে চেক মেলাল। মেশে মেশে হাসে আইল্যান্ড মরণ দেহ কবরে নেয়। মনে দেয়া কবে, কখন ছোট হয়ে গেছে, জানে না রানা। গ্রিপিং বায়ের তিনের ডুকতে চুটকিতে করেছ। রানা, চেষ্টা করেছে মানে পাক সাত সেকেন্দ্র লাগেছে তার একটা হাত তুলোই—তোলে ঝাড় করে পড়ে যাচ্ছে হাতটা দেহের পাশে, বাতাসের সাথে দুঃখে। নদৃষ্টি পাছে না গলহার্ডি। মিলিটারি পর অবাক একটা হাত তুলে চেষ্টা করেছে আইল্যান্ড। কেননা গ্রিপিং বায়ের তুলে এক সময় হাত বয়সে পড়ে কেল শীতের। বলে রানা, কিন্তু গ্রিপিং বায়ে থেকে বুঝে তিনিনি মিল লেগে গেল। মাথা তুলতে ও দেখল দুটো নাশ হয়ে পড়ে আছে হার্টে মেজারের আর অ্যাটলেট। পিনার খুপুরির তিনটায়ও প্রণয়ের কোন সাথে নেই। জলেছুল একে সমীক্ষা। দুটো মাটি প্রাণ জেগে আছে বোঝে। রানা আর বা এর কাছে নিঃসাড় দুটো দেহের পাশে আল্বার্টাস, একারাসাইজ করার ভঙ্গিরে ডানাই নাড়ে না নির্ণয়।

বরফ বালা বায়রে বেঝিয়ের উপর দিয়ে হামাশুড়ি দিয়ে টিলারে পৌঁছুল রানা, গলহার্ডির বালা দিয়ে খুলে হাল ধরে দমন পরা হাতে। বাতাসের সাথে পিটে আছাড় খেলে গুরু করেছে পানি, তুলেছে আর ফেনার স্পেল। চেক দুটোয় যেন আগুন ধরে গেছে, তবু দীর্ঘ এক ঘাটা খোলা রেখে দেও দেহে চিনে নিয়ে এক অকাটের সাথে এক এক রকম আচরণ করে বোটের নিপতান নিচ্ছে করার সংগ্রাম চালিয়ে গেল রানা, আলোর ধরে বড়লে যাচ্ছে। নিজেকেই ও বারবার মানে করিয়ে দিচ্ছি, অমোট রাত নেমে আসেছে চাররিড থেকে। কিছু ইচ্ছা বা শর্করা কোনটাই নেই। গলহার্ডি বায়ের মেঠে কোন নেবার বা স্টিয়ারিং আর্ম থেকে হাত খোলার। হোয়েল বোঝে চারোদিকে যেইতে চলেছে। দেও দেহে না নক্স নিতে করে, আবার উঠুয়ে, হাজারারা, অভিশাপের মাঝে ধরে গ্রিপিং বায়ের তুলে তার সঙ্গী তুষার, ফেনা ও পানির হিটে।

শাক্তি নয়, সহসা নয়, রানা জানে না কিছুতে জোর পুরোপুরি আর হারানি।
আবার ও। পরে ও জানতে পারে, সেই অর্থ-চেতন অবস্থায় একটা ছয় ফটা বসে ছিল ও টিলারে। যখন চোখ খুলল পুরোপুরি, হোয়েল বেটে থেমে আছে শান্ত সমাহিত সাদা চারদিকে, তাছাড়াও আটকাচে না দৃষ্টি। মনে হচ্ছে মূত্রের পর অন্য কোন জগতে জন্ম ফিরল যেন।

ঝড়ের হিংস্র উত্তরাধিকার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

কিন্তু ঝড়ের সেই ভীষণ গর্জনের চেয়েও মারাত্মক আঘাত হানেছে স্নায়ুতে এখন অটুটি নিশ্চিন্তা।

হাল ধরা রানার হাত কনিজয়ের ভাত খুলে সামনে বাড়ছে না, তর্কাক ভঙ্গি মেরে রুকের ডান দিকে সেরে আসছে না, ভাজ খুলে আবার সামনে বাড়ছে না রুকের গলুই চেয়ের দিকে রাখার জন্য। বাতাস মরে গেছে, নিজেক কলম রানা, আমি নিজেও মরে গিয়েছিলাম। আলোর মসা মরা, চেনা যায় না। এ আলো দিনের নয়, রাতের নয়-সাদালে, সাথে নীলে নাড়া। হাত তুলল ও চেয়ের সামনে।

ফিতের মত এক সারি আলো ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের গায়ে-বসুজ্জ্ব, লাল আর হলুদ মেশানো আতের মত, নীল আর বেগুনী-ঢাকা মনে। পড়ল ওর, এরই নাম সাউদার্ন লাইট! দক্ষিণ মেরুর দিকে থেকে একটা ডানা আঁকাশে উঠে এল লাল আর বেগুনী রঙের বাঁকা তোঁয়ালের মত, অলৌকিক আকাশের গায়ে এদিক থেকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার চোখ বলসানো মহিম।

অতুষ্কুল নানান রঙের আলোর ফিতার মাঝারি উপরের বিশাল গুঁজ্জা এখন পরিলক্ষিত ফুটে উঠছে। বিপুল বেগে চেয়েরের মত একে বেঁকে উঠে যাচ্ছে: আকাশের মাঝখান, নামতে নামতে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে, বিষার চাকুর স্পটের মত দেখাচ্ছে সেগুলোকে, যার যার আলোর উজ্জ্বল ফিতেগুলো, কখনও নিপৃথ যায়, মান নয়। নিজের চারদিকে অবাক বিস্মৃত তাকাল রানা, এদুটুকু বরফ নেই কোথাও। আর একটা জিনিস জড়ে পড়ল ওর, কিন্তু কারকাটা বুঝে পেল না। সাদা আলো সাদার উপর ভাসছে সাউদার্ন লাইট ছাড়াও, কিন্তু উৎসটা দেখতে পাচ্ছ না। বোধ করে উপরটা উঁচু মালি হয়েছে। বোধ করে উপরটা উঁচু মালি হয়েছে।

প্রথম বাতাস চিতা দুলল রানার মাঝখান: রেবেকা। বেটে স্বগ হয়ে আছে, সূতরাং একটা স্টোত্র জুলে গরম কিছু খাওয়াবার চেষ্টা এখন করা যেতে পারে।

হাল থেকে হাত ছড়িয়ে নিয়ে ইংটির তাজ খুলে পা দুটো লম্বা করে দিল রানা।

অসন্তায় করার আগে দশ মিনিট লঞ্চল ওর হাত আর পায়ের জোয়ে উঠলো মালিশ করে রক্ত চলাচল চালানো করতে।

রেবেকা! মাঝখান হতে ছুড়ি দিল রানা। সংহত বুলল নিসায়া। গায়ে হাত দিয়ে এরেন্টুফুকু উফ্লা অনেকের কলে না রানা। নিসায়া পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। মুখী প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে বরফের আচরণ। শিউরের উচ্চ রানা অমল আশ্বাস। রেবেকা! ভয়ে নামিয়ে চুমু খেতে গেল ও, কিন্তু বরফের সাথে বরফের পথে লাগার কর্কশ শব্দ আর ঠোঁটের চামড়ায় টান পড়ল তীব্র বাধা ছাড়া আর...
কিছুই অনুভব করল না।

স্টোভ আর এক কোটো সুপ পাওয়া যায়। স্টোভটা সহজেই জলল দেখে বাচার উৎসাহ এক লাফে চলতোন বেড়া গেল ওর। আকাশে অ্যাম্বার্স আলোর অভূতপূর্ব নতুনের চেয়ে একটু উত্তাপ অনেক, অনেক বেশি আরাম আর আশার সমৃদ্ধি করল ওর মনে।

নিঃসাদৃশ পড়ে আছে গলাহার্ড। রেনে আছে, তবে নামে মাতা। ফরওয়ার্ড ডেকে খুটি-খটি শব্দ হতে চাওয়া তুলে রানা দেখল গ্রীষ্ম বাগ থেকে রেচতে সার ফ্রেডারিক—মানুষ নয়, দানব। যেন কিছুই হয়নি তার, বহাল তবিয়তেই আছে। রানার দিকে, সায়নের দিকে, আকাশের দিকে যেন যুগে যাচ্ছে। হতভাগ্য দেখাছে, দুঃখে আতঙ্কিত অবিচার। গল করে রানার কাছে চলে এল সে। 'পানিতে বরফ নেই কেন, রানা? কি মানে এবং? কোথায় এসে পড়লে আমরা বলা তো?' রানার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মেলন পর মুহূর্তে।

'বুঝেছি। থমসন আইল্যান্ড। কুমি আমাকে থমসন আইল্যান্ডে নিয়ে এলা যে।'

হাসতে চাইল রানা, কিন্তু ঠাকুর দেখে হাসল ওর ঠাকুর আর গীরা।

'আমারা কোথায় বয়েছি তে সম্পর্কে কিছুতে বিদ্যমান ছিলাম না আমির, ফ্রেডারিক,' শাক্ত গলায় বলল রানা। 'থমসন আইল্যান্ড বা অন্য কোন সী মিসিস সম্পর্কে এতটুকু উত্তাহ নেই আমার এই মুহূর্তে। আমি শুধু গরম খাবার চাই খানিকটা।' রেবেকার মাথাটা উজ্জল উপর তুলে নিয়ে গরম এক চামচ সুপ চালাল ও তার ঠোঁটের ফঁকে।

চোখ জলল না রেবেকা তবে সুপটুকু নিল মুখের ভিতর। সীলের রাগিতা গ্রীষ্ম বাগে থেকে মাথা বের করে সদ্যস্থীর চোখে চারদিক তাকাচ্ছে। চামচ তরা গরম সুপ গিলন রানা। উঁচুতা নেমে যাচ্ছে গলা ওরে যোগ দিচ্ছে দিকে, চোখ বুজে নেই রাগিতায় মুখহরতা অনুভব করল সে। পরে কোটা বাড়িয়ে দিল সার ফ্রেডারিকের দিকে। একটু পরই সেটা রানাকে ফিরিয়ে দিল সে, চারাপাত্রের তিনভাগ খালি করে।

'ওখান দেখে আরও একজোড়া নিয়ে এলাস,' স্টেনের একটা খুজি দেখিয়ে বলল রানা। সায়র ফ্রেডারিক ফিরে এল তাড়াতাড়ি। রেবেকা চড়িয়ে সেদুটুকু গরম করতে হয়েছিল নিচেই। রেবেকাকে আরও খানিকটা খাওয়াতে চেষ্টা করল রানা। 'গলাহার্ডর মুখের তেতর চালো খানিকটা; সায়র ফ্রেডারিককে বলল সে।

'মরণের অবস্থা ওর।'

চোখে মেলল রেবেকা। নিঃপত্তা, আহসান দৃষ্টি। 'রানা, এ কোথায় আমরা? আর?' ভাবায়, না অন্য কিছুই ঠিক বুঝল না রানা, মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার।

'খুঁজে পেয়েছ তাহলে—থমসন আইল্যান্ড।'

'আমারা কোথায় তা এখনও জানি না আমি, রেবেকা,' বলল রানা। 'লাড় দেখতে পাচ্ছি না কোথায়। দেখতে পাচ্ছি শুধু সার। একবারে শাস্ত আর কোথায় এক টুকরো বরফ নেই। এই সাদা আলোটা, এর কারণে আমি বুঝতে পারছি না।'

রেবেকা ও গলাহার্ডে আরও গরম সুপ খাওয়াল রানা। গলাহার্ডির জন্ম ফেরনি, ফেরাত কোন লক্ষণ নেই। ওয়াল্টার আর পিরোর মরণমুহূর্ত অনেক কষ্টে

২৪৮

বিদায় রানা-৩
ভাঙাতে পেরেছে স্যার ফ্রেডারিক। মানুষের কোন চেহারাই নয়, সাক্ষাৎ ভূতের মত দেখাচ্ছে দুঃজনকে। দ্বিতীয় স্টোরিতে নিয়ে এসে জেলেছে স্যার ফ্রেডারিক পুরুষদের ভোজনের প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে বোতে পূরো এক হণ্ট পর। রান্নাবান্না শেষ হতে তার হয় হয়।

আলোর রূপ বদল হতে শূন্য করল প্রুত। গোলার্জের দিকে বাড়ান সাউদার্ন লাইটের অষ্টঙ্গ হাতগুলা গটিয়ে পড়তে লাগল তাদের নীল গলার তিনটি। মাথার পাশে গোটা দালু আকাশ চোখের পলকে প্রকাও একটা আলোর উড়াতে রূপান্তরিত হলো। বন্ধুর মত ধনুকাকৃতির বিশাল অর্ধবৃত্তা ছড়িয়ে পড়ল সাউদার্ন লাইটের মত উড্ডয়ন দিকানে নয়, পূর্ব-পশ্চিমে। অর্ধবৃত্তা অষ্টঙ্গ এবং সাদাটে, কিন্তু আকাশে উজ্জল আলো ছড়িয়ে রেখেছে অস্পষ্ট ভাবে, এবং অর্ধবৃত্তের নেপথ্যে শিকড় রঙের হেলিয়োলার মত কিছু একটা ক্রিয়াকলাপ চলছে যা ঠিক সেই মুহূর্তে পরিবহ ধরা পড়ে না কারও চেখে। কবিতার বাদেই রানা যা দেখল তা দেখার কথা তুলে আনা করেনি ও—দূর্লভ Parry's Arc। গোটা দৃশ্যের প্রকৃতির অপার মহিমা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে, যুদ্ধ বিশ্বের চেয়ে বড় রানা।

জিনিসটা কি কততেই উঠে বসবে রেবেকা। নিপ্পো সাদা পার্বির ধনুর্কের গায়ে জুলুলে লাল, গোলাপী, সবুজ, বেঁধে আর নীল আলোর ফিতে জড়াতে শূন্য করল, পরমুহূর্তে অর্ধবৃত্তা বাংলা ভিড়ে পরিধি জড়ে আত্সবাজির মত গোটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল, অর্ধবৃত্তার এক প্রাত নেমে গেছে সমুদ্রে, অরেক প্রাত যেন গিয়ে চোখে ঢুকেছে অস্ত্রেশ্বরী।

'আই গড,' বলে থেকে কাঁপা গলায় ডাকল স্যার ফ্রেডারিক।

পার্বির ধনুর আলোয় চোখ যতদূর দেখতে পায় সব পরিস্কার ফুটে আছে সামনে। বাতাসের দিকে দিকনির্দেশ কাজে আইসবায়ের প্রকাও একটা ভিড়ে, উঁচু হবে প্রায় এক হাজার থেকে দেড় হাজার ফিট। তারও পিছনে, আরও উঁচু-ঝোলা রুট ব্যালিয়ের চেয়েও উঁচু বরফের একটা পাত্রের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হোয়েল বেট ভাসছে একটা: উপসাগরের মত মেলাকায়, বরফের খাঁটি থেকে সমুদ্র পশ্চিম মাইল দের। বোটের অনুমানিক পাচ মাইল পিছন ভাসান আইস কন্টেন্টের উত্তর-পশ্চিম গা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনিচ্ছিত আলোর নিচে বলা অস্ত্র কোথা, তার ছুড় আর কোথায় শেষ। ওদিকে, পোটসাইডে বারী একটা কুয়াশার কাঁপা তুলে বেল মনে হচ্ছে, তারপর দুটি যাচ্ছে না আর।

পলাহার নিকটকে ভাঙল, 'আলবার্টস! দেখো কাঁপতে কি!' বোট থেকে নেমে ডানা মেলে দিয়ে পার্বির উপর খুনা বাসছে পাখিটা, পানি উঁচু-ঝোলা করছে তার গেট। পার্বির ধনুর আলো নিয়ে হয়ে আসছে দ্রুত। আলবার্টস পার্বছে না, পড়ে যাচ্ছে পাখিতে। শেষ মুহূর্তে ডানা ঝাপটে উঠে গেল সে বেশ খানিক উপরে, নামল না আর। হোয়েলের স্টোর কেন্দ্র করে দুঃখার চক্ষুর মাঠে না। আবার উড়তে পারার আনন্দ ঠিকের বেরুচ্ছে তার চোখ থেকে। চেঁচিয়ে উঠল খুশিতে। চক্ষুর মাথায় শেষ করে পোট বে-এর দিকে উড়ে গেল।

পায়ে সুড়ঙ্গাড়ি লাগতে চোখ ফেরার রানা। রেবেকার রীরিং ব্যাগের ভিতর
দশ

প্রথমে রানার মনে হলো, দুর্বল বলে রেবেকা বা গলহাটি দুজনের কেউ একজন ঠক ঠক করে কাপড়। কিন্তু তুলটা ভাঙল আওয়াজটার ছবদৃষ্টায় দেখে। পানিতের তলা থেকে, উপর থেকে নয়, কেউ নকচে বোটের গায়ে।

চোখের মেলে তুলছিন গলহাটির, কান ঠেকান সে দ্যাটটিতের উপর। দেখানোই রানাও।

অক্ষুন্ন কথা বলল আইলার্ডার, 'রানা! ট্রিস্টান নকার।

'ট্রিস্টান নকার মানে?' রানা হতবুদ্ধি। 'ট্রিস্টানের কাছাকাছি কোথাও রয়েছি নাকি আমরা? কি বলছ তুমি?'

তন্দ্রা দুর্বল বলে মনে হয়েছিল তত্ত্বা দুর্বল নয় গলহাটি। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, বেশ বৃষ্টি পায় রানা। 'সাউথ জেরিয়ার এর একটা সামন্টাকফিক নাম আছে, কিন্তু আমরা একে ট্রিস্টান নকারই বলি। বড়ো একটা মাছ, কড়ের মত। সঙ্গীতকে ডাকার জন্যে এই শব্দটা করে। সীলের পোঁ-র কাছ দেখেও, রানা।

থোয়ালের উপর দিয়ে এগিয়ে একেবারে কিনারায় গিয়ে দাড়িয়েছে বাঞ্চাটাট এবং দেখাকে অস্পষ্ট এই শব্দটা করে। রানার পোঁ-র কাছ দেখেও, রানা।

তন্দ্রার উপর দিয়ে এগিয়ে একেবারে কিনারায় গিয়ে দাড়িয়েছে বাঞ্চাটাট। সাঙ্গারের দিকে চেয়ে আছে উত্তেজিত দৃষ্টিতে, থেকে মূহুর্তে লাফ দিয়ে পড়ে।

তন্দ্রার সমন্বয়ে এ দুর্বল সার ক্রেডারিক, দুইবারের বিপুল জটিলতায়। 'কি? যুসূর যুসূর কিসের? কি আলাপ করছ তোমার?'

উঠে কান গলহাটি। 'ইংলিশ ল্যাড। মাটি মে তাতে কোন তুল নেই। ট্রিস্টান নকার অন্য পানির মাথা। কাইনতে কোথাও রয়েছে ল্যাড।'

ডাইভ দিয়ে গলার সীলের দ্বিতাটা পানিতে। তোরের মুখে আলো উঠতে পারে কবর নকচে এই মধ্যে। পোঁটির দিকে, বদরুদ্র, কালো পাদঝর মধ্যে অস্পষ্ট একটা। সাদা বিপুল মুখ দেখা যাচ্ছে প্রকাশ ও আলবার্টসটাকে।

মুখাটা জীবন হয়ে উঠল সার ক্রেডারিক। 'ল্যাড! ইংলিশ ইংলিশ, নাট ইজ না ওব্লি নিউজ আই ওয়ান্ট টু হিয়ার! ল্যাড, মেই গড! ল্যাড। থম্পসন আইল্যাড।'

'আনাদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রেবেকা।

'মিটিফেরের বেস আমি দেখলেই চিনতে পারব।' বলল কার্ল পিরো। 'এইটো আর হেডল্যান্টা একবারের দেখলে ভোলা সম্ভব নয়।'

চোখ কুঁচকে দূরে চেয়ে আছে ওয়ান্টিয়ার, কিন্তু আলবার্টসটাকে এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। 'আমাদেরও দুদিকে যেতে হবে, বুঝালাম, কিন্তু যাব

২৫০

বিদায় রানা-৩
কিভাবে? বাতাস নেই, আর আমরা সবাই এত দূরল যে বৈঠা কাটল পক্ষেই
ঝালানো সম্ভব নয়।'

'টিলার গিয়ে ওঠো, মাসুদ রানার,' পুরো নাম ধরে হুকুম করল রানাকে
ফ্রেডারিক।

'হাল ধরে কি হবে?' ঘুর করল রানা।

কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল সায় ফ্রেডারিক। 'হবে না কি, আমি? সব হবে;
বৈঠা আমি চালাবি।' অপেক্ষা না করে ফরওয়ার্ড ডেকে চলে গেল সে, ফিরে এল
ফ্রাইটির শিক্ষায় উদার করা ছোট একটা বাগ হাতে নিয়ে। খুব দীর্ঘ সুতৃষ্ণ ব্যাপ
থেকে সিঁদুর আর একটা অ্যাস্পল বের করল সে। হাসি হাসি মুখ, কিন্তু ইচ্ছা
করেই যেন চাইছে না কারও দিকে। অ্যাস্পলের মাথা ভেঙে নিঠুর চুকিয়ে বের
করে নির্দিষ্ট হাইপোডার্মিক সিঁদুরে, তারপর বা হাতে সেটা ঘের দান
বাহুর চামড়া ভেদ করে চুকিয়ে দিল সুচিত।

হিতৈষী অ্যাস্পলার বের করল সে ব্যাপ থেকে। এবার ইনজেকশন নিল বা
হাতে।

'ফ্রেডারিক, করছ কি দুইনি?'

'কাফেইন,' সংক্ষেপে বলল সায় ফ্রেডারিক। 'যাও টিলার গিয়ে যান।'

'ওই মেডিসিন পুষ্প করার আর সময় গেলে না তুমি?'

বৈঠা তুলে বোতের কিনারায় সেটি করল সায় ফ্রেডারিক, রানার দিকে চোখ।

'এই বোত নিয়ে অ্যাস্পল আইল্যাঙ্কের যাচ্ছি আমি, রানা, ডিয়ার বয়।' কাফেইন
পেশীকে অসাড় করে দেয়। চাইলেও আমি পারব না বৈঠা থেকে হাত সরাতে।
অ্যাস্পল আইল্যাঙ্কে পৌছানো অবধি বৈঠা চালিয়ে যেতে হবে এখন আমাকে,
স্টিয়ার।'

'কোনদিকে? যেদিকে আলব্যাট্রিস গেছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সায় ফ্রেডারিক। 'ইন্তে। যেদিকে আলব্যাট্রিস গেছে
ওইদিকেই যেরেছে আমার স্বপ্নের আইল্যাঙ্ক।'

স্বপ্ন ঝুকিয়ে টিলার সীতার দিকে এগাছ রানা। একটা বৈঠা। বোত তাই
একপশে কাট হয়ে রইল। কিন্তু তার নাকটা ঘুরিয়ে নিল ও গাছ কুয়াশার দিকে।
সুর্য আকাশে মুখ দেখাবার সাথে সাথে ওই দিগন্তের ধুম দুর সীমানা পর্যন্ত পরিস্কার
দেখতে পাওয়া একমাত্র সেই জগৎস্থলে, তাকাতেই শাস্ত হয়ে এল
রানার। নীল আর সবুজ মেঝানো সাগর এখানে আচরণ রকম শাদি। আইস
বায়রিয়ারের অড়াল্লার সদা রঙ সহ্য করতে পারছে না চোখ। কাছের ক্রিকট
থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, এগলে যেন কুয়াশার একটা বোতের দিকে, যে
কুয়াশা বায়রিয়ারের পুরু এবং দক্ষ পাদদেশ সম্পূর্ণভাবে দেখে রেখেছে। সীতার
বাচ্চা খেলা করছে বোতের চারপাশে মুখে একটা ট্রিস্টান নকার নিয়ে।

পিয়ারা আর ওয়াল্টার আরও খাবার গরম করল। কাষ্ঠা শেষ হতে ওয়াল্টার
একটা বৈঠা হাতে তুলে নিয়ে জুড়ুরকে সাহায্য করার চেষ্টা করল, কিন্তু মিনিট
ঝাঁকে পর রনে ভঙ্গ দিল সে, শক্তিতে কূলাছে না। রানাকে খানিকটা গরম খাবার
এখন দিল রেবকা, নিজেও খেল। অপর্যাপ্ত এক ফ্যাকাসে পেশীর মত দাড়িয়েছে তার চেহারা। সার ফ্রেডারিকের বৈঠা চালাবার গতি ক্রমশ মস্ত্র থেকে মস্ত্রতর হয়ে আসছে। আচমকা বেটের নিচে একটা ধাত্তা অনুভব করল রানার। কুঁয়াশার বেলার তিতর ডাঁড় সদিয়ে গেল বোঠ ধাক্কার সাথে সাথে। কয়েক সেকেন্দ সময় লাগল রানার বুঝতে, প্রচল শক্তিবাহী বাণ্ডা এটা পেটের মধ্যে পড়ে গেছে বোঠ।

প্রথমে উক্ততা অনুভব করল ও, তাপণ ভেজা ভেজা কুঁয়াশার। সার ফ্রেডারিক পানি থেকে ডাঁড়া তুলে নিল, কিন্তু হাত দুটো গ্রহাহার করার উপায় নেই তাঁ। রানার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সার ফ্রেডারিক। এমন যখ কুঁয়াশার

এর আগে দেখেছে কিনা মনে পড়ল না রানার। পাশে বসা রেবকাকে দেখার জন্যে বুঁকে পড়েছে হলো ওকে সামনে, অনুমান করে বুঁকে হলো অস্পষ্ট কাঠামো রেবকাই। বোঠের মধ্যে পড়ে ক্রুটু হিয়ে বোঠ সামনের দিকে।

রেবকা একবার অত্যন্ত কাঁদে বুঁকা গলার ও নাম ধরে ডুবে উঠল। জানতে চাইল, ‘কোথায় যাচ্ছি আমি।’ অন্ধকারের মতই উফ্রাটিকু অপ্রত্যাশিত ভীতিকর। একপাঁচে বুঁকে পড়ে দুনানাবীন হাতটা পানিতে ডাঁড়াল রানার। পরম সাহিন ওভেনের হিম পটিতে পানির তুলনায় বেশ গরম।

কুঁয়াশার জান ছিড়ে আবার বেরিয়ে এল বোঠ। ফেন স্নেহের ভিতর থেকে

বেরিয়ে এল ওরা।

ওই তো। চোখের সামনে দাড়িয়ে রয়েছে থমসন আইলার্ড!

মুরুর চিত্তে পাকল রানার, দেখামাত্র। একটা নীল তিনি তুষের মত ইক

পয়েন্ট সমতলে। চিত্তে না পারার কোন কারণ নেই। বুঁকে খোকার বর্ণা শুনে

ছবিতা মনে গায়ে হয়ে আছে ওর। তাছাড়া, ক্যাটেন নৌবাহিনীর কেচেলা দেখার প্রেম হয়েছিল ওর। এর সাদা ক্রমশ উল্লাস হয়ে সরাসরি উঠে গেছে। পাষ্ট দিকে

একটা পয়েন্ট, যত্রাপট যাত্রিত্ব করেছিলেন ক্যাটেন নৌবাহিনী Dalrymple Head।

বিম্বিরী বিম্বিরী তুষ কোনো কাছানি নি। নীলকণার বিম্বিরী ভিতর করল মনে জায়াংন গ্রেস্যিয়ারটা, নেরাহাতের মাথাকে বেঁধে দিয়ে রয়েছে চারদিক

থেকে আতঙ্কের জালের মত, ক্যাটেন নৌবাহিনীর ভাষায়—The island like a

nightmare coul. গ্রেস্যিয়ার অজ্জিত রণ দেখে যেকোনো আতঙ্কে উঠেল, এমনি

ভয়লা একটা রণ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। রোম খাড়া হয়ে উঠল রানার হাতের, পির

শিরে উঠল গা। দুঃখজাহাজর ফুট খাড়া উঠে গেল গ্রেস্যিয়ারটা, পাদদেশের

অবস্থান ইনার অ্যাক্সেসের। এখনও চোখের আড়ালে নেতো। সীমান্তে কিছু গিয়ে

আছে সবুজ, নীল আর সাদা রঙের যে বরফের বিশাল ভাসান প্রদেশ তার সাথে

হিমবাহটার কোনো সাদা হয়ে পেল না রানা। বরফ, কিন্তু এর জাত আলাদা।

আতঙ্কের জালটার রঙ বটল-গ্রীন, কিরা কিল্কাকে, জুলুজুলু কিন্তু দুটো তাতে

আতঙ্কের না। বিশাল বাজাতির আমেরিশালা, হিমবাহের গভীর দেশের বিতর

দিকে দেখতে পাওয়া যায়। নীলচে সরু পারদের মত কমপ্লেক্স হিমবাহের গায়ে

চোড়া সাদা থেকে খোক ফুলের মত ছাপ লেগে রয়েছে এক একটা চলিয়ে পশ্চাত

ফিট আকারের। বটল-গ্রীনের চেহারার মধ্যে কোথায় ফেন লুকিয়ে আছে আতঙ্কের

252

বিদায় রানা-৩
একটা হিংসা তাব, যা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। কর্মশ ব্যাসল আর পিএমস, আশোইসির জমাট লাটা দিয়ে তৈরি একটা অ্যাকোরেস্ট্র দুটো পাড় প্রকাও একটা সাপের দুই চোয়ালের মত লাগল ওর চোখে। বরফ বা তুষারের কোন চিহ্ন নেই ওগোলার। অতঃপর জালাটা বাইক নিয়েছে দক্ষিণ দিকে শৃঙ্গভাণ্ডার জড়িয়ে পড়ছে। অণ্ডাস হয়ে গেছে দুটির সীমাসমূহ ছাড়ছে।

বৈঠক হাতে নির্বক চেহারা আছে সার ফেলাকির। একটার পাশে আশোইসির খাড়া গাছের দিকে আজুল তুলল সে। সীজিয়ামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

'সীজিয়াম! সীজিয়াম!'

জেবার গায়ে আঁকা দাগের মত সাদা জমির উপর ফুলে ফুলে আছে সারি সারি রঙ, মহাশালাম খনিজ জিনজ; সীজিয়াম।

ঠাটটি কাঁপছে সারে কেডাকিনের, দুঃখের বিকল্প, কোটির ছেঁড়ে ঠিকের বেরিয়ে আসবে যেন মন দুটো। মুখের পিঠার চিত্র নিজ, ঘুরে পড়ছে চোয়ালসহ চিঠিকৃত। হয় দুটো মুখের দুপাশে, শুনা কনিচ ভাজ করা হয় ব্যাহত অটল, নিঃসন্দেহ দুঃখের মতো ধরা বৈঠাটা আজুল আড়াড়িতে। 'আমার!' ফুটিয়ে কেঁদে ওঠার মত শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। 'সব আমার!'

একটা বাইক এবং কোনার দিকে হোয়েল বোজাকে দৃষ্ট ভাতিঙ্গে নিয়ে চলেছে যেতে।

হাসছে পিছু। থঞ্চোপ আইল্যান্ড সজীব করে তুলছে তাকে। 'हेरे ক্যাপিটান, গোটা ফ্লোট আপনার জন্য অপমন করছ,'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছুর দিকে তাকাল রানা। বাইক নিয়ে লাগা কিন্তু খুদে একটা বে-তে দুরছে হোয়েলবোট।

'দেখুন! হেরে ক্যাপিটান।'

অ্যাকোরেস্ট্রের তুষীর পাড়ে নোঙর ফেলে ভাঙছে একটা লাইনার। নামাটা পড়ার পরে তোল করল না রানা। অতঃপর পরিচিত জাহাজটার কাঠামো, কবার এর ছবি দেখেছে রানাকে রঘুনন্দু সেনাহীন রূপে দেখলে।

পরিকার মনে আছে ওর ১৯৪২ সালে লাইনারের সবশেষ উঠেগোকলু সিঁদুর ছিল:

'QQQ—QQQ—QQQ—45° সাউথ, 10° ওয়েস্ট—লাইনার Kyle of Lochalsh—যায় বিংশ সেকেন্ড বাই আনোন শিপ।'

বার আরও খানিক সামনে আসে ভোরা অবস্থার ভাঙছে টাঙ্কাএর গ্রোনল্যাঙ্ড। জন-ওয়েলবাইনের অধীনে থাকার সময় পনেরো হাজার টন সিপিট আর ডিজেলসহ নিয়েছে হয় টাঙ্কারটা। কোহারার অওতির সীমায় প্রধান সাম্প্রতিক কোন কোথাকে প্রেরণ, পরিকার হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই বছর পর।

টাঙ্কারটার পাশেই একটা নিবারণ শিপ হয়ে টাঙ্কার আর লুটি দাঁড়ায় আছে, একবার আনোনের নেভি চাঙ্গারা সড়কের। কোন অভ ওয়েল হোপ থেকে নিয়েছ হওয়ার পর এর আর কোন সম্প্রতিক পাওয়া যায়নি।

সার কেন্টারের আনুষ্ঠানিক বা পিছুর মহানদী কোনটাই স্পর্শ করল না।
রানাকে। রেবেকার দুই চোখে ভয়ের ছায়া দেখে আরও মেনে গল্পের হয়ে উঠল ও।
চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নেবার সময় সতর্কতার সাথে ভয়াবহ
ড্রাইসিয়ারটকে এড়িয়ে গেল ও। প্রকৃতির তৈরি হারবারটকে ভিতরে কাজে
লাগানো যেতে পারে, কেপ টাউন থেকে সিন্ডিন, ভায়া সাউথ গোল একারকালে
চলাচলকারী এয়ার-ফ্লাইটগুলোর জন্য স্টেজিং পোস্ট হিসেবে ভাবল রানাও।
তাছাড়া, কেপের চারদিকের ডাইটাইল সী-রিটার্নলোকে পাইনার দেবার জন্য ফ্লাই
পাইলটের চায়কে একটা বেস হতে পারে থম্পসন আইল্যান্ড। কিন্তু হঠাৎ চোখ
পড়তে সীমিততমোচন রাগলো কিনিবে করে উঠল ওর চোখের সামনে, শিউরে উঠল
রানাও। সাব ফ্লাইডারিকের সমগ্র শেষ হয়েছে সাফল্যের সাথে, কিন্তু দূর দূর্গম এই
সীমার মহা মূল্যবান অল্পকে সম্পর্কিত করায়ান্ত করার জন্য দুনিয়ার
পাশাপাশির মধ্যে যে সংগ্রহের সূচনা হবে তার পরিসমাপ্তি কি সাফল্যের সাথে
ঘটবে না, রানার জন্য, তা ঘটবে না। ধারার মধ্যে দিয়েই শেষ হবে সে
প্রত্যয়োগীরা। বে-র ভিতর দিকে যতই এপিয়ে যাচ্ছে বেট ততই উঁচিয়ে উঠছি
রানাও। তাবছে, এখনও রেবেকা ছাড়া বদ্বীপে কেউ জানে না দ্বীপটার পরিস্থিত।
আড়াচোখে তাকিয়ে দেখল ও সার ফ্লাইডারিকে। ভাবল, পিলটটা হাত করা যায়
এখন-কিন্তু কোথায় সেটা??

আয়কোর্জে আরও অনেক জাহাজ দেখল রানাও। কোনটার নাম পড়া যায়,
সেপিয়ারগুলোই যায় না। পরিতোষ জাহাজ দেখল আরও সাতটা। ভাঙা-চোকা
জাহাজের ধারা সুরক্ষিত দেখে বসা হয়ে গেল ও। জাহাজের মাস্ট, ডিক টাউন,
সেমিরিয়া কেবিন ডেটা ভাঙা বেইলা, হারনস কাছ, ডেক হাউস-জাহাজের
মূল্যবান অর্থ-প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়ে রয়েছে বিবাদ জায়গা ছড়ি যায়।

বে-র দূর প্রাস্তের দিকে বেট নিয়ে যাচ্ছে রানাও। পথের মাঝখানে ধারার
ধারা দেখতে পাচ্ছে ও, মাটির নিচে আয়াগিগি ফাটল থেকে উঠে আসছে উপরে।
কাছ থেকে ড্রাইসিয়ারটকে আরও ভাববার নাগাদ। ডরফর জিন পানিতে দেয়েছে
খার্ডা, ধারালবাবু, জোটের অনবরত যায় মসৃণ ও গোল হবার কথা, কিন্তু
হয়েছে। ধারার ধারার কাছে উভার্লা যাচ্ছে, আশা করল রানাও, একাকীভাবে যা
দেখার এখন ওদের। কথা নেই সার ফ্লাইডারিকের মুখে, সীমিততমের দিকে
ঝগ্গি যুদ্ধে দৃষ্টিকোন অল্পকে থেকে আছে নে।

ব্যাসকে আর পিলটের তৈরি চালু তীরে বেট তুলে দিয়ে লাফিয়ে নামল
রানাও। ওদের মাথার বিশ ফিট উপরে পথের মধ্যে একটা ফাটল থেকে ঝরার
ধারা উঠছে, নিচে রীতিমত উত্তাপ অন্তর্ভুক্ত করল রানাও। মাটিতে পা পড়ার সাথে
সাথে ভারবাদের আর দুর্বলতার একটা অদম্য বোতল খেলে গেল শীর্ষের উপর
নিয়ে। হাতের ডাইটা একটা পাথর খেতে সাথে লেটিয়ে বাড়ল ও, বেট যাতে
জোটের সাথে ভেসে যেতে না পারে। খুদে একটা স্প্রিংটেল-আইটারকট্যান
রানায়ীন সোকা-বসন ও হয়ে। আবার মাটির সাথে দেখা হয়, ডাঙ্গার প্রাণী
দেখতে পাবে চোখে, করাই করেনি ও।

রেবেকার পোজাকোলা করে বেট থেকে তুলে নিল রানাও, স্রীপিঙ্গবাগান

বিদয় রানাও-৩
নিতে তুলন না। ওকে কাহাকাঁহি গুইয়ে দিয়ে ফিরে এল ও। কিছু গলাহাতি প্রত্যাখ্যান করল ওর সাহায্য। একার চেষ্টায় তারো নামল সে হয়েছে বোত থেকে।

‘ওয়াক্টার,’ সাব ফ্রেডারিক বলল, ‘খানিকটা গরম পানি রকে দাও আমাকে, চেষ্টা করে দেখো তোমরা হাত দুটো খানলে যায় কিনা।’ রানা অনুমান করল, তালুর চামড়া বলে কিছু নেই হাত দুটোয় কিন্তু বাচার কোন চিনিমাছ নেই লেকটার চেখে মুখে। পিতুল্টা সাথে নাও বসুন কাইক্ষা! আমি চাই না এই পথিয়ে রানা কোন রকম আপনি সূত্র করকে। রানার দিকে কমটি করে তাকাল নে। সেবারের মত সৌভাগ্য তোমাকে নাও বাংলার পারে এরার, রানা। পিতুল্টার বিতর্ক তুল আরাম গলে তেল হয়ে গেছে, ধরে নিতে পারে।’

বোট থেকে নেমে রানা পাশে দীভান পিরো, পেরিয়ে আসা ইনলেটের দিকে চাপ দেখে গশিয়ে গলায় বলল, ‘ফিরে আসতে পাওয়া আন্দে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব, হের ক্যাপ্টাইন।’ গবেষের অর বিজয়ের তার ফুটে আছে তার মুখের চেচায়।

কোহালরের দিকটিতে এতগুলো জাহাজের অত্যধিক অবস্থা দেখে রানা বিমূর্ত। জামাইন ওয়ার রেকর্ডে এমন কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়নি যা থেকে বোঝা যায় যে, ধ্রুপদন আইনারকে কোহালর তার বসে হিসেবে ব্যাহার করেছিল। সাউদিন ওখেনে তার এই রেসের পরিশেষ পিরোর কাছে গোপন রেখেছিল যে তা বোঝা যায়। রানা উপসংহার টালন জামাইন সী ফুল কোহালর তার সহকর্মীদেরও জানতে দেয়নি ব্যাপারটা। দীর্ঘ দুর্বলে হাইকম্যানের কাছে নিজের বিষয়কর সাফল্য সম্পর্কে মাত্র আধড়েন স্বাক্ত মেসেজ পাঠিয়েছিল সে, অথচ রানার সূত্র হাতে গেলে এর যায় না। কোহালর পিরোর মতই বিশ্বাস করত নেইদিউয়ের সময় বাতাসে পিয়াল্লার বা মেসেজ তে কম ছাড়া যায় আয়ু ততই বাড়ার স্বাভাবনা।

‘তোনাম কি বোল্ডিং পাটি পাঠিয়ে জাহাজগুলোকে টেনে অনতে বার ভিতর, পিরো?’ ‘কোহালর ঠেলে রাখতে পারল না রানা।

পিরো মাঝে দোলাল। ‘কোহালর আপনার মতই চোকশ একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন, হের ক্যাপ্টাইন। তিনি সাউদিন ওখেনের দান করা সুযোগ স্বাধীনতা কাছে পাওয়া। দিত্র বাহীরের জাহাজগুলো আপনি আপনিই আসত মিটেস করায় আমার আয়ুতের মধ্যে দিয়ে কুঁড়ি নেবে কেন?’

‘ঢেক যতে চাইছ?’

‘তাটি কারেন্ট,’ বলল দামোদর উইথ দা ইম্যাকুলেট হ্যাট। ‘সৌরাষ্ট্র যেমন গতার তেমন কাঁচিলী।’ এর মুহূর্তে পড়লে, তা যে যত বড় জাহাজই হোক, রেই নই কারও। কি রকম নাকাশাবুদ্ধি বিনয় নিজের চেখে দেখতেন, হের ক্যাপ্টাইন! আমারা, সৌরাষ্ট্রীয় নয়-সার থেকে এই ঢেক বড় জাহাজ টেনে নিয়ে এসেছে অল্পর বুঝতে পারছে কিছুটা, তাই না?’

‘একটা স্যাট অটা শক্তিশালী হতে পারে না।’

‘কি না, হের ক্যাপ্টাইন, তা পারে না,’ বলল পিরো। ‘দুরে সৌরাষ্ট্র র যা শক্তি ভাবের পরিবর্তে ও অচল জাহাজকে টেরে আনতে পারে ভাঙচোরা।

বিদায় রানা-৩

২৫৫
অনেকগুলোই তা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ধূমপান আইলান্ডে যেতাটা তার মুখাব বলায়, সে তখন কিলার কাউন্টি। আমারা রয়েছি যেদিকে সেদিকের এইচস দিয়ে ইনলেট চোখে যেতাটা, এবং তারপর ওই দেখুন।' সোনিয়ার পায়ের দিকে আঁধার বাড়ান সে। পঞ্চাশ গজ বৃহত্তর মাঝখানে একটা ফুরার দেখল রানা। চারদিক থেকে পানি ওদিকে ছুটে গিয়ে বিদ্যুতের নিচে নেমে যায়, নেময়ে জানে না। 'কাছাকাছি গিয়ে দেখে আসার জন্যে একটা রোট পাঠিয়েছিলাম আমারা, খন বুসঃ বোটা হারাতে হয় আমাদের। ইনলেটের অপর দিকটায় কাউন্টির কারেট তুলনামূলকভাবে দুর্বল। ক্যাপিটান কোস্টা রেল নিজে আমাকে জেল ওদিকে এবং তিনি প্রতিবার ইনলেটের ডিকে করতে।'

'তার মানে তুলতে চাইছ ওখানে চুপচাপ বলে থেকেই...'

নিজের হাত দুটো রানাকে দেখাল পিঠ। 'আহাজগুলো আসত তার কারণ তাদের আমি আসার জন্যে সিনান দিয়াছিলাম। কিন্তু সেটা ছিল নকল ডিসেপ্টস কল, কখনও...' দুই বের করে নিজেকে সাহস খানিকক্ষণ রানার চোখে ঠেক রেখে। '...'কখনও সেটা ছিল সাউথ সেটলাঙ্গ নামাজ ফোরস-এর কমাড়িং অফিসারের অধীনে, তার মানে, অন্য ভাষায়, ক্যাপ্টেন জন ওয়ার্ডারাইয়ের অধীন। ওয়ালেকে ওকু ফুয়ার রেলের মধ্যে একসার আমাতে পারলেই হত, যেখানে হেটেটা সরা প্রচুর শক্তিশালী, স্টেমে যা করার ওই রোটিই করত। বাধা ছাগলের মতটি তেন নিয়ে আসত ওদের এই কমাইলান্ডায়।'

'Kylie of Lochalsh' এর ডেকে ছয় ইঞ্জি কামান ছিল, বলল রানা।

হাত তুলে ইনলেটের অপর দিকটা দেখাল পিঠ। 'হের ক্যাপিটান, আপনি দিকে করেননি যে ওদিকে মিটিওরের গান ফিট করা রয়েছে। মিটিওর থেকে একটা গান নামিয়ে দিকটা ফিট করি আমারা যাতে এদিকের ইনলেটে ভেসে আসা শক্ত্রের কাছে দিতে পারি। রেঙ্গের কথা যদি বলেন ইনলেটের প্রতিটি ইঞ্জিরে আয়ত্ত হানা সংস্করণ ছিল আমাদের কামানের পক্ষে। রেস্টার্মায়ের একমাত্র অর্থ ছিল সুইসাইড।'

গরম পানি দিয়ে সায় ফ্রেডারিকের হাত মালিশ করে দিছে ওয়াল্টার। রেঙ্গের অটোকুলার সঙ্গে তুলে নিয়ে পাথরের গা বেঁধে পুরা দিয়ে উঠে যেতে শুরু করল রানা। সালফারের মত গন্ধ গেল ও ক্রান্ত পানিতে। পিঘারের কাঁধের সুকুলা তুলে নিয়ে এসে রেঙ্গের পিঠে ঠেকিয়ে রাখল ও, যাতে গড়েঘোঁ নিচে না পড়ে যায়।

'ড্যাফি এখন কি করতে চাইবে বলে মনে করো তুমি? তারাতে চাইল রেঙ্গের।'

'বলছিল আহার আছে, এখন দেখছি সতিই আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু একদল ছু ছাড়া ওজনের কোষ্টাকেই চালানো সম্ভব নয় সাপেক্ষে। তাছাড়া, ভেঙেরের অবস্থা কোনোর কি রমণ এত বছর পর জানি না।'

'রানা, কেনে পাছাবি পিরোগ গনা টেপে পেয়ে আড়কে উঠল রেঙ্গের।'

২৫৬
বিদায় রানা-৩
পিরো সানন্দে জানান করার উপহারে বললেন, ‘ক্যাপিটান কোহলারের গানটা অটোমেটিক, সায়ার ফ্রেডারিক, টার্মিন মিস করার কোন উপায় নেই।’

ঈদুল থেকে হত মুক্ত করে নিয়েছল সায়ার ফ্রেডারিক, সানন্দে নাড়ছে সে দুটি চোখের সামনে। মুঠা পাকাচ্ছে, খুলছে, পাকাচ্ছে, খুলছে। ‘ওকথা একটি কামান লত করতে পারবে বলে তুমি মনে করো?’ প্রশ্নটা ওয়াল্টারকে।

কিছু মাঝখান থেকে আবার কথা বলল পিরো। ‘খেল বয়ে নিয়ে যাবার কোন দরকারই হবে না। একটা হোয়েস্টিং মেশিন আছে, সেটাই সব পোছে দেবে সোজা কিছু।’

‘জীবনের নিউটনের পরিকল্পনা করছ বলে মনে হচ্ছে।’

‘আমি আমার শীন পেয়েছি,’ সায়ার ফ্রেডারিক দীর্ঘ কোষ্ঠ বলল। ‘তাকে রক্ষা করার জন্যে সবকর্ম প্রস্তুতি নেব আমি।’

‘কামানের নিচে বড় একটা ম্যাগাজিন আছে,’ পিরো নিজের কথা বলে চলেছে। ‘মিটিংর এখান থেকে যখন সগরে বেরোতে, একজন গান করে শেখে যাওয়া হত সব সময়, শুধু শেখবার্তা ছাড়া। ওখানে সম্ভবত সর আমারসও পাওয়া যাবে।’

‘রানা!’ অমৃতে বলল রেবেকা। ‘বুঝতে পারছ তো? পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে যাচ্ছে। হয়তো এই শেষ সুযোগ, এরপর তুমি আর সময় পাবে না—থেকেছে মাছকে সিটিন্যাল দেবার চেষ্টা করে। ভাবির বিরুদ্ধে…’

নিশ্চয় পায়ে উঠে এন গলারড়ি। ‘সব শেষে তো, রানা?’

‘ছি!’

‘কামানটা কাজ করবে, এত বছর পর?’

একটু আশায় আলো খেলে গেল রেবেকার চোখে। গলারড়ি রানার উত্তরের অনেকে করল না। ‘ব্যালেটের ভেতর পাঠলা মরচের হুর না থেকেই পারে না। আমার ধারণা ফ্রেডারিক কামান দাগতে চেষ্টা করলে নিজেকেই টুকরো টুকরো করবে।’

একমট হতে পারল না রানা। ‘ইন্টের্নেটের এদিকে কামান থাকলে ওরকম আশা করতে হবে তুমি, গলারড়ি। এদিকটা পরে, কিন্তু এদিকে? গ্রেসিয়ার কাছে টেমপারেকার পেলার। অনেকে আইনিস্টিটিউট শীর্ষে জীবনের গায়ে মরচে ধরে না। যুদ্ধের ঠিক পরাই আমেরিকানরা রসোসীর একটা ক্যাম্পে পঞ্চাশ বছরের পূর্বে একটা শূট-গান পায়। ব্যালেটে তখন আমেরিকারা নতুন মত চচ্চর করছিল।’

সায়ার ফ্রেডারিক, ‘ওয়াল্টার আর পিরো তীরভূমির উপর দিয়ে এগোচ্ছে কথা বলতে বলতে।’

‘রানা!’ চাপা উচ্চতায় ঢোক গিলেছে রেবেকা ঘনঘট। ‘এখনই তোমার সুযোগ। খুনের ছাড় নিয়ে মনে এরা, তোমার কথা মনেই নেই। রেডিয়েটা বোটেই আছে, যাও।’

১৭—নব্যং রানা-৩
‘বি কুইক, বন্ধু! আইল্যান্ডার বলল। কিন্তু মনে রেখো, পিপল আছে ওদের কাছে। এদিকে আসতে দেবেল চিত্তান করব আমি।

এবড়োখেবড়ো পিপলস লাইভ উপর দিয়ে প্রায় ডিগ্রাফি খেতে খেতে চোখের পাশে নিচে নেমে গেল রান। বিশাজ দুর্বল লাই দশ নাক্সে দেরিয়ে শেষ ভাইফাটা দিয়ে চোখের ডিক্সিয়ের নিচে ঠিক রেডিয়োর নামেন গিয়ে গড়ল ও। বা হাত দিয়ে সুইচ অন করতে বাধ্য আওয়াজ পেল কানে, বাতাসের কিছু খালি তেজ অবশিষ্ট আছে। টিউনিং ডায়াল নাড়াচাড়া করল ইতবাত ভঙ্গিতে করেকেন, তারপর প্রথম যে ক্রীকোয়েলিটা চুক্ত মাধ্যমে সেটাই ঘরে করল—টোয়েন্টি ফোর মিটারস—রেইডারস ফ্রেক্স স্যুইচ।

‘dot-dot-dot—dash-dash-dash—dot-dot-dot—SOS! SOS!’

ঝাপটা ছেড়ে রিসিভিং সুইচ অন করল, একটা উইন্ডস মধ্যে সাড়া কনের কাছে চেপে ধরা, অপর কাঁটা বোটের বাইরের পদদ্বয়ে গোলার জন্যে খুঁড়া।

সময় যেন দুই হাতের আঁখের ফাক গলে ছুট করে বেরীয়ে যাচ্ছে। অভির হয়ে উঠল রান। সাড়া নেই থর্স্মারের। ওর সিগনালটা সম্ভবত অন্তর্ভবক দুর্বল। অথচ থর্স্মারকে কাটাতে না করলেই নয়। তাকে ওদের পুজিশন জানাতে হবে, সাবধান করতে দিতে হবে বোতা আর কামানের বিপদ সম্পর্কে।

চরম উত্তেজনার মধ্যে যুগ্মকলীন কোডটা মনে পড়ে গেল রানার।

‘GBXZ’ ফুটন্ট ট্রাসমিটারের ছাঁড়ি টিপল রানার।

কোন সাড়া নেই। কাপার হাতে এইটি মিটার ব্যাবের সুইচ অন করল রানা।

বুকের ভেতর হাতের দুমদাম বাঁধি পড়ছে।

‘GBXZ’ তু অল ব্রিটিশ ওয়ারশিপ।

‘ক্রিক’ সুইচ অফ করল রানা ট্রাসমিটারের। হারা মেরে এরই সাথে অন করল রিসিভিং সেটাটা।

‘DR. DR—যায় কমিন টু ইওর এইড কিপ ট্রাসমিটিং ফর D/F বিয়াকিং।

V KYI.’

‘থর্স্মার! বি অয়ার—লাইক-রাফট—...

গলহাড়িল চিত্রকারটা কানেই যাওয়া বায়োনর, বায়োগণ পড়ল অব্জার্প ওয়াল্টার।

প্রথম থাকাতেই হেডফোনটা চর্বির মত ঘুরতে ঘুরতে উড়ে চলে গেল এক ক্রোমায়। পিক্রেকো পাশে আবিষ্কার করল রানা, একাদের ধরলে নতুন দিয়ে ওর মুখের মাংস খামচারার চেষ্টা করছে, অপর হাত দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করছে নিজের মহামূল্যানো সম্পদটাকে। টেনে-হিচড়ে খুঁরার বাইরে বের করে আনলা ওয়াল্টারর ওকে। হত-পা ছুড়ে ফায়রদা হলো না দেখে ওয়াল্টাররের একটা হাত কামড়ে ধরে ভারসাম্য হারাতে বাধা করল ও তাকে, তারপর বাহ হাত দিয়ে দুইটা পা পেটিয়ে টান মাল্টা গাছের চেয়ে। যা ভেঙেছিল রানা, ওয়াল্টার এখনও ফিরে পায়নি তার পুরো শক্ত। সুমদ্রের পড়ে গেল সে বটম ডেকে।

‘একটা মেসেজ পাঠিয়েছে তাতে স্নেদের কোন অবকাশ নেই,’ বলল।
পিরো। 'আর ট্রাসমিটারের চাবি লক করা রয়েছে! ঈশ্বরই ওঠু জানেন কি বলছে ও মেসেজটাইয়া।'

হোয়েলবেটের পাশে শিক্ষার্থীরা ঝাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে স্যার ফ্রেডারিক।

'সুইচ অফ করেছ তো?' তার অভ্যুত্থান শান্ত গলার ছবি তুলে চমকে উঠল রানা।

'পিরো মাথা ঝুকান। স্যার ফ্রেডারিক ফিরল রানার দিকে। 'কি বলেছ তুমি, রানা। ডেস্ট্রয়ারকে?'

এগারো

'গো টু, হেল।' লাফ দিয়ে ঝাড়া হলে রানা খুলে ওপর। 'তোমার এখন মরুদশায়া, ফ্রেডারিক। থ্রোর্স্ক্যামার আসছে তোমাকে গিলে। এতদিন ধরে যা সে চাইছিল, সেই বিবাদিত সে পেয়ে গেছে।'

'নিজের ভাবগুণ গিয়ে বসো,' পিরোকে হঠাৎ করল স্যার ফ্রেডারিক।

'শোনো থ্রোর্স্ক্যামার কি করছে। ওখান থেকেই চিন্তার করে জানাও আমাকে। রানার পায়ারায় আত্মীয় আমারা।'

ওয়াল্টার উঠে দাঁড়িয়েছে, স্যার ফ্রেডারিকের কথা শেষ হতে ফোন ফোন করে নিউজেল্স ছাড়তে ছাড়তে রানার দিকে পা বাড়ল। তার হাতটা ঝিঁছে লুকানো বলে বেঁধা দেখেতে পাছছে না রানার মাথায়।

'যার সাথে চারবে না তার সাথে লাগতে যাও কেন?' দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়াল্টার স্যার ফ্রেডারিকের ধমক হলে। 'বেঁধা দিয়ে কি ঘটা হবে, পিন্টল থাকতে?' ছাড়া করে উঠল রানার মুখ। 'খুব চালাকি করেছিলে, রানা, পিন্টল থেকে শুনি সরিয়ে রেখেছিলে। তোমার নিজেই জানা ছিল না, আরও দুটো স্প্যারের ম্যাগাজিন রয়েছে আমার কাছে।'

স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকালই না রানা, চোখ দোখ রাখার অপরাহ্ণেও ট্রিগারের টান দিয়ে পারে লোকটা। ওয়াল্টার হাসছে নির্লজ্জের মত ওর দিকে চেয়ে।

স্যার ফ্রেডারিক শুট করত কিনা জানে না রানা। পিরোর ডাকে ওর দিক থেকে মনোযোগ কোথায় রেখে মেসেজটা দে।

'কিছুই বুঝতে পারছি না। থ্রোর্স্ক্যামার বলছে, জি বি এক্স এলাম জেড। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ কোড এলিপটিক, অর্থ: টু অল ব্রিটিশ ওয়ারশিপ। এই এক্স...DR...কামিং টু ইওর এমাইট্সার্ট।'

'কেন সন্দেহ নেই তো থ্রোর্স্ক্যামারেরই সিনানাল এল?'

'নেই। বলল পিরো। ট্রাসমিটার অন করে রাখতে বলছে না।' কয়েক মুহুর্তের বিরতি তারপর ফের পিরো বলল, 'এখন সে ডাকছে...লাইফ-রাফট; লাইফ-রাফট। কিপ ট্রাসমিটিং। কিপ ইওর কী ডাউন! কান ইউ হিয়ার মিয? কান

ফ্লাইয়া রানা: ৩
ইউ হিয়ার মি?

"পিওরো, অত্যন্ত জরুরী তাকে সারাতে ফ্রেডারিকের গলা বন্ধ করে। বেরিয়ে এসো তোমার মুখে থেকে! হুমকি বেধে না হওয়ায় ভাবে চায় খেয়ে বসো রাইল পিওরো ওদের দিকে পিছন ফিরে। 'কি বলছি! কানে যাচ্ছে না আমার কথা?'

কাপড় কাপড় বেরিয়ে এসে ওয়াল্টারের পাশে দাঁড়াল পিওরো।

'মেসেজ পাঠাতে হবে তোমাকে একটা,' সার ফ্রেডারিক দুঃখভাবে বলল। 'লাইফ-রাফট থেকে যেকম নকল মেসেজ পাঠানি এর আগে তুমি, ঠিক সেইরকম, দুর্ভুল, থামা-থামা। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

না, পারছে না বুঝতে। রানা দেখতে পাছে বেকার মত গিলছে পিওরো সার ফ্রেডারিককে, লোকটাকে যেন সে দেখে নিয়ে এ জীবনে।

'আমি চাই থোর্সহ্যামার আমাদের সত্যিকার পনিশন জানুক,' সার ফ্রেডারিক একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল। 'বুঝেছ এবার? তাকে ধস্পদন আইল্যান্ডের পনিশন জানার সুযোগ দা বলো, লাইফ-রাফট নিয়ে আটক পড়েছ তুমি।'

'এ কি পাগলামি, সায়ার?' ওয়াটারে এই প্রথম সায়ার ফ্রেডারিকের কোন ব্যাপারে আকাশ থেকে পড়তে দেখল রানা। রেবেকা আর গল্যান্ডারিএই সময় মিলিত হলো ওদের দুইজনের সঙ্গে। 'আপনি চাইছেন থোর্সহ্যামার এখানে তাকে ধস্পদনের শর্ত করেছেন এমন কি জানানে মহান আকার করি না কেন? রানাকে তাহলে বাধা দিয়ে লাফটা কি হলো! বস্তার্ডে তো সেই কাজই করছিল।'

সার ফ্রেডারিকের চোখের দৃষ্টি ভাল ঠেলক না রানার।

'থোর্সহ্যামার আসুক এটাই আমি চাই। এসে আমাদের শর্ত করুক, তা কি চেয়েছি, তুমিই কেন? রানা, পনিশনটা বলো। ধস্পদন আইল্যান্ডের পনিশন কি?'

'গো টু হেল,' জবাব দিল রানা। 'ধস্পদন আইল্যান্ড পেতে পাও, এর পনিশন পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে।'

'কিছু এসে যায় না,' সায়ার ফ্রেডারিক ঘাড়াল না বা রাগেও ফাটল না। 'চাবি নামিয়ে রাখো, পিওরো, ঠিক থোর্সহ্যামার যা চাও। তাকে সুন্দর গোটা কয়েক বিয়ারিং পেতে দাও। জানার চেষ্টা করো কত দূরে আছে সে এবং কতক্ষণ লাগবে তার এখানে পৌছাতে। এটা জানা খুবই জরুরী।'

ফ্রেডারিকের নিকটে নিয়েছে পিওরো নিজেকে। কৌতুক নাচছে তার দু'চোখে। 'সায়ার, এক-একটু নিজের প্রতিক্ষার খোঝাতে পারব কি—টেকনিক্যালি, আই মীন?'

'যা খুবি, ফেরে খুশি করো, কিন্তু যুদ্ধ জাহাজটি এই ধস্পদন আইল্যান্ডে ছেড়ে চাই আমি।'

'এসের অর্থ...'

'বেকার দরকার নেই তোমার,' সার ফ্রেডারিক নামিয়ে দিল ওয়াল্টারকে।
'তোমাকে আমি বলল তবিয়তে পুরোপুরি সুশু দেখতে চাই। একটু যাত্রা, তাহলেও আগাড় করো, ফিরতে চায় না শোরির্ত। পিরো আমাদের একটা ধরণ দিতে পারবে বড়ুম্বার কত তাড়াতাড়ি আসতে পারে। হোয়েস্টিংস মেশিনে করে শেলগুলো কামানের কাছে তুলতে হবে তোমাকে।'

মন্ত্র শোরির্তে কঁপে গেল ওয়াল্টারের। কেজেকেদ শব্দই বেরুল না তার মুখ থেকে। 'আপনি...আপনি থোর্সিয়ামের সাথে যুদ্ধ করার কথা ভাবছেন?'

'না, স্নায় ফ্রেঞ্জিয়ের শান্তি। আজানের খাঁসকাপ্তের দিকে ইচ্ছা করল সে।

'ওগুলো একটা মিটিঙের সাথে যুক্ত করেনি। কোহলারের চোখাটা চোখে চাই আমি, ওয়াল্টার। ইনলেটের প্রতিটি জ্বল কামানের রেঞ্জের মধ্যে আছে। কামানের পিছনে দাঁড়িয়ে লম্বা স্বর করতে হবে ওয়ু আমাদের। স্বরে থোর্সিয়ামের একবার পড়লেই হয় ওয়ু—এবং না পড়ার কারণ নেই দাঁড়িতুটি যখন পিরো নিয়েছে; আর তুমি একজন নিগুন গানার, ওয়াল্টার। কোথাও কোন বাধা দেখেছি না আমি। ডেস্ট্রীয়ার্টাকে আমরা সিটিং ডাকের মত রেঞ্জের মধ্যে পাব।'

'বাই গড়! রুদ্রখণ্ডে কোল ওয়াল্টার। চকচক করে উঠল ওর চোখ দুটো।

বলে কি! আঁকে উঠল। আঁকে চেপে রাখতে বায়ি হলো ও। 'ফ্রেঞ্জিয়ের। এসে চিত্ত মাথা থেকে সরাও। থোর্সিয়ামের কামান দেখে ডোবাতে পারবে না তুমি—আমি এখানে বেঁচে থাকতে নয়।'

'তোমার বেঁচে থাকার দরকার কি? না হয় দুটো দিন কাঙ্খ আমার মেয়েটা... ঠিকই বলো, তোমাকে মেরেই কামান দগড়তে হবে আমাকে,' সহজ শান্ত গলায় কোল সায় ফ্রেঞ্জিয়ের। তর্ক উচিতে সীমিয়ামের রঙগুলো দেখান সে।

'ওগুলোর জন্যে ওয়ু একটা ডেস্ট্রীয়ার কোন, গোটা একটা কুঁটিকে ডোবাতেও আপনি নেই আমার। থোর্সিয়ামের কামানের ওপর থেকে গায়েব করে দিতে যাচ্ছি আমি। কোথাকে কি ঘটছে বেঁচারো অবকাশ পাবে না সে। বেঁচারো আপনি পড়ে ইনলেটে ঢোকার সময় তার জুরা আক্ষণ স্টেশনে থাকবে না কেউ, এ জানা কথা।'

'পাগলমারের একটা সীমা আছে...'

আবার সীমিয়ামের রঙগুলোর দিকে আঁকল তুলল সায় ফ্রেঞ্জিয়ের। 'সবাই ওই কথা বলেছি থ্রুসস আইল্যান্ড সম্পর্কে—পাগলমার। লোকে তোমার মুখের ওপর হোঁ হোঁ করে হেঁচেছিল, রানা, কেউ বিখ্যাত করেনি তোমার আলবার্টস ফুটার কথা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছিলাম থ্রুসস আইল্যান্ড আছে। বিখ্যাতের ফল পেয়েছি আমি। থ্রুসস আইল্যান্ড এখন আমার বিটেন, নরওয়ে, জার্মানী, আমেরিকা—কেলক লক্ষ হাতার পাউল্ড খুরেছে তারা থ্রুসস আইল্যান্ড বুঝতে বের করার জন্যে, পার্সিয়া, না পেয়ে ভেবেছে, বীটান নেই। ওয়ু তুমি আন্তে, আছে। সেজে জোগাতে বলবুল তুমি মেনে নিয়েছিলে। কিন্তু আমি জানতাম না। সত্যি আছে কিনা, আমি ওয়ু বিখ্যাত করেছিলাম। বিখ্যাত করেছিলাম ওয়ু থ্রুসস আইল্যান্ড নয় সীমিয়ামও আছে—এখন দেখা সত্যি আছে কিনা।'

বেরিয়ে এল পিরো। 'ব্যাটারির অবস্থা খুবই শোচনীয়, তাই সুচারু অফ করে।
দিয়েছি। আর দু’একটা সিন্ধাল পাঠানো যেতে পারে বড়জোর। থোসাংহামার খুব খুশি, যদিও বিয়ারিং সংগ্রহ করে নিয়েছে সে, রওনা হয়ে গেছে এদিকে।

'কখন পৌছবে এখানে?' সাগরে জানতে চাইল সায়র ফেন্ডারিক। 'হোয়েন, মান?'

আত্মবিশ্বাসের এতটুকু অভাব নেই পিরোর মধ্যে। যা কলে জেনে তুলে কলে সে। সন্ধ্যার আগে নয়, যদি আমাদের এজাক্টি পাতিশাল পেয়ে থাকে। বিয়ারিং পেলেও খুব একটা নিয়ুক্ত ভাবে পেয়েছে তা বলা চলে না। চারদিকে ঘোষায়ুজি করতে হবে তাকে-ধরন, দুটি মাইল এলাকা জুড়ে। রাতের মধ্যেই তার রাডারে ধরা পড়ে যাবে ধোপোসন অটালাহ কিন্তু আমার অনুমান, বিমানঘরটা এত বড় হয়ে দেখা দেবে তার কাছে যে দিনের আলো ফুটবার আগে ইনলেন্টে তোকার কুঁকি সে নেবে না।

'খাবার। আমাদের এখন যা দরকার তা হচ্ছে গরম খাবার!' বলল সায়র ফেন্ডারিক। 'আজ বিকেলে আমরা ইনলেন্ট পেরিয়ে ওপরে কামানের কাছে যাব।
এখনই বলে রাখিস তোমাকে, বেইল চালাবে না বিসু, ওয়ালিস। পাহাড়িটির কাজ সব গল্পহারি আর রানা করবে। আগামীকাল সকালে কামান দাগার জন্যে সব শক্তি জমা রাখো নিজের মধ্যে।'

হোয়েন বোটের গায়ে আটকানো বাসানো গাছের ডাল সংগ্রহ করে কাছাকাছি
সমতল পাথরের সাজাল ওরা। অণ্ড ছাড়াও পরিবেশটা উফ। অণ্ড জালার পর
গায়ের ভারী পোশাকগুলো খুলে ফেললেও বাই। বিকেলের দিকে আগের মতই
সবল বেথে করল প্রতোকে। রেকেকর মুখের দু’পাশে রঙ ফুটতে দেখে অন্য
অনুভব করল রানা।' কিন্তু বড় চুপচাপ সে। রানারামার কাজে তুকটুক সাহায্য
করা ছাড়া বিশেষ চোখ দাঁড়াও করল না। ওয়ালিস ও সায়র ফেন্ডারিক রানার
ব্যাপারে কেন কুঁকি নিচ্ছে না, সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রেখেছে।

পুরুষের তরুণের পর বিকেলে আবার হালকা নাট্য, তারপর ওরা
বেট নিয়ে রওনা হলে ইনলেন্টের অপর দিকে। গত্তা: গান প্লাটফর্ম।

চমক লাগান গল্পহারি। হেঁচো টুন মেরে যেভাবে সে বকের কাছে নিয়ে
আসছে হাল্টাকে, দেখ বিশ্বাস করা কঠিন দীর্ঘ সাতটা দিন নারকীয় অভিজ্ঞতার
শিকার হতে হয়েছিল তাকেও। এই সুযোগে নিজের শক্তি পরিবর্তন করে নিল
রানা। বৈবাহিক শোনে তোমাকে অনুরুধী হলো না ওর। বোত যদিও অত্যন্ত প্রত্যক্ষ,
কিন্তু হোয়েনের বোটের হালকা বলে খুব একটা নাচাতে পারল না তাকে। বড়
আদর্শ হলে কি ঘটে বলা যায় না, তা অনুমানের ব্যাপার মত। বোতের উপর
দিয়ে অড়াআড়িভাবে বোট ভালিকে নিয়ে যেতে তোমার কোন অসুবিধে হলো না
পদের। পেশিয়ের মাঝে সামনে রেখে বেশ খাঁফিক দূর এগোবার পর কাউন্টার
কারেন্টের সাহায্যে যে দিকটায় কামান রয়েছে সেদিকে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল
গল্পহারি।

পশ্চিম দর্শনে কামানের নৈরাশের ছায়া ফেলল রানার মনে।

খুশকে চেহারাটা অম্মী রয়েছে, ফুলের টোকাও পড়েনি যেন গায়ে। পিঠা
মিথ্যে বলেনি, মায়ানমিথ্যেই বটে। ইন্ডিয়ার পিট থেকে বিশ ফিট উপর পাথরের একটি ফেল, তার উপর কোথায় তৈরি করেছে কংক্রিটের বিট একটি প্লাটফর্ম, তাতে সর্বোচ্চ মত চূড়ান্ত বসে আছে কামানটা, ধান্যাখান! লাইভ স্টেজের প্রয়োজনে ওয়াটার লেভেলও পাথর মোড়া হয়েছে কংক্রিট দিয়ে।
কামানটা চুপ পড়ার সাথে সাথে নিচের ঠেঁট কামডে ধরে রানার দিকে বট করে ফিরল রেবেকা। গলাখাঁড়িকে গতিবায়ী দেখাচ্ছে। কিন্তু সায় ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার আন্দর্যে আত্মপ্রকাশ। বোট বার্ধক্য না হেলেই ফিরে তীরে নামার তারা। এক হাতে উচু একটি পাথরের মাথায় বা পা তুলে দিয়ে পিছল হাতে কাঁটেই পাহাড়ের দাঁড়াল ওয়াল্টার, সায় ফ্রেডারিক শুরু করল তদন্ত। ইতেমের ভিত্তির বুঝি ফেলেছে রানা, একটি ডেক্টেন আক্ষরের জন্য তৈরি হয়ে থাকলেও, কামানটার বিস্মৃত্তকে করার তার ক্ষুদ্র থাকবে না যেতুল্য হবে নিতান্তই একতরফা।

cামানের কাছ থেকে কংক্রিটের ধাপ তুলকে প্রায় ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এল সায় ফ্রেডারিক। হাতে তার একটি Czech পিটল, সমস্ত আর্থেনেল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

‘আগে বাড়ো!’ রানার উদ্দেশ্যে বলল সে। ‘আমার সাথে উঠে ওখান থেকে হাঁচিকটা একবার চেখ বুঝিয়ে নিও। কোথায় যে কেমন চমক যাবে তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।’

নিঃশব্দে তাকাল রানা রেবেকার দিকে। ঠেঁট চেপে রেখেছে রেবেকা, কিছুই বলতে চাহেই না সে। বলার আছেই বা না কি! কাঁধ ঝুঁকিয়ে পা বাড়াল রানা।

সায় ফ্রেডারিক বাঁধিয়ে বলেনি। রানা দেখেছি বুঝি, কোহলারের গানারী অফিসাররা সম্ভবত প্রতিবাদ ছিল। হেলি শেলের জন্য তারা একটি হায় হয়েছিল তৈরি করল। এর অর্থ ফায়ারিং ফ্যাপারটা খুবই সহজে সারা সম্ভব। ইন্ডিয়ার ফিজিক্যাল ফিচার এবং সোরের স্পিড কোখায় কি রকম তা নিয়ূড়তাতে চিহ্নিত করা যেমনসম্পূর্ণ এক সেট কৃতিত্বার রেঞ্চ তৈরি করেছে হাতের কাছে।

হেলামের রেঞ্চ উঠনের পর হয়েছে, গাঁথে রেঞ্চটা আঁকা। রেঞ্চ উঠনের পর হয়েছে গড়ে হিসাবে, না হিসাবে তিনোনা। এক্টলিসের মাথায় থেকে ক্রিকেট উঠতে শুরু করেছে উপর দিকে সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে পিউমিসের উপরের এইটে পীরার মত থেকে ধরে সাজাবারা দেখা যাচ্ছে। রেঞ্চ চারটে হবে ওভালই আঁকা হয়েছে জায়গাটাকে-৫৫০০ গজ।

dেখান সাদে মিটে গেল রানার। হেলামের কাছে পৌঁছায় তখন গেল তাঁদের ভাগ নির্ধারিত হয়ে যায়, কেই খুঁজে পারবে না। কথা না বলে বেটে ফিরে এল সে। এরপর ওয়াল্টার গেল কামান পুলতে, সায় ফ্রেডারিক রইল পাহাড়ের। পৌরো বোটের খুঁজি থেকে রেডিয়েটা নামাল অনেক কষ্ট। তুলে নিয়ে গেল কামানের কাছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে কামানের পিছন দিকটিতে সেট করল রেডিয়েটা।

বা ইন্ডিয়ার উঁচ দিকটায় ফেরা গেল সহজই। প্রেসিডেন্টের পা যেঢে ছিলে কাউন্টার কারেন্টের উপর দিয়ে বেটা ছাড়া ভেসে এক্টলিসের দিকে এগোল

২৬৩
বোট, তারপর বৈঠার সাহায্যে শক্তিশালী যোগদান উপর উঠল ওরা, জাহাজগুলোর কবরস্থানের পাশ দিয়ে এই যোগদান ওদের পৌছে দিয়ে এল অবতরণ ভুমিতে।

গাছের ডান সংগ্রহ করে বড় একটা আত্ম জালন ওরা, সুরেণ্টে শেষ রমিতে প্লেসিয়ারের জড়নে স্বীকার আত্মকর্ম জালেটা আঁবে যেন তৃতীয় চোলকি রানার চোখে। সন্দ্রার সাথে সাথেই ঘিরে এল বৈঠার অন্ধকার। তারপর আকাশে ফুটে উঠল তারা। কিন্তু তাদের ভূমিকে যে শক্তিতার তা বোঝা গেল যখন তারার আলোয় জল জল করে উঠল প্লেসিয়ারটা। পুঁথ খাওয়া দাওয়া করে করে ওরা, এবং যে যার লীলা বাণে আঙ্গুল পড়ল সময় নষ্ট না করে। স্যার ফ্রেডারিক সকলের নাম নর্থ ডেকে ডেকের আরণ করিয়ে দিল সবাইকে, তাঁর হাতে আগেই তৈরি হতে হবে কামানের কাছে যাওয়ার জন্যে। ওয়াল্টার তার পুরো শর্কি ফিরে পেয়েছে বলে মনে হলো রানার, অজিকের ধানে বসে আছে সে, হাতে পিছন। সেই জেঠ আছে রানা, মাথার তিতর কিলবিল করছে কয়েকজন পরিব্রাজকের ছবি। ঘুমের

তার হাতে আগে স্যার ফ্রেডারিক ওই যেন মজাগল নতুন করে ধরের যোগতা অনুভব করান। কামান, ডেন্টার্টার হাটে আসে তার সমাবিষ্করে, ইনলেটের আধিভূমিক পরিবেশে-মন পড়ে তেমতেই ধর্মশ করে উঠে বসাও। সাউদার্ন লাইট নীল আর কেন্দী সেন ভাসিয়ে দিয়েছে লোটা ইনলেটে আর চারটিকের এল্কা। প্লেসিয়ারের গায়ে অভূত, অস্ত্রের উন্মুক্ততায় নামছে যেন নীল আর কেন্দী সেনের ছটা। গলন্ধারি আর রানা ঘুমের মধ্যে বৈঠার চালাচ্ছে মেন।

প্লেসিয়ার হেরা তাপী হিম বালাস আসার হুথাটা নামিয়ে মুখ চেকে ফেলেল রেকেবোকা।

বকবক করছে পিরো, তীক্ষভাবে উত্তেজিত। যুক্তীকে লোম পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। সায় ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার উৎস উৎসাহের সাথে রেঝা আর লোডিংয়ের স্পেশ সম্পর্কে আলোচনা করছে। গত বিস্তারে কামানের বিচে তারা বেক্টা ন্যান্ডার শেক তুকিয়ে রেখে এসেছে ওরা। ক্যালিব্রেশন অনুরূপী মার্কাটস্টার্টের মাজাল রেঝা থেকে পাশের রেঝে ঘুরিয়ে পরিস্রম করে দেখে নিয়েছে। পেশার সেটার সেটে করা হয়েছিল হেডলাউট টার্পার্টে।

এখন সামান্যে একটা কাজ বাকি শুধু, ধর্মোজার দেখা দেয়া মাত্র ফ্রিনিয়ার্ড ধরে চান মারা। আগের লোহার মুহূর্ত ঝুঁকে করে দেখে ডেন্টার্টারকে।

ল্যাটিং স্টেজের কিনারায় গিয়ে আগে থামল হোয়েল বোট।

‘তাড়াতাড়ি করো, ওয়াল্টার। কুইক, পিরো!’ স্যার ফ্রেডারিক ফিরল রানার দিকে। ‘তোমার তিজন এই বোটেই থাকবে। পরিষ্কার আলো ফোটার সাথে সাথে আমার নিজেদের কাজে বাড় হয়ে পড়ব, সেই সুযোগে কিছু গোলমাল করার মতনও এটু থাকলে তা বাদ দাও এখনি-কারণ, লাম হবে না। তাছাড়া তিনজনের তিনটে চোখ আমাদের থাকবে তোমার ওপর, তুমি যেওয়া না।’

‘কিন্তু ধর্মোজার যদি পাল্টা মৃত্যুর হোড়া, ফ্রেডারিক? ’ ব্যাঙ ঝরে পড়ল রানার গলা থেকে। ‘তবু তুমি আমার করবে হাত পা ছটিয়ে বসে থাকবে আমি?’

২৬৪
অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সার ফ্রেডারিক। আড়াচেখে গ্রেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা। জলজন করছে সাউদার্ন লাইটের আলোয় আতঙ্কের জলে। মাটির মাথাটা। কোথায় দেখি এক্সে গ্রেসিয়ারের বন্ধুৎস চেহারার সাথে স্যার ফ্রেডারিকের অস্মাত অট্টহাসিত। ঠিক কোথায় উঝা সে রানা না সে।

'চোরের কেন, একটা ইটের টুকরা হোল্ডার সুম্বুক পাবে না ভেন্ট্রারো,' বলল সার ফ্রেডারিক। 'তোমারা এখানে সম্পূর্ণ নিয়ম নিয়মাজ্ঞ আপন গোড়া।'

মাথার পিছনে হুড়টা সরিয়ে দিল রেবেকা, মুখ তুলে তাকাল বালের দিকে।

'ডাইভ প্রিজ, ফর দা সেক্স আড়্যার…'

চোরকির বেগে মেয়ের দিকে পিছন ফিরল সার ফ্রেডারিক। পিঠাকে বলল,

'থোর্স্টার্মারকে সিগন্যাল দাও, পিয়ারা। তুমি থোর্স্টারের পতাশা জানুন্ত দাও।'

কোনো কোনো শীঘ্র নেই, কক্সিংটার ধারনের ওপর দিয়ে তিন জোড়া বুঝ উঠে গেল সাধ গান প্লাটফর্মে। রেলমিউরা প্রথম ফিরে পেল, গন্তে পেল রানা। রিসিভিং সুইচ অন করে বেঁধেছে সার থোর্স্টার। গোড়া সিগন্যাল রিপ্লিক করতে পিয়ারা দিয়ে সে।

'DR…আই যাম কমিং টু ইয়ার এইড।'

'উর দেদেনাফি সায় ফ্রেডারিক?' আবার কিন্তু গলায় প্রম কল পিয়ারা।

পরিকার গন্তে পেল রানা সার ফ্রেডারিকের প্রশ্নটা। 'তোমার আলো আর কতক্ষণ ফুটবে, ওয়ান্টার?'

'বড়োজোর আর আর্থিডোস্ট অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'জোনার জন্যে যথেষ্ট আলো, আর্থিডোস্ট মধ্যে?'

'হ্যাঁ,' বলল ওয়ান্টার। 'এখনই তো হেল্ড্যান্ডের আর্টলাইন দেখতে পাচ্ছি।'

গ্রেসিয়ারের মাথাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, কারণ আমাদের হয়েছে সাউদার্ন লাইট। নিচের দিকটা এখনও অন্ধকারে ঢাকা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে একবার ভিড়ে দেখার পরিক্ষে আজুজ আর আমাদের আর্থিডোস্ট করে অস্পষ্টভাবে।

সার ফ্রেডারিকের নিজের সাথে বোঝাপড়া করল সব করে মূল্য। 'ডেকে নিয়ে এসো তোকে, পিয়ারা। ডেকে নিয়ে এসো মেহমানকে।'

তুল-কুকির সাহায্যে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল সিগন্যাল নিয়ুক্ত হাতে।

'লাইফ-রাইফট টু থোর্স্টার্মার। কান নট সেন্ড মার্চ লংগার।'

উত্তর এলে: 'হেন্ড অন! হাওন্ড অন! টেক্সিং বিয়ারিংস অন দিস্ট্রাক্সিমন।'

পিঠাকে দেখতে না পেলেও সে দাঁত রেখে করে হাসছে নিংশাক্ষে, বুঝতে অস্বীকার হলো না রানা। ইউড বিডাল খেলায় বড় আনন্দ তার।

'খুব বাটিকৃষ্ণ আর টিকবে না ব্যাটারি।' সিগন্যালের অনুসারিতে নিকটে হতে হতে হঠাৎ হয়ে সেল পিয়ারার গলা। তারপর, হঠাৎ দেখি বাচার আশায় মরিয়া হয়ে উঠল একজন নৈর্বাচ পতিত লোক। 'আর ইউ ক্রোজ থোর্স্টারমার? কত দূরে তুমি আর?'

'ভারী কুয়াশা। রাচারে দেখা যাচ্ছে ল্যাভ বা বড় আইসবার্গ। কিপ সেটিং।
কিপ সেটিং।'
সার ফ্রেডারিক পরামর্শ দিল, 'বলো—বরফ, ল্যান্ড নয়। কোন মেটেই যেন সতর্ক হওয়ার অবকাশ না পায়, পিছো। স্কোতের মধ্যে না পড়া পর্যন্ত কোন রকম সন্দেহহই যেন না আগে তাকে।'

পিছো ত্রিপাদমিট করল। 'আইস। নো ল্যান্ড। ক্রিয়ার তিজিবিলিটি হিয়ার।'

'স্ট্রিং কারেনট, 'থের্সেইমার জবাব দিলে। 'প্রচো শক্তিরাগী ঘোট। তুমিও কি এর শিকার?'

উল্লাসে চিত্কার করে উঠল সার ফ্রেডারিক। 'পেয়েছি শালাকে জানের মধ্যে। পেয়েছি, ওয়াল্টার! ফ্যাক্টরি শিপকে তাড়া করার শোধ তুলে নেব এবার।

কুয়াশার বেলটে দুকে পড়েছে শিকার, ধরে ফেলেছে তাকে কারেট।'

দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। কাপছে। 'ফ্রেডারিক! টপ দিস ম্যাডেনস! টপ...'।

ফায়ারিং প্লাটফর্মের কিনার থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল সার ফ্রেডারিক, আবার আলোয় মুটা প্রকাও দেখাচ্ছে। 'শাট আপ, ইউ ব্যাটার্ড! শাট আপ!'

পিকল্টা রানার বুক লক্ষ্য করে তুলল সে, 'তোমার প্রয়োজন ফুঁরিয়েছে...'

সার ফ্রেডারিক। পিছো ডাকল। 'থের্সেইমার বলছে... 'পুট ইওর কি ডাউন, পুট ইওর কি ডাউন!' 'রাখবে?'

বাধা পেয়ে মনোযোগ হারাল সার ফ্রেডারিক, নিজের অজ্ঞাতে প্রাণ বিচাল পিছো রানার। 'ফর গড়স লেক, স্কোতের মধ্যে দিয়ে কতক্ষণ লাগবে তার এখানে পৌছতে?' প্রশ্নটা উচ্ছ্বাস করতে করতে রানার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল সার ফ্রেডারিক।

'বিশ মিনিট,' উত্তর দিল পিছো। 'কিতো আরও কম?'

'লক দ্য কি ডাউন,' সার ফ্রেডারিক বলল।

সহসাই নামাল এক অত্যন্ত স্টক্কত।

কোন শব্দ নেই আর। আত্মীয় হয়ে অপেক্ষা করছে সার ফ্রেডারিক, তুলে গেছে রানার কথা। একেবারেই।

বারো

দশ মিনিট কাটল।

মাথা তুলল গলহার্ডি আচমকা। 'রানা! অনুভব করছ কিছু? বাতাস?'

গলহার্ডির মনের ক্ষাটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। গ্লেনসিয়ারের দিক থেকে হিম ঠাণ্ডা চুরি করে বয়ে নিয়ে আসছে তোমার বাতাস। 'আমি যত ঠাড়াতাড়ি পারি সেইটা ঠাঁকিয়ে ফেলব,' বলল রানা দুঃ, নিচু গলায়। রেবেকার কানের কাছে যুথস সিঁপে নিয়ে গেল ও। 'টিলারের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে, রেবেকা। আমরা দুর্জন বৈচিত্র চালাব। অলরাইট?'

কামানের দিক থেকে চোখ নামাল রেবেকা। 'রাইট। কিন্তু কি করতে যাচ্ছি

২৬৬
আমারা?” আবার তাকাল রেবেকা গান প্ল্যাটফর্মের দিকে। তিনজনের একজনকেও দেখা যাচ্ছে না।

‘রানা!’ হিম হিস শাদ বেরিয়ে এল গলাহার্ডির গলার ভিতর থেকে। ‘মাই গড! লুক!’

বানের জনে লাদের মত ভেসে আসছে থের্সিয়ামার, পয়েন্টের কাছে আসতেই দেখতে পাওয়া গেল তাকে। কন্ট্রোল পুরো না হলেও, আর্থেক হারিয়ে ফেলেছে। টার্বাইনগুলো লড়ছে, কিন্তু কোনও সুবিধা করতে পারছে না প্রচো তীব-রোম সঙ্গে। কোহলারের শিকার মতই অবস্থা, বিশেষ কিছুই করার নেই তার। কামানের টার্গেট হিসেবে এর চেয়ে আদর্শ কিছু গোটা ইনলেটে আর নেই।

‘কাস্ট অফ! কাস্ট অফ!’ চাপা কঠি হকুম করল রানা, কিন্তু নিজের অন্ততেই চেল গেল গন। বুক কাঁপল ওর।

পেইটার মুকর করল গলাহার্ডি, রানার দিকে মুখোমুখির জন্যে তাকাল সে। তারও বিশ্বাস, গান প্ল্যাটফর্মের ওরা ঘন ফেলেছে রানার কথা।

রেবেকার হাতে টিলোর ধরিয়ে দিয়ে ফিরে এল রানা। ওর সাথে গলাহার্ডি বেঠা আঁকড়ে ধরল একটা। ‘থের্সিয়ামার দিকে, রেবেকা’ সবগে যাড় ফেলত। ও আইল্যান্ডাের দিকে। ‘জিগজাগ, গলাহার্ডি! তুমি আগে, আমি পরে। নাউ, রেভি।’

পানিতে কোপ মারতে মারতে দম নেবার জন্যে মধ্য তুলতেই পাথর হয়ে গেল রানা। গান প্ল্যাটফর্মে দূঢ়িয়ে আছে ফ্রেসিডের। বুক সমান উঁচুতে তার হাতের পিছনটা। গলাহার্ডি তাকে দেখতে শেখেছে, সাথে সাথে পানিতে বেঠার ক্লোপ মেরে মোচড় দিন সে বেটার নাক অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফেলার জন্যে। মোচড়টা প্রশংসনীয়, কিন্তু বোঝাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘুরুল না। অতেকে আক্রান্ত রেবেকা দূঢ়িয়ে পড়ল। গলাহার্ডির ডান কাঁধের সামনের অংশীয় লাল রঙের দাগ ছড়িয়ে পড়েছে ক্রমশ। বুলেটার চাঁদার কোট আর মাংস ছিড়ে বেরিয়ে গেছে। আর একটা বিশ্বাসের সাথে চূড়ে এল দুইটি বুলেটা, বোঝের পাশে পানির গা ফুটা করে নেমে গেল নিচে তর্কিভ তুলিতে। রেবেকা চাঁদীয়ে যাচ্ছে আইল্যান্ডাের, ক্ষতিপূর্ণের দিকে আঁখেকে নেই। আবার ছুটে এল গুলি, রেবেকার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল শিব কেটে।

আওতার রাইয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে দম নেয়া যত্নের মত বেঠা চালাচ্ছে রানা। গলাহার্ডি তারী পায়ে ছুটে যাওয়ার জন্যে দুলে উঠল বোঝ। পাল তুলে ফেলল সে ক্রান্ত।

একটানা বেঠা চালাতে দম নিচ্ছে রানা ছুড় ফুলিয়ে। পিছন দিকে চাইতে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে গান প্ল্যাটফর্ম থেকে গতে উঠল রিটার্নের কামান, মনে হলো ও বুকের তীব্র থেকে বেরিয়ে গেল শেলটা। ইনলেটের ওপর দিয়ে হস্তার ছড়ে চোরের পর্বের ছুটে গেল নেটা থের্সিয়ামারের দিকে।

‘পুল!’ চিত্কার করে বলল। ‘পুল! হেলপ দ্য সেইল।’

বিদায় রানা-৩  ২৬৭
থোর্সের হামারের বিজের পিছনে ডাইরেক্টর-টাওয়ারটা খোপিয়ে হয়ে গেছে শেলের আয়তে।

জুড় হয়ে চেয়ে রইল রানা গান মাজলের দিকে। পিছিয়ে এল এক পা, নিজের অজ্ঞাতসার। অপেক্ষা করলে কান ফটানা দ্বিতীয় বিভক্তির জন্যে পরমুখে প্রভু শেলের ধাকাটা সুইন ফেলে দিল ওকে বটম গ্রামিংয়ের উপর। বিভক্ত তুলল রানা, শেলটা ইতোমধ্যে মাঝামাঝি দিয়ে টুকে থোর্সের হামারের বিজ্ঞাপ দুভাগ করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বিভক্তির পরে নিম্নলিখিত, তারপর থোর্সের হামারের গুল বেজে উঠতে শুল রানা—'আল্যান স্টেশন'। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক, ভাবল রানা। ডেক্ট্রায়ের নাক খাবি বাছছে পানিতে, এদিক ওদিক ঘুরে যাছে। হায়রে ফেলেছে কর্কোল। বিকট আওয়াজ হলো পরিচালক 'Kyle of Lochalsh'-এর এক পাশে ঊভো মারায়। একই সময় তার টুইন ফোর পয়েন্ট ফাইট ইঞ্জ মারাই মুখ হুলল। সারা ফ্রেডারিকের সাথে এক হাজার ফিট উপর গ্রেনিয়ার গুল আয়ত করল শেল দুটা। ডেক্ট্রায়ের হেলে-দুলে এগচেছে বোর্ডের টানে। হঠাৎ পানিতে ভিড়ে কিছু সাথে যেন অটকে গিয়ে তীর মাঝঘেনিন শেল নাক ঘুরে যাছে একদিক থেকে আরেক দিকে। কেঁপে কেঁপেঁ উঠতে গেলার আয়তে।

বোত স্বীক হতে দিচ্ছে না থোর্সের হামারকে। তার পরবর্তী তিন জোড়া শেল বাতাসে সিঃ কেঁটে গ্রেনিয়ারের উপর-কাঠামোতে গিয়ে আয়ত করল। টার্গেটের একটা দুরে শেল পড়তে দেখে পরিকার বুলল রানা, ডাইরেক্টর-টাওয়ার আর বিজ্ঞ অচল হয়ে গেছে। কর্বাইটের ঘোষা আর পোড়া মাংসের গুল ছুটছে বাতাসে। ফরওয়ার্ড টাওয়ারের মটার প্রায় লক্ষণীয় ভাবে ছোড়া হচ্ছে লোকাল কর্কোল মারফত।

হোয়েল বোত এখন ইন্টেন্টের মধ্যে পানিতে। বাতাস ধরেছে পালে। কতগতিতে ছুটছে ওরা।

'থোর্সের হামারের পোড়ের দিকে লক্ষ করা বোত,' নির্দেশ দিল রানা। 'আরও খাদ্যিক এসিয়ে ক্যুং কাবিটের দিকে চলা। বোটটাই আমাদের ডেক্ট্রায়ের গুলে নিয়ে গিয়ে ঠেকাবে।'

বোত রাম দিল ওরা একটু পরেই।

'ডাইরেক্টর থামাওঁ।' উঠে দাঁড়িয়ে অযুক্ত বলন রেবেকা। 'গো ব্যাক, ডু এনিথিং, বাট স্টপ দিস সেলস্লেস কিতিং। রানা! গো ব্যাক, ফিল হিম।' বোতটাই ফেলে উঠল রেবেকা, মুখ তাকল দুই হাতে।

হঠাৎ গরম লাগতে শুরু করল রানা। কোথা থেকে আসছে উজাপ? হাপিয়ে উঠছে কেন?

'শোনা।' বিমুড়ু গলায় বলল গলহারি, এক হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সে তার ক্ষতস্থান। 'গো ফয়ার।'

ধীরের দক্ষিণ দিক থেকে তারী কারান দাগার আওয়াজ তেসে এল। বিভক্তির শব্দ ইন্টেন্টের পানিতে চেউ জাপিয়ে বাতাসে কাপান তুলে ধানিত

২৬৮

বিদায় রানা-৩
প্রতিধ্বনিত হতে ওঠু করল 

‘ওহ ওহ ওহ’ কান ফাটানো আরও একটা পর্যায়ের সাথে ছুটে গিয়ে, খোরাজ্ঞামারের বিজের একাধিকের যা মারল সরে ফ্রেডারিকের গোলা, ফুলিয়ে উঠল রেবেকা।

এই সময় দেখতে পেল রানা, একটার পাশে সাপে ফুটতে ওঠু করছে। তারত্মিক খাড়া করে গলাহার্ডিকে দেখাল, ‘টানি, গলাগর্ডি!’

গলাহার্ডি উঠে দেবার আগেই দক্ষিণ দিক থেকে আবার গান-ফায়ারের গঙ্গার আওয়াজ তোলে এল। ‘আলবার্টাস ফুট!’ চিত্কার করে উঠল আইল্যান্ডার। ‘আলবার্টাস ফুটের দ্বিতীয় শাখা, রানার!’

বোট থেকে পানিতে নামাল রানা একটা হাত। গরম!

মাঝা ঝোকান গলাগর্ডি, যেন পরিস্ফুট করে নিতে চাইছে। ‘ওদিক থেকে যে শব্দ স্বাচ্ছ-কামানের নয়, বরফ ভাঙার শব্দ!’

বরফ ভাঙা! অশান্ত দোলন বুকটা রানার। বিশাল বরফের সাপে আলবার্টাস ফুটের উত্তরাঞ্চল ফেটে চোরিচোর হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ টান পড়ে চারদিকের হিমশৈল, হিমবাহে...হলসন আইল্যান্ডার ফাইরসিয়ারও কি ধরে পড়ের? কিন্তু সময় লাগে কতক্ষণ? কতক্ষণে গলতে ওঠু করছে ফ্রেডারিকের পানিতে নিচের ভিডিটা? ফ্রেডারিকের উদ্ধার বস্তা বস্তা পারবে কি? চাপা দিয়ে পারবে তাকে ধরবে নিজে?

বিভ্রমের গোটা নিকটে নিল রানা। ‘ডেন্টটারার গায়ে বোট ভেড়াও, গলাগর্ডি! কুইক! আমাকে অনুসরণ করবে তুমি!’

গান প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেকটা শেল ইনলেট পেরিয়ে পুরানো লাইনারের সুপার-স্ট্রাক্চারে ধাক্তা মেরে বিভ্রমিত হলে।

ডেন্টটারার ল্যাভরারিস চাইড বোট চিড়াল গলাগর্ডি, আঠাটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে নচু বুলোর্স টাকটাক রানা। জাহাজের শরীরটা ক্ষতিক্রিয়া করে দিয়েছে কামানের শেল। ছুঁদির ছিদ্রের পড়ে আছে চারদিকে মানুষের দেহ। বিজের অবধারণ...অন্ততঃ এই রেবেকা, তাতের পানিতে গলাগর্ডি টেনে তুললো রানা।

গলাগর্ডির হাতে তখনও ধরা রয়েছে বোটটা। রানার অন্যরা সত্তা প্রশ্ন হয়েছিল। আইল্যান্ডার এবং নিবন্ধনের টেনে এগিয়ে শেল রানা, ওয়ার্ডরম ইমার্জশন ক্যান্টারবারে স্টেশনে রূপান্তরিত হয়েছে। আইল্যান্ডার এবং নিবন্ধনের টেনে এগিয়ে শেল রানা, ওয়ার্ডরম টেবিলে জোর করে হীরে দিল গলাগর্ডিকে। ওটাই অপারেটর টেবিল হিসেবে কাজ দিচ্ছে এখন। ডেন্টটারার রিসিভার হুকু কানে না টুলে নিজকে আঝুল বাড়িতে ক্ষত্রঞ্জানা দেখালো রানা গলাগর্ডির কাছে। অনলাইনের অভিযোগ দিতে ওঠু করল চোখ কচ্ছে, শোনার জন্য দাঁড়িয়ে না থেকে একটা কাছে নাচলো বেরিয়ে এল রানা। একমুহুর্ত পরই পাশে একে দাঁড়ালে গলাগর্ডি। 'ব্যাডেজ পরে বাধলেও চলবে,' ব্যাধা দিল সে।

ফরোয়ার্ড টাওয়ারে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, গলনার শিরাগুলো ফুল উঠেছে তার চোখে চেঁচে তে। কাঁধ থেকে ইউনিফর্ম জাকেট অর্থের বেশি পুড়ে গেছে বলে মনে হলো রানার, ক্যাপটা নেই মাঝায়। হতভাগ, দিশেরারা

বিদায় রানা-৩  ২৬৯
লোকজন ছুটে যাচ্ছে জাহাজের একক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত অংশটার দিকে, বিশেষতঃ চড়াতের চারদিকে। আহতদের ধারাধীর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওয়ার্ডরেম যাবার কম্যান্ডার ওপরের দিকে, যখন থেকে এইমাত্রে বেরিয়ে এল গলাহার্ডিত। আগত করে গেছে থর্সিয়ামোর পিছনের অংশে, নেভাবার প্রস্তুতি চলছে। পাচ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আত্মকর ধরন দেখল রানা। শুকিত হবার মত কিছু নয়, নেভাবার যোগাযোগ দেখে ধারণা হলো ওর। ভংসকাও যোগো কলা পূর্ণ করেছে ওর মাথার উপর, বিজ্ঞ আর ফায়ার-কন্ট্রোলে।

সামনে আর কেউ ওদের দিকে নজর দিল না, যুবক বয়সের একজন সাব-লেফটেন্যান্ট ছাড়া। স্টার্নের ইমাজেনী কোঁকি পায়ের স্টীল উঁচুয়ের উপর দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশে চিত্কার করে উঠল। সামনেই ফিসফিস করে আলাপ করেছে দুইজন নাবিক ওদের দিকে তাকিয়ে, ওরা পা বাড়াতেই পথ রোধ করে দাঁড়াল।

দুইপাশ দিয়ে পড়িম করে ছুটেছুটি করেছে করা। ধাক্কা সামলে দাঁড়িয়ে থাকাই মুক্তিক।

'কে তোমরা?' প্রশ্ন করল একজন রানাকে।

আর একজন কিছু জানার অপেক্ষায় থাকলই না, ধাই' করে এক ঘুমি মেরে বলল গলাহার্ডিত ক্ষত্থানে।

'আমি, কি হচ্ছে ওখানে?' ফরওয়ার্ড ডেক থেকে অফিসারটা দুদাড় মই বেয়ে নেমে আসছে ওদের দিকে।

বৌঝা খুঁষে পড়েছে—ক্ষদিঘম চেপে ধরে বসে পড়ল গলাহার্ড। রানাকে যে লোকটা প্রশ্ন করেছিল তাকে হাত দেখিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে বলে গলাহার্ডিত দিকে ফিরতে যাবে রানা, লোকটা, 'এনিমে বলে অর্নিনাদ তুলে বাঁধিয়ে পড়ল রানাকে লক্ষ করে।

চোখের পাঁচটাকে ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। নাবিক আর বুঝের মধ্যে মারোপট লাগলে কথায় যে তার শেষ, জানা নেই করে। তীব্র-সক্রিয় লোকজন যে যার গা বীচতে বসু হয়ে কেটে পড়ল নিরাপদ দুর্বলত। কিন্তু যারা রানা, গলাহার্ড আর রেকেকের সেন্ট্রালের লোক নয় বলে চিনে পারল, চারিদিক থেকে তারা ছুটে এল মারুম্য হয়ে।

অবস্থা বেগতিক দেখে রেকেকের ইশারা করে কাছাকাছি থাকতে বলে নিজেকে মুক্ত করল রানা কন্তুই চালিয়ে। নাবিকটার পায়ের ভাড়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওর, কিন্তু টের পেল, সময় কুমিয়ে যাচ্ছে তেবে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কন্তুই জেরে চালিয়ে হচ্ছে ওহে, মত করে। শক্তি হতে থাকা রাগিতল রাগল রানার।

বিকট শেষে গোলা ফাটল আরেকটা। কাছেই। প্রত্যে থাঁকি খেল জাহাজ।

ছুটে আসিল যারা, মুহুর্তে খেলে গেল সবাই। যেন ওরই শক্ত। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে গলাহার্ডিত রানাকে সাহায্য করার জন্য৷ কিন্তু চারিদিকে উন্মুগ লোকের ভিড় দেখে মাথা ঘুরে উঠল তার।

সামনের দিকে থেকে দুইজন বাঁচিয়ে পড়েছে দেখে খুশি হলো রানা। ওই পথেই যাবে ওরা, সুতরাং ওদিকটা যেত তাড়াহুড়া বাধা মুক্ত হয় ততই ভাল।

২৭০

বিদায় রানা-৩
মার! পাকড়াও! বাটাদের হাল তুলে ফেল। চেঁচাচ্ছে অফিসার, মই বেঁয়ে নেমে এসে ডান পাশে দাঁড়িয়েছে সে, তাকে ঘিরে পনেরো বিশজনের একটা ভিড়। আতিন দোনাতে বন্য সবাই।

গলছাড়ির উপর কোন চাপ যাতে না পড়ে, কুত্ত এগিয়ে গিয়ে আক্রমণাত্মক দুর্জনের মুখোমুখি পড়ল রানা। পড়েই লাভ করল এই নাকি লাভ লাগল দুর্জনের বুকের উপর। হুমকির করে পিছিয়ে গেল দুর্জন থাকা খেয়ে। মাটিতে নেমেই ডাইনে-বায়ে দমাদম ঘুসি চালাতে গেল কল রানা দুই হাতে। ক্রমশ পরিস্কার হয়ে আসছে সামনেটা।

'বানা!' পিছন থেকে তীক্ষ চিত্তার চুনে ঘাড় ফেরতেই রানা দেখল ওর মাত্র এক হাত পিছনে টলছে তীক্ষ এক জুড়ু, আইস-এক্সক্স হাত মাথার উপরে তুলে ধরছে আকর্ষণাত্মক ভাবতে। মুখে তাকাচাকা খাওয়া ভাব। গলছাড়ির হাত থেকে খুলে পড়ে বৈতা তুলে নিয়ে লেকটার মাথায় বসিয়ে। দিয়ে তিন হাত দুরে ছিটকে সরে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা, চিত্তার করে সাবধান করেছে রানাকে।

পিছিয়ে এসে রেবেকার হাত থেকে বোঝাটা চোখ মেরে কেড়ে নিল রানা। বা হাত দিয়ে ধরন রেবেকার একটা হাত। 'যদি কেউ সামনে পড়ে, খুন করে ফেলবে!' হুমকি ছাড়ল রানা, কপাল থেকে ঝরে পড়ল স্বামীরের ফোটাগুলো চারদিকে। মাথার উপর উদ্যমভিত্তি বৈতা ধরে চুটল রানা, একপাশে গলছাড়ি, আরেক পাশে রেবেকা।

একটা বাকি নিতেই পিছন থেকে পিক্সেলের আওয়াজ হল।

'ওরা আসছে!' বিশ পঁচিশজনের শোরগোলটা অনুসরণ করেছে ওদের, বুঝতে পেরে চোর গিলে বলল গলছাড়ি।

রেবেকা নাপাল্লো। গলছাড়ি এগিয়ে গেল ওদেরকে ছাড়বে। কিন্তু কিছু বিড়াল দুর্মুখ কাছে চলে আসছে টেরে পেয়ে পিছিয়ে পড়ল আবার সে। অতর্কিত দেখাচ্ছে তাকে। মারমুখে ক্রুদর হন্ত থেকে মে নিজের নেই, তিনজনই বুঝতে পারছে পরিস্কার। এদেরকে এখন বোঝানো সম্ভব নয় যে চিত্তাটাকে মাথায় ভাল করে দুকতেই সুখোয় দিল না রানা।

'টিপেডো,...' ওর করতেই রানাকে হঁচিয়া তানে ডেকে তুলে নিল গলছাড়ি, একই সাথে আরও একটা শেলছুটে এল টালটামান বেরিয়ে গেল সেটা।

পোর্ট সাইডের চারপাশে টিপেডো টিউবের দিকে দৌড়ে পরে। পাসেজে দুকে বুথ্য করে দিল দাঁড়ানো। ওঁজে প্রলভ আলফাটার্টা গিয়ে থামল। পাউর থেকে ইনসাইতের এর পাড়াটা পরিস্কার। দুর্জন মিনে টিপেডো টিউবের মসৃণ নাকের খোরাল। গলছাড়ি বুকে পড়ে এক চোখ বুঝতে, ওপারের গান প্লাটফর্মটাকে দেখতে চেষ্টা করেছে সে। পাসেজের দরজায় মুর্মুরুড় যা পড়ছে। থানায় সেদিকে তাকাচ্ছে রেবেকা।

'বিনো দেয়ার!' আদেশের সুরে বলল রানা।
আইল্যাম্বার তাকাল ওর দিকে, স্থিত। ক্ষতিহার থেকে রক্ষকরণ বন্ধ হয়নি পুরোপুরি, গোটা হাতুড়ি ভিজে গেছে লাল হয়ে।

‘টেন ডিজিগ্রিজ অ্যাস্টার্ন’, আবার বলল রানা। ‘ফ্লেশিয়ারে মারতে হবে!’

‘না!’ প্রতিবাদ করল রেবেকা দুধ গলায়। ‘ফ্লেশিয়ারে নয়। কিন্তু দেম, রান। আমি তার মেয়ে বলছি, রেবেকা সাউন, আমার বাবাকে খুন করে তুমি। খুন করো! এই অকালো হত্যায় বন্ধ হোক! বন্ধ হোক!’ বলতে বলতে জানা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল রেবেকা।

আইস ব্যারিয়ারের ফোটল ধরেছে, তার ওরগ্রণীর বিক্ষেপদানের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল স্যার ফ্লেডারিকের শেনের গর্জন। ফ্লেশিয়ারের মাথায় জড়না আতঙ্কের আলে চিড় ধরেছে। ক্ষুব্ধ বটল গ্রীনের উপর অক্ষম সাদা ফিতের মত দাগ ফুল, গাইডের উইফস্কিনের প্রতিটি ইঁকি ফেটে গেলে যেমন দেখায়। কয়েক হাজার টন লেফস্ট হইতে অড়ালোডা ভাঙেতে শুরু করল যেন।

কিন্তু রক্তক্ষয় লাগবে ধস নামতে? প্রশ্ন করল রানা নিজেকে। ফ্লেডারিকের খুনের লেপা ফিতিয়ে দিতে কত সময় নেবে আর? উত্তরটা নিষ্ঠঃ রেখেছে গলাহর্ডির বৈদেশ্যের উপর, জানে ওন।

প্যানেজের স্টিলডের বাংলার কাজ হাত ধিয়েছে কুরা অফিসারদের নেতৃত্বে, গ্যাসের আওয়াজ তীন বুলডার রানা। ইস্মাইলের দরজাটা গ্যাস দিয়ে গলিয়ে ফোকর তৈরি করছে।

আইল্যাম্বার বলল, ‘টেন ডিজিগ্রিজ অ্যাস্টার্ন, এক সেকেণ্ড হক করল সে।

‘রেডি!’

‘ফায়ার ওয়ান!’ আদেশ করল রানা।

লিপ্ত ধরে গ্যাসের জোরে নিচে টানল গলাহর্ডি। আইস ব্যারিয়ারের বিক্ষেপণের আওয়াজে চার্জের তীক্ষ্ণ শব্দ হারিয়ে গেল। সাপের মত হিসাহস শব্দ সাথে নিয়ে পানিতে ডাউন ডিল মৃত্যুদূর্গোত্তিসলাবড়।

‘ফায়ার টু!’

ফ্লেশিয়ারের গোটা সমুথভাগটা বিক্ষিপ্ত করতে হবে, কিন্তু গলাহর্ডির তা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা।

‘ফায়ার, ল্যান!’ তারপর, ‘ফায়ার ফোর!’

বরফ ভাঙার অবিরাম আওয়াজে সব শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে, ফ্লেশিয়ার হেডের গায়ে ওয়ার-হেডের বিক্ষেপণের প্রচুর কম্পন তুললেও কিছুই গুনতে পেল না রানা। সীল তিমির নাম দিয়ে পানির বলে তাঁদের মত চারটে কলাম দেখা গেল ফ্লেশিয়ারের সামনে, গলাহর্ডির অব্যাহত লক্ষ্য বক্ষ্যোত।

চড় চড় চড় শর্দু কানে তালা লাগল, প্রাই মার্কান থেকে হিমবাহ্তাকে দুর্ভাগ করে দিয়ে উঠে গেল একটা বিশাল ফটল। গাঁহে প্ল্যাটফর্মটা নিম্নে।

পরিক্ষা দেখা যাচ্ছে, স্যার ফ্লেডারিক সী-বুট দিয়ে সিঁচন থেকে লাই মার্ঙ্ঙে ওয়ান্টারের নিয়মে। ওয়ান্টার, না পাথর ওটা? এত দূর থেকে মুখভাব বোঝা যাচ্ছে না, চেয়ে আছে সে মাঝার উপর বুলে থাকা হিমবাহ্তার দিকে। লাই তাকে

২৭২

বিদায় রানা-৩
স্পষ্টই করতে না যেন।

তত্ত্বি হারিয়ে নিচু হতে ওঠু কর্ম হিমবাহ। রানার নূরের তিতর ঠাপা হিম একটা ভেনের স্তায় হত্ত্বিটাকে ছুঁড়ে দিল। সুলান যদি ওঠে পড়ে হিমবাহ, দেবশীরাটি করের হাজার তন বরফের দলীয় চাপা পড়ে যাবে এক নিমেশে।

রুদ্ধাণে চেয়ে আছে রানা। পাশে দ্বারনো গলান্দিরর নিখোঁজ ফেলার শিক্ষা শুরুতে পড়েছে না। দুর্গু আলাদা উচু আটেওটোর উপর ভর করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল হিমবাহট। কিশোর ক্যাপ্টেন দোমিনিক কেঁচে দেখানো হয়েছে একটা, মনে পড়ে দেখা যায়।

প্রকাওদেহীর সতর্কতার মত বরফের গা বেয়ে একেবেকে ছুঁড়তে উপর দিকে বিনাট আকাশের অন্ধকার মণ্ডল, এক একটা ফটোল অন্ধকারে ঢুকে যাবে কৃষ্ণ বিদ আইটি বিভিন্ন। বিশাল মৃদুপ্রতি সাদা বাঁধার মত লাফ দিয়ে ছুঁড়ে চাইছে হিমবাহের সবজ বৃষ্টি অতকের জালকে। বরফ টলছে, দূরত তারপর হঠাৎ।

নিচতে না তিতর থেকে টিক দোপা গেল না, চতুর শিক্ষকালী একটা ধারায় ছিড়ে গিয়ে ফুলফুলির মত ছড়াইয়ে পড়ত সবজ আতকের জাল। সাদা বাঁধার পরিধি তান করে মুখ শুণ্য ছুঁটে নিয়ে দেল সবজ রঙ সবচেয়ে এক একটা টুকরোর ওজন হবে কয়েকশো টা। বুরুর আর ক্ষুদ্র টুকরোলা বেশিদুর পর্যন্ত ছুঁটে যেতে পারল না। বিশাল একটা ঋত হয়ে নেমে আসছে সেগুলো নিচে।

নিচে, গান প্লাটফর্মে দিয়ে চোখ নামাতেই সার ক্রিুিদারিককে দেখতে পেল রান রান। অতড়াল পরিসর একটু তার ভঙ্গি। হাতে টিব পিঠের মত ঠেলে হ্যালু গেড়ে দুরস্থ তাক অসংহার অর্থের মুখে পাশে দাঁড়িয়ে উপর দিকে মুখ তুলে হাত ছুড়ে সে, দাঁড়িয়ে হিমভাঙ্গাট। পিউটারের ক্ষেষ্ট বিশিষ্ট মাঝার তার। মুখ্যরায় দেখে রানা বুঝল, গলাগলি করেছ সার ক্রিুিদারিক। এর মুখে হলো, কানে পাতলে যেন পরিসার শুরুতে পাবে লোকটার কথাগুলো।

বাম পাশে দেখা গেল প্রাণ হাতে নিয়ে ছুঁড়তে কাঁধ পিঠা। পাঠারের টুকরোলা কি অজিলায় টুকে যাচ্ছে। বুরুর আর ক্ষুদ্র টুকরোর বৃষ্টি নেমেছে ওদিকে। শাস্ত্রীয় হয়ে গেল রানার। এক নিমেশ দূষ্টির আদলে চলে গেল পিঠার। প্রথম বৃষ্টিটা ধামাতেই বুরুর আর টুকরোর তিতর থেকে উঠে দিল তার মাথাটা, তারপর অতঃকে পুরো শিরাটি টেনে তুলল সে। পিঠার মাথা থেকে লাল রঙ নামছে মোহের মত, পাত পর্যন্ত রাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। আবার শুরু করল সে তার দৃশ্য নিরন্তর এগোয়ানী পিঠার, এর মাথা স্পর্শ করল দীর্ঘদিনে বৃষ্টিট। বুরুর পরিমাণ কম এটোয়, টুকরোলা বড় বড়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ছুঁটে পিঠার। এখন আর তার দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ঠাঁচ থামল বৃষ্ট। দেখার জন্যে মাত্র এক পলক সময় পেলানা। টুকরোর বরফের চুপ, তার তিতর থেকে দুটো ইমানুয়লেট হাড় উঠে এল উপরে, কিছু ধরার জন্যে ছুঁড়তে করে। পরবর্তীতে তার সব প্রশ্ন বন্ধ করে দিয়ে বিশাল একক বরফ নেমে এল উপর থেকে। পক্ষান্তর টুকরোর কম হবে না। তার উপর পড়ে আর একটা দেড়শো টুকরোর মত। তারপর চারপাশে একের পর এক, অসংখ্য।

১৮—বিলায় রানা-৩

২৭৩
ঢেকে গেল গোটা এলাকাটা।

প্রকাও হিমায় দুঃখে আহত কিংবদন্তের মত। গান প্লাটফর্ম পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গলি ঘুরিয়ে সায় কেঁদের উপর দিকে। দূরত্ব অনুমান করার চেষ্টা করল রানা। স্টান্দ হয়ে গলে পড়লে ডেস্ট্রোয়ারকে স্পর্শ করবে কিনা, একে খুঁড়ে ফেলে গলে হিমাল। ফি হলো বুঝল না কেউই—দুই সেকেন্ড পর নিজেকে রাণা আর্বিবার্ত করল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে সায় হাত দুঃখ, মেঝের উপর। ডেস্ট্রোয়ার মত হাতীর মত একবার লাফাটে, রানার মত হলো প্রতিৎ লাফের সাথে পানিতে খুব উঠে পড়ছে ডেস্ট্রোয়ার কম করেও হাত খানকে। একযোগে শয়ের পায়ের বজুপাতের মত শব্দের ছুঁড়া হা কিছুই তুলছে না করে। গলহার্ডি বেঁধিয়ে ছড়িয়ে চলে গেলে, আস্তে একে ওর শরীরটা অপরের প্লাস্টারের মুখে। ডেস্ট্রোয়ারের লাফ স্বাপ বন্ধ হলেও, থরথর করে কাটছে তখনও টীল বড়ুট।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে সাইটে চোখ রাখতে বিস্ময় ধরিয়ে বমিয়ে এল ওর মুখ থেকে। গান প্লাটফর্ম কেন, কিছু নেই। প্লাস্টার আইন্যার মাঝে পড়ে গলের নিচে। সামান্য একটি দেখা যাচ্চে কেবল পাহাড়ের নাড়া মাথা। অক্সাস পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেল রানা সেই প্রকাও আলবার্টিস পাথিটাকে। যেন কিছুই ঘটনি এমনি নির্ভর ভঙ্গিতে চকচক দিছে সেটা আকাশে। প্রকৃতির এই ধারসেজে কিছুই এসে যায় না তাকে। যেন সবই ব্যাভিক।

দেওলালা পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে ছুটে আসছে ডেস্ট্রোয়ারের দিকে, দেখতে পেল রানা। হিমারের পাণ্ডুল পাইলটের পানিতে তুলে আহার্ড মারছে এখনও।

'সাবধান, গলহার্ডি!' ভিন্নিয়ার করে দিয়ে কল রানা। 'চেউ…'

ও শেষ করার আগেই প্রথম চেউটা এসে ধাক্কা মারল ধোলাহার্ডমারকে।

দেও মিনিট টেরেজো টিপের গোড়া ধরে ডেস্ট্রোয়ারের দুঃখ করল রানা। গলহার্ডি উঠে দাঁড়াল, 'গেছে, না?'

'মেত না,' বলল রানা। 'আলবার্টিস ফুটের একার কর্ম ছিল না ওটাকে গোড়া থেকে ধোলাই-তোমার টেরেজো তৈরি আসল কাজ হয়েছে।'

রানার চোখের দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে দেখে পিছন ফিরে গেল গলহার্ডি, পিঠে একটা শঁক ধাতন পদার্থের স্পর্শ অনুভব করতেই কাঠ হয়ে গেল সে।

আলবার্টিস এলাশ ওদুঘাটেই তাকাল গলহার্ডি। দুটা স্টেনের বাকের দেখতে পেল ওধু। পিঠে কোচা থেয়ে সামনে বাড়ুলে সে। দুপা বাড়ুলে না বাড়ুলেই হুমানের কমা, গভীর, 'হেয়া!'

কুলো টচকে পিছন হাতে নিয়ে গলহার্ডির পাশের দিকে এগিয়ে গেল একজন হয় পুঁত লজ্জা লোক। মাথা জুড়ে বিরাট ব্যাপে তাকে, যা হাতটা পলার সাথে বীর্য অবস্থায় মুঁচুকে যুক্তের কাছে।

২৭৪  বিলায় রাজা-৭
বাজ দেখেই পরিচয় পেয়ে গেল রানাও। 'ক্যান্টন সানকিড?'


পিতৃদের দিকে একবার তাকালও না রানাও। 'ক্যান্টন, সব যেনের উত্তরই আপনি পাবেন, কথাটা বলে এটুকু ইচ্ছে না করে রেবেকার দিকে এগেল ও। একপাশে সবে গেল ক্যান্টন সানকিড। তার হাতের পিতৃদের নিজটি অনুসরণ করছে রানাকে। রেবেকার পাণ্ডাকালা করে তুলে নিয়ে প্যাসেজের দিকে এগেল রানাও। 'এসো, গলাহারি।'

তিনজন স্তন্ত্রীগাথারী হাইকার মত চেয়ে বইয়ে ক্যান্টন সানকিডের দিকে।

ইঙ্গিত পেয়ে তারা অনুসরণ করল রানা আর গলাহারি। সবার পিছে ক্যান্টন স্বয়ং।

প্যাসেজের বাইরে ডিশটি উদ্ধৃতি। রানাকে দেখে চাপা আক্রমণে ফেটে পড়ল সবাই। কিন্তু আগর ক্যান্টনকে যথাযোগ্য আসতে দেখে তুষ্ট হয়ে গেল ওঞ্জন। দু'পাশে রানাকে বিষ্ণু যে পথ চেয়ে দিল ডিশটি রানাকে।

ছেড়ে ওয়ার্ডরমে এসে দু'লক ওরা। টেবিলে যেই দিল রানা রেবেকাকে।

গলাহারিকে বড়তে হলো না, সে-ও একটা টেবিলে লন্ধা হলো। সার্জনের রেবেকার দিকে একত্রিত আসেছে দেখে কোনও কথা না বলে গলাহারির দিকে একটি আজুল তুলল স্বীকৃত।

ওয়ার্ডরমের ভিতর, দরজার দু'দিকে দেখালে পিঠ দিয়ে দাঙ্গাল স্তন্ত্রীগাথারী

সেটি দু'জন। এদের কাছে থেকে প্রথম হাত বাবধান রেখে, ক্যান্টন সানকিডের পাশে।

রেবেকার গলাস দেখে মস্তিষ্কের একটা নিম্নোক্ষের সাথে ঘুরে দাঙ্গাল রানাও।

'কে তুমি?' ক্যান্টন সানকিডের গলায় এখন আর সেই সাদা নেই। তার

কারণ ডেকে হয়ে ওয়ার্ডরমে দোকার সময় তাকে একজন সব লেফটেনাংট

জানিয়েছে যে হিমবাহটা হস্তে গেছে বলেই কামানের আক্রমণ থেকে রেহাই

পেয়েছে যাস্ক্যামার, এবং হিমবাহটা হেসে পড়েতে সাহায্য করছে চারেই

টার্পেডো। 'সিভিলিয়ন হেতু তোমার দু'জন জনলে কিভাবে টার্পেডো...'।

নিজের পরিচয় দিল রানা সংক্ষেপে। গলাহারির প্রসঙ্গ তুলে বলল, 'আপনি সিভিলিয়ন, আপনার ভাষায়, এক কানের সর্বশেষ টার্পেডো-মান গলাহারি, ট্রিস্টান আইল্যান্ডার। কোনো কারের মিটিওরকে তুলিয়ে দিয়েছিল ওরই টার্পেডো।'

'এইচ.এম.এস চেষ্টার টার্পেডো-মান গলাহারি?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল

ক্যান্টন।

'হী!'

'রানাও...' রেবেকা জুরি ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে টেবিলের উপর। 'ডাচি...'

চার্টনকে তাকাল সে ওয়ার্ডরমের। লাইন দিয়ে তিনি ডেকেছে মন আতিতরা।

যাদের আবশ্যু গুরুত্ব তাদেরকে হোলে রাখে হয়েছে মেজেতে। 'ওহু গড়! হুইয়ে}

ফিলার রানা-৩

২৭৫
উঠে রেবেকা একজন তরুণকে দেখে, কাথ থেকে তার ডান হাতটা নেই। ‘এরা সবাই যদি আহত হয়ে থাকে, মরেছে কতজন? রানা, কামান্টা থেমে আছে কেন? ভাবি কি...’

‘গ্ল্যাসিয়ার ধসে পড়েছিল, রেবেকা। হ্যাতকাও বন্ধ করার জন্য আমি আর গলাহার্ডি চারটে টেরপোড মেরে ধরে পড়ার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হবার বাবস্তা করছি। আর কোন উপায় ছিল না আমাদের।’

‘সে কে? কে সেই খুনি? কে আমার ভেন্ট্‌য়ারকে আচমকা আক্রমণ করে অমন ঝাড়া করেছে?’ অস্বীকারের ক্রোধে গর্ভর করে কাপছে প্রোভিট ক্যাপ্টেন। ‘ইন গডস নেম, কেন করা হলো এটা? ইন ইজ না ওয়ার। উইদাউট গ্ল্যাসিয়ারেন্স...’

‘থম্সপন আইল্যান্ডের নাম তুমি কেনও?' ক্যাপ্টেনকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা।

‘থম্সপন আইল্যান্ড।’ হোচ্চ খেল ক্যাপ্টেন, অবিশ্বাস ফুটে উঠল দোকে।

‘তুমি বলতে চাইছি...’

‘হ্যা, আমি সেই ব্যাপারে থম্সপন আইল্যান্ডের কথাই বলতে চাইছি,’ বলল রানা। ‘আমার সেইন বছর কেউ পায়নি। কিন্তু ক্যাপ্টেন, তোমার চোখের সামনে কৃষ্ণ হয়ে রয়েছে, ওই দেখো, থম্সপন আইল্যান্ড।’ দম নিয়ে বলল রানা।

‘তোমার ভেন্ট্‌য়ারকে যে লোক আক্রমণ করেছিল...’

‘কে সে?’

‘থম্সপন আইল্যান্ডের এক প্রতিদিন, রেবেকার দিকে চোখ রেখে বলল রানা।

‘দুঃখ এই যে, থম্সপন আইল্যান্ডের প্রধান সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল সে।’

প্রথম থেকে সংক্ষেপে সবটা শোনাল রানা। তুর করল ক্যাপ্টেন সোরিশের চার্ট দিয়ে। চার্টটা ওর কাছে খাঁচে জানতে পেরে তার ফেটাভার মিস্টারেন গিয়ে তুর তুলে নেয়—তাঁরপার যা যা ঘটেছে, সব বলল ও। ওয়াল্টার সিপ্লেন্টকে পুলিকুর্ম নামায় তুর কাপ্টেন রাগে কাপড়ে তুর করল। তাকে শাব্ট করল রানা এই বলে, ‘ক্যাপ্টেন, হাজার টন বুরাফর নিচে থেকে তাকে বের করা সফর নয়, কাপ্টেন। আমার হাত থেকে শাব্ট পাবার বাইরে চলে গেছে সে।’

সবটা তোন রানার কাছে চাপড় দিল ক্যাপ্টেন। ‘আই গ্যাম প্রোথাল টু ইউ!’

রেবেকার-জন্য কেবিনের বাবান্দা হয়ে এল। তুর করল শুভেচ্ছা দিয়ে মুখোমুখি দুটো চোখের বসল রানা ও ক্যাপ্টেন। কাথে ব্যাড্জেক নিয়ে এমন সময় ভিতরে চুক্ত গলাহার্ডি। রেবেকাকে উঠে বসে থাকতে দেখে একটা হাসল আইল্যান্ডের।

‘মুদ হাসন রেবেকাও।’

‘হ্যাঁ, আরও বড় করে হাসন।’ গলাহার্ডি হাত রাখল রেবেকার মাথায়। ‘মন খারাপ নাকি?’ গ্যামের হলো সে, দুটো গলায় বলছে, ‘কিন্তু মন খারাপ করেন কেন? কেন? আমি তো বলি যা ঘটিয়ে ভাল জন্য ঘটেছে। ওকে জেল থাকতে...না, ফাইনিউ বুঝতে দেখলে কি আরও বেশি দুঃখ পেতেন না? তার চেয়ে কি ভাল হয়নি বাপারটা?’

২৭৬
রেবেকা মাথা নিচে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
ক্যারটন এগুলো গিয়ে গলাহারির হাত তুলে নিল নিজের হাতে। গ্ল্যাঙ্গ টু মিট ইউ, টার্পেডো-মান আইল্যাটার, গলাহারিট।

gলাহারি মুক্তি হাসল, রানার দিকে চেয়ে কৃত্রিম উঁথা প্রকাশ করল সে। 'সব ফাস করে দিয়েছি, কেমন?'
'অজানার উদ্রেকে অভিযানে নরওয়েজিয়ারা সব সময় এক পায়ে খাড়া, বলল ক্যারটন। 'আমরা Kon Tiki রাষ্ট্র সংঘ করে রেখেছি একটা মিউজিয়ামে। পোটা দুদিনীয় আর একটা যদি মিউজিয়ামে রাখার মত বোট থাকে তো সেটা তোমার হোয়েল বেট। এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার, গলাহারি, খেলা বোট নিয়ে কেউ অমন ঝড়ের মধ্যে বেঝ থাকতে গায়' তোমার অনুমতি পেলে, তোমার বোটটিকে আমি সাথে করে নিয়ে যাব নরওয়েজ।
আগামীকাল সাড়ির উৎসব হবে এখানে, ধস্তসন আইল্যাটার জয়ের সমাপন। আমরা পতাকা তুলব এবং তোপ দাগব।'

রেবেকার সামনে গিয়ে ঝাড়াল রানা। একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে।
কানের কাছে অফুর্ত দেয় বলল, 'তোমাকে আমি ভালবাসি।'

প্যান্টির ধনুকের মত উজ্জ্বল চোখে রানাকে দেখেছ রেবেকা। মুঠোর মত দু' ফোটা পাঁচি চোখের কোণে।

একটাকে অন্য বুকের মত দুর থেকে আবার ভেসে এল বরফ ভাঙ্গার শব্দ। ধরন করে কেঁপে উঠল থোর্স্যামার।

মুর্তির জন্য হিম্মত দেখায় ক্যারটনকে, কিন্তু গান ফায়ার নয় ব্যবহারে পেরে বাহারিক হলো সে। 'তোমার নিজের মুখ থেকে অভিযানটা সম্পর্কে সব সত্যে চাই আমি,' বলল গলাহারিকে। 'আমি জানি, এর চেয়ে ইন্টারেস্টিং একসাইটিং অভিযান আর হতে পারে না।'

গুলি করল গলাহারি। রানা চেয়ে আছে রেবেকার চোখে—রেবেকা রানার।
আরও কিছু যেন আবিষ্কার করতে চেয়ে করছে ওরা একে অপরের চোখে।

ক্যারটন বললে গলাহারিকে ওনেত পেল রানা, 'রানার কথাই সত্যি বলে মন হচ্ছে। সারাদিন পাপল হয়ে গিয়েছিল। কি আছে ধস্তসন আইল্যাটারে যে প্রেমে পড়তে হবে? ছোট্ট একটা ইউনিভার্সল দীপ...'।

সীমিয়ামের রুগ্সুলা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই উঠতেই উঠত রানা।
ক্যারটন জানে না। হঠাৎ রানা অনুভব করল রেবেকা ও গলাহারি চেয়ে আছে ওর দিকে। তবে বুকে কেঁপে উঠল ওরা, যদি মুখ খোলে ওরা। অড়চেবে দেখল মাথা নেমে গলাহারিকে নিষেধ করেছে রেবেকা।

মেঝেবাদ করল রানা। গলাহারি তেনম বোঝে না কি বন্ধ এই সীমিয়াম, কাউকে বলবার প্রশ্ন এখনই তো না তার কেলায়। আগামীকালের গায়ে সাঁটা উগ্রশীল দেখতে কারণ কিছু বোঝা উপযোগী নেই। সীমিয়াম সম্পর্কে জানে সাঁটা পৃথিবীতে সারা ছোট্টাচোট্টির মত বিশেষজ্ঞ এমন আরও তিন-চারজন বিজ্ঞানী হয়তো আছে, কিন্তু তারা ত্রিউ জানে না কোন ধস্তসন আইল্যাটারে এ

বিদায় রানা-৩

২৭৭
পদার্থ আছে কিনা। আর যে-কোন লোক রগ্নালা দেখে ভাবতেই পারবে না ওগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে অমৃত্যু খনিজ পদার্থ—সীমিতমায়। সাধারণ বিজ্ঞানীরা তো ধরতেই পারবে না Pollucite-এর সাথে সীমাজ্ঞামের পার্থক্য কোথায়। খুনে সোটি, দুর্বেল কুয়াশা আর সাউন্ড ওশনের আইটেমসফেরিক মেশিন থম্সন আইল্যান্ডে চার্ডিয় থেকে আর আরকে বেড়া দিয়ে ঘেরাতে রাখতেই—সীমিত সম্পাদন সম্পাদন হয়েই থাকে চিরকাল। সীমাজ্ঞামের কথা প্রকাশ না হলে কে-ই বা আকৃষ্ট হবে থম্সন আইল্যান্ডের প্রতি?

‘সত্যই ইউজ্যুলস’ প্রতিদিন ‘তুলন রানা।’

আগ করল ক্যাপ্টেন সানকিক। ‘হোয়েলররা হারবার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে আমার কিছু বলার নেই,’ বলল সে, ‘কিন্তু রিক্টা তে খেলায়? এর চেয়ে তো বেশি অনেক কাছে, এর চেয়ে অর্থাৎ দুর্দশন নয় সেটা, কিন্তু কই, বছরে কটা ক্যাচারে বা তার আংশের ব্যবহার করে, বলুন।’

তোমাদের ট্রিপ্ট্রি কৌশল, কোন ও হোয়েল সী-ইভ এবং সাউন্ড পেল ফাইনার দেখতে সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। ‘হ্যা,’

বলল ও ‘ইউজ্যুলস। হোয়েলরদের হারবার হিসেবেও অযোগ্য।’

কাছে থেকেও কাছে ডেনই গল্পহার্ডি, সিলিকেন দিকে চেয়ে বন্দুপুর কান থেকে আছে। বরফ ভাঙা শব্দ শুনে এসে। ক্যাপ্টেন সানকিক রিজে ফিরে চলেছেন।

রানার মুখের কাছে মূখ তুলে রেবেকা বলল, ‘বাড়া জন ওস্টারবাই বেঁচে থাকলে খুশি হতেন, তিনি চাননি।’

রেবেকার মূখে হাত চাপা দিয়ে মুখ কষ্টে বলল রানা, ‘হ্যা। তিনি চাননি।

এবং অনিমুক্ত চাই না।’

হাত সরিয়ে নিয়ে সিলারনতি ধরল রানা।

‘এখানে খাড়া হেঁচাও রেবেকা।’ ‘এরপর কি হবে, রানা?’

গল্পহার্ডির সাহিত ফিরল, নিজের উত্তরটা দিতে এতটুকু দেরি করল না সে।

‘থেক্সটার্মার থেকে নেমে যার আমি আমার হোয়েল বোট নিয়ে, ট্রিপ্ট্রির কাছাকাছি কোথাও। তুমি, রানা।’

রেবেকার দু‘চেঘা ভরা প্রেমাশা লক্ষ করে এক আনন্দে বুকভাবে উঠল রানার। ‘তোমার হোয়েল বোটেই থাকব আমি, গল্পহার্ডি।’

‘হোয়েল বোটে আমরা কি জামায়া হবে না, রানা?’

হোঁ হাঁ করে কেবিনের চার দেয়াল কাপিয়ে অউটক্স দিল গল্পহার্ডি। হাসি

থামতে বলল, ‘হোয়েল বোটটি আমার, মাম। প্রার্থনা আমার কাছে পেশ করতে হবে।’

‘বেশ, মুখ হেঁচে বলল রেবেকা। ‘প্রার্থনা জানিয়েছি, তা কি মজা হলো?‘

রানার অনুমতি ছাড়া কারও কোন প্রার্থনা আমি মজুর করি না,’ বলে কেবিন

থেকে বেরিয়ে শেল গল্পহার্ডি ওদেরকে নিয়ে রেখেছ।

’ট্রিপ্ট্রি থেকে কার্পর্গা শিখে কোড টাউন…’

রানার প্রার্থনা দিয়ে রেবেকা বলল, ‘বেটেটের পাহাড়ে তোমাকে কি
বলেছিলাম মনে আছে, রানা?

'হুই,' রানার চোখ চোখ চোখ উজ্জল হাসল রেখে। জামাইকায় ওইজনক একটা জায়গা আছে, দেখেছি আমি, বিকি হবে বলে তেনেছি—এত সুদর যে কি বলব তোমাকে! ঠিক যেমনটি চাই…

উসাহিত হয়ে উঠল রানা। 'এসো তাহলে কিনেই ফেলু ওটা। আমি অর্থে টাকা দেব, তুমি অর্থে।'

'কিন্তু রানা, আর একটু তেবে দেখবে না তুমি?' বলল রেখে। বিশদ, ভয় আর তোমার হচ্ছে তোমার জীবন, পারবে খামারের শান্ত জীবন মেনে নিতে?

ঝাড়প লাগলে না তোমার, একেখানে লাগলে না?'

'খামার লাগলে?' বিষ্কাট দেখল রানাকে। 'ঝাড়ের জিনিস কি কখনও খামার
লাগে? আর একেকে তা লাগেই পারে না। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ
ফসল বুঝলে চাষাবাদ করেছে, পশুপাখি গাছেছে—এর মধ্যে যদি বিচিত্র না থাকত, আজও মানুষ এসব করত না? একটু চিত্তা করলেই দেখতে পারে ফসল বোনা, ফসল তোলা এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির অপরূপ এক হৃদ, সৃষ্টি
ছন্দ—একেকে হবে কিভাবে? বছরের দুটো মাস আমরা অনবিচ্ছ প্রকৃতির কোনে সঙ্গে দেব নিজেদের…

বিকি করে হারি ফুটল রেখে রেখার মুখে। 'আর বাকি দশটা মাস?

নতুন এক চিত্তায় রানা তখন আস্তুর। খশ্চিস্ত আইলাট অভিযাত্রী শেখ
হয়েছে। কাহেরেন নোবিশ, কিং জন ওয়েস্টার্বাই, বুড়ো জন ওয়েস্টারবাই এবং
মেজর জেনারেল রাহত খানকে অনুমান করেন না। এরা কেউ চারানি খশ্চিস্ত
আইলাট বি-ডিসকার্ট হোক। তার কারণ, সীমিজীয়ের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে
তাতে। খশ্চিস্ত আইলাট পুনরায়কর করেছে রানা, থিক, কিন্তু এর পরিশেষের
কথা কাউকে জানতে দেয়নি ও, সীমিজীয়ের ব্যাপারটাত প্রচার হতে দেয়নি।

পিছন দিকে তাকিয়ে অভিযাত্রীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার মরণ করল
রানা। অনেক সম্পর্কের মূলমূখীত হতে হয়েছে ওকে, কোনোটাতেই তা বাতাসের
পরিচয় দেয়নি ও। তার মানে কি দাড়ায়? কোথায় না কোথায় ভুল করেছিল
ডাকাতর মেহফুজ। ও নিজেই প্রমাণ করেছে নিজের কাছে, এখনও রয়ে দাড়াবার, বিজয়ী হবার কথ্যতা রয়েছে ওর মধ্যে। কাশেই যে জীবন ওর পছন্দ সেই জীবন
থেকে সরে দাড়াতে না ও কিছুতেই।

পূর্বের প্রথা স্বচ্ছ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল: আচ্ছা, মেজর জেনারেল কি
সত্যই ওকে বিদায় করে দিয়েছেন, নাকি আসলেই ওকে ছুটি দিয়েছেন? ব্যাপারটা
কি বুড়ো খোকার নিউররা, নাকি ডাকাতর মেহফুজের ভূল? সে যাই হওক…

চিত্তায় মাথা থেকে বেঁধে ফেলে দিল রানা। যাই ঘটে ধাক্কা, তিনি আই-এ
কিরে যাচ্ছে না সে কিছুতেই, হাতে পাওয়া হবে অনুরূপ করলেও না। কি ভেবেছে
ওরা…

সিগারেট ধরল রানা। বছরের দুটো মাস কাটার একটা বাহ্যিক ব্যাপার করে
ফেলেছে ওরা। একবার চিঠি করতে হবে বাকি দুই মাসের ব্যাপারে। আনন্দজাতি

বিদায় রানা-৩

২৭১
একটা তদন্ত সংস্থা গঠন করবে ও। দুনিয়ার সব বড় বড় দেশের রাজধানীতে থাকবে সেই সংস্থার ব্যাঙ্ক অফিস, হেড কোয়ার্টার হিসেবে ওর পছন্দ নিউ ইয়র্ক, রেবেকার সাথে এ ব্যাপারে এক্ষুণি পরামর্শ...
চোখ ফেরাতেই রানা দেখল মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে রেবেকা। ঠোলের কোণে আন্ধর্য মিটি একটুকুরো হাসি।

***

ASHOM CREATION